

হোমিওপ্যাথিক

সরল মেডিসিন মেডিকা

আমত আনন্দমোহন বসুকে জ্ঞান

সরল হোমিওপ্যাথিক ড্রাগার্টিকলস্ ১ম ভাগ, এফ, ডি, এফ, ডি, কে-ও-ইম, ডি, এফ

হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন মেডিকার ড্রাগার্টিকলস্

ডাক্তার

এন্, এন্, ঘোষ

প্রণীত ।

তৃতীয় সংস্করণ

পরিবর্তিত ও পরিশোধিত

প্রার্থনা করি—

আরোগ্যদায়িনী শক্তিনিবেশকারী ওষধের লক্ষণসমূহ নিভুল হউক ।

PUBLISHED BY THE
AUTHOR,

২১৪, হরগঞ্জরোড, সালিবা ।

১৩২৪

All rights reserved.

উৎসর্গ পত্র ।

শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বিশ্বাস কে, আই, এইচ,
মহোদয়ের প্রতি—

পরমপিতা পরমেশ্বরের ইচ্ছায়, বাঁহার প্রাণ সর্বদা “সর্ব ভূতে সমভাব” এই কথাটির প্রকৃত ব্যবহার করিবার জন্য উৎসুক, যিনি আমার এই অকর্ম্মন্য জীবনকে নানা প্রকার দায়িত্বপূর্ণ করিয়া কষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছেন, সেই মহাত্মার করকমলে আমার এই বহুকষ্টে সংগৃহীত আদরের জিনিস অর্পণ করিলাম। কারণ পরোপকারী মহাপুরুষের করস্পর্শে নিশ্চয়ই এই পুস্তকখানি মানবের মঙ্গল সাধনে সমর্থ হইবে।

শরণাগত—

শ্রীনগেন্দ্রনাথ দেব।

উদ্দেশ্য ।

আয়ুর্বেদ চিকিৎসা-শাস্ত্র মধ্যে, অর্থাৎ—চরক, সুশ্রুত ইত্যাদি গ্রন্থ মধ্যে যে সকল গুণযুক্ত পুরুষ চিকিৎসক হইবার উপযুক্ত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন ; আধুনিক চিকিৎসা জগতে তদ্রূপ গুণ-সংযুক্ত চিকিৎসকেব অনুসন্ধান করিলে, “ঠক্ বাছতে গাঁ ওজোড়” বলিলে যাহা বুঝায় তাহাই হইয়া থাকে । অতএব উপযুক্ত চিকিৎসকের অভাবে অনেক সময় স্বেচ্ছাচিকিৎসার ব্যাঘাত ঘটে, এমন কি কখন কখন চিকিৎসা করাইতে গিয়া গৃহস্থের ধন, প্রাণ উভয়ই বিপন্ন হয় । অনেকে কথাতী অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে করিতে পারেন কিন্তু অধিকাংশ লোকই এ বিষয় ভুক্তভোগী অতএব বিশেষ করিয়া ব্যাখ্যা করা নিম্নয়োজন ।

জগতে যে কয়েক প্রকার চিকিৎসা আছে, তন্মধ্যে হোমিওপ্যাথি সর্ব্বাংশে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ । হয়’ত অনেকে :আমার এই .কথাতীতে কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইতে পারেন, কিন্তু আমি ইহাও আশা করি যে, তিনিও একদিন আমার এই কথার প্রতিধ্বনি করিবেন । হোমিওপ্যাথি সর্ব্বাংশে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সেই কারণ আমি হোমিওপ্যাথিক্ মতে এমন কতকগুলি পুস্তক সরল বাঙ্গালা ভাষায় লিখিয়া সাধারণকে প্রদান করিতে ইচ্ছা করিতেছি, যাহা দ্বারা এমন কি কুলললনারাও চিকিৎসকের সাহায্য ব্যতিরেকে হোমিওপ্যাথিক্ মতে বিগুঢ় চিকিৎসা করিতে পারেন ।

ক্ষুদ্র হৃদয়ে মহৎ আশা । আমার হৃদয় অত্যন্ত ক্ষুদ্র বটে তথাপি ইহাতে কেমন করিয়া এ মহৎ আশার সঞ্চার হইল ? কেনই বা আমি এত উদ্যোগ ও চেষ্টা করিয়া সরল মোটরিয়া মেডিক্যাল থানি প্রকাশ করিতে সমর্থ হইলাম ? আমি’ত কখন ইহা স্বপ্নেও চিন্তা করি নাই । আমি

ପୂର୍ବେଓ ଅନେକ ଦାୟିତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁକ୍ରତର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବାର ମାନସେ ବହୁ
 ବହୁ, ଅର୍ଥବ୍ୟୟ ଓ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରିତେ କ୍ରାନ୍ତି କରି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମି ସଫଳ-
 ପ୍ରସବ୍ଧ ହୁଏ ନାହିଁ । ଆଜି ତଦପେକ୍ଷା ଉଲ୍ଲାସାସେ ଓ ନିର୍ବିଶ୍ରେ କେମନ କରିয়া
 ପୁସ୍ତକଥାନି ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ, ତାହା ଆମାର କ୍ଷୁଦ୍ର ବୁଦ୍ଧିର ଅତୀତ । ଅତଏବ
 ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମାର ନହେ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଧାହାର ତାହାରହି, ତିନିହି ତାହା ନିଶ୍ଚୟ କରିବେନା,
 ଆମି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଯାତ୍ରା ।

ସେବକ,

ଶ୍ରୀନଗେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଘୋଷ ।

পরিচয় ।

মহাত্মা হানিমান একদিবস একখানি এলোপ্যাথিক মেট্রিয়া মেডিকা ভরজমা করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন, গ্রন্থকার তাঁহার পুস্তকের একস্থলে লিখিতেছেন, সুস্থ শরীরে কুইনাইন সেবন করিলে জ্বর হয় এবং জ্বররোগী কুইনাইন সেবন করিলে আরোগ্য লাভ করে । বিধাতা শুভক্ষণে এই বাক্যটা মহাত্মা হানিমানের কবিত হৃদয়ে হোমিওপ্যাথির ব্রীজ-বরূপ নিক্ষেপ করিলেন । তিনি নিজে এবং কয়েকটা সুস্থদেহী মনুষ্যকে কুইনাইন সেবন করাইয়া দেখিলেন, বাস্তবিকই সুস্থদেহী কুইনাইন সেবন করিলে জ্বর হয় । মহাত্মা হানিমান একজন অতি সূক্ষ্মদর্শী পুরুষ ছিলেন । তিনি দেখিলেন, যে কয়জন মনুষ্যকে কুইনাইন সেবন করাইয়াছিলেন, সকলেরই শরীরে একই প্রকারের জ্বর উৎপাদিত হইয়াছিল । ইহাতে তিনি বুঝিয়াছিলেন কুইনাইন কখনই নানা প্রকার জ্বর আরোগ্য করিতে সক্ষম হইবে না । কারণ কুইনাইন একই প্রকার জ্বর উৎপাদন করিতে সক্ষম । তাঁহার ধারণা নিভুল কি না, পরীক্ষা করিবার জন্য, কুইনাইন সেবন করিলে যে প্রকারের জ্বর হয়, তাহার বিশেষ বিশেষ লক্ষণগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিলেন এবং উক্ত লক্ষণ সংযুক্ত জ্বর-রোগীতে বৃহৎ মাত্রায় অর্থাৎ এলোপ্যাথিক ডাক্তারেরা যে মাত্রায় ঔষধ ব্যবহার করেন, সেই মাত্রায় কুইনাইন প্রয়োগ করাতে প্রথমে রোগ অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া পরে নির্মূল হইল । রোগ প্রথমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া, ক্রমে বিদূরিত হইল দেখিয়া মহাত্মা হানিমান ঔষধের মাত্রা কমাইতে আরম্ভ করিলেন । ঔষধের মাত্রা যত কমাইতে আরম্ভ করিলেন ততই রোগ বৃদ্ধি না হইয়া, শীঘ্র এবং স্থায়ীভাবে

আরোগ্য হইতে লাগিল। তিনি অন্যান্য ঔষধও উক্ত উপায়ে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন।

পরে মাত্রা কমান সম্বন্ধে বিষয় গোলযোগ উপস্থিত হইল। তিনি দেখিলেন কতকগুলি ঔষধ এক বিন্দু মাত্রায় প্রয়োগ করিলেও রোগের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ঔষধের তেজ কমাইবার জন্য ২২ গ্রেণ দুগ্ধ-শর্করা বা ২২ ফোঁটা জলের সহিত এক গ্রেণ ঔষধ উত্তম রূপে মিশাইয়া, উহাকে ১ শততমিক ডাইলিউশন নামে অভিহিত করিলেন, এবং উক্ত ঔষধ এক গ্রেণ মাত্রায় ব্যবহার করিয়াও রোগের বৃদ্ধি দেখিতে পাইলেন। তখন তিনি পুনরায় ১ শততমিক ডাইলিউশন হইতে ১ গ্রেণ অথবা ১ ফোঁটা ঔষধ লইয়া উহার সহিত ২২ গ্রেণ দুগ্ধ-শর্করা অথবা ২২ ফোঁটা জল উত্তমরূপে মিশাইলেন, উক্ত উপায়ে ক্রমান্বয়ে দুই হইতে তিন, তিন হইতে চারি ইত্যাদি ৩০ ডাইলিউশন পর্য্যন্ত প্রস্তুত করিলেন এবং ৬, ১২, ৩০ ডাইলিউশন ঔষধ সমূহ ব্যবহার করিয়া অতি সম্ভাবজনক ফল পাইতে লাগিলেন। এ স্থলে মহাত্মা হানিমান নিশ্চিন্ত না হইয়া আরও চিন্তিত হইলেন, কারণ ৩০ ডাইলিউশন ঔষধের মধ্যে সুরাসার (ঔষধ ডাইলিউশন করিবার জন্য দুগ্ধ-শর্করার স্থলে সুরাসারও ব্যবহৃত হইয়াছিল, এক্ষণে অধিকাংশ ঔষধই সুরাসার দ্বারা ডাইলিউশন করা হয়।) অথবা দুগ্ধ-শর্করা ব্যতিরেকে আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি বহু চিন্তা এবং প্রমাণ দ্বারা এই ধার্যা করিলেন, প্রত্যেক পদার্থকে যত ডাইলিউশন করা হয়, ততই তাহার বিষ শক্তি নষ্ট হইয়া অমৃত শক্তি বর্দ্ধিত হইতে থাকে। তখন তিনি ডাইলিউশনের 'শক্তি' (Potency) আখ্যা প্রদান করিলেন। উপরোল্লিখিত ঘটনাটী বিশেষরূপে পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে পরিষ্কার বুদ্ধিতে পাওয়া যায়, ইহাতে মহাত্মা হানিমানের নিজের কিছু কৃত্রিমতা নাই, তিনি স্বভাবের নিয়মে বাহ্য দেখিয়াছিলেন জগতকে তাহাই দেখাইয়াছেন।

উপরোল্লিখিত ঘটনাটির দ্বারা আরও এই প্রমাণ হইতেছে যে, সুস্থ শরীরে কোন ঔষধ প্রয়োগ করিলে যে সকল লক্ষণ উদ্ভূত হয়, সেই প্রকারের লক্ষণ সমূহ স্বাভাবিক ব্যাধিতে দৃষ্ট হইলে, উক্ত ঔষধ অল্প াত্রায় সেবন করিলে রোগ আরোগ্য হয়। অতএব চিকিৎসা করিতে হইলে, সুস্থ শরীরে কোন ঔষধ প্রয়োগ করিলে কি কি লক্ষণ উৎপাদিত হয়, তাহা বিশেষরূপে জানা আবশ্যিক। কোন ঔষধে কি কি লক্ষণ উৎপাদিত হয়, মেটরিয়া মেডিকা নামক পুস্তক মধ্যে তাহাই বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে, অতএব মেটরিয়া মেডিকা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক-দিগের প্রধান অবলম্বন। এক্ষণে হোমিওপ্যাথিক জগতে তিন শ্রেণীর মেটরিয়া মেডিকা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমে মহাত্মা হানিমান এক প্রণালীতে মেটরিয়া মেডিকা লিখিয়াছিলেন, পরে মাননীয় হেরিং ইত্যাদি ডাক্তারেরা মহাত্মা হানিমানের পস্থা পরিত্যাগ করিয়া 'মেটরিয়া মেডিকা' আরও সহজ করিবার মানসে অন্য পথ অবলম্বন করিলেন এবং এক্ষণে কেষ্ট, ফেরিটন, ন্যাস ইত্যাদি ডাক্তারেরা ইহা অপেক্ষাকৃত আরও সহজ বোধগম্য করিয়াছেন।

মহাত্মা হানিমান যে প্রণালীতে মেটরিয়া মেডিকা লিখিয়াছেন উহা সাধারণের বোধগম্য নহে, চিন্তাশীল ব্যক্তি ব্যতিরেকে সাধারণে সহজে উহার ভাব গ্রহণে সমর্থ হয় না। মহাত্মা হানিমান তাঁহার মেটরিয়া মেডিকার মধ্যে বাক্যরূপ তুলি দ্বারা প্রত্যেক ঔষধের চিত্র অতি নিপুণতার সহিত অঁকিয়া রাখিয়াছেন, দিব্যচক্ষু না থাকিলে সে চিত্র দর্শন একেবারেই সম্ভবপর নহে। হানিমানের অব্যবহিত পরেই যে মেটরিয়া মেডিকা গুলি বাহির হইয়াছে উহারা সরল ও বোধগম্য হইলেও সূক্ষ্ম ও গভীর জ্ঞান দানে সমর্থ নহে। যদিচ আমার মেটরিয়া মেডিকা থানি শৈবোক্ত প্রণালীতে লিখিত তথাচ আমি এ সম্বন্ধে কিছু বলিব। প্রথমেই বলিয়াছি ইহা আধুনিক, যেমন আধুনিক ঔষধগুলিতে একেবারেই বলিয়া

দেয় জৈব নিরাকার, যদি চ ইহা পূর্ণ জ্ঞানের চরম কথা এবং ইহার পর আর কথা নাই, তথাচ বিশ্বাসের সহিত ইহাকে অবলম্বন করিলে কালে ননোরথ সিদ্ধ হইয়া থাকে। কারণ বৃক্ষের গোড়া ধরিলে ডগায় আসা এবং যদ্যপি কেহ ডগা ধরাইয়া দেয় তাহা হইলে যদিচ প্রথমে উঠিতে বড়ই কষ্ট হয় কিন্তু একবার উঠিতে পারিলে, অতি সহজে গোড়ায় আসা যায়। আধুনিক মেটরিয়াল মেডিকাল গুলি হোমিওপ্যাথির পূর্ণ জ্ঞান প্রদান করিতে অক্ষম কিন্তু বিশ্বাসের সহিত ইহাকে অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইলে সিদ্ধি লাভ নিশ্চয়ই হইয়া থাকে।

‘ হোমিওপ্যাথিক মেটরিয়াল মেডিকাল মধ্যে কেবল মাত্র ঔষধের লক্ষণ গুলি লিখিত হইয়াছে। মহাত্মা হানিমান ইত্যাদি চিকিৎসকদিগের লিখিত গ্রন্থ মধ্যে ঔষধের লক্ষণসমূহ বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। সাধারণে উক্ত গ্রন্থ পাঠ করিলে সহজে ঔষধের পার্থক্য নির্ণয় করিতে পারিবেন না, কারণ ঔষধগুলি পাঠ করিলে দুই চারিটা লক্ষণ ব্যতিরেকে, সমস্ত ঔষধের লক্ষণগুলিই এক প্রকার বলিয়া মনে হইবে। কিন্তু প্রকৃত তাহা নহে, যেমন একস্থলে অবস্থিত চারিটা মনুষ্য নিরীক্ষণ করিলে, যদিও প্রত্যেকেরই শরীরে চক্ষু কর্ণ নাসিকা ইত্যাদি মনুষ্যের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমূহ দৃষ্ট হয়, তথাচ উহাদিগের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য থাকে। উক্ত পার্থক্য সমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিরীক্ষণ করিয়া লিপিবদ্ধ করা যত কঠিন হউক বা না হউক, উক্ত প্রকারে লিখিত পার্থক্য পাঠ করিয়া উহাদিগের আকার ছদ্মকল্প করা অতীব কঠিন। অতএব চিন্তাশীল ব্যক্তি ব্যতিরেকে উহাদিগকে পাঠ করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। আধুনিক মেটরিয়াল মেডিকাল লিখিবার প্রণালী স্বতন্ত্র। বাঁহারা “ধরি মাছ না ছুঁই পানি” করিতে চান অর্থাৎ বাঁহারা অধিক চিন্তা এবং পরিশ্রম না করিয়া কার্যোদ্ধার করিতে চান, তাঁহাদিগের পক্ষে উত্তম কিন্তু ইহাতে বিপদ আছে, বড় মাছ পড়িলে হয় জলে নাগিতে হইবে নচেৎ মৎস্যের আশা

পরিত্যাগ করিতে হইবে। আধুনিক গ্রন্থকারেরা কেবল মাত্র চরিত্রগত লক্ষণগুলি বিশেষরূপে লিখিয়াছেন, ইহাতে চিকিৎসার সময় ঔষধ নির্বাচনে অধিক বেগ পাইতে হয় না, কারণ যে ঔষধের যে লক্ষণগুলি পুনঃ পুনঃ পরীক্ষিত, যে সকল লক্ষণ অবলম্বনে ঔষধ প্রয়োগ করিয়া বহু রোগে নিশ্চিত ফল পাওয়া যাইতেছে এবং যে লক্ষণগুলি অত্যন্ত ঔষধে পাওয়া যায় না, উহাদিগকে বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

আমার এই ক্ষুদ্র মেটরিয়া মেডিকা খানি আধুনিক প্রণালীতে লিখিবার চেষ্টা করিয়াছি। আমার চেষ্টা কতদূর সফল হইয়াছে, পাঠক মহাশয়দিগর বিচার্য্য।

সমগ্র মেটরিয়া মেডিকা স্ব সমস্ত ঔষধের লক্ষণগুলিকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। প্রত্যক্ষ এবং অনুবোধ্য। চিকিৎসক যে সকল লক্ষণগুলিকে স্বয়ং দেখিয়া লইতে পারেন যথা, চক্ষু রক্তবর্ণ, কোন স্থানের ফুলা ইত্যাদি, উহাদিগকে প্রত্যক্ষ বলা যাইতে পারে যে সকল লক্ষণ গুলিকে স্বয়ং রোগী ভিন্ন অপরে বোধ করিতে পারে না, তাহাদিগকে অনুবোধ্য বলা যাইতে পারে। প্রত্যেক ঔষধেই প্রত্যক্ষ এবং অনুবোধ্য উভয় শ্রেণীর লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যক্ষ এবং অনুবোধ্য লক্ষণগুলির মধ্যে কতকগুলি চরিত্রগত এবং কতকগুলি সাধারণ। চরিত্রগত লক্ষণ বলিতে এই বুঝিতে হইবে, ইহা ঔষধের স্বভাবগত বিশেষ ধর্ম এবং ইহাদিগকে অবলম্বন করিয়া ঔষধ প্রয়োগে বহু রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে। এক্ষণে বুঝিতে পারা যাইতেছে, চরিত্রগত লক্ষণগুলিই সর্বপ্রধান। উহারা প্রত্যেক ঔষধের মুখস্বরূপ। যেমন মুখ দর্শন না করিলে মানুষ চেনা যায় না, তদ্রূপ চরিত্রগত লক্ষণ ব্যতিরেকে ঔষধ চেনা অতীব কঠিন। এই পুস্তকখানি মধ্যে চরিত্রগত লক্ষণগুলি অপেক্ষাকৃত বড় অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে, ইহাতে ঔষধ পাঠ করিবার সময় গোলযোগ উপস্থিত হইবে না। প্রত্যেক

ঐ যে মহাশক্তি, যাহা হইতে এই জগৎ প্রকাশিত, উহা নিজ নিয়মে অর্থাৎ প্রাকৃতিক নিয়মে আবদ্ধ হইয়া, ভিন্ন ভিন্ন রূপে সমগ্র জগতে নানা প্রকার কার্য্য করিতেছে। অতএব আমরাদিগের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা প্রণালী উক্ত মহাশক্তির “আরোগ্যদায়িনী মূর্ত্তি”। আমি জানি অনেক আমার এই কথাটি স্বীকার করিতে ইতঃস্তত করিবেন, কিন্তু একটু চিন্তা করিলে এ ভ্রম স্থায়ী হইবে না। হোমিওপ্যাথিক ঔষধে পদার্থ নাই তথাচ কেন উক্ত পদার্থ অবলম্বনে কঠিন কঠিন ব্যাধি আরোগ্য হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই উহাতে কিছু আছে, কিছু আছে অর্থে উহার রোগ আরোগ্য করিবার শক্তি আছে এবং হোমিওপ্যাথিক ঔষধে রোগ আরোগ্য করা বাতিরেকে, আর কোন কার্য্যই সম্পন্ন হয় না। কাজে কাজেই উহাকে সেই মহাশক্তির আরোগ্যদায়িনী মূর্ত্তি বাতিরেকে আর কি বলা যাইতে পারে ?

পাঠক মহাশয় ! হোমিওপ্যাথিক ঔষধ তাচ্ছল্য করিবার বস্তু নহে। আপনার এক বিন্দু ঔষধের সহিত সেই মহাশক্তির আরোগ্যদায়িনী মূর্ত্তি আপনার রোগীর শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে রোগ মুক্ত করিবে, অতএব অতি সাবধান এবং ভক্তির সহিত ঔষধ নির্বাচন করিয়া প্রয়োগ করিতে ক্রিষ্ণাভ্রাও ত্রুটি করিবেন না। কারণ শক্তির অপব্যবহার করিলে তাহার ফল নিতান্ত বিষময়।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ যতই শক্তিক্রম করিয়া হয়, ঔষধে নখর পদার্থের ভাগ ততই কমিয়া যায় এবং ইহার আরোগ্যদায়িনী শক্তি বর্দ্ধিত হইতে থাকে। সেই কারণ উচ্চ শক্তির ঔষধের ক্রিয়া শরীরে বহু দিবস যাবৎ বর্ত্তমান থাকে। অতএব উচ্চ শক্তির ঔষধ ব্যবহার করিতে হইলে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা কর্তব্য।

হোমিওপ্যাথিক

সরল মেটেরিয়া মেডিকা

একোনাইট নেপেলাস ।

(ACONITE NAPELUS)

অত্যন্ত অস্থিরতা, দুর্নিবার্য পিপাসা এবং ভয়, একোনাইটের এই তিনটি লক্ষণ প্রধান। ব্যাধির নাম বাহাই হউক না কেন, ঔষধের লক্ষণ সমষ্টি ব্যাধির লক্ষণ সমষ্টির সমান হইলেই ঔষধ প্রয়োগ করা কর্তব্য, কারণ লক্ষণই ব্যাধি। অতএব যে স্থলে উপরিলিখিত লক্ষণগুলি বর্তমান থাকিবে, ব্যাধির নাম বাহাই হউক না কেন একোনাইট প্রযোজ্য।

অত্যন্ত অস্থিরতা—হোমিওপ্যাথিক মেটেরিয়া মেডিকা মধ্যে অনেক ঔষধে অস্থিরতা আছে, কিন্তু তন্মধ্যে আর্সেনিক, রসটক্স এবং একোনাইট সর্বপ্রধান। রসটক্সে অস্থিরতাজনিত অনবরত স্থিতি পরিবর্তন করিলে, রোগের উপশম হয়; আর্সেনিকের রোগী অস্থিরতাজনিত অনবরত স্থিতি পরিবর্তন করিতে প্রয়াস পায়, কিন্তু অতিরিক্ত দুর্বলতাবশতঃ তাহার সে আশা পূর্ণ হয় না, যে স্থলে একোনাইটের রোগী অনবরত ছট ফট করে।”

দুর্নিবার্য পিপাসা—পুনঃ পুনঃ ও অধিক পরিমাণে জল পান

করিয়াও পিপাসার নিবৃত্তি হয় না । আর্সেনিকেও অত্যন্ত পিপাসা দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু উহার প্রভেদ এই যে, চিনিবার্য পিপাসা সত্ত্বেও পুনঃ পুনঃ অধিক পরিমাণে জল পান না করিয়া পুনঃ পুনঃ অল্প অল্প জল পান করে ।

ভয় অতিশয়—সর্বদাই ভয় ভয়, ভূতের ভয়, কোন কারণ নাই তথাচ ভয় । ভয় পাইয়া কোন পীড়া হইলে, একোনাইট উত্তম । গর্ভাবস্থায় ভয় পাইয়া “ভূতে পাওয়ার ন্যায়” হইলে, অথবা গর্ভস্রাব হইবার আশঙ্কা হইলে একোনাইট অমৃত । এত ভয় যে, রোগীর জীবন স্পৃহনীয় নহে, * সে মনে করে এ যাত্রা রক্ষা নাই, এমন কি কখন মরিবে তাহা বলিতে থাকে ।

কলিকাতা হাটখোলার কোন একটা স্ত্রীলোক সন্ধ্যাকালে ছাই ফেলিতে গিয়া, ভয় পাইয়া “ভূতে পাওয়ার ন্যায়” হইয়াছিলেন । আমি আহত হইয়া দেখিলাম, তিনি একটা গৃহের মধ্যে অবগুপ্তিবস্থায় উপবিষ্টা । আমি তাঁহাকে তাঁহার রোগের বিবরণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি কহিলেন, “কল্য সন্ধ্যাকালে যখন আমি ছাই ফেলিতে গিয়াছিলাম অন্ধকারে দেখিলাম, ‘কে যেন দাঁড়াইয়া আছে’, তদবধি আমার মনে একটুকু শান্তি নাই ; কেবল মনে হইতেছে কেহ আমার চতুর্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ! আমার মনে সর্বদাই ভয় করিতেছে, আমি কিছুতেই শান্ত হইতে পারিতেছি না ।” আমি তাঁহাকে চারিমাত্রা ঙ্ঠ শক্তির একোনাইট প্রতি তিন ঘণ্টা অন্তর খাইতে দিয়া আসিলাম, পর দিবস প্রাতে শুনিলাম ঐক্লপ ঔষধে তিনি আরোগ্য লাভ করিয়াছেন ।

জ্বর অত্যন্ত, অসহ্য উদ্ভাপ—গাত্র চর্ম শুষ্ক ও খস্ খসে, দেখিলে মনে হয় গা দিয়া খড়ি উঠিতেছে, নাড়ী পূর্ণ ও বেগবতী, ভয়ানক অস্থিরতা, পিপাসা ও ভয় ।

চিৎ হইয়া শয়নাবস্থা হইতে উঠিয়া বসিলে, রক্তবর্ণ মুখমণ্ডল মৃতবৎ

ফেঁকাসে হইয়া যায়, ভীষ্মি যাওয়ার নাম হইয়া শুইয়া পড়ে, পুনরায় গাত্রোত্থান করিতে ভয় পায় ; কখন কখন দৃষ্টি শক্তির লোপ পায় ও অজ্ঞান হইয়া পড়ে ।

উদরাময় রোগেও একোনাইট শীর্ষস্থানীয় । কলেরার প্রথম অবস্থায় একোনাইট সুন্দর কার্য্য করিয়া থাকে । কলেরায় লাল তরমুজ ঘোলাবৎ মল থাকিলে একোনাইট দ্রব কার্য্যকারী ।

বেদনা অসহনীয়, ইহাও একোনাইটের সিদ্ধিদায়ক লক্ষণ, শূল বেদনা, বাতজনিত বেদনা, নিউরাল্জিক্ বেদনা ইত্যাদি যद्यপি নিতান্ত অসহনীয় হয়, এবং তৎসহ অত্যন্ত অস্থিরতা, পিপাসা ও ভয় থাকে, তাহা হইলে একোনাইট উত্তম ।

নিম্নলিখিত কয়েকটী কারণও একোনাইটের চরিত্রগত লক্ষণ মধ্যে গণিত । শুষ্ক টাণ্ডা বাতাস লাগিয়া পীড়া, ভয় পাইয়া কোন পীড়া, হঠাৎ কোন পীড়ার উৎপত্তি, ঠাণ্ডা বাতাসে হঠাৎ ঘর্ম্ম বন্ধ হইয়া পীড়া ।

একোনাইট অতি দ্রুত মনুষ্য শরীরে কার্য্য করিয়া থাকে । ইহার প্রত্যেক লক্ষণ রোগীর শরীরে অতি শীঘ্র বিকাশ পাপ্য হইয়া, দ্রুতগতিতে বহুবার চরম সীমায় উপনীত হয় । সেই কারণ প্রায় প্রত্যেক অতিশয় বহুলাদায়ক তরুণ ব্যাপির প্রথমাবস্থায় একোনাইট সুন্দর কার্য্য করে ।

মোটো সোটা বালিকা, যাহারা সর্বদা বসিয়া বসিয়া সময় কাটায় ; যাহাদিগের মাংসপেশী দৃঢ়, চক্ষুর তারকা ও কেশ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ও যাহারা ঋতু পরিবর্তন কালে সহজে পীড়িত হয়, এবং স্রাবকার ব্যক্তির শরীরে একোনাইট সুন্দর কার্য্য করে ।

পুনরায় বলি, অত্যন্ত অস্থিরতা, দুর্নিবার্য্য পিপাসা এবং অতিশয় ভয় এই তিনটী লক্ষণ দ্বারা একোনাইটকে চিনিতে পারা যায় । অতএব কোন ব্যাধির সহিত উপরোক্ত লক্ষণগুলি বর্ত্তমান থাকিলে, একোনাইট প্রযোজ্য ।

সালফর ।

(Sulphur)

উপযুক্ত ও সুনির্বাচিত ঔষধ প্রয়োগ করিয়া ফল না পাইলে, কিংবা আরোগ্য অধিক বিলম্বে হইলে, অথবা আরোগ্য হইয়াও পুনঃ পুনঃ রোগাক্রান্ত হইলে, অনেক সময় এক মাত্রা সালফার প্রয়োগ করিয়া বাঞ্ছিত ফললাভ হয় । এ প্রকার হইবার কারণ কি ? জীব শরীরে সোরাধর্ম্য বর্তমান থাকিলে, শীঘ্র রোগ আরোগ্য হইতে পারে না । এ স্থলে অনেকেই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, সোরা কি ? যদিও সোরাধর্ম্য সম্বন্ধে আলোচনা এ পুস্তকের উদ্দেশ্য নহে, তথাচ নূতন শিক্ষার্থীর এটিসোরিক্ ঔষধগুলি প্রয়োগে কিঞ্চিৎ সুবিধা হইবে বিবেচনায়, আমি দুই একটি কথা বলিতে বাধ্য হইলাম ।

যেমন ব্যঞ্জনে লবণ প্রয়োগ করিলে তাহার প্রত্যেক অণুটি পর্য্যন্ত লবণাক্ত হয় ; তদ্রূপ সোরাধর্ম্য মনুষ্য শরীরে প্রবিষ্ট হইলে, তাহার জীবনী শক্তি হইতে চর্ম পর্য্যন্ত আক্রান্ত করিয়া, তাহাকে তাহার স্বধর্ম্মে আনয়ন করে ; সোরাক্রান্ত মনুষ্য শরীরে নানা প্রকার তরুণ ও পুরাতন ব্যাধি হইবার প্রবণতা দেখা যায়, এবং একবার কোন একটি ব্যাধি হইলে সহজে আরোগ্য হয় না । সোরার একটি চরিত্রগত লক্ষণ চর্ম্মরোগ হইবার প্রবণতা । উক্ত সোরাদোষ ধ্বংস করিবার জন্য হোনিও-প্যাথিক্ মতে অনেকগুলি এটিসোরিক্ ঔষধ আছে । রোগী শীঘ্র আরোগ্য না হইলে, অথবা আরোগ্য হইয়াও পুনঃ পুনঃ রোগাক্রান্ত হইলে, এবং রোগীর শরীরে সোরাধর্ম্য বর্তমান থাকিলে, যে এটিসোরিক্ ঔষধটির সহিত রোগীর রোগের লক্ষণ মিলিবে, তাহাই তাহার শরীরে বর্তমান সোরাধর্ম্য সংশোধনে সক্ষম ।

একোনাইট তরুণ ব্যাধিতে বিশেষ কার্য্যকারী, কারণ একোনাইটের

লক্ষণগুলি তরুণ ব্যাধির সদৃশ। সালফর পুরাতন ব্যাধিতে কার্যকারী কারণ সালফরের লক্ষণগুলি পুরাতন ব্যাধির স্বরূপ। সালফর নূতন ব্যাধিতে কার্য করে না, বা একোনাইট পুরাতন ব্যাধিতে প্রয়োগ হয় না, আমার কথার তাৎপর্য ইহা নহে। হোমিওপ্যাথিক ঔষধের লক্ষণই মূল, ব্যাধি নূতন কি পুরাতন দেখিবার প্রয়োজন নাই, সদৃশ লক্ষণ পাইলেই ঔষধ প্রযোজ্য।

সালফরের রোগী দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না, উহার পক্ষে ইহা নিতান্ত কষ্টদায়ক।

জ্বালা—সালফরের একটি প্রধান লক্ষণ। একমাত্র জ্বালার উপর নির্ভর করিয়া সালফর প্রয়োগ করা যায়। হস্তে জ্বালা, পদে জ্বালা, চক্ষু মুখ, নাসিকা, মস্তক, ব্রহ্মতালু, উদরভাস্তর, যোনি, লিঙ্গ ইত্যাদি সর্ব শরীরে অথবা উহাদিগের মধ্যে কোন একটি স্থানে জ্বালা। চক্ষু হইতে জ্বালাযুক্ত জল পড়িয়া, চক্ষুর ধারগুলি হাজিয়া যায়। নাসিকা হইতে জ্বালাযুক্ত সন্ধিকরণ, মুখ হইতে জ্বালাযুক্ত লাল, জ্বালাযুক্ত মল, জ্বালাযুক্ত প্রস্রাব ইত্যাদি সর্বশরীরে অথবা একটি মাত্র স্থানের ক্রেনাদি নির্গমনে জ্বালা ও হাজিয়া যাওয়া। উক্তপ্রকার জ্বালাযুক্ত অব জনিত শরীরের নবদ্বার জ্বগবা একটি মাত্র দ্বার রক্তবর্ণ হওয়া সালফরের একটা লক্ষণ।

চর্মের উপর সালফরের অদ্ভুত কার্য দেখিতে পাওয়া যায়। সালফরের যে যে লক্ষণগুলি চর্মের উপর প্রকাশিত হয়, উহারো সোরা ঘটিত রোগের ন্যায়, সেই কারণ মহাত্মা হানিমান সালফরকে এটিসোরিক ঔষধ সমূহ মধ্যে শীর্ষ স্থান প্রদান করিয়াছেন। নানাপ্রকার চর্মরোগে সালফর প্রয়োগ করা যায়; যথা চুলকানি, খোস, পাচড়া, হাম, বসন্ত, এক্জিমা, কাউর, দক্ক, ইত্যাদি। যদ্যপি কোন প্রকার চর্ম রোগের সহিত অত্যন্ত জ্বালা বর্তমান থাকে, তাহা হইলে, সালফর প্রয়োগ করা কৰ্ত্তব্য। চর্মরোগ

বসিয়া গিয়া মারাত্মক হইলে, অথবা স্বতন্ত্র পীড়া জন্মাইলে, সালফর উত্তম ।
গাত্র চর্ম্ম জ্ববনা, দেখিলে ঘৃণা হয়, সর্ব্বদা খোস পাচড়া হওয়া স্বভাব ।

কলিকাতা রেফিউজের সুপারিন্টেন্ডেন্ট্‌ নিষ্ঠার এ, এম্, বিশ্বাস
মহোদয়ের ভ্রাতৃপুত্রের ন্যালেরিএল্ ক্যাকেক্সিয়া হইয়া, বহু
দিবস যাবৎ ভুগিতেছিল । কলিকাতার কোন একটী বিখ্যাত সাহেব
এলোপ্যাথিক্ ডাক্তার তাহার চিকিৎসা করিতেছিলেন, হাত পা কুলিয়া
যাইলে সকলে তাহার জীবনের আশা একপ্রকার পরিত্যাগ করিলেন ।
এইবার হোমিওপ্যাথির পানী পড়িল, যে'ণী আমার চিকিৎসাদ্বীনে আসিল ।
তাহার সমস্ত গাত্রে চুলকানি ও খোস দৃষ্টে আমি বুঝিলাম যে রোগীর
শরীরগত সৌরাধর্ম্ম রোগাকে রোগমুক্ত হইতে দিতেছে না । সংশোধন
করিবার জন্য এক মাত্রা দুই শত শক্তির সালফর প্রয়োগ করিলাম ।
এক সপ্তাহ পরে দেখিলাম চুলকানিগুলি, পায়ের কুলা ও জ্বর অনেক
কমিয়াছে, কোন ঔষধ না দিয়া আরও দুই তিন সপ্তাহ অপেক্ষা করিলাম
রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিল ।

“রোগ পুনঃ পুনঃ প্রকাশ হওয়া ।”

“চর্ম্মরোগ বসিয়া গিয়া কোন প্রকার পীড়া হওয়া ।”

“শরীরের নবদ্বার দিয়া হাজনশীল ক্লেদ নির্গমন ।”

“পুনঃ পুনঃ ধৌত করা সত্ত্বেও শরীরে দুর্গন্ধ ।”

“হস্ত পদ জ্বালায় জন্য উদাদিগকে সর্ব্বদা বিছানার বাহিরে রাখিবার
ইচ্ছা ।”

“মধ্য রাত্রির পর রোগের বৃদ্ধি ।”

“বেলা ১১ টার সময় উদর মধ্যে খালি খালি বোধ ও জ্বালা । এই
লক্ষণ অবলম্বনে বহুকলেরা রোগী শমনসদন হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে ।”

“জিহ্বা শ্বেত বর্ণ, পার্শ্বদ্বয় ও অগ্রভাগ রক্তবর্ণ ।”

“ওষ্ঠ রক্ত বর্ণ ।”

“ব্রহ্ম তালুতে সর্বদা গরম বোধ ; দিবাভাগে চরণধর শীতল, ও রাত্রে চরণ তলে জ্বালা ; পদদ্বয় অনবরত শীতল স্থানে রাখিতে ইচ্ছা । রাত্রে চরণ তলে ও পায়ের গুলোয় আক্ষেপ ।

উদরাময় ও আমাশয় রোগে সালফর ব্যবহৃত হয় । অধিকাংশ আমাশয় রোগী এক কিম্বা দুই মাত্রা দুইশত শক্তির সালফর প্রয়োগে আরোগ্য হয় । প্রাতঃকালে নিদ্রা ভাঙ্গিবামাত্র যেন পাই-খানায় তাড়াইয়া লইয়া যায় । উদরাময়ে উপরোল্লিখিত লক্ষণটি সর্বদা থাকিলে সালফর মহোষধ বিশেষ । প্রাতঃকালে রোগের বৃদ্ধির সহিত উদরে ও গুহাদ্বারে জ্বালা থাকিলে, আমি প্রথমে এক মাত্রা দুইশত শক্তির সালফর প্রয়োগ করিতে ইতস্ততঃ করি না । মনে দুর্গন্ধ অথবা টক গন্ধ, রোগী শৌচাদি করিয়া আসিলেও গাত্র হইতে মলের গন্ধ যায় না, মনে হয় যেন রোগী “কাপড়ে বাহ্যে করিয়াছে।” মধ্য রাত্রির পর বেদনা শূন্য উদরাময়, মধ্য রাত্রে ও অতি প্রত্যুষে উদরাময় রোগের বৃদ্ধি সালফরের লক্ষণ ।

কোষ্ঠবদ্ধ, মল শুষ্ক, কঠিন যেন পোড়ান হইয়াছে, বৃহৎ ও বেদনা-দায়ক ।

বালক বেদনায় বাহ্যে বসিতে চাহে না কিম্বা প্রথম কোঁথ দিবা মাত্রই এত বাথা করে যে আর চেষ্টা করিতে পারে না ; পর্যায়ক্রমে উদরাময়ের সহিত কোষ্ঠবদ্ধ ।

সালফর পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করিলে রোগ আরোগ্য হয় না, পরন্তু অনিষ্টের নিত্য সন্তাবনা । অতএব সালফর এক মাত্রা প্রয়োগ করিয়া অপেক্ষা করিলে উহাতেই ফল পাওয়া যায়, কদাচিৎ দ্বিতীয় মাত্রা প্রয়োগ করিতে হয় । সালফরের ক্রিয়া অতি দীর্ঘে দীর্ঘে প্রকাশিত হয়, সেই কারণে সালফর পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করা নিষিদ্ধ । অতএব চিকিৎসক অতি সাবধান ও ধৈর্যের সহিত সালফরকে ব্যবহার করিবেন ।

সচরাচর ৩০ ও ২০০ শত শক্তি ব্যবহার্য। ক্যাল্কেরিয়ার পর সালফর প্রয়োগ করা উচিত নহে।

ক্যাল্কেরিয়া কার্বনিকা।

(*Calcareo Carbonica*)

স্থূলতা—স্থূলদেহ, উদরটি ঘটের ন্যায়। ‘আমাদিগের দেশের বড় লোকদিগের মধ্যে অনেকের শরীর ক্যাল্কেরিয়ার ধর্মযুক্ত’ বলিলে ক্যাল্কেরিয়ার স্বভাব অনেকটা হৃদয়ঙ্গম হইবে। উক্ত প্রকার মনুষ্য, কি বৃদ্ধ, কি বালক, কি যুবা সকলের পক্ষে ক্যাল্কেরিয়া অমৃততুল্য। সালফর এবং ক্যাল্কেরিয়া এই দুইটি ঔষধ পরস্পর বিরুদ্ধভাবাপন্ন। সালফরের রোগীর অবয়ব পাংলা ও রুগ্ন, তাড়াতাড়ি চলা ফেরা, কার্য্য করা, তাহার স্বভাব। পক্ষান্তরে ক্যাল্কেরিয়ার রোগী স্থূলকায় গমনাগমন ও কার্য্যাদি ধীরে ধীরে সম্পন্ন করিয়া থাকে। উপরোল্লিখিত লক্ষণ গুলিতে এই বুঝিতে হইবে, যে স্থূল থস্‌থসে দেহ বিশিষ্ট ব্যক্তির কোন বাধি হইলে, ক্যাল্কেরিয়া তাহার শরীরগত বিশেষ ধর্ম্ম সংশোধন করিয়া, রোগ আরোগ্য করিতে সক্ষম। গ্র্যাফাইটস নামক ঔষধেও মোটা হইবার প্রবণতা দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু উহার বিশেষত্ব এই উক্ত রোগীর গ্র্যাফাইটসের বিশেষ চরিত্রগত এক প্রকার চর্ম্মরোগ হইয়া থাকে।

মস্তকে ঘর্ম্ম—অত্যন্ত ঘর্ম্ম, ঘর্ম্মে বালিস বিছানা ইত্যাদি ভিজিয়া যায়। নিদ্রিতাবস্থায় মস্তকে ঘর্ম্ম ক্যাল্কেরিয়ার একটা প্রধান লক্ষণ। স্থূলকায় অথবা স্থূল হইবার প্রবণতা এবং মস্তকে বহুল ঘর্ম্মের সহিত কোন পীড়া হইলে ক্যাল্কেরিয়া ব্যবহার করা নিতান্ত কর্তব্য।

ঠাণ্ডা বোধ—সালফরে জ্বালা এবং ক্যালকেরিয়ায় ঠাণ্ডা বোধ।
এ স্থলেও সালফরকে ক্যালকেরিয়ার বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন দেখিতে পাওয়া
যাইতেছে। হাত ঠাণ্ডা, পা ঠাণ্ডা, মাথা, গা, দেহাভ্যন্তর ইত্যাদি শরীরের
সর্বত্র অথবা কোন একটা স্থানে ঠাণ্ডা বোধ। পা ঠাণ্ডা, মনে হয়
পা জলে ভিজিয়া গিয়াছে, অথবা পায়ে ভিজা মোজা ছিল। নিশা ঘণ্টের
সহিত পা ঠাণ্ডা, এক কথায় ঠাণ্ডা বোধ, ভিজা বোধ, বিশেষতঃ পা ঠাণ্ডা
বোধ, ভিজা বোধ। খোলা বাতাস ভাল লাগে না।

টক গন্ধ—গায়ে টক গন্ধ, মলে টক গন্ধ, ঘর্ষে টক গন্ধ, সর্বত্রই
টক গন্ধ। যেমন সালফরের রোগীর মলের দুর্গন্ধ সঙ্গে সঙ্গে ফিরে, তর্জপ
ক্যালকেরিয়ার রোগীর মলের টক গন্ধ সঙ্গে সঙ্গে ফিরে, অর্থাৎ রোগীর
নিকটে যাইলেই মলের টক গন্ধ পাওয়া যায়।

উদর মধ্যে এত বায়ু সংগৃহীত হয়, মনে হয় যেন একটা ছোট সরা
উপুড় করিয়া উদরমধ্য হইতে বাহিরের দিকে ঠেলিয়া ধরা
হইরাছে। দুগ্ধপোষ্য শিশুদিগের দন্তোদগমকালীন এক প্রকার
উদরাময় রোগে উপরোল্লিখিত লক্ষণটি প্রকাশ পায়। সেই সময়
ক্যালকেরিয়া ব্যতিরেকে অন্য কোন ঔষধ এবিধ রোগ আরোগ্য করিতে
সক্ষম কিনা আমি অবগত নহি।

অস্থির উপর ক্যালকেরিয়ার কতকগুলি লক্ষণ প্রকাশ পায়। শিশু-
দিগের ব্রহ্মরন্ধ্রে অতি বিলম্বে অস্থি জন্মায়। ব্রহ্মরন্ধ্রটি অতিশয় বৃহৎ,
দেখিলে মনে হয় মস্তকের মধ্যস্থলে অস্থি জন্মায় নাই, কেবল মাত্র
চর্ম দ্বারা আবৃত এবং ধুক্ ধুক্ করিতেছে। মাথার গুলিটি অপেক্ষাকৃত
বড়। সমস্ত শরীরের অস্থিগুলির ভালরূপ পোষণ হয় না, অথবা পোষণ
ক্রিয়া অসমান ভাবে হইতেছে। মেরুদণ্ডের অস্থিগুলি ছোট বড় ও
উঁচু নিচু দেখিতে পাওয়া যায়।

• সালফরের ন্যায় ক্যালকেরিয়ারও চর্মের উপর কার্য আছে। ক্যাল-

কেরিয়ার ধর্মযুক্ত দুগ্ধপোষ্য বালকদিগের কণ্ঠয়ন অথবা এক্জিমা রোগে ক্যালকেরিয়া বিশেষ উপকারী। ক্যালকেরিয়ার রোগীর গাত্রচর্ম ঠাণ্ডা, থমথসে ও নরম।

দক্ষিণ দিকের কুম্ভকুসের ব্যাধিতে ক্যালকেরিয়া উপকারী। নিশ্বাস গ্রহণে বক্ষস্থলে বেদনা, স্পর্শসহিষ্ণুতা, গমন কালে অথবা সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিবার সময় নিশ্বাস গ্রহণে কষ্ট, প্রাতঃকালে বৃদ্ধি।

যে সকল বালিকা ও স্ত্রীলোকদিগের অতি শীঘ্র শীঘ্র এবং বহু পরিমাণে ঋতুস্রাব হয়, তৎসহ স্বভাবতঃ পা হইতে জালু পর্য্যন্ত ঠাণ্ডা বোধ হইলে, ক্যালকেরিয়া একটা মহৌষধ বিশেষ।

* ঋতুস্রাব শীঘ্র, বহু পরিমাণ, বহুদিবস স্থায়ী; ঋতুকাল অতীত হইলে রক্তহীণতার সহিত ঋতু বন্ধ।

৩০ এবং ২০০ শত শক্তির ক্যালকেরিয়া সচরাচর ব্যবহৃত হয়। সালফরাদির ন্যায় ক্যালকেরিয়াও ধীর গতিতে কার্য্য করিয়া থাকে। অতএব ক্যালকেরিয়াকে পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করা উচিত নহে। কখন কখন বালকদিগের শরীরে ক্যালকেরিয়া অধিক্ষণ স্থায়ীভাবে কার্য্য করিতে পারে না, সেই কারণ কদাচিত্ শিশুদিগের তরুণ পীড়ায় ক্যালকেরিয়া পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ হইয়া থাকে। সালফরের পর ক্যালকেরিয়া উত্তম কিন্তু ক্যালকেরিয়ার পর সালফর অনিষ্ট করে।

লাইকোপোডিয়াম।

(Lycopodium)

দক্ষিণ দিক—অর্থাৎ মনুষ্য শরীরের দক্ষিণ দিক লাইকোপোডিয়ামের প্রিয় স্থান। যে কোন ব্যাধিই হউক না কেন, যথা এক্জিমা, ফোড়া, জরায়ুর পীড়া, ব্রঙ্কাইটিস্, নিউমোনিয়া ইত্যাদি যদ্যপি দক্ষিণ দিক্

হইতে আরম্ভ হইয়া, বাম দিকে প্রসারিত হয়, তবে লাইকোপোডিয়ম্ অন্তরীক্ষ্য ।

প্রস্রাবে লালবর্ণের বালুকাকণার স্রাব তলানি পড়া—
মূত্র বস্ত্রের উপর লাইকোপোডিয়নের সুন্দর ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায় ।
মূত্রে উক্ত প্রকারের তলানি পড়িলে, ক্রমে মূত্রবস্ত্র মধ্যে পাখুরী জন্মাইয়া
রিণ্ডাল কলিক্ নামক ভয়ানক উদর শূল জন্মিয়া থাকে । উক্ত প্রকারের
বস্ত্রণা যদি উদরের দক্ষিণ পার্শ্বে হয়, তাহা হইলে লাইকোপোডিয়ম্
মহোষধ । শিশু প্রস্রাব করিবার সময় চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করে,
প্রস্রাব শুধাইলে বিছানার উপর লালবর্ণের গুঁড়া গুঁড়া বালুকাক-
কণার স্রাব দেখিতে পাওয়া যায়, এরূপ স্থলে লাইকোপোডিয়ম্ বিশেষ
উপকারী ।

অপরাক্ষ ৪ ঘটিকা হইতে রাত্রি ৮ ঘটিকার মধ্যে রোগের
বৃদ্ধি—এই লক্ষণটিও লাইকোপোডিয়মের বিশেষ চরিত্রগত লক্ষণ ।
হেলিবোরাসে অপরাক্ষ ৪ ঘটিকা হইতে রাত্রি ৮ ঘটিকার মধ্যে শিরঃপীড়া
ও সর্দির বৃদ্ধি, কলোসিছে অপরাক্ষ ৪ ঘটিকা হইতে রাত্রি ৮ ঘটিকার
মধ্যে উদরের ফিক্ বেদনার বৃদ্ধি, লাইকোপোডিয়মে সকল রকমের
লক্ষণই অপরাক্ষে বৃদ্ধি পায় । বিশেষতঃ জ্বর, অজীর্ণজনিত উদরাধ্বাণ
ইত্যাদি লক্ষণ অপরাক্ষে বৃদ্ধি হইলে, লাইকোপোডিয়ম্ ব্যবহার্য্য ।

নিউমোনিয়া দক্ষিণ ফুসফুস হইতে আরম্ভ হইয়া বাম
দিকে প্রসারিত হয় । ফুসফুসের উপরও লাইকোপোডিয়নের ক্রিয়া
অদ্ভুত । নিউমোনিয়ার তৃতীয় অবস্থায় যখন ফুসফুস্ মধ্যস্থ জঁনাট স্নেহা-
গুলি তরল হইতে থাকে, কাশিলে মনে হয় যেন বক্ষস্থলটি তরল পদার্থে
পূর্ণ, ভয়ানক শ্বাস কষ্ট, প্রত্যেক বার কাশির সহিত এক মুখ করিয়া
স্নেহা উঠিতে থাকে, তথাচ কিঞ্চিৎ মাত্রাও উপশম হয় না । প্রতি
নিশ্বাস ও প্রশ্বাসের সহিত নাসিকার উপরকার পাতা ছটি পুনঃ পুনঃ

বিস্তারিত ও সঙ্কুচিত হয় ; মনুষ্য শরীরে এরূপ অবস্থা যে কি শোচনীয় এবং যন্ত্রণাদায়ক তাহা একজন সুস্থ দেহীর পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা নিতান্ত কঠিন। ঐদৃশ স্থলে লাইকোপোডিয়ম মস্ত্রের গ্রায় কার্য্য করে। লাইকোপোডিয়মকে এলোপ্যাথিক চিকিৎসকেরা সামান্য বিবেচনা করেন, কিন্তু মহাত্মা হানিমানের নবাবিকৃত পন্থায় লাইকোপোডিয়ম শক্তিশালী হইয়া, এরূপ বহুরোগীকে উপরোল্লিখিত ভীষণ যন্ত্রণা হইতে রক্ষা করিয়াছে, করিতেছে এবং করিবে।

শ্লেষ্মা ঘন এবং হলুদ বর্ণ বিশিষ্ট, পচা পচা, আশ্বাদ লৌনতা ইহাও উক্ত ঔষধের একটি লক্ষণ।

ধ্বজভঙ্গ, লিঙ্গটি শিথিল, ঠাণ্ডা ও ছোট হইয়া যাওয়া—
যে সকল যুবক অল্প বয়সে অতিরিক্ত স্ত্রী সহবাস অথবা অস্বাভাবিক উপায়ে ইন্দ্রিয় চালনা করিয়া, উক্ত প্রকার রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে এবং অতিরিক্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও বাসনার তৃপ্তি সাধন করিতে সক্ষম হয় না, এরূপ-স্থলে উচ্চ শক্তির লাইকো প্রতি সপ্তাহে একবার করিয়া প্রয়োগ করিলে আশ্চর্য্য ফল হইয়া থাকে।

একটি বৃদ্ধ দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করিয়া তাঁহার স্ত্রীর সমকক্ষ হন নাই, কিন্তু এক মাত্রা উচ্চ শক্তির লাইকোপোডিয়ম তাঁহাদিগের মধ্যে সামঞ্জস্য আনাইয়া, ডাক্তার মহাশয়কে উভয় পক্ষের বন্ধুতে পরিণত করিয়াছিল। (গ্রাস)

বৃদ্ধদিগের স্বত্বশক্তির দুর্বলতা, লিখিতে, অঙ্ক কসিতে ভুল হওয়া।

ডিপার্থিরয়া—গলমধ্য পাটকিলা রং বিশিষ্ট ; রোগ দক্ষিণ টনসিলে আরম্ভ হইয়া বামে প্রসারিত হয় কিম্বা নাসিকাভ্যন্তর হইতে দক্ষিণ টনসিলে অবতরণ করে ; নিদ্রার পর যন্ত্রণার বৃদ্ধি ল্যাকেসিসের চরিত্র গত লক্ষণ, কিন্তু শীতল জল পানে যন্ত্রণার বৃদ্ধি হইলে ল্যাকেসিসের পরিবর্তে লাইকোপোডিয়ম ব্যবহৃত হইবে। ল্যাকেসিসে রোগ বাম পাশে

আরম্ভ হইয়া দক্ষিণে প্রসারিত ও গরমে বৃদ্ধি হয় অতএব লাইকো ও ল্যাকেসিসে পার্থক্য নির্ণয় অপেক্ষাকৃত সহজ ।

পেট কাঁপা—কার্কোভেজিটেবলিস ও চায়না এই দুইটি ঔষধেই উদরাগ্নান আছে । চায়নাতে সমস্ত পেটটি যেন বায়ুপূর্ণ । কার্কোভে কেবল মাত্র উপর পেটটি ফুলিয়া থাকে । কিন্তু লাইকোপোডিয়মে তলপেটটি ফুলাইয়া রাখে, এবং পেটের মধ্যে নানা প্রকার যথা “গোঁ গোঁ, কোঁ-কোঁ,” শব্দ করে ।

বিষম ক্ষুধা পাইয়াছে কিন্তু খাইতে বসিয়া দুই এক গ্রাস খাইলে পেটটি ভরিয়া যায়, অথবা বেদনা করে ।

কোষ্ঠবদ্ধ, বাহ্যে পায় কিন্তু হয় না । নক্সভমিকায় উক্ত প্রকারের কোষ্ঠবদ্ধ আছে, কিন্তু উহার বিশেষত্ব এই, নক্সভমিকায় অন্ত্রগুলির পেরিটল্টিক এক্সন্ কমিয়া এই প্রকার হইয়া থাকে, কিন্তু লাইকোপোডিয়মে গুহদ্বার সঙ্কুচিত হইয়া থাকে সেইজন্য রোগী মলত্যাগ করিতে পারে না । উদরাময় ও রক্তমাশয় রোগে গুহদ্বারে শীতবোধ থাকিলে, লাইকোপোডিয়ম বিশেষ কার্য্যকারী ।

লাইকোপোডিয়ম বালক, বৃদ্ধ, যুবা, স্ত্রীলোক সকলেরই শরীরে উত্তম, কিন্তু বালক এবং বৃদ্ধদিগের পক্ষে অপেক্ষাকৃত উত্তম । যে সকল মনুষ্যের বুদ্ধি তীক্ষ্ণ কিন্তু মাংস পেশীগুলি তদনুযায়ী পরিপুষ্ট নহে, এবং যে সকল মনুষ্যের ঘন ঘন ফুসফুস এবং লিবারের পীড়া হওয়ার প্রবণতা দেখা যায়, তাহাদিগের পক্ষে লাইকোপোডিয়ম বিশেষ কার্য্যকারী । লাইকোপোডিয়মের রোগী বয়স অপেক্ষা অধিকতর বৃদ্ধের স্থায় দেখায় । বালকদিগের মস্তকটি বেশ পরিপুষ্ট কিন্তু দেহটি ক্ষীণ এবং দুর্বল ।

ইহা মৰ্জ্জাগত পুরাতন ঘূসুঘূসে ব্যাধি সমূহে ব্যবহৃত হয় ।

লাইকোপোডিয়ম হানিমানের একটি কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপ, ইহার নিম্ন

শক্তি বিশেষ কার্য্যকারী নহে, সেই কারণে এলোপ্যাথিক্ চিকিৎসকেরা ইহার বিশেষ কিছু গুণ খুঁজিয়া পান নাই। মহাত্মা হানিমানের অদ্বুত পন্থায় ইহা শক্তিশালী হইলে অভাবনীয় গুণ প্রকাশ পায়, অতএব লাইকোপোডিয়ম ৩০ হইতে উচ্চশক্তি কার্য্যকারী।

গ্রাফাইটিস ।

(Graphites)

মধুর ত্রায় চট্‌চটে রস ক্ষরণ—গ্রাফাইটিসের সিদ্ধিদায়ক লক্ষণ। মস্তকে, মুখে, চক্ষুর পাতায়, জননেন্দ্রিয়ে কাউরের ত্রায় বা অথবা ফুস্কড়ির মত হইয়া মধুর ত্রায় চট্‌চটে রস ক্ষরণ।

সালফারাদির ত্রায় গ্রাফাইটিসও একটি এটিসোরিক ঔষধ। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, শরীরে সোরা বিষ বর্তমান থাকিলে, শীঘ্র রোগ আরোগ্য হয় না, শরীর পুনঃ পুনঃ রোগাক্রান্ত হয়। একরূপ স্থলে রোগীর শরীরগত সোরা দোষ নষ্ট করিতে পারিলে, রোগী সহজে আরোগ্য লাভ করে। রোগ আরোগ্য হইয়াছে অথচ রোগের জের মিটিতেছে না, অথবা রোগী পুনঃ পুনঃ রোগাক্রান্ত হইতেছে, একরূপ স্থলে অনেকে “বীধাগতে” সালফর প্রয়োগ করিয়া থাকেন। এ প্রকার চিকিৎসা করা হোমিওপ্যাথিক্ মত বিকল্প, লক্ষণই হোমিওপ্যাথিক্ ঔষধ প্রয়োগ করিবার নিদর্শন যন্ত্র স্বরূপ। সালফর, গ্রাফাইটিস, লাইকোপোডিয়ম, কষ্টিকম, সোরিনম প্রভৃতি বহু এটিসোরিক ঔষধ আছে, তন্মধ্যে কোন্‌টি রোগীর পক্ষে উপযুক্ত তাহা একমাত্র লক্ষণ দ্বারা নির্ণয় হইতে পারে। অতএব যে রোগীর শরীরে সোরাধর্ম্য বর্তমান থাকিবে, তাহার বিশেষ চরিত্রগত লক্ষণ সমষ্টি

একত্র করিলে যে এটিসোরিক ঔষধের বিশেষ চরিত্রগত লক্ষণ সমষ্টির সদৃশ হইবে, সেই ঔষধটি সেই রোগীর পক্ষে উপযোগী ।

একটি বালকের একজিমা নামক চর্মরোগ হইয়াছিল । এলোপ্যাথিক চিকিৎসা দ্বারায় তাহার সেই রোগ অদৃশ হইয়া, এণ্টারো কোলাইটিস নামক রোগ হইল । অতঃপর আর উক্ত চিকিৎসায় কোন ফলোদয় না হওয়াতে, ডাক্তার মহাশয়েরা উক্ত রোগকে উদরের ক্ষয় রোগ এবং ছুরারোগ্য বলিয়া পরিচয় করিলেন । হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় রোগ আরোগ্য না হইলেও কোন প্রকার অপকার হয় না, “এরূপ ধারণায়” হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা আরম্ভ করা হইল । বালকটি অতিশয় রুগ্ন, ক্ষুধা নাই, মল পাটকিলা রং বিশিষ্ট, অতিশয় দুর্গন্ধযুক্ত এবং অজীর্ণ ভুক্তদ্রব্য মিশ্রিত । বালকটির রোগের বিশেষ বিবরণ লওয়াতে জানা গেল, একজিমা অদৃশ হইয়া উক্ত প্রকারের রোগ হইয়াছে । কয়েক মাত্রা উচ্চ শক্তির গ্রাফাইটিস দেওয়াতে বালক সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিল । সোরিনম নামক ঔষধেও উক্ত প্রকারের মল দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সোরিনম এবং গ্রাফাইটিসের চর্মরোগের ধর্ম স্বতন্ত্র । চায়নাতেও উক্ত প্রকারের মল আছে কিন্তু চর্মরোগের উপর উহার বিশেষ ক্ষমতা নাই, এবং সোরাধর্ম সংশোধনে অক্ষম, সেই কারণ গ্রাফাইটিস উপরোল্লিখিত রোগীটির শরীরগত সোরাধর্ম সংশোধন করিয়া উহাকে আরোগ্য দান করিল ।

যদিও গ্রাফাইটিস উদরাময়ে ব্যবহৃত হয়, তথাপি কোষ্ঠিরুদ্ধে ইহা একটি মহৌষধ বিশেষ । মল ছাগলনাদির গ্রাস বহু গুটি একত্রিত হইয়া, একটি মলে পরিণত হয় । মলত্যাগ কালে গুহাদ্বার ফাটিয়া রক্ত পড়ে । মলত্যাগের পর জলশৌচ করিবার সময় গুহাদ্বারে ক্ষতবৎ বেদনা । গুহা দ্বারের চতুষ্পার্শ্ব একজিমা নামক চর্মরোগ এবং বর্ণহীন ও চট্‌চটে রস ক্ষরণ হইলে গ্রাফাইটিস অমৃত তুল্য ।

গ্রাফাইটিসের আর একটি বিশেষ চরিত্রগত লক্ষণ মনুষ্য শরীরের নখর মধ্যে দেখিতে পাওয়া । হস্ত এবং পদের নখগুলি অসম এবং অপেক্ষাকৃত স্থূল, নখরের বর্ণ অস্বাভাবিক ।

স্ত্রীলোকদিগের স্তনে থুন্কা নামক রোগ অথবা স্ফোটক হইয়া, আরোগ্য হইবার পর উক্ত স্থানে কঠিনত্ব থাকিলে গ্রাফাইটিস উদ্ভব ।

স্থূলকায়ী স্ত্রীলোক, কোষ্ঠবদ্ধ স্বাভাবিক, বিলম্বে রজস্রাব ।

স্ত্রীলোকদিগের রজ জনিত উপসর্গে গ্রাফাইটিস পালসেটিলার স্থায়ী কাৰ্য্য করিয়া থাকে । গ্রাফাইটিসে স্ত্রীলোকদিগের রজ অতি বিলম্বে এবং অতি অল্প পরিমাণে দেখা যায়—কিন্তু ক্যাল্কেরিয়ায় অতি শীঘ্র এবং অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে ।

* বাত্বাদি শ্রবণ করিলে তন্ত্রার কাঁদিতে ইচ্ছা হয়, মৃত্যু সম্বন্ধে চিন্তা আসিয়া হৃদয় অধিকার করে । অতিরিক্ত সাবধান, ভীৰু স্বভাব, সৰ্ব্ব কার্য্যেই ইতস্ততঃ করা, কি করিবে ঠিক করিতে পারে না । প্রদরস্রাব রাত্রে এবং দিবসে হঠাৎ থানিকটা স্রাব বাহির হয় ; যে স্থানে লাগে হাজিয়া যায় ; * অতিরিক্ত কামসেবা জন্য সম্মনে আনিচ্ছা ।

লাইকো এবং পলসেটিলার পর, চর্মরোগে সালফরের পর এবং থন্সমে স্থূলকায়ী স্ত্রীলোকদিগের ক্যাল্কেরিয়ায় পর ও লিউকোরিয়ায় সিপিয়ার পর ইহা বিশেষ উপকারী । চর্মরোগে আঙ্গুলের গলিতে ফাটা, স্তনের বোঁটা, ঘোনির উভয় পার্শ্ব যে স্থানে নিলিত হইয়াছে, গুহাদ্বার ইত্যাদি স্থানে ফাটা থাকিলে ইহা বিশেষ উপকারী, এতৎসহ চটচটে রস ক্ষরণ হইতে ইতস্ততঃ না করিয়া গ্রাফাইটিস দিবেন ।

চর্মরোগ হইতে বর্ণহীন ও চটচটে রস ক্ষরণ এবং স্থূল হইবার প্রবণতা গ্রাফাইটিসের চরিত্রগত লক্ষণ, অতএব উপরোল্লিখিত লক্ষণ গুলি বর্তমান থাকিলে গ্রাফাইটিস নিশ্চয় রোগ আরোগ্য করিবে । সচরাচর ৩০ হইতে উচ্চ শক্তি কার্য্যকারী ।

সোরিনম ।

(Psorinum)

সোরার বীজ (খোস পাঁচড়ার রস বিশেষ) হইতে এই ঔষধটি প্রস্তুত হইয়াছে । ইহাও একটি অতি উত্তম এন্টিসোরিক ঔষধ । যে স্থলে সালফর নির্দেশিত হইয়াও কোন কার্য্য করিতে সক্ষম হয় না, সে স্থলে সোরিনম বিশেষ কার্য্যকরী ।

সোরিনম পুরাতন ব্যাধির সালফর ; * যখন কোন পুরাতন ব্যাধিতে উত্তমরূপে নির্বাচিত ঔষধ কার্য্য করে না, বা স্থায়ী ভাবে আরোগ্য দান করিতে অক্ষম হয় কিম্বা যখন সালফর নির্বাচিত হইয়াও কার্য্য করিতে সক্ষম হয় না তখন সোরিনম দ্বারায় বিশেষ উপকার পাওয়া যায় ।

উগ্র তরুণ ব্যাধির পর কোন বিশেষ কারণ নাই অথচ শরীর সোধরাইতেছে না, এরূপ স্থলেও একমাত্রা সোরিনম দ্বারা বিশেষ উপকার দেখিতে পাওয়া যায় ।

বালক মলিন, রুগ্ন ; অসুস্থ শিশু দিবারাত্রের মধ্যে একেবারেই নিদ্রা যায় না, সর্বদাই খ্যাৎ খ্যাৎ করে কিম্বা সমস্ত দিবস বেগ খেলা করে রাত্রিতে বড়ই বিরক্তকর হইয়া উঠে, অনবরত ক্রন্দন করে, ছটফট করে চীৎকার করিয়া কাঁদে ।

* ঋতু পরিবর্তন বা শীতল বাতাস সহ্য হয় না । গ্রীষ্মকালেও গরম কাপড়ে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া রাখে । * রোগারম্ভের পূর্বদিবস অতিরিক্ত সুস্থ বোধ করে ; তরুণ ব্যাধির পর অতিশয় ঘর্ম্মের সহিত সকল কষ্টের উপশম ।

ইহার প্রত্যেক লক্ষণই প্রায় সালফরের সদৃশ । সালফর এবং

সোরিনমে বিশেষত্ব এই, সোরিনম স্বয়ং সোরা বিষ, কিন্তু সালফর উহার সদৃশ ঔষধ।

অতিশয় দুর্গন্ধ—মল, মুত্র, কর্ণের পুঁজ, স্ত্রীলোকদিগের প্রদর শ্রাব, ঘর্ম ইত্যাদিতে অতিশয় দুর্গন্ধ।

চক্ষুর প্রদাহ পুনঃ পুনঃ হইতেছে কিছতেই সম্পূর্ণ আরোগ্য হইতেছে না।

কর্ণ প্রদাহ এবং কর্ণ হইতে অতিশয় দুর্গন্ধ যুক্ত পুথ ক্ষরণ। কর্ণের চতুর্দিকে একজিমা নামক চর্মরোগ এবং উহা হইতে দুর্গন্ধযুক্ত রস ক্ষরণ।

* অত্যন্ত ক্ষুধানোধ এমন কি মধ্য রাত্রে উঠিয়া খাইতে চাহে, এবং না খাইয়া থাকিতে পারে না।

মল কাল এবং অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত—চর্মরোগে ভয়ানক চুলকানি, কিছতেই চুলকানির নিবৃত্তি হয় না। এত চুলকায় যে রাত্রে নিদ্রা হয় না। বিজ্ঞানার গরমে অতিশয় চুলকানি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। চুলকাইতে চুলকাইতে রক্ত পড়িলেও চুলকানির নিবৃত্তি হয় না।

চক্ষের উপর সোরিনমের অসীম ক্ষমতা দেখিতে পাওয়া যায়। গাত্র চর্ম জঘন্য এবং টেতলাক্লবৎ। গাত্রচর্ম দুর্গন্ধযুক্ত, এমন কি স্নান করিলেও গায়ের গন্ধ যায় না।

উদরাময়ে জলবৎ কৃষ্ণবর্ণের মল সোরিনমের চরিত্রগত লক্ষণ, উক্ত প্রকারের তরল মল বদ্যপি অতিশয় দুর্গন্ধযুক্ত হয়, তাহা হইলে সোরিনম প্রয়োগ করা নিতান্ত কর্তব্য। রাত্রে ১টা হইতে ৪টার মধ্যে উদরাময়ের বৃদ্ধি। বালকদিগের উদরাময় এবং কলেরায় কেবলমাত্র উপরোল্লিখিত লক্ষণটি অবলম্বন করিয়া সোরিনম প্রয়োগে বহু বালক অকাল মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়াছে। যখন উৎকৃষ্ট এবং সুনির্বাচিত ঔষধে ফল না হয়, সে স্থলে সোরিনম সালফরের ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে। ৩০ হইতে ৬০ শক্তি কার্য্যকরী।

কষ্টিকম ।

(Causticum)

ইহাও একটি এটিসোরিক ঔষধ ।

দুর্বলতা—এত অধিক দুর্বলতা যে, উঠিতে, চলিতে কিম্বা কোন পদার্থ ধরিতে বাইলে সর্ব শরীর কাঁপিতে থাকে । দুর্বলতা জনিত কাম্পন জেলসিমিনম্ নামক ঔষধেও দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু অগ্নাত্তি 'আলুসজিক লক্ষণ দ্বারায় ঔষধ নির্বাচিত হইবে ।

পক্ষাঘাত—উক্ত প্রকারের দুর্বলতা ক্রমশঃ পক্ষাঘাতে পরিণত হয় । শরীরের দক্ষিণ দিকের পক্ষাঘাত । স্থানীয় পক্ষাঘাত অর্থাৎ শরীরের কোন একটি স্থানে বথা মুখমণ্ডল, চক্ষুর পাতা, স্বরযন্ত্র, মাংসপেশী, গলাধঃকরণ কার্য্যকারী মাংসপেশী, জিহ্বা ইত্যাদি কোন একটি স্থানে পক্ষাঘাত ।

এপিলেপ্সি, কোরিয়া, (তাণ্ডব রোগ) লোকোমটর-এট্যাক্সিয়া ইত্যাদি রোগেও কষ্টিকম্ উত্তম কার্য্য করিয়া থাকে । এক কথায় কষ্টিকম নাভাস সিস্টিমের ব্যাধির একটি মহৌষধ বিশেষ ।

মানসিক গোলযোগেও কষ্টিকমের অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিতে পাওয়া যায় । রোগী প্রত্যেক ঘটনা এবং কার্য্যের মন্দ ভাগটাই দেখিতে পায় ; সর্বদাই দুঃখিত এবং চূপ করিয়া বসিয়া থাকা স্বভাব । সকল বিষয়েই আশাশূন্য । বহুদিন যাবৎ মানসিক দুঃখ এবং শোক সম্ভাপ ভোগ করিয়া উক্ত প্রকারের মানসিক গোলযোগ হওয়া । এ প্রকার মানসিক লক্ষণে নিম্নলিখিত ঔষধগুলিও বিশেষ উপযোগী । "ইগ্নেসিয়া, নেট্রাম মিউরিএটিকম্, এবং এসিড ফস ।"

কষ্টিকম আঁচিলের একটি মহৌষধ বিশেষ । যে সকল আঁচিল হইতে অতি সহজে রক্তপাত হয় এবং কসনির ন্যায় রস ক্ষরণ হয়, তাহাতে কষ্টিকম উপযোগী । চক্ষুর পাতায়, মুখমণ্ডলে, নাসিকায় ছোট ছোট আঁচিল ।

সীসক বিষে বিষাক্ত হইয়া পক্ষাঘাত ইত্যাদি হইলে কষ্টিকম ফলপ্রদ । পারদাদীর অপব্যবহারে কষ্টিকম ব্যবহৃত হয় ।

সর্বপ্রকার এসিড্, ফস্ফরাস, এবং কফিয়ার পূর্বে কিম্বা পরে কষ্টিকম অপকারী ।

সচরাচর ৩০ হইতে উচ্চ শক্তি ব্যবহার্য্য ।

হিপার সালফর ।

(Hepar Sulphur).

স্পর্শাসহিষ্ণুতা এবং শীতলবাতাস অসহ্য—কোন প্রকার প্রদাহ অথবা ক্ষীতিতে উপরোল্লিখিত লক্ষণ দুইটি থাকিলে, উচ্চ শক্তির একমাত্রা হিপার প্রয়োগ করিয়া, ঐষ্যের সহিত অপেক্ষা করিলে অতি সন্তোষজনক ফল পাওয়া যায় ।

স্পর্শাসহিষ্ণুতা—অর্থাৎ প্রদাহ, ক্ষীতি, কিম্বা বাত ইত্যাদিতে এত বেদনা যে রোগী কাহাকেও ছুঁইতে দেয় না । হস্ত কিম্বা অন্ত কোন দ্রব্যের দ্বারায় স্পর্শিত হইলে, রোগী তৎক্ষণাৎ চীৎকার কবিয়া উঠে । এবম্বিধ স্পর্শাসহিষ্ণুতা থাকিলে, হিপার মহৌষধ বিশেষ ।

শীতল বাতাস অসহ্য—অর্থাৎ শীতল বাতাস একেবারেই সহ্য হয় না । রোগী প্রদাহ অথবা ক্ষীতি কিম্বা বাতব্যাধি ইত্যাদি অতি সত্ত্বর্ণে বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া রাখে, অথবা কপাট জানালা বন্ধ করিয়া রাখে, কিছুতেই খুলিতে দেয় না—কেন না সামান্য একটি জানালা কিম্বা কপাট

খোলা থাকিলে, রোগী মনে করে উক্ত স্থান দিয়া বায়ু আসিয়া তাহার গাত্র স্পর্শ করিতেছে । জ্বর ইত্যাদি যে কোন ব্যাধিতে এবম্বিধ লক্ষণ দেখিলে তৎক্ষণাৎ হিপার প্রয়োগ করা কর্তব্য ।

পূজ-পূজের উপর হিপারের বিশেষ শক্তি আছে । ফোড়া কিম্বা কোন প্রকারের প্রদাহে পূজ সঞ্চারিত হইবার পূর্বে উচ্চশক্তির হিপার একমাত্র প্রয়োগ করিয়া ঐধর্যের সহিত অপেক্ষা করিলে আশা-ভীত ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় ।

আতুরাশ্রমের জনৈক সেবক নিম্নলিখিত পৃষ্ঠে, ঠিক মেরুদণ্ডের পার্শ্বে প্রদাহ হইয়াছিল । একজন মেডিকেল কলেজের এম্, বি, ডাক্তার (হোমিওপ্যাথিক প্র্যাকটিসনার) প্রথমে পুনঃ পুনঃ বেলেডোনা ইত্যাদি প্রদাহ নিবারক ঔষধাদি প্রয়োগ করিয়া বিফল প্রযত্ন হইলেন, কাজে কাজেই পুলটিস দিয়া পাকাইয়া অস্ত্র ব্যবহার করিতে উদ্যত হইলেন । আমি দেখিলাম, রোগী ঠাণ্ডা সহ্য করিতে পারে না, প্রদাহাশ্রিত স্থানটা স্পর্শ করিলেই চম্কাইয়া উঠে । হিপারের উপরোল্লিখিত লক্ষণ দুইটি চরিত্রগত সেই কারণে আমি পুলটিস দিতে নিষেধ না করিয়াও, ঐকমাত্রা ২০০ শত শক্তির হিপার প্রয়োগ করিলাম । আশ্চর্যের বিষয় এই, পুলটিস দেওয়া সঙ্গেও প্রদাহ কমিয়া আরোগ্য হইয়া গেল ।

প্রদাহ আরোগ্য করিবার জন্ত আরও অনেক ঔষধ আছে, তাহারাও হিপারের ন্যায় সুন্দর কার্য্য করিতে সক্ষম কিন্তু প্রত্যেক ঔষধের লক্ষণ-গুলি উত্তমরূপে রোগের সহিত মিলাইয়া ঔষধ প্রয়োগ না করিলে, হোমিওপ্যাথিক ঔষধে কোনই সফল হয় না ।

আশ্চর্যের বিষয় এই, হিপার যেমন পুয়োৎপাদন নিবারণ করিয়া প্রদাহ আরোগ্য করে, তদ্রূপ সমস্ত বহু পরিমাণ পুয়োৎপাদন করিয়া স্ফোটক কিম্বা প্রদাহ স্থানে ক্ষত উৎপাদন করে । হিপার পুয়োৎপাদন করে এবং পুয়োৎপাদিত হইতে দেয় না—ইহার তাৎ-

পর্য্য এই, হোমিওপ্যাথিক ঔষধ স্বভাবকে সাহায্য করিয়া রোগ আরোগ্য করিয়া থাকে। যজ্ঞপি, প্রদাহ মধ্যে কিঞ্চিৎ মাত্র পুয় উৎপন্ন হয়, এবং স্বভাব উক্ত পুয় শোষণে অক্ষম হয়, অর্থাৎ উক্ত পুয় শরীর মধ্যে শোষিত হইলে অপকার হইবার সম্ভাবনা থাকে, একরূপ স্থলে লক্ষণানুযায়ী ঔষধ প্রয়োগ করিলে বহু পরিমাণ পুয় উৎপন্ন হইয়া প্রদাহ স্থান ক্ষত হইয়া, উহা নির্গত হইয়া যায়, ইহাই হোমিওপ্যাথির বিশেষত্ব।

অনেকে বলেন ফোড়া ইত্যাদি পাকাইয়া ফাটাইবার জন্য নিম্ন শক্তির হিপার পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করা কর্তব্য। আমি ইহার কোন বিশেষত্ব দেখিতে পাই না। এ প্রকার ঔষধ প্রয়োগ করা হোমিওপ্যাথিক মত-বিরুদ্ধ।

ফুসফুসের উপরও হিপারের অতি আশ্চর্য্য কার্য্য হইয়া থাকে। ঘুংড়ি কাশিতেও হিপার বিশেষ উপযোগী। শুষ্ক ঠাণ্ডা বাতাস লাগিয়া ঘুংড়ি কাশি হইলে হিপার উৎকৃষ্ট ঔষধ। শুষ্ক ঠাণ্ডা বাতাস লাগিয়া ঘুংড়ি কাশি হইলে একোনাইটও উত্তম ঔষধ। স্পঞ্জিয়া নামক ঔষধও ঘুংড়ি কাশির মছোষ বিশেষ। উপরোল্লিখিত তিনটি ঔষধের বিশেষত্ব এই, একোনাইটের কাশি সন্ধ্যারাত্রে এবং এক ঘুমের পর বৃদ্ধি পায়, স্পঞ্জিয়ার কাশি মধ্যরাত্রে এবং হিপারের কাশি শেষরাত্রে বাড়িয়া থাকে।

ঘর্ম্ম—হিপারের একটি উৎকৃষ্ট লক্ষণ। মার্কু'রিয়স নামক ঔষধে যেমন বহু ঘর্ম্ম সত্ত্বেও রোগের কোন উপশম হয় না, তদ্রূপ হিপারেও বহু ঘর্ম্ম সত্ত্বেও রোগের উপশম হয় না। ঘর্ম্ম প্রচুর, চট্‌চটে, টক্ বা দুর্গন্ধযুক্ত, এস্থলে অন্যান্য লক্ষণ দ্বারা ইহাকে নির্ধাচিত করিবেন, কারণ যে ঔষধের অধিকাংশ লক্ষণ রোগীর রোগ লক্ষণের সহিত মিলিবে তাহাই প্রযোজ্য।

হিপারও একটি এটিসোরিক ঔষধ, চর্ম্মরোগ লুপ্ত হইয়া কোন রোগ হইলে এবং তাহার লক্ষণগুলি হিপারের সদৃশ হইলে, হিপার তাহার শরীর-

গত ধর্ম সংশোধন করিয়া রোগ আরোগ্য করিতে সক্ষম । পারদষটিত ঔষধের অপব্যবহার হইলে, হিপার একটি মহৌষধ বিশেষ ।

মূত্রযন্ত্রের উপরও হিপারের উৎকৃষ্ট কার্য্য হইয়া থাকে । মূত্রত্যাগান্তে মনে হয়, সমস্ত মূত্র নির্গত হইল না । বহুক্ষণ ব্যাপিয়া ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব হইয়া থাকে ।

শীতল বাতাস অসহ্য—ইহা হিপারের একটি বিশেষ চরিত্রগত লক্ষণ । রোগীর শীতল বাতাস কিছুতেই সহ্য হয় না । যে কোন রোগই হউক না কেন, শীতল বাতাস অসহ্য বোধ হইলে, তৎক্ষণাৎ অগ্নি ঔষধ গুলির মধ্যে হিপারকে প্রথমে স্মরণ করিবেন ।

সচরাচর ৩০ এবং ২০০ শক্তি ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

স্ফোটকাদিতে পূর্য সঞ্চয় হইবার পূর্বে হিপার সালফর ২০০ শত শক্তি প্রয়োগ করিয়া ধৈর্য্যের সহিত অপেক্ষা করিলে সফল হইয়া থাকে । পচাক্ষতের চতুর্দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুসুড়ি উদিত হইলে হিপার প্রযোজ্য ।

পুরাতন উদরাময় রোগ—যদ্যপি পারদ কিম্বা কুইনাইনের অপব্যবহার অথবা চর্মরোগাদি বসিয়া গিয়া হয়, তাহা হইলে হিপার উত্তম কার্য্য করিয়া থাকে । আহারের পর সূস্থ বোধ হিপারের চরিত্রগত লক্ষণ ।

নক্সভমিকা ।

(Nux Vomica)

নানাপ্রকার মসলাযুক্ত গুরুপাক খাদ্য-ভোজন করিয়া, বহুদিবস যাবৎ নানাপ্রকার ঔষধ সেবন করিয়া, অথবা কাফি, তামাক, গাঁজা মদ ইত্যাদি নানা প্রকার মাদক দ্রব্য ব্যবহার করিয়া, কোন পীড়া হইলে নক্সভমিকা ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

উপরোল্লিখিত কারণগুলি সবিশেষ পর্যালোচনা করিলে দুইটি বিষয় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে । প্রথম—কাফি, তামাক, মদ, এলোপ্যাথিক

ঔষধ ইত্যাদির স্থূল ক্রিয়া জনিত পীড়া ও দ্বিতীয়—উক্ত স্থূল ক্রিয়ার অবসান হইবার পর কোন পীড়ার উৎপত্তি। নক্সভমিকা দ্বিতীয় প্রকারের পীড়ায় বিশেষ উপকারী।

উদাহরণ—একটি লোক অত্যন্ত মদ্য পান করিয়া জ্ঞানশূন্য অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে, মদ্যের স্থূল ক্রিয়া তাহার শরীরে পূর্ণ ভাবে কার্য্য করিতেছে; এ স্থলে শক্তিকৃত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ তাহার জ্ঞান উৎপাদনে অক্ষম। অপর দিকে এক ব্যক্তি মদ্যপান করিয়াছিল, মাদকতা নাই, অর্থাৎ মদ্যের স্থূল ক্রিয়ার অবসান হইয়াছে কিন্তু শরীর অত্যন্ত খারাপ, মনের অবস্থা ভাল নহে, মেজাজ খিট খিটে এ স্থলে ৩০ শক্তির নক্সভমিকা সুন্দর কার্য্যকারী।

এলোপ্যাথিক চিকিৎসার পর কোন রোগী হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা যীনে আসিলে, অনেকে প্রথমেই নক্সভমিকা কিসা সালফর প্রয়োগ করিয়া থাকেন। এ প্রকার চিকিৎসা করা হোমিওপ্যাথিক মতবিরুদ্ধ। ঔষধের লক্ষণ না পাইলে কখনই কোন ঔষধ প্রয়োগ করা কর্তব্য নহে।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করিতে হইলে, মানসিক অবস্থা অর্থাৎ রোগীর মনের অবস্থার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া চিকিৎসা করা কর্তব্য। বিশেষ ধৈর্য্যের সহিত প্রত্যেক রোগীর মানসিক অবস্থা, অবয়ব, ভাব-ভঙ্গি ইত্যাদি ঔষধের সহিত মিলাইয়া পর্যালোচনা করিলে সত্তর ঔষধ নির্বাচনে অভিজ্ঞতা জন্মিয়া থাকে।

নক্সভমিকার মানসিক অবস্থা—সহজেই চটিয়া চঠা, খিটখিটে স্বভাব সামান্য কথাতেই চটিয়া যাওয়া, হঠাৎ উত্তেজিত হওয়া, বিনা কারণে রাগান্বিত হওয়া, হিংসাপূর্ণ স্বভাব। ক্যামোমিলা, ইগ্নেসিয়া, ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া ইত্যাদি ঔষধেও উক্ত প্রকারের মানসিক অবস্থা সূচিত হয়। যে সকল মনুষ্য সর্ব্বণা অধ্যয়নশীল অথবা বসিয়া বসিয়া সমস্ত অতিবাহিত করে, অথবা মদ্য ইত্যাদি মাদক দ্রব্য সেবনে বহুদিবস

যাবৎ আসক্ত কিম্বা আসক্ত ছিল, এবং প্রকার রোগীর উক্ত প্রকার মানসিক অবস্থা হইলে অগ্রে নক্সভমিকা প্রয়োগ করা কর্তব্য।

পুনঃ পুনঃ মলত্যাগ করিবার ইচ্ছা সত্ত্বেও প্রত্যেকবার সামান্য মাত্র মল নির্গমন হয় এবং মনে হয় মলত্যাগ করিয়া তৃপ্তি হইল না।

এই লক্ষণটি নক্সভমিকার চরিত্রগত লক্ষণ। কোষ্ঠবদ্ধ, আমাশয় রোগ কিম্বা অন্ত্র কোন রোগের সহিত উক্ত লক্ষণটি দৃষ্ট হইলে, নক্সভমিকাকে স্মরণ করা কর্তব্য।

মলত্যাগ করিবার পূর্বে পেটকামড়ায়, ব্যথা করে, মলত্যাগের পর উক্ত বেদনা এবং কৌথানি অল্প সময়ের জন্য অনেক কমিয়া যায়।

এই লক্ষণটি প্রায়ই আমাশয় রোগে দেখিতে পাওয়া যায়। পুনঃ পুনঃ নিষ্ফল মলত্যাগ করিবার ইচ্ছা, অল্প পরিমাণ মল নির্গমন এবং মলত্যাগ করিবার পূর্বে পেটবেদনা, কটিবেদনা, কৌথানি ইত্যাদি উপসর্গ এবং মলত্যাগ করিবার পর অল্প সময়ের জন্য উহাদিগের উপশম।

রজ জনিত উপসর্গ—নিয়মিত সময়ের পূর্বে হইতে ঋতু স্রাব আরম্ভ হইয়া কয়েক দিবস যাবৎ বহু পরিমাণ নির্গত হইতে থাকে। ঋতুস্রাবের সহিত নানা প্রকার উপসর্গ লক্ষণ দেখা দেয় এবং ঋতুস্রাব যতদিন না বন্ধ হয়, ততদিন উহাদের ভোগ থাকে। উপরোল্লিখিত লক্ষণগুলির সহিত প্রায়ই নক্সভমিকার চরিত্রগত কোষ্ঠবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রসব বেদনা আরম্ভ হইয়া গৃহদেশে প্রসারিত হয়, এবং পুনঃ পুনঃ মল অথবা মূত্রত্যাগ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ পাইয়া বেদনা জুড়াইয়া যায়। এ প্রকার অবস্থায় ২০০ শত শক্তির নক্সভমিকা বিশেষ কার্যকারী।

প্রাতঃকালে বৃদ্ধি—নক্সভমিকার চরিত্রগত লক্ষণ। প্রাতঃকালে

জাগরিত হইবার পরই শরীর অত্যন্ত খারাপ বোধ হয়। মনে হয় সমস্ত রাত্রি নিদ্রাতেও শরীর ভাল হইল না। মানসিক পরিশ্রমের পর রোগের বৃদ্ধি, ঠাণ্ডা বাতাসে বৃদ্ধি, ভোজন করিবার কিছুকাল পরে উদরের লক্ষণাদির বৃদ্ধি।

অরোগেও নক্সভমিকা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। নিম্নলিখিত লক্ষণ-গুলি অরোগে দেখিতে পাইলে, নক্সভমিকা দ্রব্য কার্য্যকারী।

জ্বরে অত্যন্ত উত্তাপ, মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ, সর্ব্বশরীরে জ্বালাযুক্ত উত্তাপ সত্ত্বেও রোগী নড়িলে চাড়িলে কিম্বা গাত্র বস্ত্র উন্মোচন করিলে শীত বোধ। জ্বরে উত্তাপ সত্ত্বেও সর্ব্বদা শীত বোধ নক্সভমিকার চরিত্রগত লক্ষণ। অতএব উক্ত লক্ষণ দেখিলেই অগ্রে নক্সভমিকাকে স্মরণ করা কর্তব্য।

অজীর্ণ রোগ—আহারের কিছুকাল পরে অর্গাৎ এক কিম্বা দুই ঘণ্টা পরে মুখে টক আস্বাদ, মুখ দিয়া জল উঠা, পাকস্থলিতে চাপনবৎ বেদনা, কোমর এমন কসিয়া ধরে যে, কাপড় না খুলিয়া থাকিতে পারে না, পাকস্থলির মধ্যে পাথর দিয়া চাপিয়া ধরার ছায় বেদনা এবং কোন প্রকার মানসিক পরিশ্রমে অপারক।

আহার করিবার কিছুকাল পরে পাকস্থলির লক্ষণগুলির বৃদ্ধি নক্সভমিকার চরিত্রগত লক্ষণ। আহার করিবার পরই শাকস্থলির লক্ষণগুলির বৃদ্ধি হইলে, নক্স মস্কাটা, ক্যালি বাইক্রমিকম ইত্যাদি ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

শিরঃপীড়া—অজীর্ণ দোষ কিম্বা অর্শ জনিত শিরঃপীড়ায় নক্সভমিকা উত্তম। মানসিক পরিশ্রম, রাগান্বিত হওয়া, কোন প্রকার মাদক দ্রব্য সেবন, নানা প্রকার মসলাযুক্ত খাদ্য দ্রব্য ভোজন, বহু দিবস যাবৎ নানা প্রকার ঔষধ সেবন, ক্লোষ্টরক, রাত্রি জাগরণ ইত্যাদি কারণে শিরঃপীড়া হইলে নক্সভমিকা উত্তম। নক্সভমিকার শিরঃপীড়া প্রায়ই

প্রাতঃকালে জাগরিত হইবার পর এবং আহারের পর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।

কটিবেদনা—নক্সভমিকার একটি বিশেষ লক্ষণ । জ্বর, আমাশয়, বাত, লম্বেগো ইত্যাদি রোগেও নক্সভমিকার কটিবেদনা দেখিতে পাওয়া যায় । একটি বিশেষত্ব এই, যে রোগী শুইয়া পার্শ্ব পরিবর্তন করিতে পারে না, তাহাকে বসিয়া পার্শ্ব পরিবর্তন করিতে হয় ।

নক্সভমিকা ঔষধটি রাত্রে নিদ্রা যাইবার পূর্বে সেবন করিয়া নিদ্রা যাইলে, উহার কার্য সুন্দর হইয়া থাকে, সেই কারণ নক্সভমিকা রাত্রে সেবনীয় । তরুণ ব্যাধিতে আশু জীবননাশের সম্ভাবনা অথবা অসহনীয় যন্ত্রণা থাকিলে সময় বিচার করিয়া ঔষধ প্রয়োগে কালবিলম্ব করা নিতান্ত অত্যাচার ।

সচরাচর ৬ ও ৩০ শক্তির ব্যবহার হইয়া থাকে ।

পালসেটিলা

(Pulsatilla)

পালসেটিলা এবং নক্সভমিকা এই উভয় ঔষধের মধ্যে একটু বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হয় । অনেকে পালসেটিলাকে জ্বী এবং নক্সভমিকাকে পুরুষ বলেন । কারণ পালসেটিলার লক্ষণগুলি প্রায়ই জ্বী এবং নক্সভমিকার লক্ষণগুলি প্রায়ই পুরুষদিগের ব্যাধিতে দেখিতে পাওয়া যায় । পালসেটিলা পুরুষদিগের শরীরে কার্য্য করে না, অথবা নক্সভমিকা জ্বীলোকদিগের শরীরে ব্যবহৃত হয় না, এরূপ ধারণা করা ভ্রম । লক্ষণই হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রয়োগ করিবার মূলমন্ত্র, অতএব সর্বদা লক্ষণের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চিকিৎসা করা বিজ্ঞ চিকিৎসকের কর্তব্য ।

মানসিক অবস্থা ও অবয়ব—পালসেটিলার রোগী নম্র এবং ক্রন্দনশীল এমন কি নিজের রোগের বিবরণ বলিতে বলিতে কাঁদিয়া আকুল হয়। শরীর পাতলা, রোগা, কেশ কটা রং বিশিষ্ট, চক্ষু নীল, মুখত্ৰী মলিন সর্বদা নিরবে দুঃখ সহ্য করা স্বভাব। এই প্রকার মনুষ্য শরীর পালসেটিলার অনুকূল।

পরিবর্তনশীলতা—পালসেটিলার বিশেষ চরিত্রগতলক্ষণ। এই লক্ষণটিকে উত্তম করিয়া চিনিতে হইবে। পরিবর্তনশীলতা পালসেটিলার এত প্রিয় লক্ষণ যে একমাত্র পরিবর্তনশীলতার উপর নির্ভর করিয়া অধিকাংশ বিখ্যাত চিকিৎসক পালসেটীলা বাবহার করিয়া থাকেন।

পরিবর্তনশীলতা—এই কথাটির অর্থ উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া রাখিলে পালসেটীলাকে চিনিতে কষ্ট হইবে না। পরিবর্তনশীলতা অর্থাৎ বদলান, কোন একটি রোগের বিশেষ চরিত্রগত লক্ষণটি অথবা লক্ষণগুলি অনবরত বদলান।

উদাহরণ যথা—মল পরিবর্তনশীল অর্থাৎ দুই বারের মল এক প্রকার হয় না, কখন কাল, কখন সাদা কখন অন্য রং বিশিষ্ট, কখন পাতলা, কখন গাঢ়, কখন রক্তমিশ্রিত, কখন রক্তশূন্য ইত্যাদি। বেদনা পরিবর্তনশীল অর্থাৎ কখন হস্তে, কখন পদে, কখন স্বক্কে, কখন ঠোঁড়ে ইত্যাদি। রক্তস্রাব পরিবর্তনশীল অর্থাৎ রক্তস্রাব হইতেছে, আবার থামিয়া গেল। রক্তস্রাব কখন কাল, কখন লাল, কখন অধিক, কখন অল্প ইত্যাদি। জ্বর পরিবর্তনশীল, অর্থাৎ জ্বরে ক্ষণে তাপ, ক্ষণে শীত, ক্ষণে ঘর্ম ইত্যাদি। কোন ব্যাধিতে পরিবর্তনশীলতা লক্ষিত হইলে তৎক্ষণাৎ পালসেটীলাকে স্মরণ করিবেন।

মুখ অতিশয় শুষ্ক কিন্তু পিপাসা নাই—এটাও পালসেটিলার চরিত্রগত লক্ষণ। পাতঃকালে মুখের আত্মাদ পচা পচা, কোন দ্রব্য ভাল লাগে না।

‘স্রাব গাঢ় পীতাত সবুজবর্ণ—উক্ত প্রকারের স্রাব, প্রদর, মেহ, কোন প্রকার ক্ষত, নাসিকার সর্দি, কর্ণের পূজ ইত্যাদিতে উক্ত লক্ষণ দেখিতে পাইলে, পালসেটিলা সুন্দর কার্য্য করিয়া থাকে।

ঋতুস্রাব অতি বিলম্বে ও অতি অল্প পরিমাণে হইয়া থাকে। চরণ ভিজিয়া অথবা চরণে ঠাণ্ডা লাগিয়া ঋতুস্রাব বন্ধ। ঋতুস্রাব ক্ষণে থামিয়া যায়, আবার হইতে থাকে। হঠাৎ ঋতুস্রাব বন্ধ হইয়া অতীব বেদনা, এমন কি বেদনায় ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকে। শীতল বাতাস, জল অথবা শীতল বস্তু প্রয়োগে কিঞ্চিৎ উপশম।

খোলা বাতাস এবং শীতল বস্তু প্রয়োগে রোগের উপশম পালসেটিলা চরিত্রগত লক্ষণ। ‘জ্বরে শীতবোধ তথাচ ঠাণ্ডা গৃহে থাকিতে ইচ্ছা করে, অথবা ঠাণ্ডা বাতাস ভাল লাগে।

লৌহ ষটিত ঔষধের অপব্যবহার জনিত কোন পীড়া, হাম বসিয়া গিয়া কোন পীড়া হইলে, পালসেটিলা উত্তম।

উদরাময়—সবুজাভাষুক্ত পিত্তমিশ্রিত তরল মল। রাত্রে বৃদ্ধি। কোন প্রকার ঘৃতপক্ক কিংবা চর্কিষুক্ত খাদ্যাদি ভোজন করিয়া পেটবেদনা অথবা উদরাময়। গরম গৃহে বাসজনিত অথবা উত্তাপ হইতে উদরাময়। রোগী অনবরত খোলা বাতাসে থাকিতে ভাল বাসে।

মহাত্মা হানিমান বলেন রাত্রিকালের বেদনাশূন্য উদরাময়ে পালসেটিলার ত্রায় আর ঔষধ আছে কি না সন্দেহ।

সচরাচর ৩০ হইতে উর্দ্ধ শক্তি ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ব্রাইওনিয়া

(Bryonia Alba.)

সঞ্চালনে বৃদ্ধি—রোগী স্থিরভাবে অবস্থান করিলে রোগের উপশম হয়, এবং যত সঞ্চালিত হইবে ততই রোগের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই লক্ষণটি ব্রাইওনিয়ার চরিত্রগত লক্ষণ। যে কোন রোগই হউক না কেন, সদ্যপি সঞ্চালনে রোগের বৃদ্ধি হয়, তৎক্ষণাৎ ব্রাইওনিয়াকে স্মরণ করা কর্তব্য।

চাপনে উপশম—অতিশয় বেদনা কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বেদনাস্থান চাপিলে উপশম বোধ হয়। রোগী বেদনায়ুক্ত স্থানটি চাপিয়া শুইয়া থাকে। বেলেডোনা এবং ক্যালিকার্ক নামক ঔষধে বিপরীত লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, রোগী বেদনায়ুক্ত পার্শ্বে শয়ন করিতে পারে না।

ব্রাইওনিয়ার উপরোল্লিখিত লক্ষণ দুইটি বিশেষ চরিত্রগত লক্ষণ। যে স্থলে উপরোল্লিখিত লক্ষণ দুইটি বর্তমান থাকে, সে স্থলে দুই এক মাত্রা ব্রাইওনিয়ায় যে কি অভাবনীয় ফল পাওয়া যায়, তাহা প্রত্যক্ষ না করিলে বুঝান হু:সাধ্য।

শুকতা—ব্রাইওনিয়ার চরিত্রগত লক্ষণ মধ্যে গণ্য। শরীরের সকল স্থানে শুকতা দৃষ্ট হয় না, কেবল মাত্র মিউকাস মেম্ব্রেনগুলি শুষ্ক। ওষ্ঠ হইতে গুহদ্বার পর্য্যন্ত সমস্ত এলিমেন্টারি ক্যান্যাল শুষ্ক। ওষ্ঠ, মুখ, জিহ্বা এত শুষ্ক, যে ফাটা ফাটা হইয়া থাকে। মল অত্যন্ত শক্ত, কাণ, শুষ্ক, দেখিলে মনে হয় যেন উহা পোড়ান হইয়াছে। পাকস্থলি মধ্যেও উক্ত প্রকারের শুকতা দেখিতে পাওয়া যায়। সেই কারণ ব্রাইওনিয়ার অত্যন্ত পিপাসা হইয়া থাকে। ব্রাইওনিয়ার পিপাসার একটু বিশেষত্ব এই,

রোগী অধিক সময় অন্তর অত্যন্ত অধিক পরিমাণ জল পান করিয়া থাকে ।

লাংস, ব্রঙ্কাই ইত্যাদির মধ্যে শুষ্কতা এবং তজ্জনিত শুষ্ক কাশি, এত কাশি যে কাশির চোটে গলা ফাটিয়া যায় কিন্তু শুষ্কতা কিঞ্চিৎমাত্র ও শ্লেষ্মা উঠেনা, কারণ শুষ্কতা । কাশির সহিত বৃক্ক ক্ষতবৎ বেদনা হইয়া থাকে (নেট্রাম সালফিউপ্সিকম নামক ঔষধে তরল সদির সহিত কাশি এবং বৃক্ক ক্ষতবৎ বেদনা) ।

সূচিবদ্ধবৎ বেদনা—এই লক্ষণটি অনেক ঔষধে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ইহা ব্রাইওনিয়া ও ক্যালিকার্ক নামক ঔষধের চরিত্রগত লক্ষণ । প্রায়ই এই লক্ষণটি সিরাস মেম্ব্রেন মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় । ব্রাইওনিয়ার সূচিবদ্ধবৎ বেদনা কিঞ্চিৎমাত্র সঞ্চালনে বৃদ্ধি হইয়া থাকে । কিন্তু ক্যালিকার্কের উক্ত বেদনা স্থির ভাবে অবস্থান কালেও দেখিতে পাওয়া যায় । ব্রাইওনিয়ায় উক্ত বেদনা চাপনে উপশম হয়, কিন্তু ক্যালিকার্কের হয় না ।

শিরঃপীড়া—নাথায় এত ব্যথা, যে নেনে হয় মাথাটি ফাটিয়া যাইবেঃ। ঘাড় নিচু করিলে, নড়িলে চড়িলে, কাশিলে অথবা চক্ষের পাতা খুলিলে কিম্বা নড়িলে শিরঃপীড়ার বৃদ্ধি । গাত্রোত্থান করিলে গা বমি বমি করে ও মূচ্ছা যাইবার মত হয় ।

ঋতু বন্ধ হইয়া নাসিকা অথবা থুথুর সহিত রক্তপাত ।

স্তনের প্রদাহ, স্তন গরম, মলিন, শক্ত, ভারি এবং ব্যথাযুক্ত । জীলোকদিগের প্রদর শ্রাব অদৃশ্য হইয়া শিরঃপীড়া । অত্যন্ত শুষ্ক কাশি, আহারের পর বৃদ্ধি, কখন কখন কাশির সহিত বমন হয় । নড়িলে চড়িলে বৃদ্ধি, ঠাণ্ডা বাতাস হইতে গরম গৃহে আসিলে কাশির বৃদ্ধি । কাশিতে বৃক্ক এবং মস্তকে বেদনা অনুভব করে, কাশির ফিট এত জোরে হয় যে রোগী উভয় হস্তে বৃক্ক না চাপিয়া থাকিতে পারে না ।

তাহার যন্ত্রণা আরম্ভ হইয়া, প্রায় রাত্রি ৩টা পর্য্যন্ত ভোগ করিত । পাক স্থলিতে অত্যন্ত জ্বালা বোধ ছিল ও এত যন্ত্রণা হইত যে, রোগী অনবরত ঘরের মেজের উপর বেড়াইতে বাধ্য হইত । আর্সেনিক প্রয়োগ করাতে তাহার আর একবার উক্ত যন্ত্রণা অল্পমাত্র হইয়াছিল । পরে তাহার হস্তে এক প্রকারের চর্মরোগ বাহির হইল এবং গুনিলাম উক্ত চর্মরোগ বাহ্যিক ঔষধ প্রয়োগে অদৃশ্য হইয়াছিল । ইহাতে আমি রোগীকে সাবধান করিবার জন্ত বলিয়া দিয়াছিলাম, “পুনরায় উহাতে বাহ্যিক, ঔষধ প্রয়োগ করিলে আবার আপনার উদরশূল হইতে পারে ।”

তরুণ সর্দি—সিপা, নাকুরিয়াস, আর্সেনিক, এই তিনটি ঔষধে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে তরল সর্দি নির্গত হইয়া থাকে । আর্সেনিকের বিশেষত্ব এই, সর্দি হাজনশীল, অর্থাৎ সর্দি লাগিয়া নাসিকার ডগা গুলি হাজিয়া যায় এবং জ্বালা করে । গলার ভিতর জ্বালা এবং উক্ত জ্বালা গরম প্রয়োগে অথবা গরম দ্রব্য ভোজনে বা পানে উপশম হয় ।

জ্বর—আর্সেনিক জ্বরের একটা মহৌষধ বিশেষ । কোন কোন চিকিৎসক আর্সেনিকের এত পক্ষপাতী যে, কোন প্রকারের দূশণীয় জ্বর হইলে, আর্সেনিক প্রয়োগ করিতে উপদেশ দেন । এ প্রকার চিকিৎসা নিতান্ত গহিত, আর্সেনিকের লক্ষণ না পাইলে কখনই আর্সেনিক প্রয়োগ করা কর্তব্য নহে ।

জ্বর তৃতীয় প্রহরে বৃদ্ধি—বেলা ১২টা হইতে ২টার মধ্যে জ্বরের বৃদ্ধি আর্সেনিকের চরিত্রগত লক্ষণ ।

একটি জ্বীলোকের ম্যালেরিয়া জ্বর হইয়াছিল । প্রত্যহ প্রায় বেলা ১টার সময় জ্বর আসিত, তাহাকে নানাপ্রকার হোমিওপ্যাথিক ও এলোপ্যাথিক ঔষধ সেবন করাইয়াও কিছুতেই জ্বর বন্ধ হইল না । আমি যে দিবস আহুত হইলাম, সে দিবস রোগিণীর অত্যন্ত অধিক জ্বর হইয়া-

ছিল এবং কাল কাল রক্তের গ্রায় বমন হইতেছিল ও অত্যন্ত মানসিক অস্থিরতা ছিল। অরু কক্ষিৎ কম পড়িলে আমি ২০০ শক্তির এক মাত্রা আর্সেনিক প্রয়োগ করিলাম, পরদিবস অতি অল্পই অরু হইয়াছিল, আর ঔষধ দিতে হয় নাই, রোগিনী উঠাতেই সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিল।

দুনিবার্য পিপাসা—পিপাসা অত্যন্ত অধিক, অনবরত জলপান করিবার জন্ত ছটফট করে কিন্তু জলপান করিতে দিলে, অতি অল্পমাত্রা জলপান করিয়া থাকে। পাকস্থলী এবম্প্রকার উত্তেজিত হয় যে, অতি অল্প মাত্রা খাওয়া পানীয় প্রবেশ করিলে, উদরে বেদনা অনুভব করে, অথবা বমন করিয়া ফেলে কিম্বা বাহ্যে হইতে থাকে অথবা বাহ্যে বমি উভয়ই হইয়া থাকে। কোন প্রকার শীতল পানীয় অসহ্য। বমনে পিত্ত, রক্ত এবং কাল কাল গুঁড়া গুঁড়া পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়।

জিহ্বা—আর্সেনিকে নানা প্রকারের জিহ্বা দেখিতে পাওয়া যায়, জিহ্বা শুষ্ক, পার্শ্ব দন্তের দাগ বিশিষ্ট, মধ্যস্থল সাদা, পার্শ্ব রক্তবর্ণ, চোঁটগুলি এত শুষ্ক যে জিহ্বা দ্বারা সন্দেহই ভিজাইয়া রাখে। জিহ্বা সাদা খড়ির গ্রায় অথবা সীসার রং কিম্বা কাল অথবা পার্টিকিলা রং বিশিষ্ট এবং শুষ্ক। এ প্রকারের জিহ্বা প্রায়ই টাইফয়েড অরে দেখিতে পাওয়া যায়। মুখমধ্যে ক্ষত, গলার মধ্যে ক্ষত, পচা গ্যাংগ্রিনযুক্ত ক্ষত।

কুলুস্ অর্থাৎ শ্বাসযন্ত্রের পীড়াতেও আর্সেনিক বিশেষ উপকারী। কোন প্রকার চর্মরোগ অর্থাৎ এক্জিমা হাম ইত্যাদি বসিয়া গিয়া হাঁপানি হইলে, আর্সেনিক ব্যবহৃত হয়। রোগী শুইয়া থাকিতে পারে না, নিশ্বাস গ্রহণের জন্ত উঠিয়া বসিতে হয়, এবং আঁটু পাঁটু করে স্থির হইয়া বসিয়া থাকে। একটু নড়াচড়া করিলেই মনে হয় যেন দম আটকাইয়া গেল। নিশ্বাস প্রশ্বাসে অতীব কষ্ট। কাশির সহিত ফেনা ফেনা খুতু উঠে।

উদরাময়—উদরাময় রোগে আর্সেনিক একটি মহৌষধ বিশেষ।

কলেরার প্রায় অধিকাংশ রোগী একমাত্র আর্সেনিক দ্বারায় আরোগ্য হইয়া থাকে। আর্সেনিকে নানা প্রকারের মল, দেখিতে পাওয়া যায়। জলের দ্বায় তরল, কাল এবং অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত মল, আর্সেনিকের চরিত্রগত লক্ষণ।

অত্যন্ত অস্থিরতা, দুনিবার্য পিপাসা কিন্তু অল্প অল্প জল পান করা, ভয়ানক দুর্বলতা, কোন প্রকার খাদ্য ভোজন কিম্বা পান করিবার পরেই বমন, এই কয়টি ইহার চরিত্রগত লক্ষণ। কলেরায় প্রায়ই উপরোল্লিখিত লক্ষণগুলি দৃষ্ট হইয়া থাকে। যে কোন রোগই হউক না কেন, উপরোল্লিখিত লক্ষণগুলি বর্তমান থাকিলে, আর্সেনিক প্রয়োগ করিতে কখন ইতঃস্তত করা উচিত নহে।

আর্সেনিক অতি সাবধানে প্রয়োগ করা কর্তব্য, ইহা অন্তায়রূপে ব্যবহৃত হইলে নিতান্ত অনিষ্ট হইয়া থাকে। আর্সেনিকের চরিত্রগত অস্থিরতা এবং পিপাসা না থাকিলে, ইহাকে কখনই প্রয়োগ করা কর্তব্য নহে।

সচরাচর ৩০ ও ২০০ শত শক্তি ব্যবহৃত হয়।

রস টক্সিকোডেণ্ড্রন।

(Rhus Toxicodendron)

অস্থিরতার উপশম—রোগী যত ছটফট করে, তত স্নহ বোধ হয়, কাজে কাজেই রোগী অনবরত স্থিতি পরিবর্তন করিতে থাকে অর্থাৎ অস্থির হয়।

এখন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, রসটক্সেও অত্যন্ত অস্থিরতা আছে। একোনাইট, আর্সেনিক এবং রসটক্স এই তিনটি ঔষধেই অত্যন্ত

রোগীঅচেতন্য কিন্তু অচেতন্যাবস্থা অত্যন্ত অধিক নহে। অচেতন্যাবস্থা অত্যন্ত অধিক হইলে, হাইওসায়েমাস ও ওপিয়ম ব্যবহার্যা, রসটক্সের রোগীকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দেয়, এমন কি ঠিক উত্তরও দিয়া থাকে। বিকারে বিড় বিড় করিয়া বকে, অর্থাৎ বেলেডোনা, হাইওসায়েমাস, ষ্ট্র্যামোনিয়ম ইত্যাদি ঔষধের ন্যায় বিকার উগ্র নহে। অচেতন্যাবস্থা এবং বিকার যদিচ উগ্র নহে তথাচ বিরাম নাই।

শরীরের মাংসপেশীদিগের উপরও রসটক্সের সুন্দর কার্য্য হইয়া থাকে কোন প্রকার ভারী দ্রব্য উঠাইয়া মাংসপেশীর বেদনায় অথবা বাতজনিত বেদনায় রসটক্স উপকারী। ভিজা ঠাণ্ডা বাতাস লাগিয়া বাতের ন্যায় পীড়া। এবশ্প্রকার পীড়ায় নিম্ন লিখিত লক্ষণগুলি বর্তমান থাকিলে রসটক্স দ্রব কার্য্যকরী। বিশ্রামের পর অর্থাৎ রাত্রে নিদ্রা যাইবার অথবা কিছু কাল স্থিরভাবে অবস্থানের পর, প্রথম সঞ্চালনে যন্ত্রণা, ব্যথা, আড়ঠতা ইত্যাদি,—কিন্তু নড়াচড়া কারিতে করিতে ক্রমে উপশম হয়।

চর্ম্মরোগেও রসটক্সের কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। চর্ম্মোদ্বেদগুলি ফোঙ্কার ন্যায় অথবা পান বসন্তের ন্যায়। উক্ত প্রকার চর্ম্মরোগের সহিত যদ্যপি অত্যন্ত অস্থিরতা থাকে, তথা হইলে রসটক্স অতীব উপকারী। রসটক্স দ্বারা বিযাক্ত হইলে উক্ত প্রকারের চর্ম্মোদ্বেদ হয় বলিয়া, ইহা জল বসন্তের মহৌষধ বিশেষ। এক্জিমা নামক চর্ম্মরোগে যদ্যপি উক্ত প্রকারের ফোঙ্কা দেখিতে পাওয়া যায় তথা হইলে রসটক্স অমৃত তুল্য।

সচরাচর ৩০ শক্তি ব্যবহার হইয়া থাকে।

বেলেডোনা ।

(Belladonna)

মস্তকে রক্তাধিক্য—সামান্য মাথা ধরা হইতে অত্যন্ত জ্বর বিকারেও মস্তকে রক্তাধিক্য হইয়া থাকে। অনেকে বলেন, “চোখলাল হইলেই বেলেডোনা এবং জ্বর হইলেই একোনাইট”, যদিও বিশেষরূপে বিবেচনা না করিয়া এ প্রকার ঔষধ প্রয়োগ করা অনায়াস, তথাচ আমি “চোখ লাল হইলে বেলেডোনা” এ লক্ষণটিকে কিঞ্চিৎ প্রশ্রয় দিলাম।

রক্তবর্ণ—বেলেডোনার চরিত্রগত লক্ষণ। চক্ষু ও মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ, রক্তস্রাব উজ্জ্বল রক্তবর্ণ, এমন কি স্থানীয় প্রদাহ রক্তবর্ণ। রক্তবর্ণতা বেলেডোনার মৰ্জ্জায় মৰ্জ্জায় গাঁথা।

মস্তকের লক্ষণ প্রাধান্য—জ্বর ইত্যাদির সহিত মস্তকে লক্ষণাধিক্য, অর্থাৎ মাথার অসুখই অধিক। মনে হয় যেন রক্ত মাথার দিকে ধাবিত হইতেছে। মাথা গরম এবং হস্ত পদ ঠাণ্ডা। চক্ষু রক্তবর্ণ ও উজ্জ্বল। মাথার দুই পার্শ্বের শিরা দুইটি দপ্ দপ্ করিয়া নাচিতে থাকে এবং মস্তকে ভয়ানক দপ্ দপানি ব্যথা। বেলেডোনার মাথা ব্যথা সম্মুখ কপালে ও দুই রণে অত্যন্ত অধিক। রোগী মনে করে যেন তাহার মাথাটি পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। চক্ষু ও মুখমণ্ডল রক্ত বর্ণের সহিত উক্ত প্রকারের অত্যন্ত মাথা ব্যথা অথবা রোগী যেন বোকা হইয়া পড়িয়া থাকে অর্থাৎ তাহার বোধ শক্তি লুপ্ত হইয়া যায়।

বিকার—বেলেডোনা বিকারে প্রথম স্থান অধিকার করে এবং বেলেডোনার বিকার অত্যন্ত উগ্র। বিকারে রোগী কল্লনার ভূত, জন্তু, পোকা, নানাপ্রকারের ভয়াবহ মুখ দেখিয়া ভীত হয় এবং চম্কাইয়া

উঠে। নানা প্রকার ভয়ে ভীত হইয়া ঘন ঘন পলাইবার চেষ্টা করে কখন দাঁত কড় মড় করিতে থাকে, কখন হো হো করিয়া হাসিয়া উঠে, কামড়ায় বা কামড়াইতে যায়, মারে ইত্যাদি অত্যন্ত অত্যাচার পূর্ণ বিকারে বেলেডোনা উৎকৃষ্ট ঔষধ। বিকারে বেলেডোনা প্রয়োগ করিবার প্রধান নিদর্শন, চক্ষু ও মুখ-মণ্ডল রক্তবর্ণ, ক্যারোটাইড ধমনীর উল্লম্বন (রগের উভয় পার্শ্বের শিরা দুইটির দপ্ দপ্ করিয়া নৃত্য)।

রক্তবর্ণ সম্বন্ধে আরও দুই চারিটি কথা বলিয়া ক্ষান্ত হইতে ইচ্ছা করি। স্থানীয় প্রদাহে রক্ত বর্ণতা অর্থাৎ ফোড়া, এমন কি কার্বকুল ইত্যাদিতে উজ্জল রক্তবর্ণতা দৃষ্ট হইলে, বেলেডোনা অদ্ব্ত কার্য্য করিতে সক্ষম।

হঠাৎ উৎপত্তি, হঠাৎ নিবৃত্তি—বলিলে কোন প্রকারের কষ্টের হঠাৎ উৎপত্তি ও হঠাৎ নিবৃত্তি বুঝিতে হইবে। বেলেডোনার হঠাৎ উৎপত্তি ও হঠাৎ নিবৃত্তি, ষ্ট্যানানে ধীরে ধীরে উৎপত্তি এবং ধীরে ধীরে নিবৃত্তি সালফিউরিক এসিডে ধীরে আরম্ভ হয় বটে কিন্তু হঠাৎ শেষ হইয়া থাকে।

বেলেডোনা বালব্যাদিতে কামোনিয়ার ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে। শিশুর হঠাৎ জ্বর হইয়া একেবারে কন্ভালসন্ আরম্ভ হইয়া থাকে। শিশু এই ভাল আছে পর মূহূর্ত্তে হঠাৎ জ্বর হইল। মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ ও অর্কটচিত্তন্যাবস্থায় পড়িয়া থাকে এবং থাকিয়া থাকিয়া চমকাইয়া উঠে অথবা ঘুমন্ত অবস্থায় ফিট হইবার ন্যায় খেঁচিয়া খেঁচিয়া উঠে। শিশু-দিগের এই প্রকার রোগে ৩০ শক্তির বেলেডোনা অমৃততুল্য।

রক্তাধিক্য-জনিত অথবা স্নায়বীয় শিরঃপীড়া, উভয় প্রকার শিরঃপীড়া বেলেডোনা আরোগ্য করিতে সক্ষম। প্রায়ই মস্তকে রক্তাধিক্যজনিত শিরঃপীড়ায় মাথায় অত্যন্ত দপদপানি ব্যথা, রগে এবং কপালে অত্যন্ত দপ্ দপানি ব্যথা হইয়া থাকে। রক্তাধিক্য এবং স্নায়বীয় উভয় প্রকার শিরঃপীড়াত নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি বর্ত্তমান থাকিলে, বেলেডোনা উৎকৃষ্ট

কার্য্য:করিয়া থাকে । সম্মুখে ঝুঁকিলে অথবা জ্বং মস্তক নত করিলে শির:পীড়ার বৃদ্ধি । খাড়া কিশ্বা সোজা ভাবে অবস্থান না করিলে শির:পীড়ার বৃদ্ধি । শয়নে বৃদ্ধি, বেলেডোনার চরিত্রগত লক্ষণ, এ লক্ষণটি কেবল মাত্র পির:পীড়ায় আবদ্ধ নহে । কোন রোগ শয়নে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে তৎক্ষণাৎ বেলেডোনাকে অরণ করিবেন ।

• গলমধ্যে জ্বালা এবং শুষ্কতা ; মনে হয় যেন উহা সঙ্কুচিত হইয়া রহিয়াছে । তালু ও টনসিল ফুলা ও রক্তবর্ণ ।

স্রীরোগেও বেলেডোনা অতি চমৎকার ঔষধ, নিম্নে উদর সম্বন্ধে কয়েকটি সিদ্ধিদায়ক লক্ষণ দেওয়া হইল ।

তলপেটে স্পর্শসহিষ্ণুতা, অর্থাৎ সামান্য কোন প্রকার ঝাঁকি লাগিলে অথবা স্পর্শ করিলে, নিম্নোদরে লাগে । বেড়াইবার সময় প্রত্যেক পদবিক্ষেপে অথবা বিছানায় শুইবার কিশ্বা উপবেশন করিবার সময় যে সামান্য একটু ঝাঁকি লাগে তাহাতেই রোগী অস্থির হয় । তলপেটে চাপবৎ ব্যথা । রোগী মনে করে যেন উদর মধ্যস্থ পদার্থগুলি যোনিদ্বার দিয়া বাহির হইয়া আসিবে । প্রাতঃকালে বৃদ্ধি । এই লক্ষণটি সিপিরা এবং লিলিয়ান্ টিগ্রিনাম নামক ঔষধেরও চরিত্রগত লক্ষণ । বেলেডোনার উক্ত প্রকার অবস্থার সহিত, প্রায়ই অত্যন্ত কটিবেদনা বর্ত্তমান থাকে । ঘুমন্ত অবস্থায় চম্কাইয়া উঠে, তন্নামত হয় কিন্তু গাঢ় নিদ্রা হয় না এবং কখন কখন ঘুমন্ত অবস্থায় গোঁ গোঁ শব্দ করে ।

মহাত্মা হানিমান সচরাচর বেলেডোনা ৩০ শক্তি ব্যবহার করিতেন ।

হাইওসাএমাস ।

(Hyoscyamus)

হাইওসাএমাস বিকারের একটি মহৌষধ বিশেষ । বেলেডোনার বিকার উগ্র, রোগী নানাপ্রকার অত্যাচারী । হাইওসাএমাসের রোগী চুপ করিয়া পড়িয়া পড়িয়া বিড়্ বিড়্ করিয়া বকে এবং মধো মধো ভুয়ানক উগ্র মূর্ত্তি ধারণ করে । বেলেডোনার রোগীর মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ, কিন্তু হাইওসাএমাসের রোগীর মুখমণ্ডল মলিন, ও বস। “হাইওসাএমাসের রোগী দুর্বল এবং দুর্বলতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সেই কারণে বিকারের উগ্রতা স্থায়ী হয় না । হাইওসাএমাসের রোগীর বিকার প্রথমে উগ্র হইয়া আরম্ভ হয়, পরে যত দুর্বলতা বৃদ্ধিত হইতে থাকে, বিকারের উগ্রতা কমিয়া ক্রমশঃ রোগী অবসন্ন ও অচেতন হইয়া পড়ে এবং এত অচেতন হইয়া পড়ে যে, তখন ওপিয়ম ও হাইওসাএমাসে পার্থক্য নির্ণয় করা নিতান্ত কাঠন হয় ।

টাইফএড অবস্থা—জিহ্বা শুষ্ক এবং রোগী অতিকষ্টে উহা বহির্গত করে । অচেতন্যাবস্থারও একটু বিশেষত্ব আছে, রোগী চক্ষু উন্মীলিত করিয়া রহিয়াছে, ফেল্ ফেল্ করিয়া চারিদিকে তাকাইতেছে, অথচ অচেতন্য । রোগী চারিদিকে ফেল্ ফেল্ করিয়া তাকায় কিন্তু কিছুই দেখে না । সর্বদা শূন্য এক প্রকার হস্তের ভঙ্গি করে “যেন কি ধরিতেছে” । বিছানা খোঁচতে, সর্বদা বিড়্ বিড়্ করিয়া বকে অথবা কিছুক্ষণের জন্য একেবারে একটি মাত্র কথা বলে না । রোগীকে পুনঃ পুনঃ ভাকাভাকি করিলে কথা ঠিক বলে, আবার কথা কহিতে কহিতে অচেতন হইয়া পড়ে । নস্তু এক প্রকারের ময়লা (সডিস) পড়ে, নিম্ন মাড়ি খুলিয়া পড়ে, মুত্র এবং মল অসাড়ে নির্গত হইতে থাকে । টাইফো-

নিউমোনিয়া, টাইফয়েড জ্বর, স্কারলাটিনা ইত্যাদি রোগের চরমাবস্থায় উক্ত প্রকারের টাইফয়েড লক্ষণগুলি প্রায়ই দৃষ্ট হইয়া থাকে । এ প্রকার অবস্থায় হাইওসাএমাস প্রয়োগ করিলে, কি অভাবনীয় ফল পাওয়া যায় তাহা নিজে প্রত্যক্ষ না করিলে বিশ্বাস করান কঠিন ।

রোগী অত্যন্ত সন্দ্বিগ্ন—সকলকেই সন্দেহ করে । কাহারও কথায় বিশ্বাস হয় না । এই লক্ষণটি পুরাতন মানসিক পীড়ায় দেখিতে পাওয়া যায় । উপরোল্লিখিত তরুণ পীড়া হইতে আরোগ্য লাভ করিয়া পুরাতন মানসিক রোগ অথবা উন্মাদ । কাহাকেও বিশ্বাস করে না । এমন কি নিজের পুত্র, কন্যা, নিকট আত্মীয় এবং শুভাকাজক্ষী ব্যক্তি কাহাকেও বিশ্বাস করে না । ঔষধ খাইতে চাহে না, মনে করে তাহাকে বিষ দেওয়া হইতেছে । রোগীর কথায় ভাবে প্রকাশ পায়, যেন সে মনে করে তাহার বিরুদ্ধে বিষম ষড়যন্ত্র চলিতেছে । এবম্প্রকার মানসিক গোলযোগ, যদ্যপি কাহারও প্রতি অনবরত বিদ্বেষভাবজনিত হয়, তাহা হইলে হাইওসাএমাস উত্তম । হাইওসাএমাসে আর এক প্রকার, মানসিক ব্যাধি দেখিতে পাওয়া যায় । রোগী কামোন্মত্ত অথবা কুৎসিৎ ভাবাপন্ন । সন্দেহ জননেন্দ্রিয়ে হস্ত প্রয়োগ করে । জননেন্দ্রিয়ের আবরণ পুনঃ পুনঃ উন্মোচন করিয়া থাকে । এ প্রকার উন্মাদ রোগে প্রথমে হাইওসাএমাসকে স্মরণ করা নিতান্ত কর্তব্য ।

বিকারে রোগী কখন ভয়ানক উগ্রভাব অবলম্বন করে, নিকটে যাহারা থাকেন তাঁহাদিগকে মারে, কামড়ায় এবং নিতান্ত অত্যাচার, করিয়া থাকে ; আবার পরক্ষণেই ঠিক তাহার বিপরীতাবস্থা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ নম্র এবং ধীরভাব অবলম্বন করে, অথবা কিছু সময়ের জন্য চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে কিম্বা বিড় বিড় করিয়া বকে । হাইওসাএমাসের রোগী নিতান্ত দুর্বল, সেই কারণে ইহা বৃদ্ধদিগের মানসিক গোলযোগে বিশেষ উপযোগী ।

শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ এমন কি চক্ষু হইতে পদাঙ্গুলির মাংসপেশীগুলি মোচড়ান—এই লক্ষণটী প্রায়ই মৃগীরোগ কিম্বা অন্য কোন প্রকার ফিট রোগে দেখিতে পাইলে, তৎক্ষণাৎ হাইওসামাস দেওয়া বিধেয়।

শয়নে কাসির বৃদ্ধি—ইহাও হাইওসামাসের চরিত্রগত লক্ষণ। শয়নে কাসির বৃদ্ধি, বসিলে উপশম। বৃদ্ধিগের শুষ্ক কাশিতে উপরোল্লিখিত লক্ষণটী দৃষ্ট হইলে হাইওসামাস উত্তম কার্য্য করে।

টাইফয়েডাদি রোগে ক্রাসটক্সের পর ইহা উত্তম কার্য্য করে।

উদরাময়—মল হ্রুদ রংয়ের জলবৎ তরল, রোগী বিছানায় অসাড়ে মলত্যাগ করে, কিন্তু সে তাহার কিছুই জানিতে পারে না। মূত্র অসাড়ে নির্গত হয়, মূত্র শুখাইলে লাল লাল গুঁড়া গুঁড়া পদার্থ বিছানার চাদরে দেখিতে পাওয়া যায়। টাইফয়েডাদি জরে এবম্প্রকারের উদরাময় থাকিলে এবং হাইওসামাসের অন্যান্য লক্ষণ বর্তমান থাকিলে হাইওসামাস ক্রব কার্য্যকারী।

সচরাচর ৩০ শক্তি ব্যবহৃত হয়।

স্ট্রামোনিয়ম।

(Stramonium)

ইহা বিকারে আর একটি মহৌষধ। বিকারে হাইওসামাস, বেলেডোনা এবং স্ট্রামোনিয়ম এই তিনটি ঔষধ প্রায়ই ব্যবহৃত হয় বলিয়া, মাননীয় ডাক্তার ন্যাস ইহাদিগকে ট্রাইও বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। বেলেডোনা, স্ট্রামোনিয়ম এবং হাইওসামাসের মধ্যস্থান অধিকার করে।

বার্লিস হইতে রোগী হঠাৎ তাহার মাথাটি উত্তোলন করে—কেবলমাত্র মাথাটি ঝাঁকি দিয়া উত্তোলন করিয়া ক্ষান্ত থাকে না। বিকারে রোগী কখন লম্বমান অবস্থায় পড়িয়া থাকে, কখন বা আড়াআড়ি অবস্থায়, কখন বা হাত পা গুটাইয়া নাড়ু পাকাইয়া পড়িয়া থাকে। রোগী কখন হাস্য করে, কখন শিশ দেয়, কখন চীৎকার করিয়া উঠে, কখন হয়'ত প্রাণনা করিতেছে, আবার হয়'ত অত্যন্ত গালাগালি কিম্বা বকাবকি করিতেছে, কিম্বা অনবরত বিদেশীয় ভাষায় কথা কহিতেছে—এক কথায় ট্র্যামোনিয়মের রোগী অত্যন্ত বকে।

উত্তেজনার পরই অবসাদ ইহা স্বাভাবিক নিয়ম। ট্র্যামোনিয়মের রোগীর এবম্প্রকার উত্তেজনার পর ক্রমে অবসাদ উপস্থিত হয়, তখন রোগীর দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি, বাকশক্তি সমস্তই লুপ্তপ্রায় হয়, চক্ষের তারিটি বিস্ফারিত ও স্থির হইয়া থাকে এবং অনবরত ঘন হইতে থাকে কিন্তু রোগের উপশম হয় না, প্রায়ই মল মূত্র একেবারেই বন্ধ থাকে, কখন কখন কাল এবং অতিশয় পচা দুর্গন্ধযুক্ত মল অসাড়ে নিগত হইতে থাকে। এরূপ স্থলে ট্র্যামোনিয়ম বিশেষ ফলপ্রদ।

অতিরিক্ত বকাবকি করা—ট্র্যামোনিয়ম কেবল তরুন অরবিকারে ফলপ্রদ তাহা নহে, পুরাতন উন্মাদ রোগেও উপরোল্লিখিত লক্ষণ দৃষ্ট হইলে ট্র্যামোনিয়ম উত্তম কার্য্য করিয়া থাকে।

জল দেখিলে ভয় পাওয়া ট্র্যামোনিয়মের আর একটি লক্ষণ।

কোন উজ্জ্বল বস্তু দেখিলে, অথবা অন্ধকারে থাকিলে কিম্বা একাকী থাকিলে রোগীর উপদ্রব অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, অর্গাৎ রোগ বৃদ্ধি পায়। সর্বদা আলোক ও সঙ্গি থাকিলে, অপেক্ষাকৃত ভাল থাকে।

কাল রংয়ের দুর্গন্ধযুক্ত তরলমল ট্র্যামোনিয়মের মল বলিয়া গন্য কিন্তু উপরোল্লিখিত আনুসঙ্গিক লক্ষণগুলি বর্তমান থাকিলে, ট্র্যামোনিয়ম প্রযোজ্য।

নিম্ন হইতে উচ্চ শক্তি পর্য্যন্ত যখন যাহা উপযোগী ব্যবহৃত হইয়া থাকে । অনেকে বলেন নিম্ন শক্তিতে ভাল কায দেখিতে পাওয়া যায় না। উচ্চ শক্তি ব্যবহার করা কর্তব্য । কেহ বা ঠিক উহার বিপরীত কথা বলিয়া থাকেন । যাহা হউক শক্তি মীমাংসায় সময় নষ্ট না করিয়া আমি একটি কথা বলিয়া রাখি । কখন ঔষধের শক্তি সম্বন্ধে গোঁড়ামি করা ভাল নহে । এমন অনেক চিকিৎসক আছেন যাহারা অত্যন্ত উচ্চ শক্তি ব্যবহার করা স্লামার বিষয় বলিয়া মনে করেন । পক্ষান্তরে কতকগুলি চিকিৎসক আছেন, তাঁহারা সর্বদা নিম্ন শক্তি ব্যবহার করেন এবং যাহারা উচ্চশক্তি ব্যবহার করেন, তাঁহাদিগকে নিন্দা করিয়া থাকেন । এপ্রকার গোঁড়ামি করা নিতান্ত অহায়া, কারণ কখন কোন্ ঔষধের কোন্ শক্তি রোগীর শরীরে শীঘ্র ফল দেখাইতে সক্ষম হইবে, ইহার এখনও মীমাংসা হয় নাই এবং হইবে কিনা সন্দেহ । অতএব গোঁড়ামি করিয়া সময় নষ্ট এবং রোগীর জীবন বিপন্ন না করিয়া ঔষধ প্রয়োগ নিম্নশক্তি হইতে আরম্ভ করাই শ্রেয়ঃ ।

ল্যাকেসিস ট্রাইগোনোসিফেলাস ।

(*Lachesis Trigonoccephalus.*)

ল্যাকেসিস আমাদিগের মেট্রিয়া মেডিকার মধ্যে একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ । সকল ঔষধই উৎকৃষ্ট, তথাচ আমরা ল্যাকেসিসকে কেন অপেক্ষাকৃত প্রাধান্য দিয়াছি ? ইহার কারণ অধুনা আমাদিগের মধ্যে সচরাচর যে সকল ব্যাধি দেখিতে পাই, তন্মধ্যে অনেক কঠিন কঠিন ব্যাধির লক্ষণের সহিত ল্যাকেসিসের সাদৃশ্য আছে, কাষে কাষেই ল্যাকেসিস আমাদিগের প্রিয় ও উৎকৃষ্ট । মনুষ্যের স্বার্থে যাহা

ব্যবহৃত হয়, তাহাই উত্তম এবং যাহা দ্বারা স্বার্থের ব্যাঘাত হয়, তাহাই অপকৃষ্ট। যে স্থানে ল্যাকেসিসের লক্ষণ পাওয়া যাইবে সে স্থলে আর্সেনিক শক্তিহীন। আর্সেনিকের রাজ্যে আর্সেনিক রাজা এবং ল্যাকেসিসের রাজ্যে ল্যাকেসিস রাজা।

জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মনের উপর ল্যাকেসিসের ক্ষমতা অসীম। রোগী অত্যন্ত কথা কয় এবং মনে করে সে অতিশয় বুদ্ধিমান, শীঘ্র সকল কথা বুঝিতে পারে এবং ভবিষ্যতে কি হইবে তাহাও বলিতে থাকে। এই একটি বিষয়ে বড় বড় করিয়া বকিতেছে, হঠাৎ ভাব বদলাইয়া গেল, এমন কথা কহিতে লাগিল যে, পূর্বের সহিত কোন সম্বন্ধই নাই। এই প্রকারের মানসিক অবস্থা, অর বিকার কিম্বা পাগল, উভয় প্রকার অর্থাৎ তরুন ও পুরাতন রোগে দেখিতে পাওয়া যায়।

আর এক প্রকারের মানসিক অবস্থা ল্যাকেসিসে দেখিতে পাওয়া যায়, উহা ঠিক উপরোল্লিখিত মানসিক অবস্থার বিপরীত। এই লক্ষণ-গুলিও উভয় প্রকার অর্থাৎ তরুন ও পুরাতন মানসিক রোগে দেখিতে পাওয়া যায়। স্মৃতি শক্তি হ্রাস, লিখিতে ভুল করে, সময় সম্বন্ধে গোলযোগ করিয়া থাকে। রাত্রিতে বিকার, বিকারে বিড় বিড় করিয়া বকা, মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ, নিম্ন চোয়ালটি ঝুলিয়া পড়া, অতি কষ্টে ধীরে কথা বলে এবং সন্দেহই যেন তন্দাচ্ছন্ন। যাহাদিগের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছে, অথবা যাহারা বৃদ্ধ, কিম্বা বহু দিবস যাবৎ নানা প্রকার মানসিক দৃংখ কষ্ট সহ করিয়া এবম্প্রকার মানসিক পীড়াগ্রস্ত হইয়াছেন, তাহাদিগের পক্ষে ল্যাকেসিস উত্তম। নিদ্রার পর (রোগীর ভাবে প্রকাশ পায়) রোগী অত্যন্ত দৃংখিত, আশাশূন্য ও ক্ষুণ্ণ। এবম্প্রকার মনের অবস্থা প্রায়ই নিদ্রার পর বৃদ্ধি হইয়া থাকে। বৃদ্ধ, উক্ত প্রকারের স্বাস্থ্যহীন যুবক, বয়স্ক স্ত্রীলোক (যাহাদিগের ঋতু হওয়ার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে,) ইহাদের মানসিক গোলযোগে একটা আশ্চর্য্য ভাব লক্ষিত হয়। এই অত্যন্ত

আহ্লাদিত, আবার পরক্ষণেই অতিশয় তৃপ্তিত। এই হাসিতেছে, কথা কহিতেছে, আবার পরক্ষণে একেবারে নিস্তব্ধ। এই প্রকার রোগীতে একবার উত্তেজনা এবং পরক্ষণে অবসাদ লক্ষিত হইলে, ল্যাকেসিসকে স্মরণ করা কর্তব্য।

নিদ্রার পর শিরঃপীড়ার বৃদ্ধি—রোগী শিরঃপীড়ার জ্ঞান নিদ্রা যাইতে ভয় করে, কারণ নিদ্রা ভাঙ্গিবা মাত্র শিরঃপীড়ার অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া থাকে। নিদ্রার পর রোগের যন্ত্রণার বৃদ্ধি, ল্যাকেসিসের চরিত্রগত লক্ষণ। অতএব যে স্থলে নিদ্রার পর যন্ত্রণার বৃদ্ধি দৃষ্ট হইবে, সেই স্থলেই ল্যাকেসিসকে স্মরণ করিয়া, অত্যাগত লক্ষণের সহিত বিচার করা কর্তব্য। ঋতু হইবার সময় ব্রহ্মতালুতে চাপনবৎ বেদনা। রৌদ্রে বাহির হইলেই শিরঃপীড়া, এই প্রকার শিরঃপীড়ায় ল্যাকেসিস মহৌষধ বিশেষ।

মুখ মধ্যে ল্যাকেসিসের কতকগুলি লক্ষণ পাওয়া যায়। দাঁতের মাড়িগুলি ফুলা, স্পঞ্জেরে ছায় এবং অতি সহজে রক্তপাত হইয়া থাকে। উক্ত প্রকার লক্ষণের সহিত যত্বাপি মাড়ি বেগুণী রং বিশিষ্ট হয়, তাৎ হইলে ল্যাকেসিস প্রয়োগ করিতে অন্ত্যাত্ত ও বিলম্ব করা কর্তব্য নহে। মুখ গহ্বরের ক্ষত রোগে মার্কুরিয়সের ছায় ল্যাকেসিস অতিশয় উপকারী। মুখে তর্গন্ধ, মুখ শুষ্ক অথবা আটা আটা স্লেথায় ভর্তি। যক্ষা রোগের শেষ অবস্থায় মুখের ক্ষততে ল্যাকেসিস বিশেষ উপকারী।

জিহ্বা অতি কন্টে বাহির করে, জিহ্বা বাহির করিবার সময় কাঁপিতে থাকে এবং নিম্ন মাড়ির দন্তে আটকাইয়া যায়, জিহ্বা অতিশয় শুষ্ক—এই লক্ষণটি ল্যাকেসিসের চরিত্রগত লক্ষণ। জ্বর বিকার, টাইফয়েড জ্বর ইত্যাদি মারাত্মক ব্যাধির শেষাবস্থায় উপরোল্লিখিত জিহ্বার লক্ষণগুলি দৃষ্ট হইলে ল্যাকেসিস উত্তম। এই প্রকার জিহ্বা, অতিরিক্ত দুর্বলতার চিহ্ন স্বরূপ। জেলসিমিনম নামক ঔষধেও অতিরিক্ত দুর্বলতা জনিত উক্ত প্রকারের কম্পনশীল জিহ্বা

দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু উহা জ্বরাদির প্রথম অবস্থা হইতেই লক্ষিত হয়। জ্বরাদির প্রথম অবস্থায় উক্ত প্রকারের কম্পনশীল জিহ্বা দেখিতে পাইলে জেলসিমিয়ম এবং শেষাবস্থায় ল্যাকেসিস ব্যবহার করা বর্তব্য।

গলা এবং ঘাড় স্পর্শাসহিষ্ণু, সামান্য স্পর্শও সহ্য করিতে পারে না। এমন কি বিছানার চাদর, কাপড় ইত্যাদি লাগিলেও যন্ত্রণা হয়। কোন প্রকার চাপন একেবারেই সহ্য হয় না।^{১০} ল্যাকেসিসে আর একটা অদ্ভুত লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। রোগী শুধু ঢোঁক গিলিলে কিম্বা তরল পদার্থ গলাপঃকরণ করিলে, রোগের বৃদ্ধি হইয়া থাকে এবং যন্ত্রণা হয়, কিন্তু শুষ্ক কোন দ্রব্য ভোজন করিতে কষ্ট হয় না। টনসিলের প্রদাহ, ডিপথিরিয়া ইত্যাদি রোগে উপরোল্লিখিত লক্ষণগুলি পরিলক্ষিত হইলে, ল্যাকেসিস উত্তম। রোগ শরীরের বাম পার্শ্ব হইতে আরম্ভ হইয়া, দক্ষিণ পার্শ্বে প্রসারিত হয়। ইহাও ল্যাকেসিসের চরিত্রগত লক্ষণ। টনসিলাইটিস, ডিপথিরিয়া কিম্বা অত্র কোন রোগ শরীরের বাম পার্শ্ব হইতে আরম্ভ হইয়া যদ্যপি দক্ষিণ দিকে প্রসারিত হয়, অথবা কেবল মাত্র বাম পার্শ্বেই আবদ্ধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে ল্যাকেসিসের অত্রাণ লক্ষণ গুলির সহিত বিচার করিয়া দেখা নিতান্ত কর্তব্য। গলার বেদনা গরম তরল পদার্থ পানে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সিকিলস জনিত গলার কিম্বা মুখ গহ্বরের ক্ষতে ল্যাকেসিস উত্তম ঔষধ। ল্যাকেসিসের আর একটা চরিত্রগত লক্ষণ চর্ম্মের রং বেগুনি অথবা নিলাভাযুক্ত, এপ্রকার চর্ম্মের রং, মুখ গহ্বরের ক্ষত কিম্বা অন্য কোন প্রকারের ক্ষতে দৃষ্ট হইলে, তৎক্ষণাৎ ল্যাকেসিস স্মরণীয়।

চাপন অসহ্য—ইহা ল্যাকেসিসের একটা প্রধান লক্ষণ। এরূপ অসহনীয় যে পরিধান বস্ত্রের ভার সহ্য করিতে পারে না। পাকস্থলি,

হস্ত অথবা বস্ত্র দ্বারা স্পর্শিত হইলে ক্ষতবৎ বেদনা বোধ । -তলপেটে বায়ু জমিয়া ফুলিয়া উঠে এবং কষ্টদায়ক হয় ও কোন প্রকারের চাপন সহ্য করিতে পারে না । কোমরে কাপড় আঁটিয়া পরিতে কষ্ট বোধ হয় । রাত্রে গায়ে কাপড় রাখিতে নিতান্ত কষ্ট বোধ । পেটের উপর হাত রাখিতে পারে না । জ্বরায়ু, ডিম্বাধার উভয়ে অথবা উভাদিগের মধ্যে কোন একটা স্থানে ঐক্লপ বোধ । লেরিংসের উপর স্পর্শ করিলে যেন শ্বাসরোধ মত হয় এবং মনে হয় যেন গলার মধ্যে গোলার ন্যায় কি একটা রহিয়াছে । এক কথায় চাপনে রোগের বৃদ্ধি, ল্যাকেসিসের চরিত্রগত লক্ষণ । অতএব এই লক্ষণটি দৃষ্ট হইলে তৎক্ষণাৎ ল্যাকেসিসকে স্মরণ করা কর্তব্য ।

মুখ কিস্বা নাসিকার নিকট কোন দ্রব্য এমন কি এক খণ্ড বস্ত্র পর্য্যন্ত আনয়ন করিলে দমবন্ধ হইয়া যায় । জামার কলার, জামা কিছুই সহ্য হয় না—হাঁপানি ইত্যাদি রোগে হঠাৎ হাঁপানির ফিট আরম্ভ হইয়া এবস্ত্রকার কষ্ট হয় যে তখন রোগী জামা গায়ে কাপড় সমস্ত খুলিয়া ফেলে ।

ঘুমন্ত অবস্থায় শুষ্ক কাশি—রোগী ঘুমাইতে ঘুমাইতে কাশে । ভয়ানক শুষ্ক কাশি । শিশুদিগের কাশিতে যখন ক্যামোমিলায় উপকার না হয় এবং উপরোল্লিখিত লক্ষণটি বর্তমান থাকে, তখন ল্যাকসিস বিশেষ ফলপ্রদ ।

যতদিন পর্য্যন্ত না ঋতুস্রাব হয়, জ্বরায়ু ঘটিত উপসর্গ সমূহ দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ঋতুস্রাব হইবার পর শরীর সুস্থ হয় এবং কোন প্রকার যন্ত্রণা থাকে না—এই লক্ষণটি জ্বরায়ুর কোন রোগে দৃষ্ট হইলে ল্যাকেসিস প্রযোজ্য । শরীরের বাম দিক ল্যাকেসিসের প্রিয় স্থান । বাম ডিম্বাধারের স্নারবীয় বেদনায় ল্যাকেসিস উত্তম । বাম ডিম্বাধারের কোন রোগে ল্যাকেসিসের চরিত্রগত স্পর্শা-

সহিষ্ণুতা থাকিলে, ল্যাকেসিস প্রয়োগে কালবিলম্ব করা উচিত নহে । উপরোল্লিখিত লক্ষণগুলি বর্তমান থাকিলে, জরায়ু কিম্বা ডিম্বাধারের টিউমার এবং ক্যানসার ল্যাকেসিস আরোগ্য করিতে সক্ষম ।

রক্তস্রাব—কোন প্রকারের ক্ষত ইত্যাদি হইতে একটুতেই রক্তপাত হয় । টাইফয়েড জ্বর ইত্যাদিতে পচা, চাপ চাপ রক্তস্রাব হয় । প্রস্রাবের সহিত রক্তস্রাব । ক্যানসার ইত্যাদি, নিলাভাযুক্ত অথবা কাল । ঘন ঘন রক্তস্রাব হয় ।

পোড়া খড়ের ন্যায় মল—পোড়া খড়ের ন্যায় অর্থাৎ খড়পোড়া ছাইয়ের ন্যায় নহে, খড় পোড়া কয়লার ন্যায় । তরল মলের সহিত উক্ত প্রকারের কাল কাল খড় পোড়া কয়লার ন্যায় ছোট টুকরা থাকিলে ল্যাকেসিস মহৌষধ । এবশ্রকার অতিশয় দুর্গন্ধযুক্ত মল প্রায়ই টাইফয়েডাদি সাজ্বাতিক পীড়ায় দেখিতে পাওয়া যায় । অতিশয় দুর্গন্ধযুক্ত মল ল্যাকেসিসের চরিত্রগত লক্ষণ । পাতলা কিম্বা গাঢ় উভয় প্রকারের মলই অতিশয় দুর্গন্ধযুক্ত । মলত্যাগকালে গুহা প্রদেশে এক প্রকার চাপনবৎ বেদনা । মলত্যাগ কালে উক্ত প্রকারের বেদনা অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এত বৃদ্ধি হয় যে, রোগী বাধ্য হইয়া মলত্যাগের চেষ্টা হইতে বিরত হয় । অর্শ রোগেও ল্যাকেসিস ব্যবহৃত হইয়া থাকে । অভ্যন্তরিক কিম্বা বাহ্যিক যে কোন প্রকারের অর্শই হউক না কেন যদিপি গুহাদ্বার সঙ্কুচিত এবং উষ্ণতে দপদপানি ব্যথা (রোগী মনে করে যেন গুহাদ্বারে ছোট একটা হাতুড়ি দিয়া অনবরত আঘাত করিতেছে) থাকে, তাহা হইলে ল্যাকেসিস তাহার একটা ঔষধ ।

শরীরের বামদিক হইতে রোগারম্ভ, অত্যন্ত স্পর্শসহিষ্ণুতা চর্ম্মের রং নিলাভাযুক্ত অথবা কাল, মল পোড়া খড়ের ন্যায় টুকরা টুকরা দ্রব্য মিশ্রিত, ঋতুস্রাব হইবার পর স্থূলতা, নিদ্রার পর রোগের বৃদ্ধি—এই কয়টা ল্যাকেসিসের চরিত্রগত

লক্ষণ । অতএব ইহাদিগকে বিশেষরূপে বুঝিয়া হৃদয়ঙ্গম করিয়া রাখা কর্তব্য ।

ল্যাকেসিস ৩০ হইতে উক্ত শক্তি ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

ক্যালি কার্বনিকা ।

(Kali Carbonica)

সূচিবিন্দবৎ বেদনা—ব্রাইওনিয়াতেও এই লক্ষণটা দেখিতে পাওয়া যায় । ব্রাইওনিয়াতে সূচিবিন্দবৎ বেদনা কেবল মাত্র সিরাস মেম্ব্রেনগুলির মধ্যেই আবদ্ধ কিন্তু ক্যালি কার্বনের উক্ত বেদনা শরীরে সর্বত্র এমন কি, মেরুদণ্ডের মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায় । ব্রাইওনিয়ায় উক্ত বেদনা যত নড়াচড়া করিবে ততই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে ; কিন্তু ক্যালি কার্বনের রোগী স্থির থাকিলেও বেদনা সমভাবে ভোগ করে । বক্ষের দক্ষিণ দিকের নিম্ন প্রদেশটা ক্যালি কার্বনের অতি প্রিয় স্থান, উক্ত স্থানে সূচিবিন্দবৎ বেদনা যদ্যপি সম্মুখ দিক হইতে পশ্চাতে প্রসারিত হয়, তাহা হইলে ক্যালি কার্বন মহৌষধ বিশেষ । নিউমোনিয়া ইত্যাদি রোগে উক্ত সূচিবিন্দবৎ বেদনা নিখাস প্রখাস ও নড়াচড়ার সহিত সম্বন্ধ না রাখিয়াও সমান ভাবে হইতে থাকিলে ক্যালি কার্বন উত্তম ।

কখন কখন উক্ত প্রকারের সূচিবিন্দবৎ বেদনা হঠাৎ আইসে, রোগী যন্ত্রণায় তারস্বরে চীৎকার করিয়া উঠে, কিন্তু পরক্ষণে কিছুই থাকে না । এই প্রকারের বেদনা শরীরে যে কোন স্থানেই হউক না কেন ক্যালি কার্বন উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

রক্তক্ষীণতা—মুখ ফুলা ফুলা বিশেষতঃ চক্ষের উপরের পাতাগুলি ফুলা, গাত্র চর্ম ফেঁকাসে কিম্বা সাদা ; যুবতী স্ত্রীলোকদিগের রক্তক্ষীণতা নিবন্ধন যদ্যপি আদ্য ঋতু হইতে বিলম্ব হয় এবং উপরোল্লিখিত লক্ষণগুলির

সহিত কটিদেশে বেদনা ও দুর্বলতা দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইলে ক্যালি কার্ক উত্তম । চক্ষের উপরের পাতা খলির ন্যায় ফুলা, ক্যালিকার্কের চরিত্রগত লক্ষণ । জ্বীলোকদিগের ঋতুর সময় অতীত হইবার পর রক্তক্ষীণতা এবং শোথযুক্ত ফুলা ও চক্ষের উপরের পাতা ফুলা । এবম্প্রকার রোগীর প্রায়ই হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতা দেখিতে পাওয়া যায় । কটিদেশে বেদনা ও দুর্বলতা, সর্বদা কটিদেশে একরূপ বেদনা হয় যে রোগী বোধ করে যেন কোমর ও নিম্ন শাখা অবসন্ন হইয়া বাইতেছে । রোগী চোকী কিম্বা বিছানার উপর ধীরে ধীরে বাসতে পারে না, হঠাৎ ধপ্ করিয়া পড়িয়া পড়ে । এই প্রকার কটিবেদনা নিম্ন শাখা পর্য্যন্ত প্রসারিত হয় । রোগীর সহজে ঘাম হয় । একাধারে এই প্রকার ঘন দুর্বলতা এবং কটিবেদনা অন্য ঔষধে নাই ।

রাত্রি তৃতীয় ঘটিকার সময় বিশেষতঃ বক্ষসম্বন্ধীয় রোগের বৃদ্ধি ক্যালি কার্কের চরিত্রগত লক্ষণ । একটা বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের বৃদ্ধ শ্বশুর মহাশয়ের হাইড্রোথোরাক্স এবং সর্বাঙ্গীন শোথ হইয়াছিল । পূর্বে তাঁহাকে অনেক ঔষধ সেবন করাইয়া কোন ফল হয় নাই । পরে যখন জানা গেল রাত্রি তৃতীয় ঘটিকার সময় তাঁহার রোগের বৃদ্ধি হয় তখন তাঁহাকে ২০০ শক্তির ক্যালিকার্ক দেওয়া হইয়াছিল এবং তিনি তদ্বারা সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিয়াছিলেন ; মৃত্যুকালেও তাঁহার আর শোথ রোগ হয় নাই ।

উদরাধান—ক্যালিকার্কের একটা চরিত্রগত লক্ষণ রোগী যাহা ভোজন করে তাহা বায়ুতে পরিণত হয় । আহারের পর হইতেই উদরে বায়ু জন্মিতে থাকে এবং এত বায়ু জন্মে যে উদরটা ঠাসিয়া পূর্ণ হইয়া থাকে । উদরে অত্যন্ত স্পর্শসহিষ্ণুতা । বৃদ্ধ এবং যে সকল মনুষ্যের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছে, তাহাদিগের অম্বলের পীড়ায়, এই প্রকার লক্ষণ দৃষ্ট হইলে ক্যালি কার্ক উত্তম ।

স্পর্শাসহিষ্ণুতা—ক্যালিকার্বের চরিত্রগত লক্ষণ। সামান্য মাত্র স্পর্শে রোগী চমকাইয়া উঠে। প্রধানতঃ চরণতলে স্পর্শাসহিষ্ণুতা ; বেদনা-বৃদ্ধ পার্শ্বে শয়ন করিলে রোগের বৃদ্ধি ক্যালি কার্বের চরিত্রগত লক্ষণ।

উদরাময়েও ক্যালিকার্ব ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রায়ই পুরাতন অজীর্ণ রোগে ক্যালিকার্ব উপযোগী। উদর সম্বন্ধে কতকগুলি লক্ষণ পূর্বেই বলা হইয়াছে। এক্ষণে পুনরায় ক্যালিকার্বের একটি বিশেষ চরিত্রগত লক্ষণের উল্লেখ করিতেছি। চক্ষের উপরের পাতা দুটি খলির মত ফুলা—উদরাময় রোগে প্রায়ই এই লক্ষণটি প্রাতঃকালে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

সচরাচর ৩০ শক্তি ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ক্যালি বাইক্রমিকম

(Kali Bichromicum)

মিউকাস মেম্বেন হইতে দাড়ির ন্যায় ক্লেদ নির্গমন—অর্থাৎ শরীরের কোন দ্বার যথা মুখগহ্বর, যোনি ইত্যাদি হইতে ক্লেদ দড়ির ন্যায় লম্বা হইয়া নির্গত হইয়া থাকে। ক্যালি বাইক্রমিকমের এই লক্ষণটি চরিত্রগত লক্ষণ। কেবল মাত্র এই লক্ষণটি অবলম্বন করিয়া মাননীয় ডাক্তার ন্যাস একটি কুকুরের মুখ ও গলার ক্ষত আরাম করিয়াছিলেন। কুকুরটির মুখ হইতে লাল দাড়ির ন্যায় নির্গত হইত, সে উহাকে পরিত্যাগ করিবার জন্য টানিয়া লইয়া বেড়াইত। কাসিতে কাসিতে কফ নির্গত হইয়া দড়ির ন্যায় ঝুলিয়া পড়ে, হাত দিয়া টানিয়া ফেলিয়া না দিলে অতি কষ্টে নির্গত হয়। মিউকাস মেম্বেনের ক্ষততে ক্যালি বাই একটি মহৌষধ বিশেষ। ক্ষতস্থানটী এক্রূপ ভাবে ক্ষয় হইয়

যায়, দেখিলে মনে হয় যেন, পাঞ্চ দিয়া কাটা হইয়াছে । এই লক্ষণটী ক্যালি বাইক্রমের চরিত্রগত লক্ষণ । মিঃ ব্রাএন্ট নামক একটী ইউরেনসিয়ান্ আতুরাশ্রমে বাস করিত । সে পূর্বে অত্যন্ত মাতাল ছিল । তাহার সোর থ্রোট অর্থাৎ গলক্ষত হইয়া তালুটী আলজিহ্বার নিকট এরূপ ভাবে ক্ষয় হইয়া গিয়াছিল যে দেখিলে মনে হইত উক্ত স্থানটী কম্পাস দিয়া মাপিয়া গোল করিয়া কাটা হইয়াছে । আমি প্রথমে তাহাকে অত্যন্ত ঔষধ সেবন করাইয়া কিছুতেই কিছু করিতে পারিলাম না । ক্রমশঃ ঐ স্থানটী ছিদ্রযুক্ত হইয়া গেল এবং রোগী নাকে কথা কহিতে আরম্ভ করিল, আমিও অতি ১৭ চিন্তিত হইলাম । এক দিবস প্রাতঃকালে দেখিলাম উক্ত ক্ষত হইতে দড়ির ন্যায় শ্লেষ্মা নির্গত হইতেছে । তদ্বশে প্রতিদিন প্রাতে এক মাত্রা করিয়া ৩০ শক্তির ক্যালি বাইক্রমিকম প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলাম, কয়েক দিবস মধ্যে ক্ষত অনেক কমিয়া সে ক্রমশঃ সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিল । আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ক্ষতস্থানটী এরূপ ভাবে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল যে, রোগীর নাকি কথা পরিবর্তিত হইয়া স্বাভাবিকে পরিণত হইল ।

নাসিকার ক্ষত এবং পুরাতন সন্ধিতে ক্যালিবাইক্রমিকম বিশেষ উপকারী । পারদ কিম্বা সিফিলিস জনিত অথবা শরীরের কোন প্রকারের স্বাভাবিক শ্রাব হঠাৎ বন্ধ হইয়া, নাসিকার পীড়া হইলে ক্যালি-বাইক্রম বিশেষ উপকারী । এবম্প্রকার ক্ষতে যদ্যপি দড়ির ন্যায় শ্লেষ্মা নির্গত হয়, তাহা হইলে অন্যান্য ঔষধ চিন্তা না করিয়া প্রথমে ক্যালি বাইক্রম প্রয়োগ করা কর্তব্য । নাসিকার গোড়ায় ব্যথা, অঙ্গুলি দ্বারা চাপিলে বেদনা অনুভব হয় । নাসিকার মধ্যে শুষ্ক মামড়ি ও চটা পড়ে । উহাকে অঙ্গুলি দ্বারা উঠাইয়া ফেলিলে আবার নূতন চটা জন্মায় । এবম্প্রকারের নাসিকা ক্ষত ক্রমে গভীর হইতে গভীরতর হয় এবং উক্ত স্থানের অস্থি ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া, একেবারে ছিদ্র হইয়া যায় ।

অজীর্ণ রোগ—মাতালদিগের অজীর্ণরোগে ক্যালি বাইক্রমিকম বিশেষ উপকারী। মাতালদিগের বিশেষতঃ যাহারা বিয়ার নামক মদ্য অত্যন্ত অধিক পরিমাণে পান করিয়া থাকেন, তাহাদিগের অজীর্ণ রোগ হইলে এবং উক্ত রোগে বমনে “দড়ার ন্যায়” পদার্থ নির্গত হইলে ক্যালি বাইক্রমিকম অমোঘ ঔষধ। আহারের পর উদরে ভার এবং পূর্ণতা বোধ ক্যালি বাইক্রমের চরিত্রগত লক্ষণ। অতএব এই লক্ষণটির উপরও বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। উদরের পীড়ার সহিত দুই প্রকারের জিহ্বা ক্যালি বাইক্রমের লক্ষণ। প্রথম জিহ্বার মধ্যস্থল এবং পশ্চাঙ্গাগ্র হালুদবর্ণ। দ্বিতীয় জিহ্বা চক্চকে, বক্তবর্ণ এবং ফাটা, দাঁটা। দ্বিতীয় প্রকারের জিহ্বা প্রায়ই আমাশয় রোগে দেখিতে পাওয়া যায়।

শিরঃপীড়া, শিরঃপীড়ার পূর্বে রোগী চক্ষে দেখিতে পায় না। শিরঃপীড়া আরম্ভ হইলে, রোগী পুনরায় স্বাভাবিক দৃষ্টি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বেদনা সম্বন্ধে ক্যালিবাইক্রমের একটি আশ্চর্য্য লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। বেদনা অল্প মাত্র স্থানে আবদ্ধ থাকে, এত অল্প মাত্র স্থানে আবদ্ধ থাকে যে, এমনকি, একটি অঙ্গুলির ডগা দিয়া বেদনায়ুক্ত স্থানটি স্পর্শ করা যায়। বেদনা অল্প মাত্র স্থানে থাকে বটে কিন্তু যন্ত্রণা অত্যন্ত অধিক হয়। কেবলমাত্র মস্তকে উক্ত প্রকারের বেদনা দেখিতে পাওয়া যায় এমন; নহে, শরীরের যে কোন স্থানে উহা হইতে পারে। কখন কখন বেলেডোনার ন্যায় বেদনার হঠাৎ উৎপত্তি ও হঠাৎ নিবৃত্তি হয় এবং পাল্‌সেটিলার ন্যায় এক স্থান হইতে অপর স্থানে সরিয়া যায়। ক্যালি বাইক্রমে আর একটি আশ্চর্য্য লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়; দুইটি স্বতন্ত্র লক্ষণ একটির পর অপরটি পর্যায়ক্রমে হইতে থাকে, যথা—বাতজনিত লক্ষণ এবং আমাশয় জনিত লক্ষণ পর্যায়ক্রমে হইয়া থাকে।

ক্যালি বাইক্রম মোটা এবং পাতলা চুল বিশিষ্ট মনুষ্যের পক্ষে ও যে

সকল বালকদিগের অতি সহজে সন্দি লাগে এবং বাহাদেবের দাতু ক্রফিউলা কিম্বা সিম্ফলিস্ দোষ মিশ্রিত, তাহাদিগের পক্ষে উত্তম ।

উদরাময়—বিশেষতঃ আমাশয় রোগে ক্যালি বাইক্রম পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে । জেলির ন্যায় মল, ক্যালি বাইক্রমের চরিত্রগত লক্ষণ । (পান না খাইয়া প্রাতে “জিব ছোলা” দিয়া জিহ্বা ছুলিলে যে প্রকার পদার্থ বহির্গত হয়, উক্ত প্রকারের মল ক্যালি বাইক্রমের চরিত্রগত লক্ষণ) । ক্যালি বাইক্রম দ্বারা আমাশয় রোগে উক্ত প্রকারের মল পরি-
বর্তিত হইয়া জেলির ন্যায় হইলে, তখন ক্যালি বাইক্রমিকম সুন্দর কার্য্য
করিয়া থাকে ।

আমাশয় রোগে জিহ্বার লক্ষণই ক্যালি বাইক্রমের পথপ্রদর্শক ।
জিহ্বা হলুদবর্ণ অথবা শুষ্ক, রক্তবর্ণ, চক্চকে এবং ফাটা ফাটা ।
সচরাচর ৩০ শক্তি ব্যবহৃত হয় ।

ক্যামোমিলা

(Chamomilla)

ক্যামোমিলার রোগী অত্যন্ত থিট্‌থিটে—অত্যন্ত থিট্‌ থিটে
বিনা কারণে অথবা সামান্য কারণে নিতান্ত আত্মীয়ের সহিত ঝগড়া
এবং থিট্‌ থিট্‌ করা ক্যামোমিলার একটা চরিত্রগত লক্ষণ । রোগী
বেশ বুঝিতে পারে, সে অন্যায় করিতেছে, কারণ পরক্ষণেই তাহার
পূর্বকৃত থিট্‌থিটে মেজাজের জন্ত অনুতপ্ত হয়, অর্থাৎ অত্যন্ত
স্বীকার করে, কিন্তু ইহা অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না; রোগী পুনরায় থিট্‌
থিট্‌ করিতে থাকে । এইপ্রকার মানসিক অবস্থা অত্র কোন রোগের

সহিত দৃষ্ট হইলে, ক্যামোমিলার অন্ত্যন্ত লক্ষণের সহিত সাদৃশ্য আছে কি না দেখিবেন। স্ত্রীলোকদিগের ঋতু সম্বন্ধীয় গোলযোগে কখন কখন মানসিক অবস্থা এইরূপ হইয়া থাকে।

বালকেরা তাহাদিগের মনের অবস্থা কথায় ব্যক্ত করিতে পারে না। ক্যামোমিলার শিশু-রোগী অত্যন্ত ক্রন্দনশীল হয়। এত ক্রন্দনশীল যে, কিছুতেই তাহাকে শান্ত করা যায় না। কেবলমাত্র কোলে করিয়া বেড়াইলে একটু শান্ত হয়। শিশু এই একটু দ্রব্যের জন্য “বাঘনা ধরিয়াছে” অত্যন্ত কান্না-কাটি করিতেছে, আপনি যতপী শিশুকে আকাজ্জিত বস্তুটা তাহাকে দিতে যান, সে তখন সেটা হাত দিয়া ঠেলিয়া দেয় এবং অন্য আর একটা দ্রব্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া পূর্বের ন্যায় কান্নাকাটি করিতে থাকে। শিশুকে কিছুতেই শান্ত করা যায় না; কোলে করিয়া কেবলমাত্র গৃহের বাহিরে কিছুক্ষণ বেড়াইলে একটু শান্ত হয়, কিন্তু গৃহে প্রবেশ করিলেই পূর্বভাব ধারণ করে। এই স্থলে মাননীয় ডাক্তার ন্যাস বলিতেছেন শিশু কি চাহে, তাহা সে জানে না, হোমিওপ্যাথিক্ চিকিৎসকেরা জানেন, শিশু চাহে ক্যামোমিলা। জ্বর, উদরাময়, দাঁত উঠা ইত্যাদি কোন রোগের সহিত যদ্যপি উপরোল্লিখিত মানসিক লক্ষণ বর্তমান থাকে, তাহা হইলে ক্যামোমিলা উত্তম। ক্যামোমিলা শিশুরোগের একটা মনোষষ। শিশু অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইবার পর, কোন পীড়া হইলে ক্যামোমিলা ব্যবহার্য। একোনাইট, ব্রাইওনিয়া, কলোসিস্, ইগ্নেসিয়া, লাইকোপডিয়ম, নক্সভমিকা, স্ট্যাফিসেগ্রিয়া ইত্যাদি ঔষধও ক্রোধোদ্বেগের পর কোন পীড়া হইলে ব্যবহার্য।

বেদনা—বেদনা অসহ্য, ক্যামোমিলার বেদনার একটু বিশেষত্ব আছে। ক্যামোমিলার বেদনাটিকে বেশ ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে নতুবা চিকিৎসার সময় বিষম গোলযোগ উপস্থিত হইবে। “বেদনা যত হোক বা না হোক” রোগীর পক্ষে উহা নিতান্ত অসহ্য। রোগী পুনঃ

পুনঃ বলে “আমি আর সহ্য করিতে পারিতেছি না, আমার প্রাণ বাহির হইয়া গেল,” তজ্জনিত সে অত্যন্ত কাতর হয় ও ক্রন্দন করিতে থাকে । যদ্যপী কেহ সান্ত্বনা করে, সে তাহার উপর নিতান্ত বিরক্ত হয় ; সান্ত্বনা বুঝা অসহ্য, অর্থাৎ ক্যামোমিলার চরিত্রগত মানসিক অবস্থা প্রকাশ পায় । প্রসব কালে উক্ত প্রকারের বেদনা দৃষ্ট হইলে, এক কিম্বা দুইমাত্রা ২০০ শক্তির ক্যামোমিলা সুপ্রসব করাইয়া রোগীকে যন্ত্রণা মুক্ত করে । চিকিৎসক সাবধান হইয়া, মানসিক অবস্থার উপর বিশেষ লক্ষ রাখিলে, ক্যামোমিলা প্রয়োগ সম্বন্ধে ভুল হইবার সম্ভাবনা অতি অল্প কিন্তু কেবল মাত্র বেদনার ৬৭৫ লক্ষ্য রাখিয়া চিকিৎসা করিলে নূতন শিক্ষার্থীর পুনঃ পুনঃ ভ্রম হইতে পারে । কেবল মাত্র প্রসব বেদনাতেই যে এইরূপ হইয়া থাকে, তাহা নহে ; স্নায়বীয় বেদনা, দন্তশূল, বাত ইত্যাদি যে কোন বেদনায় উক্ত প্রকারের চরিত্রগুলি প্রস্ফুটিত হইলে, ক্যামোমিলা সুন্দর কার্য্য করিতে সমর্থ ।

ঝিঁ ঝিঁ ধরা—উক্ত প্রকার সামান্য বেদনায় অস্থির হওয়ার সহিত বেদনাবৃত্ত স্থানে ঝিঁ ঝিঁ ধরা । বাত, পক্ষাঘাত ইত্যাদি রোগে যদ্যপি ঝিঁ ঝিঁ ধরা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে ক্যামোমিলা উত্তম । ক্যামোমিলার রোগীর যন্ত্রণা গরম প্রয়োগে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাই বলিয়া প্যালেসেটিলার হ্রাস শীতল প্রয়োগে যন্ত্রণার উপশম হয় না পরন্তু শীতল বাতাসে রোগের বৃদ্ধিই হইয়া থাকে ।

মাননীয় ডাক্তার হ্রাস বলিতেছেন, তিনি যখন প্রথম চিকিৎসা আরম্ভ করিয়াছিলেন, একটা বামস্কন্ধে বাতগ্রস্ত রোগীকে একোনাইট, ব্রাইওনিয়া রসটক্স ইত্যাদি ঔষধ দিয়া কোন ফল পান নাই । পরে একজন বিজ্ঞ চিকিৎসক আসিয়া ক্যামোমিলার দ্বারা রোগীকে সম্বর আরোগ্য করিলেন । মাননীয় ডাক্তার ন্যাস উক্ত বিজ্ঞ চিকিৎসককে ক্যামোমিলা দিবার ক্ষমতা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন, “বেদনার সহিত

বেদনাবুক্ত স্থানে ঝাঁঝ ধরা দেখিয়া আমি ক্যামোমিলা প্রয়োগে ইতস্ততঃ করি নাই।

রেফিউজ যখন নারিকেল ডাঙ্গায় অবস্থিত ছিল, সেই সময় ই, বি, এস, রেলওয়ের একটা কন্সচারী আমার নিকট বাতের চিকিৎসা করাইবার জন্য আসিতেন। তাঁহার বাম পদের কয়েকটা অঙ্গুলিতে বাতের বেদনা হইত; প্রত্যেক বৎসর বর্ষার সময় তাঁহার অঙ্গুলি গুলি ফুলিয়া উঠিয়া বেদনাবুক্ত হইত। আমি তাঁহাকে প্রথমে অনেক ঔষধ সেবন করাইয়াছিলাম কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। অবশেষে এক দিবস রোগী আমাকে বলিলেন, তাঁহার পায়ে বেদনাসহিত ঝাঁঝ ধরে। সেই দিবস আমি তাঁহাকে ক্যামোমিলা প্রয়োগ করিলাম, কয়েক দিবস মধ্যেই তিনি সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিলেন। পরে আরও দুই একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল কিন্তু তাঁহার পুরাতন রোগের কথা আর শুনি নাই।

অত্যন্ত অস্থিরতা—বাত জনিত অত্যন্ত বেদনা। রোগী কিছুতেই স্থির থাকিতে পারে না অনবরত বেড়াইয়া বেড়ায় (রসটক্স, ফেরামমেট্, ভিরেট্রাম এন্ডন)। উদরশূল, তলপেটের ব্যাথায় রোগী স্থির থাকিতে পারে না, যন্ত্রণায় ছট ফট করে, চীৎকার করে এবং অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়। শিশুদিগের উদরে উক্ত প্রকারের বেদনা হইলে শিশু কিছুতেই শুইয়া কিম্বা বসিয়া থাকিতে চাহে না; কেবল কাঁদিতে থাকে, একমাত্র কোলে করিয়া বেড়াইলে কিছু শান্ত হয়।

একোনাইট্, আর্সেনিক এবং রসটক্সেও অত্যন্ত অস্থিরতা আছে, কিন্তু উপরোল্লিখিত ঔষধগুলির সহিত বিচার করিয়া ক্যামোমিলাকে নির্দোষ করা কিছু কঠিন। আবার অপর পক্ষে নিতান্ত সহজ, অর্থাৎ প্রত্যেক ঔষধের ঔকৃত চিত্র যিনি উত্তমরূপে বুঝিয়া হৃদয়ে ফাঁকিয়া রাখিবেন, তিনি রোগীকে দেখিবামাত্র ঔষধ নির্দোষ করিতে সমর্থ

ইইবেন । একোনাইট, আর্সিনিকের অস্থিরতার সহিত রোগীর মুখে যেন ভয় ও চিন্তা মাখান থাকে, কিন্তু ক্যামোমিলায় বিরক্তির সহিত অস্থিরতা । উহা লিথিয়া শিখাইবার নহে, নিজে নিজে চিন্তা এবং ধ্যান দ্বারা শিথিতে হইবে ।

মস্তকে গরম ঘস্ম, ঘস্মে চুল ভিজিয়া যায় । কর্ণ প্রদাহে এবম্প্রকার যন্ত্রণা হয় যে রোগী চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করে । কর্ণে ঠাণ্ডা বাতাস লাগিলে যন্ত্রণার বৃদ্ধি হয় । আহাৰ কিম্বা পানের পর মুখমণ্ডলে ঘস্ম, কোন প্রকার গরম দ্রব্য মুখমধ্যে গ্রহণ করিলে দস্ত শূল । গরম গৃহে প্রবেশ করিলে দস্ত বেদনার বৃদ্ধি । রোগী মনে করে যেন তাঁহার দাঁত-গুলি বড় হইয়াছে । শিশুদিগের দাঁত উঠিবার সময় উদরাময় । যাহারা কফি সেবন করে তাহাদিগের উদরশূল । উদর মধ্যে বায়ু জন্মাইয়া উদরে বেদনা । উদরটী বায়ুতে পূর্ণ হইয়া থাকে ও অল্প বায়ু নিঃসরণ হয় কিন্তু উহাতে উপশম হয় না । রাগান্বিত হইবার পর ঋতুর সহিত উদরে বেদনা । প্রসব বেদনা উপর দিকে ঠেল মারে কিম্বা কটিদেশে হইতে আরম্ভ হইয়া উভয় উরুর ভিতর দিয়া নামিয়া যায় । প্রসব বেদনা অসহনীয় । শিশু, মাতা কিম্বা ধাত্রীর উপর অতিশয় রাগান্বিত হইবার পর ফিট । গলা খুস্ খুস্ করিয়া কাসি । রাত্রে বিশেষতঃ ঘুনাহিতে ঘুনাহিতে কাসি । সমস্ত শরীরে শীত বোধ এবং শরীর শীতল কিন্তু মুখমণ্ডল ও নিশ্বাস গরম । শরীরে শীত এবং উত্তাপ মিশ্রিত । গাত্র চর্ম্ম-ভিজা কিন্তু অত্যন্ত উত্তপ্ত ।

উপরোল্লিখিত লক্ষণগুলি নানা প্রকার ব্যাধিতে দেখিতে পাওয়া যায় । উপরোল্লিখিত লক্ষণ গুলির মধ্যে যে কোন লক্ষণের সহিত ক্যামোমিলার চরিত্রগত মানসিক লক্ষণ দেখিতে পাইলে, ক্যামোমিলা প্রয়োগ করিতে কাল বিলম্ব করিবেন না ।

উদ্যময় . মল সবুজ বর্ণের ঘাস ছেঁচা অথবা শাক ছেঁচা মত ।

মলে ডিম পচা দুর্গন্ধ, মল সবুজ বর্ণ ও সাদা মল মিশ্রিত, শিশু অত্যন্ত ক্রন্দনশীল, কেবল মাত্র কোলে করিয়া বেড়াইলে কিছুক্ষণ শান্ত থাকে।

ক্যামোমিলার মানসিক লক্ষণ বর্তমান না থাকিলে ইহাকে প্রয়োগ করা উচিত নহে। যদিচ ক্যামোমিলার মানসিক লক্ষণগুলি অতীত প্রয়োজনীয় তথ্য মলের লক্ষণগুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চিকিৎসা করা নিতান্ত প্রয়োজন। রোগীকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করিবার জন্য ক্যামোমিলার পর প্রায়ই মাকুরিস অথবা সালফর প্রয়োজন হইয়া থাকে।

সচরাচর ১২, ৩০ এবং উর্দ্ধশক্তি ব্যবহৃত হয়।

কফিয়া ক্রুডা

(Coffea Cruda)

স্নায়ুগুণির ক্ষমতা অতিশয় তীক্ষ্ণ—দৃষ্টি শক্তি এত প্রবল অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষরগুলিও সুন্দর দেখিতে পায়। ভ্রাণেন্দ্রিয়, স্পর্শেন্দ্রিয়, ইত্যাদির অবস্থাও তজ্জপ। মন এবং শরীর উভয়ই অতি মাত্রায় কার্যক্ষম। মন নানারূপ কল্পনা এবং মতলবে পূর্ণ, ভবিষ্যতের জন্যও নানারূপ মতলব আঁটিয়া রাখে। মনে কোন রকম মতলব উদয় হইলেই তাড়াতাড়ি কার্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করে।

বেদনা—কফিয়ার বেদনা, ক্যামোমিলার বেদনার ন্যায় যন্ত্রণাদায়ক। রোগী বেদনা একেবারেই সহ্য করিতে পারে না, যন্ত্রণায় ছটফট করে, ক্রন্দন করে, ছুটাছুটি করে। ক্যামোমিলার মানসিক অবস্থা এবং একোনাইটের মৃত্যু ভয় কফিয়ায় নাই। আর একটা কথা, বাহাদিগের কফি সেবন করা অভ্যাস আছে, তাহাদিগের উপরোল্লিখিত রোগে ক্যামোমিলাই প্রযোজ্য।

নাথাব্যথা—প্রায়ই কফিয়ার নাথাব্যথা মস্তকের একদিক হইয়া

থাকে ।^{*} রোগী মনে করে যেন, তাহার মাথায় একটা পেরেক বিধাইয়া দেওয়া হইতেছে । এই প্রকারের মাথাব্যথা ইন্সেসিয়া নামক ঔষধেও দেখিতে পাওয়া যায় ।

দন্তশূল—কফিয়ার দন্তশূল মুখ মধ্যে শীতল জল ধারণ করিলে উপশম হয় । ক্যামোমিলার দন্তশূল মুখ মধ্যে গরম দ্রব্য ধারণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় বটে, কিন্তু কফিয়ার ন্যায় শীতল পানীয় ধারণে উপশম হয় না ।

বাৎক (ডিসমেনোরিয়া)—ঋতু সম্বন্ধীয় পীড়ায় উদরে অসহনীয় বেদনা । যদ্যপি বড় বড় কাল কাল, চাপ চাপ, রক্ত ভাঙ্গে এবং কফিয়ায় কোন উপকার না হয়, তাহা হইলে ক্যামোমিলা প্রয়োগ করা কর্তব্য । প্রসব বেদনা অসহনীয় । এক কথায় শরীরের কোন স্থানের বেদনা যদ্যপি অত্যন্ত অসহনীয় হয় এবং অন্য বিশেষ কোন লক্ষণ দৃষ্ট না হয়, তাহা হইলে প্রথমে কফিয়া দেওয়া যাইতে পারে ।

অনিদ্রা—কফি সেবন করিলে নিদ্রা হয় না, কাযে কাযেই শক্তিকৃত কফিয়া অনিদ্রার মহৌষধ । ইহা যদ্যপি সত্য না হয় তাহা হইলে হোমিওপ্যাথি মিথ্যা । কফিয়া অনিদ্রার একটা মহৌষধ । হাম রোগের পর যদ্যপি রাত্রে কাসি এবং অনিদ্রা হেতু রোগী নিতান্ত কষ্ট পায়, (হাম রোগের পর এবম্প্রকার অনিদ্রা প্রায়ই হইয়া থাকে) তাহা হইলে কফিয়া অতি উত্তম ঔষধ । শক্তিকৃত কফিয়া প্রকৃত নিদ্রা উৎপাদন করিয়া রোগীকে নিতান্ত সুস্থ করে । ইহা আফিম কিম্বা মদ্যের ন্যায় মাদকতা দ্বারা রোগীকে আছন্ন করিয়া, কেবল আত্মীয় স্বজনের মনস্তৃষ্টি করে না ।

উদরাময়—উদরাময়ে কফিয়ার চরিত্রগত বেদনা কিম্বা উদরশূল কফিয়াকে নির্দেশিত করে ।

সচরাচর ৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০ শক্তি ব্যবহৃত হয় ।

ইগ্নেসিয়া ।

(Ignatia)

একোনাইট, ক্যামোমিলার ন্যায় ইগ্নেসিয়ারও মানসিক লক্ষণ প্রধান, অর্থাৎ ইগ্নেসিয়া স্নায়ু মণ্ডলের উপর সুন্দর কার্য্য করিয়া থাকে । মানসিক লক্ষণ পরিবর্তন হওয়া, ইগ্নেসিয়ার একটা চরিত্রগত লক্ষণ । রোগী এই অত্যন্ত আত্মাদিত, আবার পরক্ষণেই বিমর্ষের চরম সীমায় উপনীত হইল । কেবল বিমর্ষ নহে, দুঃখিত, ক্রন্দনশীল ইত্যাদি হইয়া থাকে । মতি শীঘ্র শীঘ্র এই প্রকার মানসিক অবস্থা বদলাইয়া যায় । কোন প্রকার গভীর দুঃখ অথবা শোকসন্তাপ নিরবে সধ্য করিয়া মানসিক পীড়া । রোগী সর্বদাই একাকী নির্জন স্থানে বসিয়া দুঃখভোগ করিতে ইচ্ছা করে । মনদুঃখ অপরের নিকট প্রকাশ করে না । মানসিক অবস্থা বদলান, প্রায়ই হিষ্টিরিয়া রোগগ্রস্ত অথবা উন্মাদ রোগীতে দেখিতে পাওয়া যায় । আবার কোন প্রকার ভয় লাগিয়া পীড়া হইলেও ইগ্নেসিয়া উপকারী । এক কথায় ইগ্নেসিয়া মানসিক পীড়ার মহৌষধ ।

ইগ্নেসিয়া কেবল মাত্র মানসিক ব্যাধিতে ব্যবহৃত হয়, এমন নহে । যে সকল স্নায়ু মেরুদণ্ডের মধ্য হইতে বহির্গত হইয়া, শরীরের অপরাপর বিশেষতঃ মাংসপেশিগুলির উপর কার্য্য করে, তাহাদিগের উপরও ইগ্নেসিয়া সুন্দর কার্য্য করিয়া থাকে । শিশু কিম্বা বালক ভীত হইয়া অথবা অত্যন্ত তিরস্কৃত ও শাসিত হইয়া কিম্বা অন্য কোন প্রকারে গভীর মানসিক দুঃখ বা কষ্ট প্রাপ্ত হইবার পর, আক্ষেপ কিম্বা ফিট হইতে থাকিলে ইগ্নেসিয়া পরম উপকারী । একটা স্ত্রীলোকের প্রসব হইবার পর অত্যন্ত ফিট্ হইতেছিল । যিনি চিকিৎসা করিতেছিলেন নানা প্রকার ঔষধ প্রয়োগ করিয়াও কিছুই ফল পাইলেন না । অবশেষে, রোগিণীর ফিটের সময়, পর্যবেক্ষণ করিতে করিতে দেখিতে পালেন,

রোগিণী একটা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল, তখন চিকিৎসক তাহার আত্মীয় স্বজনকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তাঁহারা বলিলেন, উক্ত স্ত্রীলোকটা তাহার মাতাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন, কয়েক দিবস হইল তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তচ্ছ্রবণে ৩০ শক্তির ইথেরিয়া প্রয়োগ করাতে তিনি সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিলেন।

শরীরের মাংসপেশিগুলির মৃত্যু। এই লক্ষণটির দ্বারায় বেশ বুঝিতে পারা যায় তাণ্ডব (কোরিয়া) রোগে ইথেরিয়া ব্যবহৃত হয়। বিশেষতঃ ভীতিপ্রযুক্ত অথবা ক্রমিজনিত কিম্বা দন্তোদগম কালীন তাণ্ডব রোগে উপযোগী। ইথেরিয়া প্যাবালিসিস রোগেও উপকারী। যে সকল মনুষ্যের দাতু হিষ্ট্রিসিয়া যুক্ত তাহাদিগের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

শায়বীয় শিরঃপীড়া—শিরঃপীড়ায় রোগী মনে করে যেন তাহার মস্তকের এক পার্শ্ব দিয়া একটা পেরেক তাহার মাথার ভিতর বিদ্ধ হইতেছে, চাপিয়া শয়ন করিলে ইহার উপশম। মনে কোন প্রকার দারুণ আঘাত লাগিয়া অবস্প্রকার শিরঃপীড়া হইলে, ইথেরিয়া উত্তম। ইথেরিয়ায় শিরঃপীড়ার আর একটা লক্ষণ আছে—বেদনা স্থান পরিবর্তন করে, বেদনার স্থান পরিবর্তনের সহিত কখন কখন বেদনার প্রকৃতিও বদলাইয়া যায়। সালফিউরিক এসিডের ন্যায় বেদনা ধীরে ধীরে আরম্ভ হইয়া হঠাৎ কমিয়া যায়; আবার হয়ত বেলেডোনার ন্যায় বেদনা হঠাৎ আরম্ভ হইয়া হঠাৎ কমিয়া যায়। একোনাইট, জেলসিমিনম, সাইলিসিয়া, ভিরেট্রম এন্ডম ইত্যাদি ঔষধের ন্যায় বহু পরিমাণ প্রস্রাব হইয়া শিরঃপীড়া আরোগ্য হইয়া যায়। প্রায়ই হিষ্ট্রিসিয়া গ্রস্ত কিম্বা নার্ভাস স্ত্রীলোকদিগের এই প্রকার হইয়া থাকে।

নিম্নলিখিত কারণগুলিতে শিরঃপীড়ার বৃদ্ধি হওয়া, ইথেরিয়ার লক্ষণ বিশেষ। কাফি সেবন, ধূমপান, অতিরিক্ত নস্য ব্যবহার করা, তামাকের

দূর গ্রহণ করা, অতিরিক্ত মনোযোগের সহিত মলত্যাগ করা ইত্যাদি।
ইয়েসিয়ায় সোরিননের নায় ক্ষুধার সহিত মাথার যন্ত্রণার উদয় হইয়া
থাকে। ঠাণ্ডা বাতাস, তথাঃ মস্তক সঞ্চালিত করা, নীচের দিকে ঝাঁকা,
অবাস্তবিক পানবস্ত্র করা, দোঁড়ান, উপরদিকে বহুক্ষণ তাকাইয়া থাকা
ইত্যাদি কারণে শিরঃপীড়া বৃদ্ধি হয়।

পর্যাপ্ত পরিমাণে মলত্যাগ, মাথাটি চাপিয়া শয়ন করা, বাহ্যিক উত্তাপ
প্রয়োগ ইত্যাদি কারণে শিরঃপীড়ার হ্রাস হইয়া থাকে।

গলাবদো, ইয়েসিয়ায় কতকগুলি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। গলাবে
দোষে ইয়েসিয়ায় একটি আশ্চর্য্য লক্ষণ এই, রোগিণী মনে করে তাহার
পাকস্থলি হঠাৎ একটা গোলায় ন্যায় পদার্থ বরাবর গলা পর্য্যন্ত উঠিয়া
আসিতেছে এবং তজ্জানিত রোগিণীর গলাটি যেন বদ্ধ হইয়া যাইতেছে।
রোগিণী পুনঃ পুনঃ উঠাকে গলাধঃকরণ করিবার চেষ্টা করে কিন্তু উহা
পুনঃ পুনঃ উপর দিকে উঠিয়া আসিয়া নিত্যন্ত কষ্টদায়ক হয়।
এ প্রকার অবস্থা প্রায়ই কোন কারণে অত্যন্ত দুঃখিত অথবা ক্রন্দন
করিবার চেষ্টা করিলে হইয়া থাকে। টন্সিলের প্রদাহ এবং ডিপথিরিয়া
রোগেও ইয়েসিয়া বাবদ্ধ হইয়া থাকে। এবম্বিধকার রোগীতে যদ্যপি
গলাধঃকরণে রোগের যন্ত্রণার উপশম হয়, অথবা দুইবার গলাধঃকরণের
মধ্যবর্তী সময় যন্ত্রণার বৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে ইয়েসিয়া
উত্তম। আর একটা আশ্চর্য্য লক্ষণ ইয়েসিয়ায় দেখিতে পাওয়া যায়, রোগী
তরল পদার্থ গলাধঃকরণে নিত্যন্ত কষ্ট বোধ করে কিন্তু শুষ্ক খাদ্য ভোজনে
তাহার কোনই কষ্ট হয় না। ল্যাকেসিস নামক ঔষধেও উক্ত লক্ষণটি
বর্ত্তমান আছে কিন্তু ব্যাপ্টিসিয়ায় ঠিক উহার বিপরীত লক্ষণ দেখিতে
পাওয়া যায়, তরল পদার্থ সহজে গলাধঃকরণ করিতে পারে কিন্তু অতি
সামান্য শুষ্ক খাদ্য গলায় আটকাইয়া যায়।

ইয়েসিয়ায় আরও কতকগুলি পথ প্রদর্শক লক্ষণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ধূমপানে নিতান্ত অনিচ্ছা, ধূমপান করিলে সকল প্রকার লক্ষণের বৃদ্ধি
হইয়া থাকে । পাকস্থল মধো শূণ্য শূণ্য বোধ । ইয়েসিয়ায় রোগীতে
প্রায় এই লক্ষণটির সাহিত দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করা অর্থাৎ মনতঃপ
জ্ঞাপক লক্ষণ সমূহ উদয় হইয়া থাকে । হাইড্রাসটিস ও সিপিগ্নাতেও
উক্ত প্রকার লক্ষণ দৃষ্ট হয় কিন্তু অত্যন্ত লক্ষণ দ্বারা ইয়েসিয়ায় সাহিত
উহাদিগের পার্থক্য নির্ণয় করিতে হইবে । রোগী মনে করে তাহার
পাকস্থলিটা নবম হইয়া কুলায়া পড়িয়াছে ; হাপকাক নানক ঔষধেও
এই প্রকারের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় । হিষ্টারিয়াগ্রাস্তা স্ত্রীলোকদিগের
উদরের শূণ্যরোগে উপরোল্লিখিত লক্ষণগুলি দৃষ্ট হইলে ইয়েসিয়া মতৌষধ ।

ইয়েসিয়া ইন্টারমিটেন্ট জরের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ । বহু দিবস
ব্যবৎ কুইনাইন সেবন করিয়া, অব প্রয়াতনে পরিণত হইলেও ইয়েসিয়া
দ্বারা বিশেষ ফল পাওয়া যায় । জরের নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি ইয়েসিয়ায়
চরিত্রগত । জ্বরে, কেবলমাত্র শীতের সময় পিপাসা ; বাহ্যিক
উত্তাপ প্রয়োগে পীড়ার উপশম হয় ; গাত্র, বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করিলে
উত্তাপ অত্যন্ত বদ্ধিত হয় ; শীতের সময় মুখ মণ্ডল রক্তবর্ণ ; এই চারিটি
লক্ষণ ইয়েসিয়ায় আতশয় প্রিয় । জরে শীতাবস্থায় পিপাসা, অথ কোন
অবস্থায় পিপাসা নাই, এই লক্ষণটি ইয়েসিয়া বাহিরের কোন কোন ঔষধে
দেখিতে পাওয়া যায় না । শীতাবস্থায় মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ এবং সকল
আঙ্গুন অথবা কোন প্রকার বাহ্যিক উত্তাপে রোগী নিতান্ত ভাল বোধ
করে, সেই কারণ, রোগী উননের পার্শ্বে অথবা ঐ প্রকার কোন গরম
স্থানে থাকিতে বড়ই ভালবাসে ।

নাক্সভমিকার গ্রায়, ইয়েসিয়াতেও গুহদ্বার ও গুহপথের কতকগুলি
লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় । গুহপথটি বাহির (Prolapsus of
the rectum) হইয়া পড়া, ইয়েসিয়ায় চরিত্রগত লক্ষণ । নাক্সভমিকার
গ্রায়, ইয়েসিয়ায় পুনঃ পুনঃ মলত্যাগ করিবার ইচ্ছা হয় কিন্তু মলত্যাগ

করিতে চেষ্টা করিলে মলের পরিবর্তে গুহপথটী বাহির হইয়া পড়ে। রোগী মলত্যাগ করিবার সময়, তাহার মলদ্বার বাহির হইয়া পড়িবার ভয়ে কৌণ দিতে পারে না। মলত্যাগ করিবার পর গুহদ্বারে এক প্রকার যন্ত্রণা হইয়া থাকে এবং উক্ত যন্ত্রণা প্রায় দুই ঘণ্টা পর্যন্ত থাকে। নাইট্রিক এসিডেও উক্ত প্রকার যন্ত্রণা তরল মলত্যাগের পর হইয়া থাকে। গুহপথে তীরবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা উপর দিকে ধাবিত হয়। এই লক্ষণটী ইয়েসিয়ার অতিশয় প্রিয়। এবম্প্রকারের যন্ত্রণা মলত্যাগ করিবার পরও দেখিতে পাওয়া যায়।

৬

সচরাচর ১০ ও ২০০ শক্তি ব্যবহৃত হয়।

ককিউলাস ইণ্ডিকাস।

(Cocculus Indicus)

মনুষ্য শরীরস্থ স্নায়ু বিধানের অন্তর্গত মেরুমজ্জার উপর ইহার কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। মস্তিষ্ক হইতে গোল একটা দড়ার স্তায় পদার্থ পৃষ্ঠের শিরদাঁড়ার মধ্য দিয়া বরাবর কটিদেশের নিম্ন পর্যন্ত আগমন করিয়াছে, উহাকে ডাক্তারি ভাষায় স্পাইন্টাল কর্ড বলে, এই স্পাইন্টাল কর্ডের গাত্র হইতে সরু সরু সূতার স্তায় পদার্থ নির্গত হইয়া হস্ত পদ ইত্যাদি স্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছে এই গুলিকে বাঙ্গালা ভাষায় স্নায়ু এবং ডাক্তারি ভাষায় নার্ভ বলে। স্নায়ু অথবা নার্ভ যাহাই বলুন উহার প্রত্যেক সূত্রে দুইটা করিয়া তার আছে, অর্থাৎ দুইটা সরু সরু সূত্র মিলিত হইয়া একটাতে পরিণত হইয়াছে। উক্ত দুইটা তারের পৃথক্ গুণ দেখিতে পাওয়া যায়। একটা তার বোধশক্তি উৎপাদন করে অর্থাৎ কৈন

প্রকার আঘাত লাগিলে অথবা স্পর্শ করিলে যাহা আমরা বুঝিতে পারি উক্ত বোধশক্তি উৎপাদন করা একটী সৃজের কার্য এবং অপরটী হস্ত পদ চালনা করা ইত্যাদি কার্যে সাহায্য করিয়া থাকে ।

ককিউলাস মেরুদণ্ডের উপর বিশেষতঃ চালনকারী স্নায়ু সৃজের উপর পক্ষাঘাতের দ্বারা দুর্বলতা উৎপাদন করে । সেই কারণে যে সকল পক্ষাঘাত রোগ মেরুদণ্ড হইতে উৎপন্ন হয়, তাহাদিগের পক্ষে ককিউলাস উত্তম । উক্ত প্রকার ব্যাধির প্রথম অবস্থায় কটিদেশে পক্ষাঘাতের দ্বারা দুর্বলতা বোধ হয় । চলিয়া বেড়াইবার সময় মনে হয়, কটিদেশ আর শরীরকে ধারণ করিতে পারিতেছে না । নিম্নাধায় দুর্বলতা, বেড়াইতে বেড়াইতে হাটু ভাঙ্গিয়া যায়, পদতল যেন অসাড় হইয়া গিয়াছে । জামু দুইটী এমন বেদনা করে, মনে হয় যেন জাঁতায় পেশা হইতেছে । বাহু দুটী অসাড় হইয়া যায় এবং মনে হয় যেন হস্ত ফুলিয়াছে । প্রথমে একটী হস্ত অসাড় হইয়া, পরে অপরটী অসাড় হয় ।

ভলান্টারি মাসল—মাননীয় বিখ্যাত ডাক্তার চন্দ্রশেখর কালী মহাশয় ভলান্টারি মাসলকে ঐচ্ছিক মাংসপেশী বলিয়াছেন । আমিও তাঁহাকেই অনুসরণ করিব ; কিন্তু আমি পাঠক এবং পাঠিকা উভয়ই আশা করি বলিয়া, আমাকে আরও একটু পরিষ্কার করিয়া লিখিতে হইবে । ঐচ্ছিক মাংসপেশী অর্থে, আমাদের শরীর মধ্যস্থ যে সকল মাংসপেশীগুলি আমাদের ইচ্ছা ব্যতিরেকে নিজ ইচ্ছায় উপযুক্ত কার্য সম্পন্ন করিয়া থাকে ; যেমন বক্ষ মধ্যস্থ “ধুক্ ধুক্” অর্থাৎ হৃৎপিণ্ড (Heart) নিজ ইচ্ছামত কার্য করিতেছে কাহারও আদেশের অপেক্ষা নাই ; তদ্রূপ অনেক মাংসপেশী আমাদের শরীর মধ্যে নিজ ইচ্ছায় কার্য সম্পন্ন করিয়া থাকে, আমাদের আদেশের অপেক্ষা রাখেনা, ইহাদিগকে ভলান্টারি মাসল বা ঐচ্ছিক মাংসপেশী কহে ।

বিখ্যাত ডাক্তার প্রেরি, ডান্‌হাম, ইহার সকলেই বলিতেছেন

ঐচ্ছিক মাংসপেশীর উপর ককিউলাসের কার্য্য প্রধান। মহাত্মা হানিমান যখন ককিউলাসকে মল্লয়া শরীরে পরীক্ষা করিয়াছিলেন, সেই সময়কার কতকগুলি লক্ষণদৃষ্টে, মাননীর ডাক্তার হিউজও উপরোল্লিখিত মত সমর্থন করেন।

গ্রীষ্মদেশের মাংসপেশীর দুর্বলতা এবং মস্তকটী ভারি বোধ, মাংসপেশীগুলি এত দুর্বল যে মাথাটিকে ধারণ করিতে পারে না। কতিদেশে পক্ষাবর্তের দ্বায় বেদনা, দ্রুত মাংসপেশীগুলিতে অস্বাভাবিকভাবে এক প্রকার আক্ষেপসূক্ত টানিয়া-দরার ন্যায় বেদনা, তজ্জনা রোগী চলিতে পারে না। দুর্বলতা জন্মিত হাটু দুটি ভাঙ্গিয়া পড়ে, চলিবার সময় রোগী মাতালের ন্যায় টলিতে টলিতে এক পার্শ্বে পড়িয়া যাইবার ন্যায় হইয়া থাকে। খাদ্যাদ মুখে তুলিবার সময় হস্ত কাঁপিতে থাকে হস্ত যত উপরে উঠান হয়, তত অধিক কাঁপতে থাকে। কখন পা অশাভ আবার কখন হাত অশাভ। এই একটী হস্তে কোন প্রকার শাড়ি নাই আবার পরক্ষণে অপর হস্তটী তদ্রূপ। উপবেশনাবস্থায় পায়ের পাতা দুটি অশাভ। কতিদেশের বেদনার সহিত সর্কাস্ট্রে পক্ষাবর্তিক দুর্বলতা।

নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি সর্কাস্ট্রিক দুর্বলতার প্রথমে অথবা সহিত দোষতে পাওয়া যায়। আহার কিম্বা পানের পর, মাথাটী কেমন এক প্রকার গুলাইয়া যায়। নেণা করার ন্যায় মাথা ঘুরে এবং মনের মধ্যেও ভ্রমাদিক গোলযোগ চলিতে থাকে। বিছানা হইতে উঠিবার সময় এত মাথা ঘুরিয়া উঠ যে, রোগী বিছানাতে শুইতে বাধ্য হয়। শিরঃপীড়ার সহিত গা বমি বমি করে এবং বমন করিবার জন্য ইচ্ছা হয়। উপরোল্লিখিত লক্ষণগুলি গাড়িতে কিম্বা নৌকারোহন করিলে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

“খালি খালি বোধ”—এই লক্ষণটীও ককিউলাসের বিশেষ

চরিত্রগত লক্ষণ, এ প্রকার “খালি খালি বোধ” দুর্বলতাজনিত হইয়া থাকে। মস্তক মধ্যে খালি খালি বোধ ; উদর, বক্ষস্থল, পাকস্থল ইত্যাদি যে কোন স্থানে খালি খালি বোধ হইতে পারে।

শিরঃপীড়ার সহিত গা বমিবমি করা, ককিউলাসের চরিত্রগত লক্ষণ। কোন প্রকার ধাতু মুখ মনো ধারণ করিলে মুখের আশ্বাদ যে প্রকার হয়, রোগীর মুখের আশ্বাদ সেই প্রকার হইয়া থাকে।

জ্বীলোকদ্ভিগের ঋতু ঘটিত গোলযোগেও ককিউলাস বাবস্থিত হইয়া থাকে। পেটটা অত্যন্ত ফাঁপা। উদরে কামড়ান মত বেদনা। ঋতু ঘটিত যোগে যদিও রোগিনী অত্যন্ত দুর্বলতা বোধ করে, এমন কি কথা কহিতে, চলিতে, উঠিতে অত্যন্ত দুর্বলতা বোধ হয়, তাহা হইলে ককিউলাস অতীব উৎকৃষ্ট ঔষধ। কারো এনিমেলিস নামক ঔষধেও অত্যন্ত দুর্বলতা দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু কারো এনিমেলিসে অধিক ঋতুস্রাবে রোগিনী দুর্বলতা বোধ করে। ককিউলাসে অধিক ঋতুস্রাব একেবারেই নাই, পরন্তু দিন দিন ঋতুস্রাব কমিয়া ক্রমে প্রদর (লিউকোরিয়া) দেখা দেয়।

ককিউলাসের বিশেষ চরিত্রগত লক্ষণ চারিটা নিম্নে পুনঃপ্রদত্ত হইল : ১। গ্রীবাদেশের মাংসপেশীর দুর্বলতা এবং মস্তকে ভারি বোধ। ২। গাড়ি কিম্বা নৌকারোহণে রোগের বৃদ্ধি। ৩। শরীরে নানা যন্ত্রে দুর্বলতা এবং খালি বোধ। ৪। অতিরিক্ত পরিশ্রম অথবা রাত্রি জাগরণ ইত্যাদি কারণে রোগ।

উদরে অত্যন্ত বায়ু জন্মাইয়া উদরটা ফুলিয়া উঠা। রোগী মনে করে যেন, তাহার উদর মধ্যে কতকগুলি খোঁচা কিম্বা পাথর পোরা রহিয়াছে। প্রায়ই মধ্য রাত্রে রোগের বৃদ্ধি। মনে হয় যেন উদরের নানা স্থানে বায়ু ছড়িয়া রহিয়াছে কিন্তু অধোবায়ু নিঃস্বরণ হইলেও উপশম হয় না।

সঁচরাচর ৩০ হইতে উর্দ্ধশক্তি।

কোনিয়ম ম্যাকিউলেটম ।

(Conium Maculatum)

ইহার সাধারণ নাম হেমলক । এই বিষদ্বারা দার্শনিক মহাপণ্ডিত সক্রেটিসকে হত্যা করা হইয়াছিল । এই ঔষধটী সেবন করিলে চরণ হইতে ক্রমশঃ সমস্ত শরীর অসাড় হয় ;ও অবশেষে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে, সেই কারণে যে সকল পক্ষাঘাত রোগ চরণ হইতে আরম্ভ হইয়া, উপর দিকে উঠিতে থাকে তাহার পক্ষে কোনিয়ম উত্তম ।

এই লক্ষণটী কোনিয়মের চরিত্রগত লক্ষণ । ডাক্তার গ্রাস বলিতেছেন শয়ন করিলে অথবা পার্শ্ব পরিবর্তন করিলে, মাথা ঘুরিয়া উঠে । মস্তক পার্শ্বে ফিরাইলেই মাথা ঘুরিয়া উঠা, কোনিয়মের অপেক্ষাকৃত অধিক প্রিয় লক্ষণ ।

একটী রোগীর চরণ দিন দিন অসাড় হইয়া যাইতেছিল, সে অন্ধকারে দাড়াইতে পারিত না । রাত্তা দিয়া যখন চলিয়া যাইত, তখন তাহার স্ত্রী অগ্রে কিম্বা পশ্চাতে থাকিয়া, রাত্তার উভয় পার্শ্ব নিরীক্ষণ করিত, কারণ রোগী কিঞ্চিন্মাত্র মস্তক ফিরাইলে মাথা ঘুরিয়া টলিয়া পড়িত । এই রোগীকে কোনিয়ম প্রয়োগ করাতে, প্রথমে রোগ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল, ঔষধ বন্ধ করিতে রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিল স্বভাবতঃই কোনিয়মে এই প্রকার হইয়া থাকে । উক্ত রোগীকে সি, এম, শক্তির কোনিয়ম এক সপ্তাহ হইতে চারি সপ্তাহ অন্তর, একবার করিয়া প্রয়োগ করা হইয়াছিল সম্পূর্ণ আরোগ্য হইতে প্রায় এক বৎসর লাগিয়াছিল । উক্ত প্রকার মাথা ঘোরা কোনিয়মের চরিত্রগত লক্ষণ । বুদ্ধিগের মাথা ঘোরা কিম্বা জরাযু অথবা ডিম্বাধারেব কোন রোগের সহিত উক্ত প্রকারের মাথা ঘোরা থাকিলে, কোনিয়মকে স্মরণ করিবেন ।

কোনিয়ম চক্ষুপ্রদাহে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রাত্রে চক্ষের যন্ত্রণার বৃদ্ধি, সামান্য মাত্র আলোক লাগিলেই চক্ষের যন্ত্রণা অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। অন্ধকার গৃহে ও চাপনে উপশম। জেলসিমিয়ম, কষ্টিকম, সিপিয়ার ন্যায় “চক্ষের পাতাটি ঝুলিয়া পড়া” কোনিয়মে দেখিতে পাওয়া যায়।

কোন প্রকার আবাতাদি লাগিবার পর, উক্ত স্থানে ক্ষীতি রহিয়া যাওয়া। তন্মধ্যে হৃচিবিদ্ধবৎ বেদনা। ইউটেরাস, পাকস্থলি, স্তন ইত্যাদি স্থানের ক্ষীতিতে এমন কি ক্যান্সার রোগেও কোনিয়ম সুন্দর কার্য্য করিয়া থাকে। উক্ত প্রকার ক্ষীতি কিম্বা ক্যান্সার যদ্যপি আবাতাদি হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে কোনিয়ম অধিকতর ফল দান করে। কোন প্রকার আবাতাদির পর, কোন ক্ষীতিতে যদ্যপি পাথরের ন্যায় শক্ত ও ভার বোধ লক্ষিত হয়, তাহা হইলে প্রথমে কোনিয়মকে স্মরণ করা কর্তব্য। স্তনে শক্ত ও ফুলা হইলে দক্ষিণ দিকের জগ্ৰ কোনিয়ম এবং বাম দিকের জন্য সাইলিসিয়া ব্যবহৃত হয়। স্ত্রীলোকদিগের প্রত্যেকবার ঋতুর সময় স্তন ভারি, বড় এবং অত্যন্ত বেদনা, বেড়াইলে অথবা সামান্য কাঁকি লাগিলে অত্যন্ত লাগে। কোনিয়মে হলবিদ্ধবৎ বেদনা এবং জাণা আছে, এহলে এপিস মেলফিকার সহিত ভ্রম হইতে পারে কিন্তু অন্যান্য লক্ষণ দ্বারায় ঐহধ নিরূপণ করিতে হইবে।

জননেদ্রিয়ার উপরও কোনিয়মের সুন্দর কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। লিঙ্গের অত্যন্ত দুর্বলতা, রোগী মনে মনে নানা প্রকার কুচিন্তা করে কিন্তু কার্য্যত কিছুই করিতে পারে না। স্ত্রীলোক দেখিলে অথবা আলিঙ্গন করিলে দীর্ঘা স্থলন হইয়া যায় অথবা লিঙ্গোদ্বেক হইবার পর আলিঙ্গন করিবার সময়, উহা শিথিল হইয়া পড়ে। উক্ত প্রকার রোগ হইতে ক্রমশঃ এক প্রকার মানসিক রোগ উৎপন্ন হয়। রোগীর কিছুই ভাল লাগে না, চুপ করিয়া বসিয়া থাকে সহজেই বিরক্ত হয়,

কল্পনায় নিজের রোগের নানা প্রকার বিষময় ফল ভোগ করে এবং প্রকার মানসিক অসুখা স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়েই দেখিতে পাওয়া যায়। স্ত্রী কিম্বা পুরুষ অতিরিক্ত কামাচার করিয়া অথবা একেবারেই কৌমাৰ্য্য ব্রত অবলম্বন করিয়া, উক্ত প্রকার মানসিক রোগগ্রস্থ হইলে এবং তাহার সহিত কোনরূপের চারিত্রগত মাথাবোরা বর্তমান থাকিলে কোনরূপ নিতান্ত উপকারী।

মূত্র থাকিয়া থাকিয়া নির্গত হয়, অর্থাৎ প্রস্রাব সরল লহে। এই প্রকার মূত্ররোগ প্রায়ই বৃদ্ধদিগের শরীরে দেখিতে পাওয়া যায়। রোগা নিদ্রা বাইলেই ঘর্ম্ম হইতে থাকে, এমন কি শুষ্কাবেশ হইলে ঘর্ম্ম হয়। এই লক্ষণটি কোনরূপের অতিশয় প্রিয় লক্ষণ। কেবল মাত্র এই লক্ষণটি অবলম্বনে ডাক্তার লিপি, একটা অশিতী বর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধের পক্ষাঘাত আরোগ্য করিয়াছিলেন।

উদরাময়—বৃদ্ধদিগের উদরাময়ে কখন কখন কোনরূপ বাবহৃত হয়। মূত্রের লক্ষণই প্রধান। মূত্র থাকিয়া থাকিয়া নির্গত হওয়া অর্থাৎ একবার থামিয়া যার আবার হইতে থাকে, এই লক্ষণটি অবলম্বনে উদরাময়ে কোনরূপ প্রয়োগ করা যাচতে পারে। সচরাচর ৩০ হইতে উচ্চশক্তি ব্যবহার্য্য।

ইস্কিউলাস হিপোকাস্টেনম।

(Æsculus Hippocastanum)

কটিবেদনা—পশ্চাদিকে পাছার উপর যে অস্থিখানি (সেক্রাস্ট) আছে, সেই স্থান হইতে উক্ত পর্য্যন্ত মন্দ মন্দ বেদনা। উক্ত বেদনা

বেড়াইলে অথবা সম্মুখদিকে ঝুঁকিলে নিতান্ত ব্যক্তি হইয়া থাকে, এই লক্ষণটী ইন্ডিউলাসের অতিশয় প্রিয় লক্ষণ । ইন্ডিউলাসের আর একটি চরিত্রগত লক্ষণ এই, রোগী মনে কবে তাহার গুহাদ্বারের মধ্যে কতকগুলি কাটি খোঁচা পোয়া রহিয়াছে । অর্শরোগে গুহা দ্বারে খোঁচা খোঁচা বোধ দেখিতে পাওয়া যায়, সেই কারণ ইন্ডিউলাস অর্শরোগের একটি মর্চোষদ । গুহাপথটী শুষ্ক এবং পূর্ণবোধ অথবা রোগী মনে করে যেন কতকগুলি ছোট খোঁচা দ্বারা গুহাপথ পূর্ণ রহিয়াছে ।

উপরোল্লিখিত লক্ষণগুলি, জরায়ুর স্থানচ্যুতি অথবা পদাহ কিম্বা প্রদরস্রাব ইত্যাদি বোগে দেখিতে পাইলে, ইন্ডিউলাস প্রয়োগ করা যাইতে পারে । অনেক অতি কঠিন প্রদরস্রাব (লিউকোরিয়া) উক্ত লক্ষণ অবলম্বনে, ইন্ডিউলাস দ্বারা নিরাময় হইয়াছে ।

সর্দি এবং গলক্ষত বোগেও ইন্ডিউলাস অতিশয় উপকারী । ইন্ডিউলাসের সর্দি আসেন্নিকের ন্যায় পাতলা জলবৎ এবং জ্বালাযুক্ত কিন্তু ইন্ডিউলাসের বিশেষত্ব এই, ক্ষতবৎ বোধ ও রোগী ঠাণ্ডা বাতাস নিশ্বাস দ্বারা গ্রহণ করিতে পারে না ।

পুরাতন কিম্বা তরুণ গলক্ষততেও উপরোল্লিখিত লক্ষণ বর্তমান থাকিলে ইন্ডিউলাস উপকারী ।

উদরাময়—ইন্ডিউলাস পুরাতন উদরাময়ে উত্তম । অর্শরোগগ্রস্থ ব্যক্তির উদরাময়ে ইন্ডিউলাসের চরিত্রগত কটি বেদনা বর্তমান থাকিলে ; ইহাকে প্রয়োগ করা নিতান্ত কর্তব্য । বেড়াইলে কিম্বা সম্মুখদিকে ঝুঁকিলে কটিবেদনার এত ব্যক্তি হয় যে, রোগী মনে করে যেন তাহার কোমর ভাঙ্গিয়া যাইবে ।

জিঙ্কম মেটালিকম ।

(Zincum Metallicum)

স্নায়বীয় দুর্বলতা—জিঙ্কমের একটি প্রিয় লক্ষণ । স্নায়ুগুণের উপর জিঙ্কমের অত্যন্ত ক্ষমতা দৃষ্ট হয় । হাম কিম্বা স্কারলাটিনা ইত্যাদি রোগে যদ্যপি দুর্বলতা জনিত চর্ম্মোদ্বেদগুলি উঠিতে না পারে, তাহা হইলে জিঙ্কম তাহার পক্ষে উত্তম । এক কথায় বলিতে হইলে, স্নায়বীয় দুর্বলতা জনিত যদ্যপি রোগের স্বাভাবিক ক্রিয়ার ব্যাধাৎ হইলে, রোগীর জীবন বিপন্ন হয় তাহা হইলে জিঙ্কম সুন্দর কার্য্য করিয়া থাকে । এই স্থলে চিকিৎসকের বিচার শক্তির প্রয়োজন । অতি ধীরভাবে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে যে, প্রকৃত জীবনীশক্তির দুর্বলতা জনিত অথবা সোরা কিম্বা অন্য কোন কারণে রোগ আরোগ্য হইতেছে না । ইম্পানি কাসিতে বক্ষে দুর্বলতা, রোগী বক্ষ তুলিতে পারেনা কিন্তু সদি উঠিয়া যাইলে, রোগী উপশম বোধ করে । রোগিণীর ঋতু আব হয় না কিন্তু ঋতু আব হইলে, আর কোনই অসুখ থাকে না (ল্যাকেসিস) । স্নায়বীয় দুর্বলতা রোগীকে কোন প্রকার মাদক দ্রব্য অথবা মদ্য সেবন করিতে দেয় না, অতি অল্পমাত্র মাদক দ্রব্য ব্যবহার করিলে, যদিচ অতি অল্প সময়ের জন্ত মত্ততা আসিয়া রোগীকে কিঞ্চিৎ সুস্থতা প্রদান করে, তথাচ পরক্ষণেই রোগ অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে । প্লোনোইন, লিডাম, ফ্লুওরিক এসিড, এন্টিমনিয়ম ক্রুডম ইত্যাদি অনেক ঔষধে “কোন প্রকার মাদক দ্রব্য সেবনের পর রোগের বৃদ্ধি” এই লক্ষণটি দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু তন্মধ্যে জিঙ্কম সর্ব্বপ্রধান । আরও মনে রাখিবেন যে, জিঙ্কমের রোগীর শরীরে মাদক দ্রব্য সহ্য না হওয়ার প্রধান কারণ জীবনীশক্তির দুর্বলতা ।

বহুক্ষণ ঘাড় একভাবে অথবা উচ্চ বালিসে রাখিলে যে প্রকার বেদনা হয়, গ্রীবাদেশে উক্ত প্রকারের বেদনা । অনবরত লিখিলে কিম্বা কোন কার্য্য করিলে রোগের বৃদ্ধি । কটিবেদনা, উপবেশনাবস্থায় বৃদ্ধি এবং বেড়াইলে উপশম । এই সময় রসটক্সকে মনে হয় । জিহ্বামের বিশেষত্ব এই রসটক্সের ত্রায় সর্বাঙ্গিক কষ্ট অনবরত স্থিতি পরিবর্তনে উপশম হয় না । পালসেটিলাতেও উক্ত প্রকারের কটি বেদনা গমনাগমনের উপশম হয় কিন্তু তৎসহিত পলসেটিলায় ঋতু সম্বন্ধীয় গোলযোগ দেখিতে পাওয়া যায় । অতিরিক্ত স্নায়ুসংবাস এবং ইন্দ্রিয় দৌর্ব্বল্যের সহিত কটিবেদনা জিহ্বামের আর একটা লক্ষণ । কোব্যাল্টম্ নামক ঔষধের কটিবেদনার সহিত জিহ্বামের কটিবেদনা প্রায় সমভাবাপন্ন, কারণ অতিরিক্ত স্নায়ুসংবাস এবং ইন্দ্রিয় দৌর্ব্বল্য কোব্যাল্টমের একটা কারণ বিশেষ । ইহার নীমাংসা এই, জিহ্বামের কটিবেদনা শুক্রক্ষরণের পর উপশম হয় কিন্তু কোব্যাল্টম নামক ঔষধে তাহা হয় না ।

নিম্ন শাখার কম্পন—ইহা জিহ্বামের একটা চরিত্রগত লক্ষণ এই লক্ষণটা দুর্ব্বলতা পরিচায়ক । অধিকাংশ জিহ্বামের রোগীতে নিম্ন শাখার কম্পন দেখিতে পাওয়া যায় । রোগী শয়ন কিম্বা উপবেশন করিয়া আছে কিন্তু তাহার চরণ কাঁপিতেছে বা নড়িতেছে । মেরুদণ্ডের মধ্যে জ্বালা বোধ । উপরে কোন প্রকার গরম কিম্বা অগ্নি কিছুই অনুভব হয় না কিন্তু রোগী মেরুদণ্ডের মধ্যে অত্যন্ত জ্বালা বোধ করে । শরীরস্থ নানা স্থানের মাংসপেশির নৃত্য । শরীরস্থ নানা স্থানে মাংসপেশির এই প্রকার নৃত্য আরোগ্য করিতে ইণ্ডেসিয়া, এগারিকাস এবং জিহ্বাম প্রধান ।

সর্ব্ব শরীরের কম্পমান অবস্থা—জিহ্বাম এ প্রকার অবস্থারও একটা মহৌষধ বিশেষ । এ লক্ষণটাও দুর্ব্বলতা পরিচায়ক । রোগীর নিজের হস্ত ও পদের কিম্বা অগ্নি কোন স্বাভাবিক গতির উপর প্রভুত্ব

থাকে না। বিনা পক্ষাঘাতে অবস্থার অবস্থা। এ প্রকার অবস্থা শীঘ্র বিদূরিত না হইলে পক্ষাঘাত হইবার সম্ভাবনা।

কোন প্রকার চক্ষোদ্বেদ অথবা দাঁত উঠা কিম্বা অন্য কোন রোগ বসিয়া গিয়া মস্তিষ্কে পীড়া হইলে যদ্যপি জিহ্বার, লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহা হইলে ততস্ততঃ না করিয়া জিহ্বা প্রয়োগ করা কর্তব্য। নিম্নে মাননীয় ডাক্তার ন্যাস প্রদত্ত একটি রোগিণীর বিবরণ দেওয়া হইল।

একটি বিংশাত বর্ষ বয়স্ক মহিলার সর্বাঙ্গিক দুর্বলতার সহিত শিরঃপীড়া এবং ক্ষুধামন্দ হইয়াছিল। তাঁহার প্রধান অসুখ সর্বাঙ্গিক দুর্বলতা। তিনি স্কুলে পড়িতেন। প্রথমে জেলসিমিয়ম দুই প্যারে ব্রাইওনিয়া প্রয়োগ করা হয়। উক্ত চিকিৎসার রোগিণী ধীরে ধীরে আরোগ্য হইতে লাগিলেন। এক দিবস বাত্রে ঘণ্টা হওয়াতে তিনি তাঁহার গাত্রের আবরণ খুঁচিয়া ফেলিয়াছিলেন, তজ্জনিত ঠাণ্ডা লাগিয়া রোগ অত্যন্ত বাড়িয়া নির্মাণস্থিত লক্ষণগুলি প্রকাশ পাইয়াছিল। উদরটী অত্যন্ত ফাঁপা এবং ভয়ানক রক্তস্রাব, বিকার। এলুমেন প্রয়োগে রক্ত স্রাব থামিয়াছে অত্যন্ত অধিক দুর্বলতা দৃষ্ট হইল। রোগিণী একেবারে অজ্ঞান, চক্ষুটী বিস্ফারিত হইয়া উপর দিকে ঠেলায়া উঠিয়াছে, “শিব চক্ষু” মস্তকটী পশ্চাৎ দিকে বক্র, রোগিণী অনবরত বিছানার নিচের দিকে গড়াইয়া পড়িতেছে এবং সমস্ত শরীর এত কাঁপিতেছে যে, এমন কি, বিছানা পর্যন্ত নড়িতেছে। হস্ত এবং পদ হইতে জালু পর্যন্ত মৃত মনুখের ন্যায় ঠাণ্ডা, নাড়ী ক্ষীণ কিন্তু এত দ্রুত যে গণনা করা দুঃসাধ্য, অর্থাৎ মাস্তকের পক্ষাঘাতের ন্যায় সকল লক্ষণগুলি দৃষ্ট হইল। রোগিণীর জীবন আশা সকলেই পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু ডাক্তার ত্রাস ১০ কোঁটা জিহ্বা দুই ড্রাম ঠাণ্ডা জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া, রোগিণীর বদ্ধ দন্তের মধ্য দিয়া ক্রিষ্ণং ক্রিষ্ণং প্রয়োগ করিতে উদ্দেশ্য দিলেন। প্রায় এক ঘণ্টা পরে রোগিণী চক্ষু নামাইয়া ক্ষীণস্বরে হৃদয়

চাহিল।* তিনি একটা নলের সাহায্যে প্রায় অর্ধ গ্লাস লুফ সেবন করিলেন। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এই একবার তাঁহার আহার হইল। কয়েক দিবস তাঁহাকে আর কোন ঔষধ দেওয়া হয় নাই কিন্তু রোগিণী ধীরে ধীরে আরোগ্য পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অবশেষে আরও একমাত্রা নক্স ভমিকার্ম রোগিণী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিলেন।

উদরাময়—উদরাময় অথবা রক্তামাশয় রোগের প্রথমাবস্থায় প্রায়ই জিহ্বা ব্যবহৃত হয় না। রোগ ক্রমশঃ কঠিনাকার ধারণ করিয়া মস্তিষ্কের দুর্বলতা উপপাদন করিলে অথবা মস্তিষ্কে জলসঞ্চয় হইলে জিহ্বা উত্তম। শরীরে কোন প্রকার উত্তাপ নাই, অথচ একটা কিস্বা সন্দ্বিষ্ট কল্পন, ইহাষ্ট জিহ্বার লক্ষণ অর্থাৎ স্নায়বীয় দুর্বলতা জিহ্বাকে নির্দেশ করিয়া দেয়।

বাগদাগের দন্তোদগমে ব্যাঘাত জন্মিয়া, উদরাময়ের সাহিত ফিট হইতে থাকিলে এবং নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি বর্তমান থাকিলে, জিহ্বা সুন্দর কার্য্য করে; মুখমণ্ডল মলিন, উত্তাপ নাই, নিম্ন শাখা অনবরত চালনা করা, জোরে চিৎকার করিয়া উঠা, শরীরের নাংসপেশীগুলি খোঁচয় খোঁচয়া উঠা, অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া থাকা। নিদ্রাবস্থায় লাফাইয়া কিস্বা চিৎকার করিয়া অথবা শরীরস্থ নাংসপেশি খোঁচিয়া উঠা। ভয় পাইয়া, উঠিয়া চারিদিকে তাকাইতে থাকা। মাথাটা অনবরত এপাশ ওপাশ করিয়া নাড়িতে থাকা ইত্যাদি।

সচরাচর ৩০ হইতে উচ্চশক্তি ব্যবহৃত হয়।

— — —

ষ্ট্যানাম মেটালিকাম ।

(Stanum Metallicum,)

লুফনধ্যে ভয়ানক দুর্বলতা—ষ্ট্যানামের অতিশয় প্রিয় লক্ষণ। অন্য কোন ঔষধে বক্ষে এ প্রকার দুর্বলতা দেখিতে পাওয়া যায় না।

কেবল মাত্র ফুস্ফুস ইত্যাদির পীড়াতেই বক্ষে এবস্ত্রকার দুর্বলতা দৃষ্ট হইলে ষ্ট্যানাম ব্যবহৃত হয় এমন নহে ; পাতলা দুর্বল স্ত্রীলোকদিগের জরায়ুর স্থানচ্যুতির সহিত অথবা লিউকোরিয়ার সহিত বক্ষমধ্যে দুর্বলতা বোধ হইলে ষ্ট্যানাম দ্বারা সুন্দর কার্য্য হইয়া থাকে । রোগিনী এত দুর্বল যে চৌকিতে বসিয়া পড়ে । সিঁড়ি দিয়া নামিবার সময় দুর্বলতা, অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া থাকে (সিঁড়ি দিয়া উঠিবার সময় বৃদ্ধি, বোরাক্স, ক্যালকে) ।

ফুস্ফুসের ব্যাধিতেও ষ্ট্যানাম অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ । ফুস্ফুসের রোগে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি দৃষ্ট হইলে ষ্ট্যানাম ব্যবহৃত হয় । কাসির সহিত অতিরিক্ত পরিমাণ শ্লেষ্মা উঠে এবং উক্ত শ্লেষ্মার আশ্বাদ অত্যন্ত মিষ্ট অথবা লবণাক্ত । ষ্ট্যানাম ব্যতিরেক সিপিয়া ও ক্যালি-আইয়ড নামক ঔষধেও লবণাক্ত কফ দেখিতে পাওয়া যায় এবং এই তিনটি ঔষধেই গাঢ়, ভারি, সবুজ অথবা হরিদ্রা বর্ণের গয়ের দেখিতে পাওয়া যায় । ইহা দিগের বিশেষত্ব এই, ষ্ট্যানাম এবং ক্যালি-আইয়ডে নিশাঘন আছে কিন্তু সিপিয়ার নাই এবং ক্যালি আইয়ড অপেক্ষা ষ্ট্যানামে বক্ষমধ্যে দুর্বলতা অত্যন্ত অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায় ।

বেদনা অতি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি হইয়া, ধীরে ধীরে কমিয়া যায়—স্নায়বীয় বেদনার চরিত্র প্রায়ই এই প্রকার হইয়া থাকে । উদরশূল ইত্যাদি রোগে বেদনার চরিত্র উক্ত প্রকার হইলে ষ্ট্যানাম প্রয়োগ করা কর্তব্য । ইহাতে উদরের যন্ত্রণা কলোসিস্থ এবং ব্রাইওনিয়ার ত্রায় চাপনে উপশম হয় । ষ্ট্যানামের উদরশূলের সহিত কলোসিস্থের ভ্রম হওয়ার নিতান্ত সম্ভাবনা । উক্ত প্রকারের বেদনা যদ্যপি কলোসিস্থে উপশম না হয়, এবং রোগী বহুদিবস উক্ত রোগ ভোগ করিতে থাকে, এবং উহা ক্রমশঃ পুরাতন রোগে পরিণত হয়, তাহা হইলে ষ্ট্যানামে উপকার হইবার সম্ভাবনা আছে । বালকদিগের উদরশূলে রোগীকে স্বস্তির উপর শয়ন

করাইয়া বেড়াইলে তাহার যন্ত্রনার উপশম হয় অর্থাৎ তাহার উদরটীতে চাপ পড়িলে উপশম বোধ করে। ষ্ট্যানামের রোগীর মানসিক অবস্থা অতি শোচনীয়, সৰ্বদাই দুঃখিত এবং আশাশূন্য, সৰ্বদাই কাদিতে ইচ্ছা করে।

উদরাময়—উদরাময় রোগে ষ্ট্যানাম অতি অল্পই ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ষ্ট্যানামের মল সবুজ রং বিশিষ্ট ও চাপ চাপ। ষ্ট্যানামের চরিত্রগত উদর-শূলই উদরাময়ের ঔষধ নির্কচনে সহায়। উদর বেদনায় উদরটী কোন শক্ত দ্রব্যের উপর চাপিয়া ধরিলে উপশম বোধ হয়, সেই কারণ বালুক তাহার পেটটী, খাত্তী কিস্বা মাতার স্বন্ধ অথবা হাঁটুর উপর চাপিয়া থাকে। সচরাচর ১২০ হইতে উর্দ্ধ শক্তি ব্যবহৃত হয়।

প্লাটিনা ।

(Platina)

প্লাটিনায় একটী অতি আশ্চর্য্য মানসিক লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। রোগী অত্যন্ত অহঙ্কারী, কাহাকেও ভ্রক্ষেপ করে না, সকলকেই হয় মনে করে। বাটির মধ্যে প্রবেশ করিয়া চাবিদিকে বেড়াইয়া বেড়ায় এবং তাহার ভাব ভঙ্গি দ্বারা প্রকাশ করে যেন তাহার চতুর্দিকস্থ নহুষা ও পদার্থ সমূহ হয় এবং অপদার্থ। ইয়েসিয়া, ক্রোঁকাস, নক্স মন্ডাটা ইত্যাদির স্থায় প্লাটিনাতে মানসিক লক্ষণের পরিবর্তনশীলতা আছে। একোনাইটের স্থায় প্লাটিনাতে মৃত্যুভয় দেখিতে পাওয়া যায়। সর্ব প্রথম যে মানসিক লক্ষণ দুইটির উল্লেখ করা হইয়াছে, উহার প্লাটিনার বিশেষ চরিত্রগত লক্ষণ। ডাক্তার ন্যাস বলিতেছেন তিনি একটী রোগিণীর উন্মাদ রোগের চিকিৎসা করিয়াছিলেন। প্রথমে বিখ্যাত বিখ্যাত চিকিৎসকগণ রোগিণীর

চিকিৎসা করিয়া কোন ফল না পাওয়াতে তাঁহারা উহাকে পাগল গারদে পাঠাইতে উপদেশ দেন। রোগিণীর অভিভাবকেরা ধনবান, সেই কারণে উক্ত ডাক্তারদিগের মতানুযায়ী কার্য্য না করিয়া, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করাইবার মানসে, রোগিণীকে ডাক্তার গ্রাসের চিকিৎসাধিনে রাখিলেন। রোগিণীর মানসিক অবস্থা প্যাটিনার ন্যায় ছিল, তদ্ব্যতিরেকে নিম্নলিখিত আর একটী প্যাটিনার চরিত্রগত লক্ষণ দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। রোগিণীর মেরুদণ্ডের সমস্ত স্থানটীতে বেদনা, যখন এই বেদনা থাকিত সে সময় মানসিক লক্ষণ থাকিত না, আবার যখন মানসিক লক্ষণের উদয় হইত, তখন উক্ত বেদনা থাকিত না। শারীরিক কোন কষ্টের সহিত মানসিক ব্যাধি পর্য্যায়ক্রমে হওয়া, প্যাটিনার চরিত্রগত লক্ষণ সেই কারণে প্যাটিনা প্রয়োগ করা হইয়াছিল এবং রোগিণীও সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছিলেন। প্রথম দিবস হইতেই রোগিণী আশ্চর্য্য ভাবে আরোগ্য হইয়াছিলেন। পরে ১৫ বৎসর কাল মধ্যে একবারও উক্ত ব্যাধির পুনরাব্রমণের চিহ্ন মাত্রও লক্ষিত হয় নাই।

ষ্ট্যানামের ন্যায় প্যাটিনার বেদনা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি এবং ধীরে ধীরে হ্রাস হইয়া থাকে কিন্তু ইহাতে ষ্ট্যানামের ন্যায় দুর্বলতা দেখিতে পাওয়া যায় না; ক্যামোমিলার ন্যায় বেদনার সহিত ঝিঁ ঝিঁ ধরাও প্যাটিনায় দেখিতে পাওয়া যায় এবং দুইটী ঔষধই মানসিক রোগের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ কিল। ইহাদিগের উভয়ের বিশেষ পার্থক্য আছে, একটু চিন্তা করিয়া ঔষধ দুইটী পাঠ করিলে পার্থক্য নির্ণয় করিতে পারিবেন।

জননেজ্রিয়ের উপরও প্যাটিনার বিশেষ ক্ষমতা আছে। আঁতুড়ে জ্বীলোকের ক্যামোমাদ রোগ। রোগিণীর যোনিদ্বার হইতে তলপেট পর্য্যন্ত কুটু কুটু করে। অতিরিক্ত সঙ্গমেচ্ছা, বিশেষতঃ কুমারী জ্বীলোকদিগের অত্যন্ত সঙ্গমেচ্ছা। অপ্রাপ্ত বয়স্কা জ্বীলোকদিগের অত্যধিক ক্যামেচ্ছা এবং যোনিতে অত্যন্ত স্পর্শসহিষ্ণুতা, এমন কি স্পর্শ পর্য্যন্তও

করিতে দেয় না । এত স্পর্শসহিষ্ণুতা যে সুরত কার্যের সময় রোগিনী একেবারে অজ্ঞান হইয়া পড়ে । স্ত্রীলোকদিগের অত্যধিক পরিমাণ ঋতুস্রাব, রক্ত কাল কাল চাপ চাপ ।

ঋতু স্রাবের সহিত যোনিপথটী বাহির হইয়া পড়া এবং যোনিতে অত্যন্ত স্পর্শসহিষ্ণুতা, একেবারেই স্বামী সহবাস করিতে পারে না । এই লক্ষণ দুইটী প্ল্যাটিনার অতিশয় চরিত্রগত লক্ষণ । হিষ্টিরিয়া ইত্যাদি রোগে উপরোল্লিখিত লক্ষণ দুইটী দৃষ্ট হইলে প্লাটিনা প্রযোজ্য ।

কোষ্ঠবদ্ধ—যদিচ কাদা কাদা মল, তথাচ মল মলদ্বারে আসিয়া আটকাইয়া থাকে, নির্গত হয় না ।

৩০ হইতে উচ্চ শক্তি ব্যবহার্য্য ।

ক্যালি হাইড্রিওডিকম ।

(Kali Hydriodicum)

এলোপ্যাথিক ডাক্তারেরা এই ঔষধটীর নিতান্ত অপব্যবহার করিয়া থাকেন । ক্যালি হাইড্রিওডিকম বা পটাস আইওডাইডকে উহার সিফিলিস এবং পারদ অপব্যবহার জনিত রোগ সমূহের মহৌষধ বিশেষ জানিয়া, অনবরত ব্যবহার করিয়া থাকেন । উহার ক্যালি হাইড্রোফিউলা রোগেও ব্যবহার করেন, এলোপ্যাথিক ডাক্তারেরা কেন যে ফ্রুফিউলা রোগে এই ঔষধটী ব্যবহার করেন, তাহার বিশেষ কোন কারণ নাই । তাঁহারা বলেন যদিচ আমরা ইহার বিশেষ কিছু বিজ্ঞান সঙ্গত প্রমাণ দেখাইতে পারি না, তথাচ বলি, ইহাকে বহু দিবস যাবৎ ব্যবহার করিলে, রোগীর শরীরগত বিশেষ ধর্ম বদলাইয়া তাহাকে রোগ মুক্ত করে । এ প্রকার অন্ধকারে ঢিল মারা অনেক ঔষধ আছে । আর অধিক এ সম্বন্ধে

আলোচনা করিবার ক্ষমতা এখন নাই, তবে হৃৎথের বিষয় এইবে, কি কুক্ষণে হোমিওপ্যাথির জন্ম হইয়াছিল, ইহার প্রত্যেক অক্ষরে সত্য গাঁথা থাকিলেও এখন পর্য্যন্ত জগত ইহাকে একবাক্যে গ্রহণ করিতেছে না।

ঋষস্বস্ত্রের উপর ক্যালি হাইডের সুন্দর ক্রিয়া আছে। অত্যন্ত অধিক টাণ্ডা লাগিয়া কাসি হইলে অথবা নিউমোনিয়ার পর কাসি আরোগ্য না হইয়া ক্রমে ঋক্ষার লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, ইহা সুন্দর কার্য্য করিয়া থাকে। বক্ষের গভীরতম প্রদেশ হইতে অতিরিক্ত শ্লেষ্মা উঠে। রোগী মনে করে তাহার বক্ষের মধ্যস্থলের অস্থির মধ্যস্থান হইতে শ্লেষ্মা উঠিতেছে। কাসিবার এবং শ্লেষ্মা তুলিবার সময় উভয় স্বন্ধের মধ্যবর্ত্তী স্থানে আড়াআড়ি ভাবে বেদনা। বক্ষ হইতে যে শ্লেষ্মা অথবা গৈয়ের উঠিতে থাকে তাহা গাঢ় এবং পরিমাণ অত্যন্ত অধিক। এবস্ত্রকারের শ্লেষ্মা ষ্ট্যানাম এবং স্যাঙ্গুইনেরিয়া নামক ঔষধেও দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু উহাদিগের বিশেষত্ব এই, ষ্ট্যানামের গয়েরের আশ্বাদ মিষ্ট, স্যাঙ্গুইনেরিয়ার রোগীর নিঃশ্বাস প্রাশ্বাস এবং গয়ের সমস্তই দুর্গন্ধবৃত্ত, কিন্তু ক্যালি হাইডের গয়ের লবণাক্ত। ষ্ট্যানাম এবং ক্যালি হাইডে আর এক প্রকারের গয়ের দেখিতে পাওয়া যায়। সাবানের ফেনার ন্যায় গয়ের। এই প্রকার শ্লেষ্মা সবাস্ত্রিক শোথ রোগে কিম্বা কেবল মাত্র ফুস্ফুসের শোথ রোগে দেখিতে পাওয়া যায়। সাবানের ফেনার ন্যায় গয়ের ক্যালি-হাইডের অধিক প্রিয় লক্ষণ নহে। বহুপরিমাণ, ঘন, সবুজাভাবৃত্ত, লোন্তা গয়ের ক্যালি হাইডের চরিত্রগত লক্ষণ, অতএব এবস্ত্রকার শ্লেষ্মার সহিত উপবোল্লিখিত ফুস্ফুসের রোগ হইলে ক্যালি হাইড তাহাকে আরোগ্য করিতে সক্ষম।

নিউমোনিয়া—নিউমোনিয়ায় যখন ফুস্ফুসের মধ্যে জমাট বাঁধিতে থাকে অর্থাৎ নিউমোনিয়া আরম্ভ হইতেছে বা হইয়াছে এরূপ স্থলে যদ্যপি ব্রাইওনিয়া, সালফর কিম্বা ফস্ফরাস ইত্যাদি ঔষধ প্রয়োগ করিবার

উপযুক্ত লক্ষণ সমূহ দৃষ্ট না হয়, তাহা হইলে ক্যালি হাইড প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ফুস্ফুসের জমাট অবস্থা অত্যন্ত অধিক হইলে মস্তকে রক্তাধিক্য হয়, অর্থাৎ মস্তকের শিরাগুলির মধ্যে অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে রক্ত চালিত হয়। মস্তকে রক্তাধিক্য হইলে বাহ্যিক লক্ষণ মধ্যে চক্ষু ও মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ, চক্ষের তারা (অর্থাৎ বড় গোল কালটি নহে, উহার মধ্যস্থলে আরও ছোট, গোল এবং আরও উজ্জ্বল কাল স্থান, সেইটিকে চক্ষের তারা (Pupil) কহে। আমরা যখন দূরে কোন বস্তু নিরীক্ষণ করি তখন ইহা সঙ্কুচিত হয় এবং নিকটস্থ কোন বস্তু নিরীক্ষণ করিবৎ সময় প্রসারিত হইয়া থাকে) প্রসারিত হয়। মাথায় এবম্প্রকার রক্তাধিক্যের পর একটা শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হয়, যাহার ফল মৃত্যু। মস্তকের চতুর্দিক দৃষ্ট হই খানি আবরণ আছে তাহার মধ্যে জল-সঞ্চয় হইতে থাকে, একরূপ স্থলে রোগীর নিশ্বাস প্রশ্বাস ঘন হয়, চক্ষের তারা আরও প্রসারিত এবং রোগী প্রথমে তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া, ক্রমশঃ অজ্ঞান হইয়া পড়ে ও মস্তকটী চালনা করিতে থাকে।

মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ ও চক্ষের তারা প্রসারিত বেলেডোনার চরিত্রগত লক্ষণ কিন্তু এ প্রকার রোগীতে বেলেডোনা ব্যবহৃত হইতে পারে না। কারণ লক্ষণ সমষ্টি হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রয়োগ করিবার মূল মন্ত্রস্বরূপ। বেলেডোনার ফুস্ফুসের জমাট অবস্থা পাওয়া যায় না, সেই কারণ বেলেডোনার লক্ষণ সমষ্টির সহিত উপরোল্লিখিত রোগের লক্ষণ সমষ্টির ঐক্য হয় না, কিন্তু ক্যালি হাইডের সহিত ঐক্য হয়, কাজেকাজেই ক্যালি হাইড এবম্প্রকার রোগীর জীবন দানে সক্ষম।

ঔষধটী ব্যবহার সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে। এলোপ্যাথিক ডাক্তারেরা এই ঔষধটী ৫ হইতে ২০ গ্রেণ এবং আরও অধিক ব্যবহার করিয়া থাকেন। মাননীয় ডাক্তার ন্যাস প্রথমে দুই হইতে চারি গ্রেণ পর্যন্ত আদত ঔষধ, একটা চারি আউন্স শিশিতে জলের সহিত মিশাইয়া,

এক “চা খাইবার চামচ” পরিমাণ দিবসে তিন বার করিয়া সেবন করিতে দিতেন। উক্ত প্রকারে ঔষধ সেবন করিতে করিতে যখন ঔষধের অর্দ্ধেক নিঃশেষিত হইত, তখন পুনরায় উহাতেই জল মিশ্রিত করিয়া শিশিটী পূর্ণ করিয়া দিতেন, পুনরায় অর্দ্ধেক নিঃশেষিত হইলে আবার শিশিটী পূর্ণ করিয়া দিতেন। যতদিন পর্য্যন্ত না রোগী আরোগ্য লাভ করিত এই প্রকারে ঔষধ সেবন করাইতেন। তিনি এই উপায়ে বহু রোগী আরোগ্য করিয়াছিলেন, পরে যখন ২০০ শত শক্তির উক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিয়াও সমান ফল পাইলেন, তদবধি, আর শক্তিকৃত ঔষধ বাতিরেকে ব্যবহার করিতেন না। ডাক্তার বোরিক মাদার টিংচার ঔষধ হইতে ১২ শক্তি পর্য্যন্ত ব্যবহার করিতে বলেন।

এপিস মেলিফিকা।

(Apis Melifica)

জ্বালাযুক্ত হুলবিদ্ধবৎ বেদনা। জ্বালাযুক্ত হুলবিদ্ধবৎ বেদনার সহিত চক্ষু, চক্ষের পাতা, কর্ণ, মুখমণ্ডল, ওষ্ঠ, জিহ্বা, গলমধ্য, গুহ্যদ্বার, অণ্ডকোষ ইত্যাদি কোন স্থান রক্তবর্ণ ও ফুলা, অত্যন্ত স্পর্শসহিষ্ণুতা। হঠাৎ জোরে চীৎকার করিয়া উঠা। পর্য্যায়ক্রমে উত্তাপ ও ঘর্ম্ম।

মোমাছিতে হুল বিদ্ধ করিলে যে প্রকার যন্ত্রণা হয়, উক্ত প্রকারের জ্বালাযুক্ত হুলবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা এপিস মেলিফিকার চরিত্রগত লক্ষণ। মেনিঞ্জাইটিস ইত্যাদি রোগে মস্তকে জল সঞ্চয় হইলে, উক্ত প্রকার যন্ত্রণা জনিত যখন রোগী থাকিয়া থাকিয়া হঠাৎ তারস্বরে চীৎকার করিয়া উঠে, তখন এপিস মহৌষধ বিশেষ। আরও এবশ্রকারের যন্ত্রণা ক্রমবর্ধমান হওয়ায় অর্শে, স্ত্রীলোকদিগের ডিম্বাধারে ইত্যাদি স্থানে

দেখিতে পাইলে, এপিস অতি উত্তম ঔষধ। আঙ্গুল হারা, এমন কি ক্যানসার রোগেও জ্বালাযুক্ত হুলবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা দেখিতে পাইলে তখনই এপিসকে স্মরণ করিবেন। এপিসের এবস্প্রকার যন্ত্রণা শীতল প্রয়োগে উপশম হয়।

শোথ—শোথরোগে এপিস একটা মর্শোধ বিশেষ। প্রায় প্রদাহের প্রথম অবস্থা হইতেই শোথ আরম্ভ হয় এবং উক্ত শোথ এমন কি পুরাতন রোগেও পরিণত হইয়া থাকে।

যে সকল ভয়ানক ডিপথিরিয়া রোগে গলমধাস্থ চতুষ্পার্শ্ব শোথযুক্ত ফুলা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া, গলাটা বুজিয়া যায়, আল জিহ্বাটা জলপূর্ণ থলিয়ার ন্যায় বুলিয়া পড়ে, অত্যন্ত শ্বাস কষ্ট হইতে থাকে, এক্রপ অবস্থায় রোগীর দম বন্ধ হইয়া মৃত্যুর নিতান্ত সম্ভাবনা। কখন কখন এ প্রকার অবস্থার সহিত জ্বালাযুক্ত হুলবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা দেখিতে পাওয়া যায়। এই লক্ষণ সমষ্টি আরোগ্য করিবার জন্য এপিস মেলিফিকা প্রয়োগ করিলে অতি সন্তোষজনক ফল পাওয়া যায়। উক্ত প্রকারের গলমধাস্থ শোথে কখন কখন যতক্ষণ পর্য্যন্ত না রোগ অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কোন প্রকার বেদনা হয় না। গলমধাস্থ পীড়ায় যন্ত্রণা না থাকিলে ব্যাণ্ডিসিয়া প্রয়োগ করা যায় কিন্তু :ব্যাণ্ডিসিয়ায় এপিসের ন্যায় শোথযুক্ত ফুলা নাই। হুলবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা না থাকিলেও যদিপি এপিসের চরিত্রগত শোথযুক্ত ফুলা বর্তমান থাকে তাহা হইলে এপিস প্রয়োজ্য।

মাননীয় ডাক্তার ন্যাস বলিতেছেন নিউইয়র্কে ওয়ার্টকিনস্ গ্লেন নামক স্থানে একটা ডিপথিরিয়া রোগী দেখিবার জন্য তিনি আহৃত হইয়াছিলেন, সেই স্থানে চল্লিশটা রোগী উক্ত রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল এবং যখন তিনি তথায় উপস্থিত হইলেন, তখনও চারিটা মৃতদেহ পতিত। তিনি যখন রোগিনীর চিকিৎসকের সহিত কথা কহিতেছিলেন, যদিচ মধ্যে তিন চারিটা গৃহ বাবধান ছিল, তথাচ রোগিনীর কষ্টপূর্ণ নিশ্বাস

প্রস্থাসের শব্দ শুনিতে পাইতেছিলেন। পরে যখন রোগিনীর মুখগহ্বর
নিরীক্ষণ করিলেন, তখন এপিস সম্বন্ধে তাঁহার আর কোন সন্দেহ রহিল
না। তিনি তাঁহার চিকিৎসককে এপিস দিবার জন্য পরামর্শ দিলেন।
রোগিনীও উক্ত ঔষধে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিলেন। পূর্বে যে সকল
রোগী সেই বাটিতে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে
কাহাকেও এপিস দেওয়া হয় নাই।

শরীরের সর্বত্রই এপিসের শোথ দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু মুখগহ্বর,
গলমধ্য, মুখমণ্ডল এবং চক্ষের চতুষ্পার্শ্ব ইহার অপেক্ষাকৃত প্রিয় স্থান।
চক্ষের নিম্নপত্র জলপূর্ণ থলির ন্যায় বুলিয়া পড়া (উপর পাতা ক্যালিকার্ক)
এপিসের একটি বিশেষ চরিত্রগত লক্ষণ। ইরাইসিপেলাস রোগে যদ্যপি
গাত্র-চর্ম শোথযুক্ত ফুলার ন্যায় দেখায় এবং তৎসহিত জ্বালাযুক্ত ছনবিদ্ধবৎ
যন্ত্রণা থাকে, তাহা হইলে এপিস সুন্দর কার্য্য করে। ইরাইসিপেলাস
রোগে কখন কখন শোথযুক্ত ফুলায় এত জল সঞ্চয় হয় যে, ফোস্কার ন্যায়
ফুলিয়া উঠে।

স্পর্শসহিষ্ণুতা—সেরিব্রোস্পাইন্যাল মেনিঞ্জাইটিস রোগে সমস্ত শরীর
এমন কি মাথার চুলগুলিতে পর্য্যন্ত স্পর্শসহিষ্ণুতা। নিম্নোদর, জরায়ু,
ভিষ্যধার ইত্যাদিতে স্পর্শসহিষ্ণুতা।

সালিখা বাঁড়ুযো পাড়ায় একটি স্ত্রীলোকের গর্ভপাত হইবার পর
ভয়ানক জ্বর, পেটের পীড়া এবং পেরিটোনাইটিসের লক্ষণ সমূহ দৃষ্ট
হইয়াছিল, আমি আহত হইয়া দেখিলাম, রোগিনী অজ্ঞানবস্থায় গুইয়া
আছে কিন্তু উদরটা স্পর্শ করিলেই চমকাইয়া উঠে, পিপাসা নাই স্বায়ং
কালে জ্বরের বৃদ্ধি হয় এবং জ্বরে পর্য্যায়ক্রমে ঘর্ম্ম এবং উত্তাপ হইয়া
থাকে। উপরোল্লিখিত লক্ষণগুলি এপিসের চরিত্রগত; এপিস প্রয়োগ
করিলাম, রোগিনী উক্ত ঔষধে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিল।

এপিসের নিদ্রা অস্থিরতায়ুক্ত। মস্তিষ্কের পীড়ায় অর্থাৎ মেনিঞ্জাইটিস

ইত্যাদি রোগে রোগী অজ্ঞানাবস্থায় পড়িয়া থাকে, একরূপ স্থলে যদ্যপি রোগী হঠাৎ এক একবার অতি জোরে চাৎকার করিয়া উঠে, তাহা হইলে এপিস প্রয়োগ করা যাইতে পারে। এই লক্ষণ অবলম্বনে আমি বহুরোগী এপিস দ্বারায় আরোগ্য করিয়াছি। অররোগে পর্যায়ক্রমে ঘর্ম ও উত্তাপ এপিসের চরিত্রগত লক্ষণ।

নিশ্বাস প্রশ্বাসে অতীব কষ্ট, রোগী মনে করে যেন এই নিশ্বাসই তাহার শেষ নিশ্বাস। কেবল শোথ রোগে এই লক্ষণটি দেখিতে পাওয়া যায় এমন নহে, জ্ঞানবীয় পীড়াতেও এই লক্ষণটি দৃষ্ট হইলে এপিস প্রয়োগ করা যায়।

উদরাময়—মল, হলুদবর্ণ জলবৎ, সব্জাতায়ুক্ত, হলুদাভায়ুক্ত, সামান্য মাত্র নড়াচড়া করিলেই মল অসাড়ি নির্গত হয়, মলদ্বার সর্বদা কঁক হইয়া থাকে। গুহ্যদ্বার এত অসাড়ি যে রোগী বুঝিতে পারে না যে, মল নির্গত হইতেছে। পিপাসা থাকে না। উদরে স্পর্শসহিষ্ণুতা, সামান্যমাত্র স্পর্শে রোগী চমকাইয়া উঠে। অজ্ঞানাবস্থা এবং মধ্যে মধ্যে তারঙ্গরে চাৎকার করিয়া উঠে।

বালকদিগের উদরাময় এবং কণেরা রোগে এপিস একটা মগোষধ বিশেষ। বালকদিগের উদরাময়ের পর মস্তকে জলসঞ্চয় হইয়া, উদরে স্পর্শসহিষ্ণুতা, পিপাসাশূন্যতা, সময় সময় চাৎকার করিয়া উঠা, ইত্যাদি লক্ষণ বর্তমান থাকিলে এপিস উত্তম।

পূর্বে আমি এপিস ৫য়, ৬ষ্ঠ শক্তি ব্যবহার করিতাম, এখন ৩০ শক্তি ব্যবহার করি।

ক্যান্থারিস ভেসিকেটোরিয়া ।

(Cantharis Vesicatoria)

ক্যান্থারিস মূত্রযন্ত্রের উপর অদ্ভুত ক্রিয়া উৎপাদন করে। মূত্র যন্ত্রের উপর ক্যান্থারিসের ক্রিয়া এত অধিক যে একমাত্র মূত্র যন্ত্রের লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া অতি কঠিন কঠিন রোগী ইহা দ্বারা আরোগ্য লাভ করিয়াছে। মস্তিষ্ক, দুম্‌দুম, মুখ হইতে গুহাদ্বার পর্য্যন্ত সমস্ত মিউকাস মেম্ব্রেন, গাত্রচর্ম ইত্যাদির প্রদাহে, যদ্যপি পুনঃ পুনঃ মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা, ও ফেঁটা ফেঁটা প্রস্রাব, মূত্রত্যাগ কালে মূত্রনলিতে জ্বালা ও কৰ্ত্তনবৎ বেদনা বর্তমান থাকে, তাহা হইলে ক্যান্থারিস প্রযোজ্য।

মূত্র সম্বন্ধে বড় অক্ষরে যে লক্ষণগুলি লিখিত হইল উহারা ক্যান্থারিসের অতি স্বাভাবিক। একটা জ্বীলোক বহু দিবস যাবৎ ব্রঙ্কাইটিস রোগে ভুগিতেছিলেন। তাঁহার অত্যন্ত অধিক পরিমাণে স্লেথা উঠিত এবং উক্ত স্লেথা আটা আটা এবং দড়ির ন্যায় ঝুলিয়া পড়িত। ইহা ক্যালি বাইক্রমের চরিত্রগত লক্ষণ কিন্তু ক্যালি বাইক্রম দিয়া কোনই ফল হইল না। এক দিবস রোগিণী হঠাৎ বলিল তাহার পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগ করিবার ইচ্ছা হয় এবং মূত্র ত্যাগ কালে মূত্রনলিতে জ্বালা এবং কৰ্ত্তনবৎ বেদনা অনুভব করে, তখন তাহাকে ক্যান্থারিস দেওয়াতে রোগিণী অতি আশ্চর্য্য ভাবে আরোগ্য লাভ করিল।

মূত্র যন্ত্রের লক্ষণগুলি ক্যান্থারিসের অতিশয় প্রিয়। পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগের ইচ্ছার সহিত মূত্রস্থলিতে অত্যন্ত যন্ত্রণা এবং কৌথানি। মূত্রস্থলির গলদেশে জ্বালা এবং কৰ্ত্তনবৎ

বেদনা । মূত্রত্যাগের পূর্বে, পরে এবং মূত্রত্যাগ করিবার সময় মূত্রনলিতে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক কর্তনবৎ বেদনা । সর্বদা মূত্রত্যাগের ইচ্ছা । মূত্র ফোঁটা ফোঁটা পরিমাণ পড়ে এবং অত্যন্ত যন্ত্রণা দেয় । মূত্র যন্ত্র সম্বন্ধে এই কয়টা লক্ষণ প্রধান । ইহাদিগকে অন্য কোন পীড়ার সহিত দৃষ্ট হইলে, তৎক্ষণাৎ ক্যান্সারিসকে স্মরণ করা কর্তব্য ।

ইরাইসিপেলাস রোগে ক্যান্সারিস অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ । এস্থলে এপিস এবং ক্যান্সারিসে তুলনা করিয়া দেখা যাউক, কারণ এপিসেও অনেক সময়ে মূত্র সম্বন্ধে অনেক লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে । এপিসে ইরাইসিপেলাস রোগে শোথযুক্ত ফুলা দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু ক্যান্সারিসে আগুনে পোড়া ফোড়ার ন্যায় দেখায় । ক্যান্সারিসে ভয়ানক জ্বালা আছে কিন্তু এপিসে নাই এবং এপিসে জ্বালার সহিত ছল বিদ্ধবৎ যন্ত্রণা থাকে । প্রস্রাব সম্বন্ধে লক্ষণ ক্যান্সারিসের অধিক প্রিয় । এপিসের রোগী থাকিয়া থাকিয়া অতিশয় জোরে চীৎকার করিয়া উঠে । যদ্যপি চর্ম্মোদ্বেদগুলি বসিয়া বাইতে আরম্ভ হয় এবং মস্তিষ্কাবরূক ঝিল্লিগুলি আক্রান্ত হইতে থাকে, তাহা হইলে ক্যান্সারিস উত্তম । ক্যান্সারিসের রোগী অস্থির, সকল বিষয়েই অসন্তুষ্ট, অত্যন্ত কান্নাকাটি করে, সর্বদাই নড়াচড়া করিতে চাহে । ক্যান্সারিসের মানসিক অবস্থা এবং জ্বালা আর্সেনিকের ন্যায়, ফলতঃ আর্সেনিক এবং ক্যান্সারিসে ভ্রম হইবার সম্ভাবন আছে, কেবল একটা মাত্র লক্ষণ এই ভ্রম সংশোধন করিতে সক্ষম, যদ্যপি “হুর্নিবার্য পিপাসা” বর্তমান থাকে তাহা হইলে, ক্যান্সারিস এপিস পরিত্যাগ করিয়া আর্সেনিক প্রয়োগ করাই বিধেয় ।

আগুনে পোড়া—আগুনে পুড়িয়া যাইলে ক্যান্সারিস একটা মহৌষধ বিশেষ । শরীরের কোন স্থান অগ্নিতে দগ্ধ হইলে, যদ্যপি তৎক্ষণাৎ ক্যান্সারিস মিশ্রিত জলে দগ্ধ স্থানটা সিক্ত করা যায় তাহা হইলে “আগুনে

জল দেওয়ার স্থায়" জ্বালার নিবৃত্তি হইয়া থাকে, আরও ফোকা ইত্যাদির ভয় অনেক কমিয়া যায়। অগ্নিতে দগ্ধ হইবার পর ক্ষত ইত্যাদিতে ক্যাথারিস বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক প্রয়োগ করিলে, অতি সুন্দর ফল হইয়া থাকে।

জ্বালা—জ্বালা ক্যাথারিসের চরিত্রগত লক্ষণ, জ্বালা আরোগ্য করিতে ক্যাথারিস আসেনিকের প্রায় সমকক্ষ। কোন প্রকারে চক্ষে আগুন লাগিয়া চক্ষুর প্রদাহ। মুখ, গলমধ্য এবং পাকস্থলিতে জ্বালা, সমস্ত অন্ত্র মধ্যে জ্বালা। জ্বরায়ু, ডিম্বাধার ইত্যাদিতে জ্বালা। শুষ্কদ্বারে জ্বালা। জ্বালা ক্যাথারিসের একটা চরিত্রগত লক্ষণ, যদি জ্বালার সহিত ক্যাথারিসের চরিত্রগত মূত্র যন্ত্রের লক্ষণগুলি বর্তমান থাকে, তাহা হইলে ক্যাথারিস প্রয়োগ করিতে অনুমাত্র বিলম্ব করা কর্তব্য নহে।

উদরাময়—পান না খাইয়া প্রাতঃকালে “জিব ছুলিলে” বে প্রকার পদার্থ নির্গত হয়, উক্ত প্রকারের মল ক্যাথারিসের চরিত্রগত, এই প্রকারের মল প্রায়ই রক্ত-আমাশয় রোগে দেখিতে পাওয়া যায়। কলেরা রোগে যখন রোগীর বমন ও রেচন নিবৃত্তি হইয়াছে অথবা অনেক কম পড়িয়াছে এবং ঘন ঘন প্রস্রাব করিবার ইচ্ছা সত্ত্বেও প্রস্রাব করিতে পারিতেছে না, তখন ক্যাথারিস প্রয়োগ করিলে, প্রভূত পরিমাণে প্রস্রাব হইয়া রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে। অধিকাংশ কলেরা রোগীতে প্রস্রাব করাইবার জন্ত ক্যাথারিস প্রয়োগ করিতে হয়। আমার বোধ হয় ক্যাথারিস না থাকিলে বহু কলেরা রোগী প্রস্রাব করিতে না পারিয়া মারা যাইত।

সচরাচর ৬ ও ৩০ শক্তি ব্যবহৃত হয়।

ফস্ফরাস

(Phosphorus)

ফস্ফরাসের প্রিয় নর অথবা নারীর অবয়ব সুন্দর, পাতলা, লম্বা এবং সামান্য কুজ্জ; কেশ কটা, চক্ষের পাতা পাতলা, কটা এবং সহজে উঠিয়া যায়। উক্ত প্রকার অবয়বযুক্ত মানবের শরীর ফস্ফরাসের অতীব প্রিয় স্থান। স্বভাবও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অনুরূপ বলিলেও অত্যাক্তি হয় না। ফস্ফরাসের প্রিয় ব্যক্তির স্বভাব অত্যন্ত কোমল, সামান্য একটুতেই মনে বাথা পায় কিন্তু বুদ্ধি তীক্ষ্ণ অতি সহজেই এবং শীঘ্র সকল বিষয় বুঝিতে পারে। যুবক অতি শীঘ্র লম্বা হইয়া উঠিতেছে। লম্বা হইতেছে কিন্তু তৎসহিত সম্মুখদিকে কিঞ্চিৎ কুজ্জও হইতেছে। এই প্রকার অবয়বযুক্ত পুরুষ অথবা নারী উভয়ই ফস্ফরাসের প্রিয়।

বক্ষরোগ—ফুফুসের নানাপ্রকার পীড়ায় ফস্ফরাস ব্যবহৃত হয়। কাসি, ব্রঙ্কাইটিস রোগে, কাসি সক্ষা হইতে আরম্ভ হইয়া, মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত অধিক হইয়া থাকে। চাপা কাসি। কথা কহিলে, হাস্য করিলে, টেচেস্বরে পাঠ করিলে, বাম পার্শ্বে শয়নে এবং ঠাণ্ডায় কাসির বৃদ্ধি। কাসির চোটে সমস্ত শরীর কাঁপিতে থাকে এবং কাসিতে কষ্ট হয় বলিয়া রোগী যতক্ষণ পারে অতি কষ্টে গোঙ্গানির সহিত কাসি চাপিয়া রাখে।

নিউমোনিয়া রোগে ফস্ফরাস একটা সুন্দর ঔষধ। রোগী মনে করে, তাহার বক্ষে যেন ভারি বোঝা চাপান আছে, সেই কারণ নিশ্বাস গ্রহণে তাহার অতীব কষ্ট হয়। বিশেষতঃ ফুফুসের দক্ষিণ দিকের নিম্নার্দ্ধ নিউমোনিয়া দ্বারা আক্রান্ত হইলে, ফস্ফরাস অতীব উৎকৃষ্ট ঔষধ। নিউমোনিয়ার প্রথম অবস্থায় লক্ষণানুযায়ী ফস্ফরাস প্রয়োগ করিলে, অতি

শীঘ্র রোগী আরোগ্যমুখে ধাবিত হয় । নিশ্বাস প্রশ্বাসের সহিত নাসিকার পাতা দুইটা সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয় । রোগী বাম পার্শ্বে শয়ন করিতে পারে না । বাম বক্ষে সূচিবিন্দবৎ বেদনা, বাম পার্শ্বে শয়নে বৃদ্ধি, এই লক্ষণটি প্লুরাইটিস রোগে দেখিতে পাওয়া যায় । যে পার্শ্বের কুস্ফুস আক্রান্ত হয় সেই দিকের গণ্ড রক্তবর্ণ ।

ক্ষয় কাস রোগেও ফক্ষরাস অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ । যে সকল নরনারীর অবয়ব ফক্ষরাসের চরিত্রগত, তাহাদিগের কাস রোগে ফক্ষরাস সুন্দর কার্য্য করে । ফক্ষরাসের রোগীর শরীরে সর্বাঙ্গীক দুর্বলতা এবং বক্ষে চাপবৎ বোধ প্রায়ই দৃষ্ট হয় । এবশ্প্রকার রোগীতে উচ্চ শক্তির এক মাত্রা ফক্ষরাস, এমন কি রোগীকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করিতেও সক্ষম ।

গলা ভাঙ্গা—রোগী কিছুতে চীৎকার করিয়া কথা কহিতে পারে না । সন্ধ্যারাত্রে অপেক্ষাকৃত গলা ভাঙ্গিয়া যায় । বালকদিগের ঘুড়ি কাশিতে একোনাইট ও স্পঞ্জিয়ায় উপকার না হইলে, ফক্ষরাস দেওয়া যাইতে পারে । রোগীর কাশি অন্যান্য ঔষধে অনেক কম পড়িয়াছে কিন্তু প্রত্যেক দিন সন্ধ্যার সময় কাশি হয় অথবা গলা ভাঙ্গিয়া যায় কিম্বা পুনরায় পূর্ববৎ কাশি হইতে থাকে, এরূপ অবস্থায় ফক্ষরাস দেওয়া যাইতে পারে । সামান্য কাসি হইতে ক্রমে কুসকুসাদি আক্রান্ত করিয়া ক্রমশঃ রোগ কঠিনাকার ধারণ করে ।

টাইফয়েডাদি সাংঘাতিক তরুণ পীড়ার শেষাবস্থায় নিউমোনিয়া হইলে, তাহাতে ফক্ষরাস অতি উত্তম ঔষধ । ল্যাকেসিসের ন্যায় বিকারে বিড় বিড় করিয়া বকা ফক্ষরাসে দেখিতে পাওয়া যায় । উহাদিগের বিশেষত্ব এই, ল্যাকেসিসের রোগীর নিদ্রার পর রোগের বৃদ্ধি এবং ফক্ষরাসে উপশম হইয়া থাকে ।

জালা—আর্সেনিক এবং সালফরের ন্যায় জালা ফক্ষরাসের প্রধান

লক্ষণ । 'শরীরের মধ্যে এমন কোন স্থান নাই যে স্থানে ফক্ষরাসের জ্বালা দেখিতে পাওয়া যায় না । শরীরের উপরস্থ চর্ম হইতে নীতান্ত অভ্যন্তরস্থ স্থানেও ফক্ষরাসের জ্বালা দেখিতে পাওয়া যায় । বিশেষতঃ প্রাতে সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং সন্ধ্যায় সূর্যাস্তের পর যখন সামান্য আলোক থাকে, সেই সময়ে শরীরের নানা স্থানে প্রধানতঃ গাত্রচর্মে জ্বালা, অস্থিরতা, উৎকর্ষা ইত্যাদি ।

স্নায়ুবিধানের উপরও ফক্ষরাসের অতি সুন্দর কার্য দেখিতে পাওয়া যায় । ফক্ষরাস একেবারে স্নায়ুবিধানের মূলে অর্থাৎ মস্তিষ্ক এবং মেরুদণ্ডে আঘাত করে । প্রথমে স্নায়ুবিধান এতদূর উত্তেজিত হয় যে আলোক, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ কিছুই সহ্য হয় না অর্থাৎ সকল ইন্দ্রিয়ের স্পর্শসহিষ্ণুতা দৃষ্ট হয় । জ্বালার কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে, উহা ব্যতিরেকে শরীরে কম্পন, ঝাঁঝ ধরা ইত্যাদি প্রকাশ পাইয়া, সম্পূর্ণ পক্ষাবাত পর্যন্ত হইতে পারে । এবম্প্রকার অবস্থা তরুণ, পুরাতন উভয় প্রকার ব্যাধিতেই দোষিতে পাওয়া যায় । রোগী অনবরত নড়াচড়া করিতে ভালবাসে এক দণ্ডও স্থির হইয়া দাঁড়াইতে অথবা বাসতে পারে না ।

সামান্য ক্ষত গ্রন্থিক রক্তপাত—ইহাও ফক্ষরাসের চারিত্রগত লক্ষণ । শরীরের কোনস্থানে একটু ছিঁড়িয়া যাইলেও অত্যন্ত রক্তপাত হয় । এত রক্তপাত হওয়া সম্ভব যে, রোগী মৃত্যুমুখেও পতিত হইতে পারে । এই লক্ষণটিকে রোগীর শরীরগত বিশেষ ধর্ম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না । শরীর মধ্যে কোন স্থানে কানসার, কোন প্রকার ক্ষত, টিউমার (আব বিশেষ) ইত্যাদি হইতে অনেক অধিক পরিমাণে রক্তপাত হইতে থাকিলে, তখনই ফক্ষরাসের অন্যান্য লক্ষণের সহিত মিলাইয়া দেখা কর্তব্য ।

রক্ত ক্ষীণতা—রোগীর মুখমণ্ডল মলিন, রক্তহীন ; ক্যালিকার্ক, এপিস... এবং ফক্ষরাস এই তিনটি ঔষধেই রক্তহীনতার সহিত মুখমণ্ডলে শোথযুক্ত কুলা দেখিতে পাওয়া যায় । কিন্তু উহাদিগের বিশেষত্ব এই, ক্যালিকার্কের

রোগীর চক্ষের উপরকার পাতাছইটা জলপূর্ণ থলির ন্যায় ঝুলিয়া পড়ে, এপিসে নিম্নপত্র তরুণ হইয়া থাকে, যে স্থলে ফস্ফরাসের রোগীর চক্ষের চতুর্দিক ফুলিয়া যায় এবং মুখমণ্ডলও ফুলা ফুলা দেখায়।

রক্ত সঞ্চকে আরও একটা কথা এইস্থানে বলিয়া রাখি। ফস্ফরাসের রোগীর শরীরস্থ রক্ত এত খারাপ হইয়া যায় যে, শরীর হইতে নির্গত হইলে জমাট বাঁধে না।

টাইফয়েডাদি জ্বরের শেষাবস্থায় নিউমোনিয়া হইবার ভয় হইলে অথবা নিউমোনিয়া হইলে, তখন ফস্ফরাস অতি সুন্দর কার্য্য করিয়া থাকে। ল্যাকেসিসের ন্যায় ফস্ফরাসে অজ্ঞানতা ও বিকারে বিড় বিড় করিয়া বকা দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদিগের উভয়ের পার্থক্য এই, ল্যাকেসিসের বিকার নিদ্রার পর বৃদ্ধি হইয়া থাকে, যে স্থলে ফস্ফরাসে নিদ্রার পর উপশম হয়।

মানসিক পীড়ার কতকগুলি লক্ষণ নিম্নে দেওয়া হইল। রোগীর পূর্বের ন্যায় উচ্চাভিলাষ, উৎসাহ কিছুই নাই। মানসিক অথবা শারীরিক পরিশ্রমে একেবারেই অনিচ্ছুক। সকল বিষয়েই তাচ্ছিল্যতা, পূর্বের ন্যায় কোন বিষয় পরিষ্কার বুঝিতে পারে না, পাঠে কিম্বা কোন প্রকার মানসিক কার্য্যে মনোনিবেশ করিতে পারে না, চেষ্টা করিলেও হয় না। কোন একটা বিষয়ের চিন্তা করিতে করিতে অতি ধীর ভাব আইসে অথবা একেবারেই আইসে না। খুব ধীরে ধীরে কথা কয় অথবা তাচ্ছিল্যভাবে কথা কয় কিম্বা একেবারেই কথা কয় না।

বৃদ্ধদিগের শিরোগ্রন্থন রোগে ফস্ফরাস অতি সুন্দর কার্য্য করিয়া থাকে। মস্তকের মধ্যে মস্তিষ্কে জ্বালা, রোগী মনে করে যেন মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়া গরম উত্তাপ আসিয়া মস্তিষ্কে জ্বালা উৎপাদন করিতেছে। মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়া গরম উত্তাপ মস্তিষ্কের দিকে ধাবিত হওয়া ফস্ফরাসের চরিত্রগত লক্ষণ।

চাশু জল পান করিবার জন্য দুর্দমনীয় তৃষ্ণা, কিন্তু জল পান করিলে কিছুক্ষণ পরে বমন হইয়া উঠিয়া যায় অর্থাৎ উদর মধ্যে জল প্রবেশ করিয়া গরম হইলেই উঠিয়া যায়—পাক হুলি সম্বন্ধে ফক্ষরাসের অনেক লক্ষণ আছে । ফক্ষরাসে নানা প্রকারের বমনও হইয়া থাকে কিন্তু উপরোল্লিখিত লক্ষণটির হয় ফক্ষরাসের এমন প্রিয় লক্ষণ আর আছে কিনা সন্দেহ । কোন প্রকার খাদ্য ভোজন করিলে মনে হয় যেন পাকহুলিতে খাদ্য না পৌঁছিয়া তৎক্ষণাৎ উপর দিকে উঠিয়া আসিতেছে ।

অত্যন্ত ক্ষুধা—রাক্সেসে ক্ষুধা, রোগী মনে করে তাহার উদরটী একেবারে খালি হইয়া গিয়াছে । রোগী না খাইয়া কিছুতেই থাকিতে পারে না, এমন কি খাইতে না পাটলে :ফেণ্ট হইয়া পড়ে । এই খাইল আবার ক্ষুধা, ক্ষুধার বিরাম নাই । রাত্রে ক্ষুধা পাটয়াছে তখনই খাবার চাই ।

ইগ্নেসিয়া, হাইড্রাসটিস, সিপিয়া এবং অন্যান্য ঔষধে পাকহুলিতে খালি খালি বোধ দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু ফক্ষরাসে সমস্ত উদরটীতে খালি খালি বোধ হয় । আবার বলি, এই লক্ষণটী ফক্ষরাসের চরিত্রগত লক্ষণ ।

জননেন্দ্রিয়ের উপরও ফক্ষরাসের অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিতে পাওয়া যায় । কামেচ্ছা অত্যন্ত প্রবল, এত প্রবল যে, রোগীকে উন্নাদ করিয়া দেয় । চিত্তাধীন জ্ঞান শূন্য, জননেন্দ্রিয়ে আচ্ছাদন রাখে না । কিছুদিন এই প্রকার উত্তেজনার পর ধ্বজভঙ্গ । মনের সাধ মিটে নাই অথচ ক্ষমতাও নাই । মনে স্ত্রী সহবাস করিবার ইচ্ছা অতিশয় প্রবল কিন্তু ক্ষমতা নাই, ইহাই নরক যন্ত্রণা, পাপের পরিণাম ।

স্ট্রীগোকদিগের ঋতুস্রাব বন্ধ হইয়া নাসিকা অথবা ফুস্, ফুস্, হইতে রক্তস্রাব । স্তনের অথবা অরায়ুর ক্যানসার হইতে রক্তস্রাব ।

আলা সম্বন্ধে আর একটা বিশেষ লক্ষণ ফক্ষরাসে দেখিতে পাওয়া যায় । সালফারে চরণে আলাই প্রধান, কিন্তু ফক্ষরাসে হস্তে আলা । এস্থলে সালফারের ন্যায় ফক্ষরাসের রোগীও আলায় জন্য হস্ত বস্ত্রের মধ্যে রাখিতে পারে না । আলা হস্তে আরম্ভ হইয়া, এমন কি মুখমণ্ডলেও প্রসারিত হয় ।

উদরাময়—মলদ্বার ফাঁক হইয়া থাকে এবং সর্বদা মল গড়াইতে থাকে । উক্ত প্রকার মলদ্বার হইতে বিশেষতঃ সবুজ এবং রক্তাক্ত মল নির্গত হয় । সবুজ বর্ণ । জলবৎ তরল । মাংস ধোয়া জলের ন্যায় ।

কোন প্রকার পানীয় পান করিলে, উহা পাকস্থলি মধ্যে কিছুক্ষণ থাকিয়া গরম হইলে, বমন হইয়া যায় । বমন ইত্যাদি পাকস্থলীর লক্ষণ সমূহ বরফ অথবা অন্য কোন প্রকারের শীতল খাদ্য কিম্বা পানীয় গ্রহণে উপশম । উদর মধ্যে খালি খালি বোধ এবং পশ্চাত্তিকে উভয় স্বন্ধের মধ্যবর্তী স্থানে আলা । গুহাদ্বার সর্বদা ফাঁক হইয়া থাকে ।

মলে চর্কির ন্যায় অথবা সাগুদানার ন্যায় কুঁচা কুঁচা পদার্থ ভাসমান, মলের এই লক্ষণটি ফক্ষরাসের চরিত্রগত লক্ষণ ইহা ব্যতিরেকে উপরো-
ল্লিখিত যে সকল আনুসঙ্গিক লক্ষণগুলি দেওয়া হইল উহারা সকলেই ফক্ষরাসের অতিব প্রিয় লক্ষণ । উহারা ফক্ষরাসের এত প্রিয় লক্ষণ যে কেবল মাত্র ইহার চরিত্রগত পিপাসা এবং পানীয় উদরে প্রবেশ করিয়া গরম হইলে বমন হইয়া যাওয়া, এই লক্ষণ মাত্র অবলম্বন করিয়া, আমি বহু কলেরা রোগীতে বিশেষ সন্তোষজনক ফল প্রাপ্ত হইয়াছি । উপরো-
ল্লিখিত লক্ষণগুলির মধ্যে কতকগুলি লক্ষণ রোগীর শরীরে দৃষ্ট হইলে, ঔষধ দেওয়া ঘাইতে পারে । ঔষধ প্রয়োগ করিয়া ফল পাইলে অতি
শীঘ্র ঔষধ প্রয়োগ অথবা প্রয়োজন হইলে একেবারে ঔষধ বন্ধ করিয়া
সংরক্ষা করা কষ্টব্য

কক্ষরাসের লক্ষণ প্রায়ই পুরাতন রোগে দৃষ্ট হয় । কক্ষরাস প্রয়োগ করিবার কয়েক ঘণ্টা পূর্বে (বিশেষতঃ যে সকল রোগী পূর্বে এলোপ্যাথিক অথবা অন্য কোন প্রকারে চিকিৎসিত হইয়াছিল) উচ্চ শক্তির নক্সভগিকা দুই এক মাত্রা প্রয়োগ করা কর্তব্য ।

আনি সচরাচর ৩০ ও ২০০ শত শক্তি ব্যবহার করিয়া থাকি ।

সিপিয়া ।

(Sepia.)

রোগী নেনে করে যেন তাহার নিম্নোদরস্থ পদার্থগুলি যোনিদ্বার দিয়া বাহির হইয়া আসিবে—এই লক্ষণটি সিপিয়ার অতিশয় প্রিয় । জ্বীলোকদিগের নিম্নোদরে ইহার কার্য্য অতি অদ্ভুত । তলপেটের মধ্যে প্রসব বেদনার জায় বেদনা ! উদর মধ্যস্থ পদার্থগুলি যোনিদ্বার দিয়া বাহির হইয়া আসিবার ভয়ে রোগিনী জাহ্নুদ্বয় চাপিয়া বসিয়া থাকে । রোগিনী নেনে করে যেন আগুনের তাপের ন্যায় গরম তাহার তলপেট হইতে আরম্ভ হইয়া সমস্ত গাত্রে ছড়াইয়া পড়িতেছে, তৎসহিত ঘন হয় ও ভাষি বা ওয়ার ন্যায় হইয়া থাকে । হস্ত এবং পদ পর্যায়ক্রমে ঠাণ্ডা ও গরম, অর্থাৎ যখন হাত গরম তখন পা ঠাণ্ডা ও পা গরম হইলে হাত ঠাণ্ডা ।

রক্তাধিক্য বশতঃ নিম্নোদরস্থ পদার্থগুলি নিচের দিকে ঠেলিয়া বাহির হওয়াবৎ বেদনা নিম্নোদরে হইয়া থাকে । কেবল মাত্র উক্ত বেদনা হইয়া ক্ষান্ত থাকে না, বাস্তবিকই যোনিপথটি বাহির হইয়া পড়ে । বহু-দিবস যাবৎ রক্তাধিক্য বর্তমান থাকিলে জ্বর যুমধ্যে প্রদাহ হইয়া নানাবিধ কঠিন রোগ হইতে পারে । এমন কি প্রদরস্রাব, সামান্য ক্ষত ইত্যাদি হইতে, টিউমার, ক্যান্সার পর্য্যন্ত হইতে পারে ।

কৈবল্যমাত্র জরায়ুতে উক্ত রোগ আবদ্ধ থাকে না। উক্ত প্রকার জরায়ুর লক্ষণের সহিত গুহ্য পথটাও বাহির হইয়া পড়ে। গুহ্যদেশে ভার বোধ, রোগী মনে করে যেন গুহ্যপথে একটা গোলাকার পদার্থ (বলের ন্যায়) রহিয়াছে। এক কথায় বলিতে গেলে গুহ্যদ্বারের লক্ষণগুলিও জরায়ুর লক্ষণের ন্যায় উগ্র এবং যন্ত্রণাদায়ক।

কৈবল্যমাত্র জরায়ু এবং গুহ্যদ্বার সম্বন্ধীয় লক্ষণগুলিই যে সিপিয়ার শেষ তাহা নহে। পূর্বেই বলা হইয়াছে নিম্নোদরে ইহার কার্য্য অন্বেষণ। সিপিয়া মূত্রযন্ত্রের উপরও ক্ষমতা বিকাশ করে। মূত্রস্থলিতে চাপবৎ বোধ ও পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগের ইচ্ছা। মূত্র রক্তাক্ত অথবা রক্তাক্ত। মূত্রে অত্যন্ত দুর্গন্ধ, এত দুর্গন্ধ যে উহা গৃহমধ্যে রাখিতে পারা যায় না। মূত্রে পোড়ামাটির ছায় তলানি পড়ে। উপরোল্লিখিত লক্ষণগুলি প্রায়ই স্ত্রীলোকদিগের ব্যাধিতে দেখিতে পাওয়া যায়। শিশু অথবা বালক প্রথম যুগে বিছানায় প্রস্রাব করে, আমি এই লক্ষণ অবলম্বনে অনেক সময় শিশুর “বিছানায় মোতা” রোগ আরাম করিয়াছি।

পুংজননেন্দ্রিয়ের উপরও সিপিয়ার সুন্দর কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। গণোরিয়া (মেহ) রোগে বিশেষতঃ যখন তরুণ লক্ষণগুলি অপসারিত হইয়া পুরাতনে দাঁড়াইয়াছে। পূঁজ অপেক্ষাকৃত গাঢ় হইয়াছে এবং প্রাতে গাত্রোত্থান করিলে লিঙ্গের মুখভাগে দুই এক ফোটা পূঁজ আঠার ছায় লাগিয়া থাকে, অথবা লিঙ্গের অগ্রভাগটা টাপিলে দুই এক ফোটা পূঁজ নির্গত হয়; এরূপ স্থলে দুই এক মাত্রা সিপিয়া রোগীকে আরোগ্য করে। যত্বেপি সিপিয়ায় সম্যক ফল না পাওয়া যায়, তাহা হইলে ক্যালিআইয়ড বাঙ্কিত ফল প্রদান করে। এই স্থলে আরও একটা কথা বলিয়া রাখি, যদ্যপি অপেক্ষাকৃত ঘনপ্রাব বহুদিন নির্গত হইতে থাকে এবং তৎসহিত প্রস্রাবকালে মূত্রনলিতে জ্বালা যন্ত্রণা থাকে, তাহা হইলে ক্যাপ্সিকম প্রয়োজ্য।

সিপিয়ার মানসিক লক্ষণ অনেকটা পালসেটিলার ত্রায়। রোগিনী ক্রন্দন করিতেছে কিন্তু জিজ্ঞাসা করিলে, সে কেন কাঁদিতেছে বলিতে পারে না। সেই কারণ উক্ত প্রকার মানসিক লক্ষণের সহিত জরায়ুর কোন রোগে পালসেটিলা দ্বারা উপকার না পাইলে, সিপিয়া দেওয়া যাইতে পারে। ইহা ছাড়া সিপিয়ার আর একটা মানসিক লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা পালসেটিলায় নাই এবং অল্প কোন ঔষধে সিপিয়ার ত্রায় উগ্র নহে। গ্রাহ্যশূন্যতা, গৃহকার্য্য এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্য্য এমন কি নিজের অতি প্রিয়কার্য্যও গ্রাহ্য নাই। সংসার উৎসর্গে যাই-লেও ক্রক্ষেপ নাই। • সন্তানাদির উপর আর পূর্ব্বের ত্রায় যত্ন নাই।

আধকপালে মাথাধরা—জরায়ুর গোলবোগের সহিত অথবা সিপিয়ার মানসিক লক্ষণের সহিত আধকপালে মাথাধরা। আর এক প্রকারের মাথাধরা সিপিয়ায় দেখিতে পাওয়া যায়, মাথাটা যেন ঝাঁকি দিয়া বেদনা আরম্ভ হইল।

নাসিকার পুরাতন সন্ধিতেও সিপিয়া ব্যবহৃত হয়। মাননীয় ডাক্তার ন্যাস বলিতেছেন একটা রোগিনীর নাসিকা হইতে বহুপরিমাণে গাঢ় সন্ধি নির্গত হইত, তিনি তাঁহাকে প্রথমে পালসেটিলা দেওয়াতে সন্ধি আরোগ্য হইল বটে কিন্তু বহুপরিমাণে ঋতুস্রাব হইতে লাগিল, অবশেষে সিপিয়া দেওয়াতে রোগিনী সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিল। পুরাতন সন্ধি রোগের চিকিৎসায় সিপিয়া প্রয়োগ করিতে হইলে, ক্যালি বাইক্রমের সহিত তুলনা করা কর্তব্য।

কষ্টীকম, জেলসিমিয়ম এবং সিপিয়া এই তিনটা ঔষধেই চক্ষের পাতা ঝুলিয়া পড়া দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব কোন রোগীতে উক্ত লক্ষণটা দৃষ্ট হইলে, অন্যান্য লক্ষণের সহিত তুলনা করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত।

হরিদ্রাবর্ণ—সমস্ত শরীর নেবার ন্যায় হরিদ্রাবর্ণ। তলপেটটা অপেক্ষা-

কৃত অধিক হরিদ্রাবর্ণ। মুখমণ্ডলে হলুদ বর্ণের দাগ। উভয় গণ্ডের উপরিভাগে দুই খানি হলুদ বর্ণের দাগ নাসিকার উপর দিয়া উভয়ে মিলিত হইয়া একখানি ঘোটকের জিনের ছায়া দেখায়। এই লক্ষণটি সিপিয়ার অতিশয় প্রিয় লক্ষণ। উপরোল্লিখিত লক্ষণের সহিত ঋতু সম্বন্ধীয় গোলযোগ অথবা জ্বরায়ুর কোন বিশেষ পীড়া থাকিলে সিপিয়া সুন্দর কাফ্য করে।

ইথ্রেসিয়া এবং হাইড্রাসটিস ক্যানাডেনসিসের ন্যায় সিপিয়াতেও উদর মধ্যে খালি খালি বোধ দেখিতে পাওয়া যায়। ফস্ফরাস ইত্যাদি ঔষধেও উপরোল্লিখিত লক্ষণটি দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু জ্বরায়ুর গোলযোগের সহিত উহা দৃষ্ট হইলে সিপিয়া সর্বোৎকৃষ্ট। সিপিয়া এবং মিউরেক্স পারপিউরা এই উভয় ঔষধে অনেকটা সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু অন্যান্য লক্ষণগুলি বিশেষরূপে বিচার করিয়া দেখিলে ভ্রম হইবার সম্ভাবনা অতি অল্প।

গতুবতী স্ত্রীলোকদিগের বমন বোণের সহিত যদ্যপি উদরে খালি খালি বোধ দৃষ্ট হয় তথা হইলে সিপিয়ার উপকার হইয়া থাকে। খাদ্যাদির কথা চিন্তা করিলে অথবা উহার গন্ধ নাসিকায় প্রবেশ করিলে গা বমি বমি করে।

কোষ্ঠ বদ্ধ ইত্যাদি রোগে রোগী মনে করে যেন তাহার গুহপথে একটা বলের ন্যায় গোলাকার পদার্থ পোরা রহিয়াছে, মলত্যাগ করিলেও উক্ত প্রকার ভাব যায় না। অতঃপর কোষ্ঠ দিলেও মল নির্গত হয় না, বিশেষতঃ বালকদিগের কোষ্ঠবদ্ধে গুহদ্বার হইতে মল অঞ্জুলি দ্বারা ভাঙ্গিয়া বাহির করিতে হয়।

সিপিয়ার রোগিনী বড়ই দুর্বল হয়। সামান্য পরিশ্রমে বড়ই কাতর হয়। সামান্য হাঁটলে অথবা গাড়ি কিম্বা কোন প্রকার যানে বেড়াইলে বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়ে। অর্থাৎ সামান্য পরিশ্রমে রোগিনী অত্যন্ত ক্লান্তি



বোধ করে। এ প্রকার অবস্থা প্রায়ই গর্তুবতী স্ত্রীলোক, আঁতুড়ে স্ত্রীলোক অথবা দুগ্ধবতী স্ত্রীলোকদিগের শরীরে দেখিতে পাওয়া যায়। কাপড় চোপড় কাচিয়া এ প্রকার রোগ হইলে, সিপিয়া প্রয়োগ করা বাইতে পারে, এই কারণ রজক রমণীদিগের পক্ষে সিপিয়া উত্তম। স্বরণ রাখিবেন কক্ষরাস রজক রমণীদিগের দন্তশূলে ব্যবহৃত হয়।

উদরাময়—মল সবুজবর্ণ। অনবরত গুহাদ্বার দিয়া নির্গত হইতে থাকে। শিশুদিগের দন্তোদগম কালীন উদরাময়। “বলক তোলা” দুগ্ধ পান করিলে উদরাময় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। উদরে খালি খালি বোধ, ভোজন করিলেও উপশম হয় না। মূত্র রক্ত বর্ণ, ভয়ানক দুর্গন্ধযুক্ত এবং মুত্রে পোড়া মাটির ত্রায় তলানি পড়িয়া উহা মূত্র পাত্রে গাত্রে সংলগ্ন হইয়া থাকে। রোগী ত্বরিত দুগ্ধল এবং কৃষ্ণ হইয়া পড়ে।

শিশুদিগের কলেরা অথবা উদরাময়ে সিপিয়া একটা উৎকৃষ্ট ঔষধ। “বলক তোলা” দুগ্ধ পানে রোগের বৃদ্ধি এবং অতি শীঘ্র চুবল এবং কৃষ্ণ হওয়া সিপিয়ার বিশেষ প্রিয় লক্ষণ, অতএব ইহাদিগের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। ইহা পুরাতন উদরাময়েও ব্যবহৃত হয়।

৩০ হইতে উর্দ্ধ শক্তি ব্যবহৃত হয়।

লিলিয়াম টিগ্রিনাম ।

(*Lilium Tigrinum.*)

সিপিয়া এবং লিলিয়াম, স্ত্রীলোকদিগের নিম্নোদর সম্বন্ধীয় লক্ষণসমূহে উভয়ে যমজ ভ্রাতার ন্যায়। নিম্নোদর ভার বোধ, রোগিণী হইবে করে যেন নিম্নোদরস্থ পদার্থগুলি যোনিদ্বার দিয়া ঠোঁট বাহির হইয়া আসিতেছে। রোগিণী হাত দিয়া চাপিয়া অথবা

চাপিয়া উপবেশন করত :উহাদিগের পথরোধ করিবার চেষ্টা করে। অরায়ুর স্থানচ্যুতি এবং অরায়ুর অবস্থি লক্ষণে লিলিয়ম সর্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ বিশেষ। অনবরত উপরোল্লিখিত প্রকারের বেদনা হইলে, রোগিণী মনে করে যেন উদর মধ্যস্থ সমস্ত পদার্থ এমন কি বক্ষ এবং স্বক মধ্যস্থ পদার্থগুলিও নিচের দিকে নামিবার জন্য ঠেল মারিতেছে।

সিপিদ্দা এবং লিলিয়মে পার্থক্য নির্ণয় করা নিতান্ত কঠিন। সিপিদ্দার যন্ত্রণা একটু মৃদুভাবাপন্ন, অনেকটা পুরাতনের ন্যায়, যে স্থলে লিলিয়মে অতি তীব্র যন্ত্রণা দেখিতে পাওয়া যায়। সিপিদ্দার চরিত্রগত রক্তক্ষীণতা এবং হরিদ্রাবর্ণ বিশিষ্ট চর্ম্মের রং বর্ত্তমান থাকিলে সিপিদ্দাকে চিনিতে বিলম্ব হইবে না। পুনঃ পুনঃ মুত্রত্যাগের ইচ্ছাও লিলিয়মে দেখিতে পাওয়া যায়, এক এক সময় এই লক্ষণটী এত যন্ত্রণাদায়ক হয় যে ক্যান্সারিস স্থতিপথে আসিয়া উদয় হয়। উক্ত প্রকার মূত্র সম্বন্ধীয় লক্ষণের সহিত কখন কখন মাকুরিয়স ক্যান্সিকম এবং নক্সভমিকার ন্যায় কতকগুলি গৃহদ্বারের লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

হুংপিগুটী যেন লৌহবেড়দ্বারা চাপিয়া অথবা আঁক-ড়াইয়া ধরা হইয়াছে—

উপরোল্লিখিত লক্ষণ ক্যাকটাস গ্র্যাণ্ডিফোরাস নামক ঔষধেরও অতীব প্রিয় লক্ষণ। লিলিয়মেও ঐ লক্ষণটী আছে। অরায়ু ষড়িত গোলযোগের সহিত হুংপিগুটে স্থচিবদ্ধবৎ বেদনা অথবা উপরোল্লিখিত লক্ষণটী বর্ত্তমান থাকিলে তখন লিলিয়ম উত্তম। অনেক সময় হুংপিগুটের যন্ত্রণা এত অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে যে, রোগিণী তাহার অরায়ুর লক্ষণগুলি চিকিৎসককে বলিতে ভুলিয়া যায় অথবা চিকিৎসক হুংপিগুটের লক্ষণগুলির উপর বিশেষ মনোযোগ প্রয়োগ করিয়া চিকিৎসা করেন, এবং অরায়ুর লক্ষণগুলিতে ততটা মন সংযোগ করেন না। এই প্রকারে অনেক সময় লিলিয়ম স্থলে ক্যাকটাস এবং ক্যাকটাস স্থলে

লিলিয়ম ব্যবহৃত হয় । লিলিয়মের প্রিয় স্থান জরায়ু, জরায়ুগত লক্ষণ-গুলিই লিলিয়মের প্রিয় । মূত্র, শুষ্কপথ, এবং হৃৎপিণ্ডের লক্ষণগুলি উহারই আনুসঙ্গিক অতএব সর্বদা জরায়ুর লক্ষণের উপর দৃষ্টী রাখিয়া লিলিয়ম প্রয়োগ করা কর্তব্য ।

লিলিয়মের রোগীর মানসিক অবস্থা, পালসেটিলার ন্যায় ক্রন্দনশীল । রোগী ভিরেটুম সালফর এবং লাইকোপোডিয়মের ন্যায় নিজের মুক্তি সম্বন্ধে সন্দেহ এবং যেন তাহার বিশেষ কর্তব্য কার্যাগুলি করিয়া উঠিতে পারিতেছে না বলিয়া তাড়াতাড়ি এবং ব্যস্ত হওয়া স্বভাব ।

উদরাময়—জরায়ু স্থানচ্যুতি, ডিম্বাধারের উত্তেজিতাবস্থা ইত্যাদি রোগের সহিত প্রাতঃকালীয় উদরাময়ে লিলিয়ম উত্তম । ৬ষ্ঠ, ৩০ এবং উচ্চ শক্তি সর্বদা ব্যবহৃত হয় ।

সিকেল করনিউটম ।

(*Secale Cornutum*,)

সিকেল অশক্তিকৃত অবস্থায় সেবন করিলে জরায়ুর সংকোচন হয় বলিয়া জরায়ুর রক্তস্রাব বন্ধ করিবার জন্য অথবা শীঘ্র প্রসব কার্য সমাধা করাইবার জন্য ইহাকে তুল মাত্রায় প্রয়োগ করিয়া অনেক হোমিও-প্যাথিক নামধারী চিকিৎসকও বিষম বিপদ ঘটাইয়া বসেন । হোমিও-প্যাথিক মেটরিয়াম মেডিকার মধ্যে অনেক ঔষধ আছে যাহারা প্রত্যেকে লক্ষণানুযায়ী প্রয়োজিত হইলে সিকেলের ন্যায় কার্য করিতে সক্ষম । অতএব বিষ মাত্রায় ঔষধ প্রয়োগ করিয়া জ্ঞানত কাহারও ক্ষতি করা নিতান্ত অন্যায় । মাননীয় ডাক্তার ন্যাস বলিতেছেন, আমি পরিত্রাশ

বৎসর কাল হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করিতেছি কিন্তু কখনও আমাকে স্থূল মাত্রায় ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয় নাই।

রোগিণীর অবয়ব, বয়স এবং স্বভাবের উপর লক্ষ রাখিয়া সিকেল প্রয়োগ করিলে অতি সন্তোষজনক ফল পাওয়া যায়। সিকেলের রোগিণীর অবয়ব অতিশয় রুগ্ন যেন “হাড়করখানি সার,” শরীরস্থ মাংসপেশিগুলি শিথিল এবং প্যাসিভ রক্তস্রাব হইবার প্রবণতা।

প্যাসিভ রক্তস্রাব কাহাকে বলে বুঝাইয়া দেওয়া কর্তব্য, কেনন না শরীর মধ্যে দুই প্রকারের রক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম উজ্জল লাল অর্থাৎ বিপ্লব রক্ত এবং কালচে আভাযুক্ত অর্থাৎ দূষিত রক্ত। উভয় রক্ত একই, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ মিশ্রিত হইয়া কখন উজ্জল রক্তবর্ণ এবং কখন কাল হইয়া থাকে। বিপ্লব রক্ত হৃৎপিণ্ড দ্বারা চালিত হইয়া সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া পোষণ কার্য্য করে, পোষণ কার্য্য সমাপ্ত হইলে উক্ত রক্ত দূষিত হইয়া কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে এবং পুনরায় হৃৎপিণ্ডে পুনরাগমন করিতে থাকে। এই দূষিত রক্ত শরীরস্থ কোন দ্বার দিয়া নির্গত হইলে তাহাকে প্যাসিভ রক্তস্রাব বলা হয়। ইহার বিশেষ একটি লক্ষণ এই, রোগী নড়া চড়া করিলে রক্তস্রাব বৃদ্ধি হইয়া থাকে। নড়া চড়া করিলে কেন রক্তস্রাব বৃদ্ধি হয় ইহারও বিশেষ কারণ আছে, পুস্তকে স্থানাভাব বশতঃ এখন এ বিষয় আলোচনা করিতে পারিলাম না।

উক্ত প্রকার অবয়বযুক্ত স্ত্রীলোকদিগের প্রসবকালে যদ্যপি বেদনা ভাল প্রকাশ না পায়, অথবা মৃদু মৃদু হইতে থাকে, তাহা হইলে ২০০ শক্তির ওই এক মাত্রা সিকেল সুশিক্ষিতা ধাত্রীর ন্যায় সুপ্রসব করাইয়া রোগিণীকে সকল যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করে।

অতিশয় শীতলতা—শরীর স্পর্শ করিলে অত্যন্ত শীতল বোধ

হয় কিন্তু রোগী গাত্রে বস্ত্র রাখিতে পারে না । এই লক্ষণটী সিকেলের অতীব প্রিয় লক্ষণ । কলেরা রোগে কোলাপ্স অবস্থায় এই লক্ষণটী দৃষ্ট হইলে কাল বিলম্ব না করিয়া সিকেল প্রয়োগ করা কর্তব্য । বৃদ্ধদিগের গ্যাংগ্রীন রোগে যদিও উপরোল্লিখিত লক্ষণটী দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সিকেল প্রয়োগ করা কর্তব্য । রোগীর চরণ ও পায়ের অঙ্গুল পাথরের ত্রায় ঠাণ্ডা কিন্তু কাপড় ঢাকা একেবারেই সহ্য হয় না ।

কলেরার ক্যাম্ফোরা নামক ঔষধটিতেও উপরোল্লিখিত লক্ষণ দৃষ্ট হয় । রোগী অতি শীঘ্র কোলাপ্স হইয়া বাইলে এবং মল দুর্গন্ধ এবং কাল হইবার পূর্বে ক্যাম্ফোরা উত্তম কার্য্য করে । সিকলে চরণে জ্বালা এবং পায়ের গুলোগুলিতে খিলধরা দেখিতে পাওয়া যায় । সালফারেও চরণে জ্বালা এবং পায়ের গুলোয় খিলধরা আছে কিন্তু সিকেলের ত্রায় কোলাপ্স এবং সঙ্গে পাথরের ত্রায় শীতলতার সহিত জ্বালা সালফারে দেখিতে পাওয়া যায় না ।

শরীরের সকল স্থানেই সিকেলের জ্বালা দেখিতে পাওয়া যায় । রোগী মনে করে যেন তাহার গাত্রে “আগুনের ফিনকি” ছড়াইয়া পড়িতেছে । গাত্রচর্ম্ম শীতল ও দেখিতে শুষ্ক এবং চিম্ড়ে । বৃদ্ধদিগের গ্যাংগ্রীনে এই প্রকার দেখিতে পাওয়া যায় । শাখাগুলিতে ঝাঁ ঝাঁ ধরা এবং রোগীর মনে হয় যেন তাহার হাত পায়ের উপর দিয়া কি চলিয়া যাইতেছে ; পক্ষাঘাত ।

উদরাময়—কলেরাতে সিকেল পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হয় । রোগী গাত্রে গরম কিম্বা কাপড় একেবারেই সহ্য করিতে পারে না কিন্তু শরীর শীতল ।

খিলধরা, এই লক্ষণটী অগ্ৰাণ্য ঔষধ হইতে ইহাকে পৃথক করিয়া রাখি যাচ্ছে । আক্ষেপ জনিত যতপি হস্ত পদের অঙ্গুলিগুলি ফাঁক ফাঁক হইয়া যায় অথবা সম্মুখদিকে না মুড়িয়া পশ্চাৎদিকে বাঁকিতে থাকে তাহা হইলে সিকেল উত্তম । উদর মধ্যে অত্যন্ত জ্বালা, কোন দ্রব্য ভোজন করিবা-

মাত্র বমন । জলবৎ, সবুজ রং বিশিষ্ট, গন্ধযুক্ত বমন । অত্যন্ত পিপাসা ।
 অরুণ রাখিবেন, শরীর শীতল তথাচ রোগী গাত্রে বস্ত্র রাখিতে পারে না ।

৬ষ্ঠ, ৩০, ২০০. ইত্যাদি ।

কলোফাইলম ।

(Coulophyllum.)

এই ঔষধটির ক্রিয়া দ্বীলোকদিগের জরায়ুতে বিশেষরূপে প্রকাশ
 পায়, সেই কারণ কেহ কেহ ইহাকে “দ্বীলোকের ঔষধ” বলেন, মাননীয়
 ডাক্তার ন্যাস একটা রোগীতত্ত্ব দ্বারা এই ঔষধটি বুঝাইবার চেষ্টা করিয়া-
 ছেন, আমিও সেই রোগীতত্ত্বটি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম ।

একটা চল্লিশ বর্ষ বয়স্কা গর্ভিণী দ্বীলোকের হস্তের সমস্ত অঙ্গুলির
 গাঁটগুলি ফুলিয়াছিল এবং উহাতে বাতের ন্যায় অতিশয় বেদনা হইত ।
 ঐ যে বেদনা, উহা কেবল একমাত্র মাষ্টার্ড (রাই সরিষা গুঁড়া বিশেষ)
 দ্বারা আবৃত করিয়া রাখিলে কিঞ্চিৎ উপশম হইত, ডাক্তার ন্যাস তাহাকে
 ঐ শক্তির কলোফাইলম দিলেন, তাহাতে রোগিণীর অঙ্গুলির যন্ত্রণা কম
 পড়িয়া প্রসব বেদনা আরম্ভ হইল, কাষে কাষেই ডাক্তার মহাশয় বাধা হইয়া
 ঔষধ বন্ধ করিলেন । অতঃপর প্রসব বেদনা স্থগিত থাকিয়া পুনরায় তাঁহার
 অঙ্গুলিগুলি ফুলিয়া উঠিল এবং যতদিন পর্য্যন্ত না তিনি সন্তান প্রসব করি-
 লেন, অত্যন্ত যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন । কিন্তু প্রসবের পর দুই কিম্বা
 তিন দিবসের জন্য অঙ্গুলির বেদনা পুনরায় অদৃশ্য হইল । প্রসবের পর
 যোনিদ্বার দিয়া এক প্রকার “লালানি লালানি” তরল পদার্থ (Lochia)

নির্গত হয়, উঠা দিন দিন কমিয়া যায় ; এই রোগিণীতে উহা না কমিয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া রক্তবর্ণ ধারণ করিল। উক্ত তরল পদার্থ অনেকটা প্যাসিভ রক্তস্রাবের (সিকেল দেখুন) ন্যায়:কাল্চে। ঐ প্রকার স্রাবের সহিত রোগিণীর শরীর অতিশয় দুর্বল হইয়াছিল এবং রোগিণী বলিত যেন তাঁহার শরীরের ভিতর “গুর গুর” করিয়া কাঁপিতেছে, এই সকল উপসর্গের সহিত আবার সেহ অঙ্গুলির ব্যথণা পুনরাগমন করিয়া রোগিণীকে নিতান্ত অস্থির করিয়া তুলিল। যদিচ সর্কতোভাবে কলোফাইলম নির্দেশিত হইতেছে, তথাপি সেহ প্রসব বেদনার ন্যায় বেদনার ভয়ে কলোসিস না দিয়া, ডাক্তার মহাশয় ক্রমান্বয়ে আনিকা, স্যাবিনা, সিকেল এবং সালফুর প্রয়োগ করিলেন কিন্তু কোন ফলই হইল না। অবশেষে ২০০ শত শক্তির কলোফাইলম প্রয়োগ করাতে রোগিণী অতি সত্ত্বর সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিলেন। মাননীয় ডাক্তার নাস ডুংথ করিয়া লিখিয়াছিলেন “যদ্যপি আমি প্রথমে এই ঔষধটি বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিতাম তাহা হইলে নিশ্চয়ই রোগিণী বৃথা এত ব্যথণা ভোগ করিতেন না।”

বহুদিনের প্যাসিভ রক্তস্রাবে (সিকেল দেখুন) যদ্যপি কলোফাইলমের চরিত্রগত দুর্বলতা এবং শরীর মধ্যে গুর গুর করিয়া কাঁপা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে কলোফাইলমে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। ইহা অসহ্য আক্ষেপযুক্ত প্রসব বেদনায় ব্যবহৃত হয়, ঋতুর গোলযোগেও উক্ত প্রকারের বেদনা দৃষ্ট হইলে কলোফাইলম উত্তম।

য়াকটিয়া রেসিমোসা ।

(Actia Racemosa,)

ইহার আর একটা নাম সিমিসিফিউগা । স্ত্রীলোকদিগের শরীরে ইহার বিশেষ কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায় । স্নায়ুবিধানের উপর ইহার ক্রিয়া প্রকাশ পাইয়া, বহু লক্ষণ উৎপন্ন করে ; তন্মধ্যে কতকগুলি লক্ষণ হিষ্টিরিয়াগ্রস্থ রোগীর ন্যায় হয়, সেই কারণ য়াকটিয়া হিষ্টিরিয়ার একটা মহৌষধ । ইহাতে স্পন্দন, খেঁচুনি, আক্ষেপ, ফিট, নানা প্রকার মানসিক লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় । রোগিণী থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে কিন্তু শীত নাই । অজ্ঞান হইয়া পড়া, অনবরত কথা কহা, পুনঃ পুনঃ বক্তব্য বিষয় বদলান ইত্যাদি । রোগিণী যেন অত্যন্ত দুঃখিত এবং বিরক্ত ও ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করে, অথবা চুপ করিয়া বসিয়া কিস্বা শুহিয়া থাকে কিন্তু নিদ্রা হয় না । রোগিণী মনে করে যেন সে পাগল হইয়া যাইতেছে ।

শিরঃপীড়া—মস্তকের ভিতর হইতে চারিদিকে একরূপ চাপনবৎ বেদনা, যেন ব্রহ্মতালুটা ফাটিয়া যাইবে কিস্বা বেদনা কর্ণের ভিতর প্রবেশ করিয়া অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক হইয়া উঠে, অথবা মাথার পশ্চাদ্ভাগে বেদনাটা আটকাইয়া গ্রীবাদেশে তীব্রবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা হইতে থাকে ।

জরায়ুতে সৃচিবিক্রবৎ বেদনা এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্বে ধাবিত হয় । ঋতুস্রাব অনিয়মিত, ঋতুস্রাব অত্যন্ত হইয়া থাকে, কখন কখন স্রুতি অল্পও হয় । ঋতুসম্বন্ধে এইরূপ গোলযোগের সহিত যত্বাপি বহু পরিমাণ মানসিক এবং স্নায়বীয় লক্ষণ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে য়াকটিয়া প্রয়োগ করা যায় । উপযুক্ত পরিমাণে ঋতুস্রাব না হইয়া যত্বাপি কোমর হইতে নিম্নে উরু পর্য্যন্ত ভারি এবং নিম্নদিকে চাপনবৎ

বেদনার সহিত বেদনা স্নাকটিয়া দূর করিতে সক্ষম। স্ত্রীলোকদিগের ঋতু সঞ্চকীয় গোলযোগের সহিত বামদিকের স্তনের নিম্নভাগে বেদনা, স্নাকটিয়ার চরিত্রগত লক্ষণ। জরায়ুর বাধি জনিত কোমরে বেদনা এবং মেরু মজ্জার উত্তেজিতাবস্থা। জরায়ু সঞ্চকীয় গোলযোগের সহিত শরীরে নানা স্থানে স্নায়বীয় অথবা মাংসপেশির কর্তনবৎ বেদনা হইলে স্নাকটিয়া উপকারী। বাতবাধিতে প্রায়ই উদরে মাংসপেশিতে বেদনা দোষিত পাওয়া যায়। নানা প্রকার স্নায়বীয় কষ্টে সিমিসিফিউগা উপকারী।

সচরাচর ৩০ শক্তি ব্যবহৃত হয়।

সাবিনা।

(Sabina.)

স্ত্রীলোকদিগের জননেদ্রিয় হঠতে বহু পরিমাণে রক্তস্রাব হইলে সাবিনা উপকারী। ঋতু সঞ্চকীয় গোলযোগে, প্রসবের পর অথবা গর্ভস্রাব হইলে কিম্বা গর্ভস্রাবের উপক্রমে বহু পরিমাণে রক্তস্রাব হইয়া থাকে। সাবিনায় রক্তস্রাব থামিয়া থানিয়া হইয়া থাকে অর্থাৎ এই খানিকটা রক্তস্রাব হইয়া থামিয়া গেল, আবার কিছুক্ষণ পরে কতকটা রক্তস্রাব হইল নড়া চড়া করিলে, রক্তস্রাব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সাবিত রক্ত কালি, চাপ চাপ কিম্বা তরল এবং চাপ মিশ্রিত, চাপগুলিও কাল দেখায়। উক্ত প্রকারের রক্তস্রাব প্রায়ই জরায়ুর স্বাভাবিক শক্তি কমিয়া গিয়া হইয়া থাকে, আরও কয়েকটা কারণ পূর্বেই বলা হইয়াছে।

কটিদেশ হইতে নিম্নোদরের উভয় পার্শ্বস্থ অস্থি পর্য্যন্ত বেদনা—এই লক্ষণটি স্যাবাইনার চরিত্রগত লক্ষণ। কেবল মাত্র রক্ত-স্রাবের সহিত বেদনা দৃষ্ট হয়, এমন নহে, যদি ঋতু সম্বন্ধীয় গোল-যোগ অথবা গর্ভস্রাব হইবার উপক্রমের সহিত উক্ত কটিবেদনা দৃষ্ট হয় তাহা হইলে স্যাবাইনা দেওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। পালসেটিলার ছাঃ গরমে এবং গরম গৃহে রোগের বৃদ্ধি ও খোলা বাতাসে এবং ঠাণ্ডায় রোগের উপশম স্যাবিনায় দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু উহাদিগের মধ্যে বিশেষত এই পালসেটিলার রক্তস্রাব বৃদ্ধি করে, যে স্থলে স্যাবিনা রক্তস্রাব কমাইয়া দেয়। অন্তঃসত্তাবস্থায় তৃতীয় মাসে স্যাবিনার চরিত্রগত কটি বেদনা হইয়া গর্ভস্রাব হইবার উপক্রম হইলে, স্যাবিনা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ভাইবারনম্ ওপিউলাস নামক ঔষধেও গর্ভস্রাবের উপক্রমের সহিত কটি বেদনা দেখিতে পাওয়া যায়। স্যাবিনা এবং ভাইবারনাম্ পার্শ্বকা এই, ভাইবার-নামের কটি বেদনা কটিদেশ বেঠন করিয়া কটি হইতে জরায়ুর মধ্যে আক্ষেপবৎ বেদনা হইয়া শেষ হইয়া থাকে, যে স্থলে স্যাবাইনার কটি বেদনা কটিদেশ হইতে নিম্নোদরের উভয় পার্শ্বস্থ অস্থির সম্মুখভাগ পর্য্যন্ত হইতে থাকে।

বাত জনিত হাতের কব্জি ফুলা এবং পদাঙ্গুলির গাঁইট ফুলা। উক্ত প্রকারের বাত জনিত বেদনার সহিত যত্বপি যোনিদ্বার দিয়া বহু পরিমাণ রক্তস্রাব দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে স্যাবাইনা উত্তম। এ স্থলে কলোফাইলমের সহিত তুলনা করিয়া দেখা উচিত।

সচরাচর ৬ষ্ঠ ও ৩০ শক্তি ব্যবহার্য্য।

ইরিজিরোন।

(Erigeron,)

মস্তকে রক্তাধিক্যের সহিত অর্থাৎ চক্ষু মুখ রক্তবর্ণতার সহিত নাসিকা হইতে রক্তস্রাব। অতিরিক্ত উদগার এবং পাকস্থলীতে জ্বালা সহিত রক্তবমন। অর্শে জ্বালা সহিত রক্তস্রাব। মূত্রস্থলিতে পাথরির সঙ্ঘিত মূত্রে রক্তস্রাব। জরায়ু হইতে রক্তস্রাব। বিশেষতঃ নিম্নোদর হইতে রক্তস্রাবে ইরিজিরোনে আর একটি বিশেষ লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে, “গুহ পথ এবং মূত্রস্থলির ভয়ানক উত্তেজিতাবস্থা” এই লক্ষণটির দ্বারায় ইরিজিরোনকে অন্যান্য ঔষধ হইতে পৃথক করা যাইতে পারে।

৩য়, ৬ষ্ঠ ইত্যাদি ব্যবহার্য।

ট্রিলিয়ম

(Trillium,)

ইহাও একটি রক্তস্রাবের মহৌষধ বিশেষ। রক্তস্রাব উজ্জল রক্তবর্ণ। ঋতু সম্বন্ধীয় গোলযোগে যত্বপি ঋতুস্রাব মাসে ছুইবার করিয়া হয় এবং প্রত্যেক বারে বহু পরিমাণ ঋতুস্রাব এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়, তাহা হইলে ট্রিলিয়ম প্রয়োগ করিতে অনুমাত্র বিলম্ব করা কর্তব্য নহে। এস্থলে ক্যালকেরিয়া অষ্ট্রিয়ম এবং নক্সভমিকা নামক ঔষধের সহিত বিচার করিয়া দেখা কর্তব্য।

ট্রিলিয়মে চায়নার নায় রক্তস্রাব জনিত ফেণ্ট, হইয়া পড়া, চক্ষু ধোয়া দেখা, কর্ণে ভোঁ ভোঁ করা ইত্যাদি দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু

রক্তস্রাবের পর উপরোল্লিখিত দুর্বলতার লক্ষণগুলি দৃষ্ট হইলে, চায়না উত্তম। উক্ত প্রকার রক্তস্রাবের সহিত উরুদেশে এবং কটিদেশে শিথিল হওয়াবৎ বেদনা, রোগী উক্ত স্থানগুলি বাঁধিয়া রাখিতে চাহে।

২য়, ৬ষ্ঠ, ৩০ ইত্যাদি।

মিলিফোলিয়াম ।

(Millefolium,)

মহাত্মা হানিমান বলেন, ইহাকে সেবন করিলে, মুত্রের সহিত রক্তস্রাব হয়, নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হয়।

একোনাইটের গ্রাস উজ্জল রক্তবর্ণের রক্ত শরীরের নানা যন্ত্র হইতে স্রাব হয় কিন্তু একোনাইটের সহিত ইহার পার্থক্য এই, মানসিক উৎকণ্ঠা এবং মূত্ৰ ভয় দৃষ্ট হয় না। মুত্রের সহিত রক্তস্রাব হইয়া, উহা পাত্রে তলায় একটা পিঠার ন্যায় জমিয়া থাকে।

মাননীয় ডাক্তার গ্রাস, মিলিফোলিয়াম সম্বন্ধে একটা অতি সুন্দর গল্প বলিয়াছেন, প্রয়োজনীয় বিবেচনায় আমি উহা নিয়ে উদ্ধৃত করিলাম। যুবা বয়সে ডাক্তার ন্যাসের নাসিকা হইতে রক্তপাত হইত, ডাক্তার টি, এল্, ব্রাউন, কয়েকবার ঔষধ প্রয়োগ করিয়া অকৃতকার্য হইয়াছিলেন এবং ডাক্তার গ্রাসও রক্তক্ষয় জনিত দিন দিন দুর্বল হইতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহার বৃদ্ধা ঠাকুরমা তাঁহাকে উক্ত বৃক্ষের মূল চর্কন করিতে উপদেশ দেন, তিনিও উহা চর্কন করায় শীঘ্র আরোগ্যলাভ করিয়াছিলেন। একদা ডাক্তার ন্যাস কোন স্থানে ভ্রমণ করিতে গিয়া তথায় একটা যক্ষাক্রান্ত রোগীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। রোগীটির কাসির সহিত প্রত্যাহ বহু পরিমাণ রক্ত উঠিত। বেড়াইতে

বেড়াইতে রোগী ডাক্তার ন্যাসকে কহিলেন, “মহাশয় কোন প্রকারে কেবল মাত্র এই রক্ত উঠা বন্ধ করিয়া দিতে পারেন কি?” ডাক্তার ন্যাস তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে হইতে উক্ত বৃক্ষের একটা শিকড় তুলিয়া তাঁহাকে চর্ষন করিতে দিলেন। রোগী যদিচ নিতান্ত আশ্চর্য্যাবিত হইয়াছিলেন কিন্তু উক্ত মূল চর্ষন করাতে তাঁহার রক্ত উঠা বন্ধ হইয়াছিল। কেবল মাত্র রক্ত উঠা বন্ধ নহে, এমন কি কাসিরও অনেক উপশম হইয়াছিল। পরে রোগী কয়েক চুড়ি উক্ত মূল লইয়া তাঁহার দেশে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন এবং উহা দিগকে চর্ষন করায় রক্ত উঠা একেবারেই বন্ধ হইয়াছিল। কিন্তু রোগী অধিক দিন জীবিত থাকেন নাই।

মূল অরিষ্ট, ওয়, ৬ষ্ঠ, ইত্যাদি।

ডিজিটেলিস পারপিউরিয়া।

(Digitalis Perpurea,)

নাড়ী অতি ধীর গতি বিশিষ্ট—ডিজিটেলিস হৃৎপিণ্ডের উপর অতি সুন্দর কার্য্য করিয়া থাকে। এলোপ্যাথিক ডাক্তারেরা ইহাকে হৃৎপিণ্ডের টনিক আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। (“টনিক” অর্থাৎ যে দ্রব্য ব্যবহারে শরীরের কোন একটা যন্ত্রের শক্তি, স্বভাব এবং ক্ষমতা বর্দ্ধিত হয়, তাহাকে টনিক বলে। আমাদের হোমিওপ্যাথিক মতে পুষ্টিকর খাওয়াই টনিক, কারণ ঔষধ বিষমাত্রায় প্রয়োগ করিয়া শরীরস্থ কোন যন্ত্রকে উত্তেজিত করা অনিষ্টকর)। নাড়ী অতি ধীরে চলিতে চলিতে মাঝে মাঝে দ্রুত গতি বিশিষ্ট হয়, আবার ধীরে চলিতে থাকে। নাড়ী দপ্ দপ্ করিয়া চলিতেছে এবং মাঝে মাঝে দুই একটা আঘাত ফাঁক বাহিতেছে।

মাননীয় ডাক্তার ন্যাস বলিতেছেন--আমি একদিবস দেখিলাম একটা লোক মাতালের ন্যায় টলিতে টলিতে আমার আফিসের দিকে আসিতেছে। আমি প্রথমে তাহাকে মাতাল বলিয়াই মনে করিয়াছিলাম কিন্তু অপেক্ষাকৃত নিকটে আসিতে দেখিলাম, তাহার মুখখানি বেগুনি এবং ঠোঁট দুটি নিল হইয়া গিয়াছে, আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাহার হস্ত ধারণ পূর্বক গৃহমধ্যে আনয়ন করিলাম। সে একটা চৌকিতে উপবেশন করিল কিন্তু কয়েক মিনিট কাল একেবারে কথা কহিতে পারিল না; কেবল নিশ্বাস গ্রহণের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। যখন সে কথা কহিতে পারিল, সে বলিল কয়েক সপ্তাহ হইতে মাঝে মাঝে তাহার এই প্রকার হইতেছে। তখন আমি তাহার বক্ষস্থলে আকর্ষণ যন্ত্র দ্বারা শ্রবণ করিয়া দেখিলাম, তাহার হৃৎপিণ্ডের প্রথম আঘাতের সহিত হস্ হস্ করিয়া জাঁতা তাওয়ার ন্যায় শব্দ হইতেছে। আরও অনুসন্ধানে জানা গেল, বাল্যাবস্থায় একবার তাহার বাত হইয়াছিল। সে বাধ্য হইয়া সকল প্রকার শারীরিক পরিশ্রম পরিত্যাগ করিয়াছিল এবং গৃহ হইতে বাহির হইত না। আমি তাহাকে জলের সহিত কয়েক মাত্রা ২য় শক্তির ডিজিটেলিস প্রয়োগ করিলাম। কয়েক দিবস পরে হঠাৎ দেখিলাম, সেই লোকটা সাবল দিয়া তাহার বাটির সম্মুখস্থ বরফ খুঁড়িয়া পরিষ্কার করিতেছে, জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, উক্ত ঔষধেই সে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

একটা যুবকের “গা বমি বমি” এবং বমন হইতে আরম্ভ হইয়া তৎসহিত তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব দৃষ্ট হইয়াছিল! উক্ত ঘটনার দুই দিবস পরে তাহার শরীর নেবার ন্যায় হলুদবর্ণ ধারণ করিতে লাগিল। সমস্ত গাত্রের চৰ্ম্ম এমন কি, নখগুলি পর্যন্ত গাঢ় হরিদ্রাবর্ণ ধারণ করিল, মল স্বাভাবিক ও সাদা কিন্তু মুত্র গাঢ় পাটকিলা রং বিশিষ্ট। নাড়ী প্রতি মিনিটে ৩০ ধার করিয়া আঘাত করিতেছিল এবং মাঝে মাঝে দুই অথবা একটা

আধাত নিস্তদ্ধ। এই রোগীটী পরিষ্কার ডিজিটেলিসের রোগী, ইহাকে ডিজিটেলিস দেওয়া হইয়াছিল। ঔষধটী আরম্ভ করিবার পর হইতেই তাহার মল মূত্র ইত্যাদি ক্রমে বদলাইয়া কয়েক দিবস মধ্যে সে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিল। ডিজিটেলিসের চরিত্রগত ধীর গতি বিশিষ্ট নাড়ী দেখিয়া, ডাক্তার হাস তাহাকে ডিজিটেলিস দিয়াছিলেন।

হৃৎপিণ্ডের পীড়া হইতে শোথ হইলে, ডিজিটেলিস উপকারী। বৃদ্ধদিগের হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতাবশতঃ মস্তক ঘূর্ণন দেখিতে পাইলে, ডিজিটেলিস দেওয়া যাইতে পারে। ডিজিটেলিসের শোথ রোগীর গাত্রচর্ম নিলাভাযুক্ত। এক কথায় বলিয়া রাখি, নাড়ী ধীর গতিবিশিষ্ট হইলে, তৎক্ষণাৎ ডিজিটেলিসকে স্মরণ করা কর্তব্য।

নাড়ী ধীর গতি বিশিষ্ট। ইহা বাতিরেকে নিম্নে আরও কয়েকটী ডিজিটেলিসের চরিত্রগত লক্ষণ দেওয়া গেল। গাত্রচর্ম বিশেষতঃ চক্ষের পাতা, ওষ্ঠ, জিহ্বা এবং নখগুলি নীল। রোগী মনে করে যেন তাহার পাকস্থলিটী ভিতর দিকে ঢুকিয়া গিয়াছে এবং সে মরিয়া যাইবে। জেলসিনিয়ম নামক ঔষধে ঠিক ইহার বিপরীত অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। নিশ্বাস প্রশ্বাস অসম এবং অতীব কষ্টদায়ক এবং মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করে। শরীরের সাধারণ ক্ষমতার হঠাৎ হ্রাস এবং অতীব দুর্বলতা। নিদ্রার সময় মনে হয় যেন ক্রমশঃ দম বন্ধ হইয়া যাইতেছে এবং নিশ্বাস লইবার জহা রোগী জাগ্রত হইয়া উঠে। এ কারণ রোগী ঘুমাতে পারে না।

উদরাময়—দুর্বল এবং ধীর গতি বিশিষ্ট নাড়ী, ডিজিটেলিসের চরিত্রগত লক্ষণ, ইহাকে সর্বদা স্মরণ রাখিবে। নেবার (Jaundice.) সহিত সাদা অথবা ধূসরবর্ণের মল, ডিজিটেলিসের চরিত্রগত লক্ষণ।

ঔষ, ওষ্ঠ, ৩০ ইত্যাদি।

ক্যাক্টাস গ্রাণ্ডিফ্লোরাস ।

(Cactus Grandiflorus.)

হুংপিণ্ড যেন একটী লোহার বেড়ি দ্বারা চাপিয়া ধরা হইয়াছে—এই প্রকার বোধ ক্যাক্টাসের চরিত্রগত লক্ষণ । রোগী বলে, “তাহার হুংপিণ্ডটী একটী কঠিন পদার্থ দ্বারা চাপিয়া ধরা হইয়াছে ।” এই প্রকার চাপনবৎ বোধ কেবলমাত্র হুংপিণ্ডে আবদ্ধ নহে । ইহা ক্যাক্টাসের চরিত্রের একটী স্বভাব বিশেষ । বক্ষস্থল, মূত্রস্থলি, গুহপথ, বোনি, অরায়ু যে কোন স্থানে কঠিন দ্রব্য দ্বারা আঁকড়াইয়া ধরার আশঙ্কায় বোধ হইলে, তৎক্ষণাৎ ক্যাক্টাসকে স্মরণ করা কর্তব্য ।

ক্যাক্টাসের চরিত্রগত উক্ত স্বভাবটীকে আরও পরিষ্কার করিয়া বুঝাইবার জন্ত কয়েকটী ঔষধের সহিত পার্থক্য নির্ণয় করা হইল ।

আইওডিন—হুংপিণ্ডটী যেন কেহ চটকাইতেছে । লিলিয়াম-টিগ্রিনম—পূর্ণায়ুক্রমে হুংপিণ্ডটী একবার চাপিয়া ধরিতেছে আবার ছাড়িয়া দিতেছে । ল্যাকেসিস—নিদ্রা ত্যাগ হইলেই রোগী মনে করে যেন তাহার হুংপিণ্ডটী সঙ্কুচিত হইয়া রহিয়াছে । উপশম পাইবার জন্য তাড়াতাড়ি বক্ষের বস্ত্র উন্মোচন করে । আর্সেনিক—চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইবার সময় হুংপিণ্ডটী সঙ্কুচিত বোধ হয় ।

অথ কোন পীড়ার সহিত বিশেষতঃ বাতব্যাদির সহিত যদ্যপি ক্যাক্টাসের চরিত্রগত হুংপিণ্ডের এই লক্ষণটী বর্তমান থাকে, তাহা হইলে ক্যাক্টাস প্রয়োগ করা যাইতে পারে ।

ব্রহ্মতালুতে ভারিবোধ । যাহাদিগের হুংপিণ্ডের পীড়া আছে, প্রায়ই এবম্প্রকার মস্তক বেদনা, তাহাদিগের হইয়া থাকে । হুংপিণ্ডের পীড়ার সহিত মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য, নাসিকা হইতে বহুল পরিমাণে রক্তস্রাব, গুহদ্বার

হইতে রক্তপাত, মুত্রের সহিত রক্ত নির্গত হওয়া ও রক্তবমন ইত্যাদিতে ক্যাক্টাস উৎকৃষ্ট ঔষধ । এক কথায় কোন প্রকার রক্তশ্রাবের সহিত যদ্যপি হৃৎপিণ্ডের পীড়া দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে ক্যাক্টাসকে স্মরণ করা কর্তব্য ।

উপরোক্ত লক্ষণগুলি ব্যতিরেকে বক্ষ সন্ধ্যা ক্যাক্টাসের আরও কয়েকটি মূল্যবান লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় । বক্ষে চাপবোধ এবং নিশ্বাসে কষ্ট । রোগী মনে করে যেন নিশ্বাস গ্রহণকালে তাহার বক্ষস্থলটি প্রসারিত হইতেছে না ।

সময় সময় রোগী যেন দমবদ্ধ হইয়া ফেণ্ট হইয়া পড়ে এবং মুখমণ্ডলে শীতল ঘণ্টা হয় ও নাড়ীর গতি হ্রাস হইয়া যায় । চলিয়া বেড়াইবার সময় “বুক ধড়্ ধড়্” (Palpitation) করে । বামপার্শ্বে শয়নে বুক “ধড়্ ধড়্” করা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় । বামহস্তে এবং বামপদে শোথযুক্ত ফুলা ।

বাত—উর্দ্ধ শাখা হইতে আরম্ভ হইয়া শরীরের সমস্ত গাঁটগুলিতে বাতের বেদনা । বাম হস্তে ঝিঁ ঝিঁ ধরা ।

৬ষ্ঠ, ৩০, ২০০, ইত্যাদি ।

স্পাইজিলিয়া র্যান্থেল্মিন্টিকা ।

(*Spigelia Anthelmintica*,)

ইহাও একটা অতি উৎকৃষ্ট হৃৎপিণ্ডের ঔষধ । বিশেষতঃ হৃৎপিণ্ডের পুরাতন পীড়াতে ইহা অতি সুন্দর কার্য্য করিয়া থাকে । হৃৎপিণ্ডের ভাবের পীড়া ; আকর্ষণ যন্ত্র দ্বারা শ্রবণ করিলে হৃৎপিণ্ডের “ধুকধুকনির” সহিত “হু হু” করিয়া জাঁতা তাওয়ার শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়,

এবং তৎসহিত হৃৎপিণ্ডের অত্যন্ত “ধড়ধড়ানি” (Palpitation) । হৃৎপিণ্ডটী এত সজোরে “ধড়্ ধড়্” করে যে, বক্ষস্থলের কম্পন চক্ষে দেখিতে পাওয়া যায় ও আকর্ষণ যন্ত্র দ্বারা শ্রবণ না করিয়াও বক্ষের নিকটে কর্ণ লইয়া যাইলে, হৃৎপিণ্ডের শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় । রোগী বাম পার্শ্বে শয়ন করিতে পারে না । বাম পার্শ্বে শয়ন করিলে হৃৎপিণ্ডের ধড়ধড়ানী অত্যন্ত বর্ধিত হইয়া থাকে এবং প্রকার লক্ষণযুক্ত পীড়ায় স্পাইজিলিয়া প্রয়োগে, হৃৎপিণ্ডের ধড়ধড়ানি এমন কি, ভাবের পীড়াও সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছে ।

শরীরের বাম দিক স্পাইজিলিয়ার প্রিয় স্থান । মস্তকের বাম পার্শ্বে আধ কপালে মাথা ব্যথা । (দক্ষিণ পার্শ্বে হইলে স্ফ্রাইনোরিয়া ও সাইলিসিয়া) মাথা ব্যথা মস্তকের পশ্চাতে, গ্রীবদেশের উপরিভাগ হইতে আরম্ভ হইয়া চক্ষুর ভ্রুর নিকট আসিয়া আটকাইয়া থাকে । মাথাধরা সূর্য্যোদয়ের সহিত আরম্ভ হয় এবং সূর্য্যের বৃদ্ধির সহিত মস্তক বেদনারও ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি হইয়া, আবার সূর্য্যাস্তের সহিত ক্রমে ক্রমে কমিয়া যায় । সামান্য মাত্র নড়া চড়ায় যন্ত্রণার বৃদ্ধি হইয়া থাকে । যে চক্ষুর উপরিভাগে বেদনা আটকাইয়া যন্ত্রণা হয়, বেদনার সহিত উক্ত নয়ন হইতে স্বচ্ছ জল নির্গত হইতে থাকে । (দক্ষিণদিক হইতে উক্ত প্রকারের জল পড়িলে চেলিডোনিয়ম ব্যবহৃত হয়) চক্ষুর এক প্রকার শ্বাবিষ বেদনা স্পাইজিলিয়া আরোগ্য করিয়া থাকে । ইহারও স্বভাব অনেকটা স্পাইজিলিয়ার মাথাব্যথার ত্রায় । রোগী মনে করে যেন তাহার চক্ষুটী অক্ষি কোটর অপেক্ষা অনেক বড় । চক্ষে ছুরিকাঘাতের ন্যায় বেদনা, উক্ত বেদনা গ্রীবদেশ পর্য্যন্ত ধাবিত হয় । স্পাইজিলিয়ার যন্ত্রণা, গোলমালে, নড়াচড়ায়, নিশ্বাস গ্রহণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় । বিশেষতঃ বর্ষাকালে ও ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি হওয়াও স্পাইজিলিয়ার চরিত্রগত লক্ষণ । নড়াচড়ায় বৃদ্ধি, ব্রাইওনিয়া, ক্যালমিয়া, নেট্রাম মুর

এবং স্ন্যাকটিয়ায় দেখিতে পাওয়া যায়, গোলমালে বৃদ্ধি বেলেডোনার লক্ষণ, সামান্য স্পর্শে বৃদ্ধি চায়না । পৃথক পৃথক লক্ষণগুলি বিচার করিলে অনেকগুলি ঔষধ স্মৃতীপথে আসিয়া উপস্থিত হয় কিন্তু একাধারে সকল-গুলি দৃষ্ট হয় না, ইহাই হোমিওপ্যাথিক ঔষধ নির্বাচনের উপায় ।

আমি সচরাচর ৩০ ও ২০০ শক্তি ব্যবহার করিয়া থাকি ।

ক্যালমিয়া ল্যাটিফোলিয়া ।

(*Kalmia Latifolia*,)

ডাক্তার হেরিং বলেন হৃৎপিণ্ডের ব্যাধিতে স্পাইজিলিয়ার পর ক্যালমিয়া সুন্দর কার্য্য করিয়া থাকে । এই উভয় ঔষধ মুখমণ্ডলস্থ স্নায়বীয় বেদনায় বিশেষ উপকারী । অধিকাংশ সময় ক্যালমিয়া দক্ষিণদিকের এবং স্পাইজিলিয়া বামদিকের স্নায়বীয় যন্ত্রণায় ব্যবহৃত হয় । উভয় ঔষধে, চক্ষু ফিরাইলে চক্ষের বেদনার বৃদ্ধি হইয়া থাকে কিন্তু ইহার বিশেষত্ব এই, ক্যালমিয়ায় চক্ষে আড়ষ্টতা দেখিতে পায়া যায়, কিন্তু স্পাইজিলিয়ার রোগী মনে করে, তাহার চক্ষু এত বড় হইয়াছে যে অক্ষি কোটরে স্থান পাইতেছে না । উভয় ঔষধই বাতব্যাধি জনিত হৃৎপিণ্ডের পীড়ায় ব্যবহৃত হয় । উভয় ঔষধেরই হৃৎপিণ্ডের দপ্‌দপানি চক্ষে দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু ক্যালমিয়ায় কখন কখন ডিজিটেলিসের ত্রায়-নাড়ী ধীর গতি-বিশিষ্ট হইয়া থাকে । ক্যালমিয়ার বাত ব্যাধি ক্যাক্টাসের ন্যায়, উপর অঙ্গ হইতে আরম্ভ হইয়া, ক্রমশঃ নিম্নদিকে প্রসারিত হয় ; (লিডাম নামক ঔষধে নিম্ন হইতে উঠে) আরও, ক্যালমিয়ার বেদনা হঠাৎ একস্থান হইতে স্থানান্তরে ধাবিত হয় । কোন

প্রকার বাতব্যাধিতে যদ্যপি বেদনা একস্থান হইতে অপর স্থানে সারিয়া বেড়ায় এবং তৎসহিত জ্বপির পীড়া বর্তমান থাকে, তাহা হইলে পলসেটিলার পরিবর্তে ক্যালমিয়া ব্যবহার করা কর্তব্য । ক্যালমিয়ার বেদনা প্রায়ই, বামহস্তের উপর হইতে নিম্নদিকে প্রসারিত হয় ।

কেবল মাত্র মুখমণ্ডলের স্নায়বীয় বেদনায়, ইহার সহিত স্পাইজিলিয়ার মিকট সম্বন্ধ কিন্তু ক্যালমিয়ার হ্রাস বৃদ্ধি ও শরীর মধ্যস্থ ইহার প্রিয় স্থানের সহিত স্পাইজিলিয়াকে তুলনা করিয়া দেখিলে, ক্যালমিয়া এবং স্পাইজিলিয়ার অনেক পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায় । স্পাইজিলিয়ার ন্যায় ক্যালমিয়ায় মস্তক বেদনা দেখিতে পাওয়া যায় না । স্নায়বীয় বেদনার সহিত পীড়িত স্থানে দুর্বলতা ক্যালমিয়ার চরিত্রগত লক্ষণ । একোনাইট, ক্যামোনিলা, ন্যাফাইলম এবং প্ল্যাটিনার ন্যায় বেদনায়ুক্ত স্থানে ঝাঁ ঝাঁ ধরা দেখিতে পাইলে ক্যালমিয়াকে স্মরণ করা নিতান্ত কর্তব্য । শরীরের কোন্ স্থান, কোন্ ঔষধের প্রিয় এবং প্রত্যেক ঔষধের বিশেষত্ব গুলি উত্তমরূপে বুঝিয়া হৃদয়ঙ্গম করিয়া রাখিলে, হোমিওপ্যাথিক ঔষধ নির্বাচনে বিশেষ কষ্ট হয় না ।

সচরাচর ৬ষ্ঠ ও ৩০ শক্তি ব্যবহৃত হয় ।

ইপিকাকুয়ানা ।

(Ipecacuanah,)

“অনবরত গা বমি বমি করা”—এই লক্ষণটী ইপিকাকের স্বভাব । বমন হইয়া যাইলেও ইহার নিবৃত্তি হয় না । বমন হইবার পূর্বে এবং পরে সমানভাবে “গা বমি বমি” করে ; ভোজনের অনিয়ম জনিত খাদ্যদ্রব্য উত্তম পরিপাক না হওয়ায়, অনেক সময় এই প্রকার হইয়া

থাকে । এরূপ স্থলে পলসেটিলার সহিত তুলনা করিয়া দেখিতে হইবে, কারণ চক্ষিযুক্ত খাদ্যাদি ভোজন করিয়া অজীর্ণ হইলে, উভয় ঔষধই ব্যবহৃত হয় । এই স্থলে পলসেটীলা এবং ইপিকাক সম্বন্ধে একটু পার্থক্য দেখাইয়া দেওয়া যাউক । ইপিকাকে অনবরত বিবমিষা আছে কিন্তু পলসেটিলায় নাই । উদর মধ্যে খাদ্য দ্রব্য গুলি বর্তমান থাকিলে পলসেটীলা উপকারী এবং উক্ত পদার্থগুলি বহির্গত হইয়া যাইবার পর পীড়া হইলে, ইপিকাক উত্তম । পলসেটিলায় এন্টিমোনিয়ম ক্রুডমের জিহ্বার ন্যায়, রোগীর জিহ্বায় গাঢ় ময়লা পড়িয়া থাকে কিন্তু ইপিকাকের জিহ্বায় অতি পাতলা ময়লা পড়ে অথবা জিহ্বা একেবারে পরিষ্কার থাকে, বমনের সহিত পরিষ্কার জিহ্বা এবং ক্রমির লক্ষণ বর্তমান থাকিলে, ইপিকাকের পরিবর্তে সিনা বিশেষ উপকারী । উক্ত প্রকার অবস্থার সহিত হৃৎপিণ্ডের পীড়া থাকিলে ডিজিটেলিস । আর একটা ইপিকাকের চরিত্রগত লক্ষণ এই, ইপিকাক উদরস্থ সমস্ত অস্ত্রগুলি আক্রান্ত করে ও রোগী মনে করে যেন তাহার পাকস্থলী ও অস্ত্রগুলি ঢিলা হইয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে ।

শিরঃপীড়া—বিবমিষার সহিত মাথাধরা । অগ্রে বিবমিষা হইয়া পরে মাথা ধরে এবং মাথাধরা যতক্ষণ পর্য্যন্ত না নিবৃত্তি হয় “গা বমি বমি” করে । রোগী মনে করে যেন তাহার মাথার হাড়গুলি চূর্ণ বিচূর্ণ হইতেছে । উক্ত প্রকারের বেদনা রোগীর জিহ্বার মূলদেশ পর্য্যন্ত প্রসারিত হয় ও “গা বমি বমি” করে । এই প্রকারের শিরঃপীড়া বাত-ব্যধির সহিত দেখিতে পাওয়া যায় । পাকস্থলির গোলযোগের সহিত শিরঃপীড়া । মস্তিষ্কে জল সঞ্চয় হইয়া তৎসহিত বিবমিষা ।

শ্বাস যন্ত্রের কোন পীড়ার সহিত “গা বমি বমি” করা, কোন প্রকার রক্ত্রাবের সহিত বিবমিষা, জ্বর রোগের সহিত “গা বমি বমি করা” ইত্যাদিতে ইপিকাক উপকারী । বিবমিষা ইপিকাকের স্বভাব । কোন

প্রকার রোগের সহিত অনবরত কষ্টকর বিবমিষা। কিছুতেই বিবমিষার নিবৃত্তি হয় না, এমন কি বমন হইলেও বিবমিষার নিবৃত্তি হয় না। শূন্য উদগার, মুখ দিয়া জলউঠা, মুখে বহু পরিমাণ লাল জমা, এই লক্ষণগুলির সহিত অনবরত বিবমিষা থাকিলে ইপিকাক উৎকৃষ্ট ঔষধ। “গা বমি বমি” করার সহিত মুখমণ্ডল মলিন, চক্ষু বসা এবং চক্ষের চারিদিকে কালিমা পড়া, বমনের পর রোগীর তল্লাবেশ—হওয়া ইত্যাদি লক্ষণগুলিও ইপিকাকে দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্বাস বস্তুর উপরও ইপিকাকের সুন্দর কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। ফুস্ফুসের মধ্যে বহু পরিমাণে প্লেগ্মা জমিয়া রোগীর দম বন্ধের ঞ্চায় হয়। বক্ষে অত্যন্ত ভার বোধ, গলা “সাঁই সাঁই” করে এবং রোগী অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়। (এটিম টার্চে গলা ঘড়্ ঘড়্ করে)। বক্ষমধ্যে প্লেগ্মা জমিয়া অত্যন্ত কাসি অথবা হাঁপানির ন্যায় টান হইতে থাকে। হাঁপানি ও ঘুড়িকাসির প্রথম অহুহায় ইপিকাক সুন্দর কার্য্য করিয়া থাকে।

এক প্রকার দম আটকান কাসিতে ইপিকাক বিশেষ উপকারী। বালক কাসিতে কাসিতে শক্ত হইয়া যায়, মুখমণ্ডল নীলবর্ণ ধারণ করে। ঘুড়ি কাসিতে বালক অত্যন্ত কাসে, এমন কি কাসির চোটে রোগীর নাক অথবা মুখ দিয়া রক্ত বাহির হইয়া পড়ে, বমন হয়, দম আটকায়, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শক্ত এবং বিবর্ণ হইয়া যায়।

বালকদিগের নিউমোনিয়ায় ফুস্ফুস প্লেগ্মায় পূর্ণ, ক্রান্ত এবং “সাঁই সুই” শব্দকারী নিশ্বাস প্রশ্বাস, মুখমণ্ডল মলিন, শরীর নীলবর্ণ, এই লক্ষণগুলি দৃষ্ট হইলে, ইপিকাক প্রযোজ্য। বৃদ্ধদিগের পুরাতন হাঁপানি, ইপিকাক প্রয়োগে উপশম হয়।

ইপিকাক রক্তস্রাবেরও একটি মহৌষধ বিশেষ। শরীরে কোন হিদ্ৰ বধা, নাসিকা, মুখ, গুহ্যদ্বার, জরায়ু, ফুস্ফুস ইত্যাদি কোন একটি স্থান হইতে রক্তস্রাবে ইপিকাক ব্যবহার হইতে পারে। ক্রোটেলাস

নামক ঔষধেও উক্ত প্রকারের রক্তস্রাব দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু ইপিকাকের রক্তস্রাব উজ্জ্বল রক্তবর্ণ এবং পচা পচা নহে। সালফিউরিক এসিডেও শরীরের প্রায় সকল ছিদ্র হইতে রক্তস্রাব হইয়া থাকে কিন্তু অন্যান্য লক্ষণ দ্বারায় ঔষধ নির্ধারিত হইবে। প্রভূত পরিমাণ উজ্জ্বল রক্তবর্ণের রক্তস্রাব দেখিলে, তখনই ইপিকাককে স্মরণ করা কর্তব্য।

মাননীয় ডাক্তার ন্যাস, রক্তস্রাবের কতকগুলি উৎকৃষ্ট ঔষধ একাধারে দেখাইয়াছেন। আমিও প্রয়োজনীয় বিবেচনায় উহাদিগকে নিয়ে উদ্ধৃত করিলাম।

ইপিকাকুয়ানা—প্রভূত পরিমাণে উজ্জ্বল রক্তবর্ণের রক্তস্রাবের সহিত নিশ্বাস প্রশ্বাস ভারি ও বিবমিষা।

একোনাইট—উজ্জ্বল রক্তবর্ণের রক্তস্রাবের সহিত মৃত্যু ভয় ও মানসিক উৎকণ্ঠা।

আণিকা—শারীরিক ক্লান্তি অথবা আঘাতাদি জনিত রক্তস্রাব।

বেলেডোনা—রগের উভয় পার্শ্বের শিরা দুইটির উল্লম্ফন ও মস্তিষ্কে রক্তাধিকা এবং উত্তপ্ত রক্তস্রাব।

কার্কো ভেজিটেবলিস—সমস্ত শরীর হিমাক্ত ও অবসন্ন, রোগী অনবরত মাথায় বাতাস চাহে মুখমণ্ডল মলিন, মূতের ন্যায় ও রক্তস্রাব।

চায়না—অত্যন্ত রক্তস্রাব এবং রক্তস্রাব জনিত দুর্বলতা, কর্ণের ভিতর “ভেঁা ভেঁা” করা এবং ফেণ্ট হইয়া যাওয়া।

ক্লোকাস—কাল কাল সূতার ন্যায় জমাট রক্তস্রাব।

ফেরাম—রক্তস্রাব কতকটা জমা, কতকটা পাতলা। রক্তস্রাবের সহিত রোগীর মুখমণ্ডল অত্যন্ত রক্তবর্ণ অথবা পর্যায়ক্রমে রক্তবর্ণ ও মলিন।

হাইড্রোসাএমাস—রক্তস্রাবের সহিত বিকার, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাংসপেশী-গুলির নৃত্য।

ল্যাকেসিস—রক্তস্রাব পচা ও তাহাতে খড় পোড়া কয়লার ন্যায় তলানি পড়া।

ক্রোটেলাস, ইল্যাপ্স এবং সালফিউরিক এসিড—শরীরের সকল ছিদ্র হইতে কালবর্ণের তরল রক্তস্রাব।

নাইট্রিক এসিড—উজ্জ্বল রক্তবর্ণের রক্তস্রাব।

ফস্ফরাস—এমন কি সামান্য ক্ষত অথবা টিউমার হইতেও অনবরত রক্তস্রাব। রক্তস্রাব হইবার প্রবণতা।

প্লাটিনা—কতকটা তরল এবং কতকটা কাল, শক্ত ও জমাট রক্তস্রাব।

পালসেটিলা—থামিয়া থামিয়া রক্তস্রাব হওয়া।

সিকেল—দুর্বল রুগ্ন “কণ্ঠাসার” জ্বীলোকদিগের কালবর্ণের রক্তস্রাব।

সালফার—শরীরে সোরা ধাতু বর্তমান থাকিলে অথবা উপযুক্ত ঔষধ ফল না হইলে, ইহাকে প্রয়োগ করা যায়।

আরও অনেক রক্তস্রাবের ঔষধ আছে। রক্তস্রাব একটা লক্ষণ মাত্র, অন্যান্য আনুসঙ্গিক লক্ষণগুলির সহিত উত্তমরূপে মিলাইয়া ঔষধ প্রয়োগ করা কর্তব্য। উপরোল্লিখিত ঔষধগুলির মধ্যে অন্যান্য আনুসঙ্গিক লক্ষণ দ্বারা যদ্যপি ইপিকাক নির্দেশিত হয়, তাহা হইলে রক্তস্রাব বন্ধ করিতে ইপিকাক সর্বোৎকৃষ্ট।

ইপিকাক সবিরাম জ্বরের একটা মহৌষধ বিশেষ। মাননীয় ডাক্তার জার তাঁহার ৪০ বৎসরের অভিজ্ঞতা যে পুস্তকে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে লিখিতেছেন যে সবিরাম জ্বরে অন্য কোন ঔষধ উপযুক্তরূপে নির্দেশিত না হইলে, প্রায় প্রত্যেক রোগীকে আমি প্রথমে ইপিকাক প্রয়োগ করিয়া থাকি ইহাতে বৃথা সময় নষ্ট না হইয়া, রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে অথবা অন্য ঔষধ নির্দেশিত হয়। হোমিওপ্যাথিক মতানুযায়ী ঔষধ প্রয়োগ না করিলে, কখনই হোমিওপ্যাথিক ঔষধে কোন

ফল হইতে পারে না। অতএব আলস্যাতা বশতঃ উত্তমরূপে “লক্ষণ না মিলাইয়া ঔষধ প্রয়োগ করাকে” বৃথা সময় নষ্ট করিয়া অথবা রোগীকে কষ্ট দেওয়া বলিতে পারা যায় না কি? আমার বোধ হয়, যে দেশে মাননীয় ডাক্তার জার চিকিৎসা করিতেন, তথায় অধিকাংশ সবিদ্যমান জ্বর রোগী ইপিকাকে নির্দেশিত হইত, সেই কারণে তিনি উক্ত মত প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

প্রায়ই প্রত্যেক রোগীতে একটি হইতে তিনটি চরিত্রগত লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। অন্যান্য লক্ষণগুলি আলসঙ্গিক। কেবলমাত্র চরিত্রগত লক্ষণগুলির উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া, চিকিৎসা করিলে ভুল হইবার সম্ভাবনা নিতান্ত অল্প। নিম্নে কয়েকটি ঔষধের চরিত্রগত লক্ষণ দেওয়া হইল।

ইপিকাক—জরের সকল অবস্থাতেই অত্যন্ত বিবমিষা।

আর্সেনিকম—জরের প্রত্যেক অবস্থা সামঞ্জস্য বিহীন অর্থাৎ শীত, তাপ ও ঘর্মের কোন ঠিক নাই। অত্যন্ত পিপাসা কিন্তু অল্প অল্প জল পান করে।

ইউপেটোরিয়ম পারফ—জরের সময় শরীরের সমস্ত অস্থিগুলিতে অত্যন্ত বেদনা। শীতাবস্থার শেষে পিত্তবমন। জ্বর প্রাতঃ ৭ ঘটিকা হইতে ৯ ঘটিকার মধ্যে আরম্ভ অথবা বৃদ্ধি হয়।

ইগ্নেসিয়া—শীতাবস্থার সহিত মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ। রোগীকে আগুনের উত্তাপ বড়ই ভাল লাগে। পুনঃ পুনঃ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করে।

ক্যাম্পিকম—পৃষ্ঠের উভয় পার্শ্বের ছইখানি অস্থি, বাহার সহিত হস্ত ছইটি সংযোজিত হইয়াছে এবং সচরাচর বাহাকে জ্বীলোকেরা “ডানা” বলিয়া থাকে, উক্ত স্থান হইতে শীত আরম্ভ হইয়া সমস্ত শরীর ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে।

নক্সভমিকা—এমন কি, অত্যন্ত জরের উত্তাপের সহিতও শীত বোধ হয়। রোগী গাত্রচর্ম একেবারেই উন্মোচন করিতে পারে না।

নেট্রাম মিউর—কুইনাইনের অপব্যবহারের পর জ্বর। প্রাতঃ ১০ ঘটিকা হইতে ১১ ঘটিকার মধ্যে শীত হইয়া জ্বর আরম্ভ হয়। জ্বরের উত্তাপের সহিত অত্যন্ত শীড়পীড়া, ঘর্ম্ম-হইলে শীরঃপীড়ার লাঘব হইতে থাকে।

হ্রাসটক্স—শীতাবস্থায় কাসি, জ্বরের সময় অস্থিরতা ও জীহ্বা-গুর্ধ। অস্থিরতায় রোগী অনবরত পার্শ্ব পরিবর্তন করে ও উহাতে রোগী উপশম বোধ করে।

পডোফাইলম—শীত এবং তাপাবস্থায় রোগী অত্যন্ত বকাবকি করে। রোগীর গাত্রচর্ম্ম হলুদবর্ণ (নেবা, Jaundice)।

এন্টিমনিয়ম টার্ট—তাপ এবং ঘর্ম্মাবস্থায় রোগী তন্দ্রাচ্ছন্ন থাকে অথবা তাহার ঘুম পায়। উপরোল্লিখিত লক্ষণগুলি প্রত্যেক ঔষধের অতিশয় প্রিয় লক্ষণ। যদি এই লক্ষণগুলি ব্যতিরেকে আরও অনেক লক্ষণ আছে তথাচ এই লক্ষণগুলির উপর নির্ভর করিয়া সর্বপ্রকার জ্বরে উপরোল্লিখিত ঔষধগুলি প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

উদরাময়—মল সবুজ বর্ণ ঘাস ছেঁচা অথবা শাক ছেঁচার ন্যায়। মল ফেনাবুক্ত, পাতলা গুড়ের ন্যায়।

অনবরত বিবর্ম্মিষা দ্বারা ইপিকাককে চিনিতে পারা যায়, অতএব যে স্থলে অনবরত বিবর্ম্মিষা দেখিতে পাওয়া যায় সেই স্থলেই ইপিকাককে স্বরণ করা কর্তব্য। বহুদিবসের পুরাতন উদরাময়ে ইপিকাক অতি অল্পই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বালকদিগের কলেরায় ইপিকাকের পর প্রায়ই 'আসেনিক প্রয়োজন হইয়া থাকে।

আমি সচরাচর ৩০ ও ২০০ শক্তি ব্যবহার করিয়া থাকে।

এন্টিমনিয়ম টার্টারিকম ।

(Antimonium Tartaricum.)

ইপিকাকের ন্যায় এন্টিমনিয়মেও বিবমিষা দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু ইপিকাকের ন্যায় বমনেচ্ছা নিরবচ্ছিন্ন নহে । বমনের পর উপশম এন্টিম টার্টের চরিত্রগত লক্ষণ । বমনের পর কিছুক্ষণের জন্য বিবমিষা ইত্যাদির নিবৃত্তি হয় এবং রোগী যেন ঘুমাইয়া পড়ে । এন্টিম টার্ট : কলেরার একটা মহৌষধ বিশেষ ; যে স্থলে বিবমিষা, বমন, শীতল ঘর্ম, অবসন্নতা, তন্দ্রাবেশ বা অজ্ঞানতা দেখিতে পাওয়া যায় এবং প্রত্যেক বার বমনের পর রোগী অল্প সময়ের জন্য একটু সুস্থ বোধ করে ও তন্দ্রাচ্ছন্নবৎ হয়, সেই স্থলে প্রত্যেক বার বমনের পর একবার করিয়া ৩০ শক্তির এন্টিম টার্ট প্রয়োগ করিলে সুন্দর ফল পাওয়া যায় ।

ফুসফুসের উপর এন্টিম টার্টের অতি প্রয়োজনীয় কতকগুলি লক্ষণ দৃষ্ট হয়, ফুসফুসের রোগে এন্টিম টার্ট বিখ্যাত ঔষধ । ফুসফুসের যে কোন ব্যাধিই হউক না কেন—ব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া, ঘুংড়ি কাসি, ইনপানি ইত্যাদিতে যদ্যপি ফুসফুস মধ্যে প্রভূত পরিমাণে শ্লেষ্মা জন্মে এবং বক্ষ মধ্যে ঘড় ঘড় শব্দ হয় ও কাসিলে কিছু না উঠে, তাহা হইলে এন্টিম টার্ট অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ । রোগীর নিশ্বাস প্রশ্বাসের সহিত বক্ষমধ্যে এত ঘড় ঘড় শব্দ হয় যে, মনে হয় যেন কাসিবামাত্র বহু পরিমাণ শ্লেষ্মা উঠিবে কিন্তু কার্যতঃ কিছুই উঠে না । তন্দ্রাবস্থা, নিদ্রাচ্ছন্ন ভাব, এই লক্ষণটাও এন্টিম টার্টের চরিত্রগত লক্ষণ । অন্যান্য লক্ষণের সহিত এন্টিম টার্টের চরিত্রগত তন্দ্রাচ্ছন্নভাব দৃষ্ট না হইলে, এন্টিম টার্টে প্রায়ই ফল হয় না । উক্ত তন্দ্রাচ্ছন্নভাব ক্রমশঃ অজ্ঞানতায় পরিণত হয় । ইহা ফুসফুসের ব্যাধি, শিশু-কলেরা, কলেরা, সবিরাম জ্বর ইত্যাদি অনেক

স্যাঙ্গুইনেরিয়া ক্যানাডেনসিস ।

(*Sanguinaria Canadensis.*)

স্যাঙ্গুইনেরিয়া শিরঃপীড়ার মণৌষধ । ইহার যন্ত্রণা স্পাইজিলিয়ার ন্যায় মস্তকের পশ্চাৎভাগ হইতে আরম্ভ হইয়া, ক্রমশঃ চক্ষের উপরিভাগে আসিয়া যন্ত্রণা দিতে থাকে । ইহাদিগের বিশেষত্ব এই, উক্ত প্রকারের বেদনা যদ্যপি বাম পার্শ্বে হয়, তাহা হইলে স্পাইজিলিয়া এবং দক্ষিণ পার্শ্বে হইলে স্যাঙ্গুইনেরিয়া ব্যবহার্য্য । উপরোল্লিখিত বিশেষত্ব ব্যতিরেকে আরও কতকগুলি লক্ষণ স্যাঙ্গুইনেরিয়ায় দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা স্পাইজিলিয়ায় নাই । স্যাঙ্গুইনেরিয়ার রোগীর শিরঃপীড়ার সহিত “গা বমি বমি” করে, বমন হয়, এবং রোগী নিস্তব্ধ ভাবে, অন্ধকারে ও একক থাকিতে ভালবাসে ।

কঠিন নিউমোনিয়া অথবা ব্রঙ্কাইটিসের পর কিছুতেই কাশি আরোগ্য হইতেছে না, প্রতিদিন উভয় গণ্ড রক্তবর্ণ হয় ও “ঘুস ঘুসে” জ্বর হয় । কাসি তরল, কাসিবার সময় অত্যন্ত শ্লেষ্মা উঠিয়া থাকে, শ্লেষ্মা অতীব দুর্গন্ধযুক্ত, রোগী নিজে তাহার শ্লেষ্মার দুর্গন্ধের জন্য বিরক্ত হয় । সকলেই মনে করে রোগীর ক্ষয় কাস জন্মিল । রোগী কখন কখন বক্ষ মধ্যস্থিত অস্থি খানির পশ্চাতে বেদনা অনুভব করে । এ প্রকার বহু রোগী স্যাঙ্গুইনেরিয়া সেবনে আরোগ্য লাভ করিয়াছে । দক্ষিণ দিকের ফুস ফুস স্যাঙ্গুইনেরিয়ার প্রিয় স্থান । ইহা কি পুরাতন, কি নূতন ব্যাধিতে দৃষ্ট হইলে, স্যাঙ্গুইনেরিয়াকে স্মরণ করিয়া দেখা কর্তব্য । টাইফয়েড জ্বরের সহিত নিউমোনিয়া, মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ ও নিশ্বাস প্রশ্বাসে অত্যন্ত কষ্ট দৃষ্ট হইলে, স্যাঙ্গুইনেরিয়া প্রয়োগ করা কর্তব্য ।

দক্ষিণস্কন্ধে এবং হস্তে বাত জনিত বেদনা, রোগী হস্ত তুলিতে পারে না, রাত্রে যন্ত্রনার বৃদ্ধি । এই লক্ষণটিও স্যাস্কুই-
নেরিয়ার চরিত্রগত লক্ষণ । দুই চারি মাত্রা স্যাস্কুইনেরিয়া সেবনে এ
প্রকার বহু রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে । জীলোকদিগের ঋতুর সময়
রোগিণীর শরীরে যেন “আগুনের হলকা” বহিয়া যায়, হস্ত ও পদের
পাতা গরম । সালফর এবং ল্যাকেসিসে কৃতকার্য না হইলে, অনেক
সময় স্যাস্কুইনেরিয়া নির্দেশিত হইয়া কার্য্য করিয়া থাকে ।

সচরাচর ৩০ হইতে উর্ধ্ব শক্তি ব্যবহার্য্য ।

ফস্ফরিক এসিড ।

(Phosphoric Acid.)

ফস্ফরিক এসিডের রোগী অতি শীঘ্র শীঘ্র অত্যন্ত পাতলা এবং লম্বা
হইয়া উঠে এবং তজ্জনিত রোগী একটু কুজ হইয়া যায় । যে সকল
বালকদিগের শরীরে এই প্রকার অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদিগকে
অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম (পাঠ ইত্যাদি) করিতে দেওয়া কর্তব্য নহে ।
উক্ত প্রকার স্কুলের ছাত্রদিগের শিরঃপীড়ায় ফস্ফরিক এসিড অতীব
উপকারী ।

অতিরিক্ত জীসহবাস, অবৈধ ইঞ্জিয় চালনা করিয়া মানসিক পীড়া
সামান্য কারণে জীবনে হতাশ, কিছুই ভাল লাগে না । রোগী যেন সর্বদাই
দুঃখিত, যেন তাহার সর্বনাশ হইয়াছে । সমস্ত শরীরে দুর্বলতা । রোগী
দুঃখে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে । সমস্ত শরীরে ক্লান্তি এবং
অবসন্নতা মাথান । চক্ষে এবং মুখমণ্ডলে নিরাশা চিহ্ন স্পষ্টরূপে

অভিব্যক্ত হয়। মস্তকের চুলগুলি শীঘ্র শীঘ্র পাকিয়া যায়। এ প্রকার
বহুরোগী ফক্ষরিক এসিড সেবনে আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

ফক্ষরিক এসিড স্নায়ুগুলির অবসন্নতা উৎপাদন করে। টাইফয়েড
ইত্যাদি পীড়ায়, রোগী যেন অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া থাকে, তাহার
চতুর্দিকে যাহা ঘটিতেছে কিছুই বুঝিতে পারে না, কিন্তু
তাহাকে সজাগ করিলে সম্পূর্ণ জ্ঞানের সহিত কথা কহে। এক
স্থান কয়েকটা ঔষধের সহিত তুলনা করিয়া দেখা কর্তব্য। আণিকা এবং
ব্যাণ্টিসিয়া নামক ঔষধেও অজ্ঞানতা দৃষ্ট হয়। আণিকা এবং ব্যাণ্টিসিয়ার
রোগীকে জাগরিত করিলে, কথা কহিতে কহিতে কথা শেষ হইবার
পূর্বেই আবার তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়। আণিকা এবং
ব্যাণ্টিসিয়ার রোগীর অজ্ঞানাবস্থা অনেকটা এক বটে, কিন্তু ব্যাণ্টিসিয়ার
ন্যায় আণিকার রোগীর শরীরস্থ জলীয় পদার্থ পচনশীল নহে, অর্থাৎ
মল, মূত্র, কিম্বা শরীরের ঘর্ম্ম অত্যন্ত পচা দুর্গন্ধ যুক্ত নহে; কিন্তু
ফক্ষরিক এসিডে উপরোল্লিখিত উভয় লক্ষণই দৃষ্ট হয় না। অজ্ঞানতার
অধিকারে উপরোল্লিখিত ঔষধগুলির মধ্যে কেহই ওপিয়নের সমকক্ষ
নহে, ওপিয়নের চরিত্রগত নিশ্বাস প্রশ্বাস, মুখমণ্ডল, ফক্ষরিক এসিড
হইতে অনেক পৃথক। হ্রাসটক্স, হাইওসায়েরমাস, নক্স মস্কাটা ইত্যাদি
ঔষধেও অজ্ঞানতা দৃষ্ট হয়, উপযুক্ত স্থানে উহাদিগকে পাঠ করিয়া,
পার্থক্য নির্ণয় করুন।

কথা কহিলে বক্ষে দুর্বলতা বোধ করে, এই লক্ষণটি ষ্ট্যানাম নামক
ঔষধেও দেখিতে পাওয়া যায়। এক মাত্র এই লক্ষণটি অবলম্বন করিয়া,
চিকিৎসা করিলে ভ্রম হইবার নিতান্ত সম্ভাবনা। লম্বা, পাতলা, কুজ
লোকের অথবা ফক্ষরিক এসিডের চরিত্রগত মানসিক লক্ষণের সহিত
উপরোল্লিখিত দুর্বলতা দৃষ্ট হইলে, তখন ফক্ষরিক এসিড প্রযোজ্য।
‘এবম্প্রকার বক্ষের দুর্বলতার সহিত কাসি এবং শ্লেষ্মা উঠিতে থাকিলে

ফস্ফরিক এসিড ব্যবহার করা যাইতে পারে। ফস্ফরিক এসিডের স্লেয়া পুষের ত্রায় বহু পরিমাণ এবং দুর্গন্ধযুক্ত, ষ্ট্যানামের স্লেয়া গাঢ় ভারি এবং মিষ্ট আশ্বাদযুক্ত। ফস্ফরিক এসিডে প্রস্রাব বহু পরিমাণ এবং পরিষ্কার জলবৎ অথবা দুগ্ধের ত্রায় সাদা হইয়া থাকে। স্নায়ু মণ্ডলীর অবসন্নতা জনিত বহু পরিমাণে পরিষ্কার জলের ত্রায় প্রস্রাব হইয়া থাকে। প্রস্রাবে অধিক পরিমাণে ফসফেট নামক পদার্থ বর্তমান থাকিলে, প্রস্রাবের বর্ণ সাদা হইয়া থাকে এবং ইহা দ্বারা বুঝিতে পারা যায় শরীর মধ্যস্থ স্নায়ু ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে। জেলসিমিয়মের ত্রায় ফস্ফরিক এসিডেও অধিক পরিমাণ প্রস্রাব হইলে, শিরঃস্রাবের লাঘব হইয়া থাকে। ইগ্নেসিয়া এবং ফস্ফরিক এসিড উভয় ঔষধেই বহু পরিমাণ প্রস্রাব হইয়া থাকে। উর্গাদিগের বিশেষত্ব এই, ইগ্নেসিয়া হিষ্ট্রিয়া ধাতুগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী কিন্তু ফস্ফরিক এসিডের শরীরগত বিশেষ ধর্ম স্বতন্ত্র।

উদরাময়—সাদা অথবা হলুদবর্ণ, জলবৎ তরল মলযুক্ত উদরাময়ে ফস্ফরিক এসিড একটা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহা তরুণ এবং পুরাতন উভয় প্রকার উদরাময়ে ব্যবহৃত হয়। ফস্ফরিক এসিডের উদরাময়ে একটা আশ্চর্য্য লক্ষণ দৃষ্ট হয়। রোগী উদরাময় সত্ত্বেও কোন প্রকার শারীরিক দুর্বলতা অথবা উদরে বেদনা বোধ করে না, পরন্তু মোটা হইতে থাকে।

সচরাচর ৩০, ২০০ শক্তি ব্যবহৃত হয়।

মিউরিয়েটিক এসিড ।

(Muriatic Acid)

ইহা টাইফয়েড জ্বরের একটা উৎকৃষ্ট ঔষধ । ইহাকে মৃতসঞ্জিবনী আখ্যা পদান করিলেও অতুক্তি হয় না । ফস্ফরিক এসিড অপেক্ষা অধিক নকটাপন্ন রোগীতে ইহা সুন্দর কার্য্য করিয়া থাকে । কার্বো ভেজিটেবলিসের সহিত ইহার অনেক সাদৃশ্য আছে ।

টাইফয়েডাদি ব্যাধির যে অবস্থায়, যে যে লক্ষণগুলি বর্তমান থাকিলে, মিউরিয়েটিক এসিড সুন্দর কার্য্য করে. নিম্নে মহাত্মা হেরিং, গ্রাস ইত্যাদি চিকিৎসক লিখিত সেই লক্ষণগুলি দেওয়া হইল । শরীর মধ্যস্থ তরল পদার্থের পচনাবস্থা, অসাড় মলত্যাগ, রোগী প্রস্রাব করিবার সময় বাহ্যে করিয়া ফেলে, মল কাল এবং পাতলা অথবা গুহ দ্বার দিয়া তরল এবং কাল রক্তস্রাব হয় । মুখমধ্যে কালচে নীল বর্ণের ক্ষত । রোগী জ্ঞান শূন্য । রোগী গোঙাইতে থাকে এবং অত্যন্ত দুর্বলতা বশতঃ বিছানার নিম্ন দিকে নামিয়া পড়ে । নিম্ন মাড়ি বুলিয়া পড়ে, জিহ্বা অসাড় ও একথণ্ড শুষ্ক চর্মন্ববৎ এবং স্বাভাবিক জিহ্বা অপেক্ষা প্রায় এক তৃতীয়াংশ ছোট, নাড়ী অত্যন্ত ক্ষীণ এবং চলিতে চলিতে থামিয়া যায় ।

নাননীয় ডাক্তার গ্রাস বলিতেছেন, টাইফয়েড জ্বরে এইরূপ অবস্থা বড়ই ভীতি প্রদ । এপ্রকার রোগীর জীবন রক্ষার্থে ব্রাণ্ডি, কুইনাইন ইত্যাদি লোক দেখান উত্তেজক ঔষধ দিবার কোন প্রয়োজন নাই । কেবলমাত্র মাংসের ষুথ (Broth), দুগ্ধ, ওটমিল (Oat-meal), গ্র্যুয়েল

(Gruel) এবং মিউরিয়েটিক এসিড যথেষ্ট । উপরোল্লিখিত চিকিৎসায় রোগ পুনরাক্রমণের কোন ভয় না থাকিয়া, রোগী অতি শীঘ্র আরোগ্য লাভ করে ।

মাননীয় ডাক্তার হ্যাসের এই ঔষধটির উপর এত বিশ্বাস যে, তিনি মুক্ত কণ্ঠে বলিতেছেন উপরোল্লিখিত অবস্থায় মিউরিয়েটিক এসিড প্রয়োগ করিবার পর রোগীর আত্মীয় স্বজন যত্বপি উৎকণ্ঠিত হয়, তাহা হইলে যে কোন প্রকারে তাহাদিগকে থামাইয়া রাখিবেন । তিনি আরও বলিতেছেন, এক্রপ স্থলে চিকিৎসকের উপস্থিত বুদ্ধি না থাকিলে, অনেক সময় অধিকতর বিপদ হইবার সম্ভাবনা । চিকিৎসক বিচলিত হইলে এ প্রকার রোগীর জীবন রক্ষা নিতান্ত কঠিন ।

অর্শ রোগেও মিউরিয়েটিক এসিড ব্যবহৃত হয় । অর্শ ফুলা এবং নীল রং বিশিষ্ট উহাতে এত স্পর্শসহিষ্ণুতা যে, এমন কি বস্ত্রের স্পর্শও সহ করিতে পারে না ।

অতি সহজে গুহপথটী বাহির হইয়া পড়ে । এমন কি প্রস্রাব করিবার সময় অথবা বায়ুত্যাগ করিবার সময় গুহপথটী বাহির হইয়া পড়ে ।

মূত্রস্থলির দুর্বলতা, প্রস্রাব নির্গত করিবার চেষ্টা করিলেই, গুহপথটী বাহির হইয়া পড়ে ।

জননেন্দ্রিয়ে স্পর্শসহিষ্ণুতা, বস্ত্র অথবা অন্য কোন পদার্থ দ্বারা স্পর্শিত হইলে সহ না ।

উদরাময়—মিউরিয়েটিক এসিডের উপরোল্লিখিত টাইফয়েড লক্ষণ-গুলিই প্রধান । উদরাময় উহারই একটী আনুসঙ্গিক লক্ষণ বিশেষ । অর্শরোগের সহিত উদরাময়, মলত্যাগ কালে অর্শের বলিগুলি বাহির হইয়া পড়ে । অর্শের বলিগুলি নীল অথবা কাল এবং বেগুনি রং বিশিষ্ট । প্রধানতঃ ক্রম বালকদিগের উপরোল্লিখিত প্রকারের অর্শরোগে মিউরি-

স্ট্রেটিক এসিড বিশেষ ফলপ্রসূ। হ্রাস এবং ব্রাইওর পর মিউরিয়েটিক এসিড সুন্দর কার্য করে।

৩০ ও ২০০ শত শক্তি সচরাচর ব্যবহার্য।

নাইট্রিক এসিড।

(Nitric Acid.)

সিফিলিস রোগে, এলোপ্যাথিক, হাকিমি অথবা অত্র কোন চিকিৎসা দ্বারা যত্নপি পারদ ব্যবহার করিয়া কুফল হয়, তাহা হইলে নাইট্রিক এসিড একটা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। অত্র কোন কারণে পারদের অপব্যবহারে হিপার সালফর, ক্যালকেরিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

মিউকাস মেম্ব্রেনের উপর নাইট্রিক এসিডের সুন্দর কার্য দেখিতে পাওয়া যায়। (শরীরস্থ প্রত্যেক ছিদের যথা, নাসিকা, কর্ণ, চক্ষু, মুখ, গল-নলি, গুহপথ, যোনি লিঙ্গ ইত্যাদির অভ্যন্তরে চতুর্দিকস্থ দেওয়ালের গাত্র জীবৎ রক্তাভ একখানি পর্দার দ্বারা আবৃত; সেই কারণ মুখ এবং অন্ত্র শরীরস্থ ছিদের অভ্যন্তর রক্তাভ, উক্ত আবরণ হইতে এক-প্রকার তৈলাক্ত পদার্থ “যথা—চক্ষের পিঁচুটি ইত্যাদি” ক্ষবিত হয়, ইহাকে ডাক্তারি ভাষায় মিউকাস কহে এবং উপরোল্লিখিত আবরণ হইতে মিউকাস ক্ষবিত হয় বলিয়া, উহাদিগের নাম মিউকাস মেম্ব্রেন [mucus membrane])। যে স্থলে মিউকাস বিল্লি এবং গাত্রচর্ম উভয়ে মিলিত হইয়াছে, উক্ত স্থানে নাইট্রিক এসিডের কতকগুলি লক্ষণ দৃষ্ট হয়। মুখের কোণ, ওষ্ঠ ইত্যাদি ফাটা ফাটা কিম্বা ক্ষত। মুখ মধ্যে ক্ষত, মুখ হইতে অত্যন্ত লাল নিঃসরণ, দাঁতের মাড়িগুলি ফুলা, মুখে দুর্গন্ধ। উক্ত প্রকার মুখ-ক্ষতে, মার্কুরিয়স দ্বারা কোন উপকার না হইলে, নাইট্রিক এসিড উত্তম।

সিফিলিস রোগে পারদাদি ব্যবহার দ্বারা মুখক্ষত হইলে, অথবা দাঁতের

গোড়াগুলি ফুলিয়া উঠিলে এবং উক্ত রোগ গলা পর্য্যন্ত প্রসারিত হইতে আরম্ভ হইলে, নাইট্রিক এসিড প্রথমে ব্যবহার্য্য।

প্রস্রাবে অতিশয় দুর্গন্ধ। নাইট্রিক এসিড, বেনজয়িক এসিড এবং সিপিয়া এই তিনটি ঔষধেই, প্রস্রাবে দুর্গন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। বেনজয়িক এসিডের মূত্রের রং গাঢ় এবং অত্যন্ত তীক্ষ্ণ মূত্র-গন্ধ বিশিষ্ট। সিপিয়ার মূত্রে টক গন্ধ। নাইট্রিক এসিডের মূত্রের রং গাঢ় এবং উহা ঘোড়ার মূত্রের ন্যায় গন্ধ বিশিষ্ট।

গুহদ্বার ফাটা ফাটা, ক্ষতবৎ বোধ, অর্শের বলি বাহির হইয়া পড়ে এবং উহা হইতে রক্তপাত হয়। নাইট্রিক এসিডের আর একটা চরিত্র-গত লক্ষণ এই, এমন কি অতি নরম মলও নির্গত হইবার সময় গুহদ্বারে অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়। রোগী মলত্যাগ করিবার পর বহুক্ষণ বাবৎ অত্যন্ত যন্ত্রণা ভোগ করে। এই লক্ষণটি দ্বারায় নক্সভমিকা হইতে ইহাকে পৃথক করা যাইতে পারে, কারণ নক্সভমিকায় মলত্যাগের পর যন্ত্রণার উপশম হইয়া থাকে। মার্কারিয়স নামক ঔষধে, মলত্যাগের সময়, পূর্বে এবং পরে সমান ভাবে কোঁথ দেওয়া বর্তমান থাকে। আমাশয় রোগে প্রায়ই উপরোল্লিখিত লক্ষণগুলি দৃষ্ট হইয়া থাকে। উক্ত ঔষধ তিনটি আমাশয় রোগে প্রায়ই ব্যবহৃত হয় বলিয়া, উহাদিগের তুলনা করা হইল।

পেটের পীড়ায় সবুজ বর্ণের আম পড়া নাইট্রিক এসিডের চরিত্রগত লক্ষণ। কোন প্রকারে পারদাদির অপব্যবহার অথবা পিতা মাতার সিফিলিস কিম্বা পারদ ঘটিত কোন রোগ থাকা জনিত শিশুর উদরায়ন হইলে, নাইট্রিক এসিড ব্যবহার্য্য।

নাইট্রিক এসিডে শরীরের সকল দ্বার হইতে রক্তস্রাব দেখিতে পাওয়া যায়। নাইট্রিক এসিডের স্রাবিত রক্ত উজ্জ্বল রক্তবর্ণ।

সচরাচর ৩০ ও ২০০ শক্তি ব্যবহৃত হয়।

সালফিউরিক এসিড ।

(Sulphuric Acid.)

টকগন্ধ—টকগন্ধ, সালফিউরিক এসিডের একটা চরিত্রগত লক্ষণ। রোগী বোধ করে যেন, তাহার পাকস্থলিটা টক্ হইয়া গিয়াছে। আইরিস ভাসিকোলায় এবং রোবিনিয়া নামক ঔষধে টক উদগার এবং টক বমন দেখিতে পাওয়া যায়। সালফিউরিক এসিডের বালক-রোগীর গাত্রে অত্যন্ত টকগন্ধ, এত টক গন্ধ যে, রোগীর গাত্র পুনঃপুনঃ পরিষ্কার করিলেও টকগন্ধ যায় না। পাকস্থলিতে টক্ বোধের সহিত মুখে ক্ষত হইলে, সালফিউরিক এসিড উদ্ভব।

রোগী মনে করে যেন তাহার শরীরের মধ্যে গুরুগুরু করিয়া কাঁপিভেছে—এই লক্ষণটা সালফিউরিক এসিডের অতীব প্রিয় লক্ষণ। যদিচ চিকিৎসক রোগীর বাহ্যিক অবয়বে কম্পনের কোন লক্ষণই দেখিতে পান না, তথাচ রোগী তাহার নিজ শরীরভাঙ্গুরে রীতিমত কম্পন অনুভব করে। যে সকল মনুষ্য পাপাশক্তি জনিত বৃদ্ধ বয়সে, নিত্যন্ত ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া পড়েন, তাহাদিগের শরীরে এই লক্ষণটা প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, এরূপ স্থলে সালফিউরিক এসিড উদ্ভব। অত্র কোন কারণেও স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া উপরোল্লিখিত লক্ষণটা প্রকাশ পাইলে, সালফিউরিক এসিড ব্যবহার হইয়া থাকে।

সালফিউরিক এসিড রক্তশ্রাবে ব্যবহৃত হয়। ক্রোটেলাসের ত্রায়-শরীরস্থ সকল ছিদ্র হইতে রক্তশ্রাবে সালফিউরিক এসিড ব্যবহৃত হয়। চর্ম্মাভ্যন্তরে রক্তশ্রাব হইয়া রক্ত জমিয়া থাকিলে, সালফিউরিক এসিড ব্যবহার্য্য। কোন স্থানে আঘাতাদি লাগার পর চর্ম্মাভ্যন্তরে রক্তশ্রাব

হইয়া, উক্ত স্থানটীতে “কালসিটা” পড়িলে, আর্গিকার পর সাল্‌ফিউরিক এসিড উত্তম । চক্ষে আঘাতাদি লাগিয়া কালসিটা পড়িলে লিডাম উত্তম ।

উদরাময়—বালকদিগের দন্তোদগম কালীন উদরাময়ে সাল্‌ফিউরিক এসিড ব্যবহৃত হয় । জাফ্রানের ছায় হলুদবর্ণ এবং ছেঁচা ছেঁচা আম অথবা সবুজ বর্ণের জলবৎ মল । বালকের মানসিক অবস্থা এবং মল সাল্‌ফিউরিক এসিডের চরিত্রগত লক্ষণ মধ্যে গণ্য । শিশু “ছিচ্, কাঁছনে” মত । কিছুতেই শান্ত হয় না । বালকের গাত্র হইতে টক গন্ধ নির্গত হয়, এমন কি, উত্তমরূপে ধৌত করিলেও গন্ধ যায় না ।

সচরাচর ৩০ ও উচ্চশক্তি ব্যবহার্য্য ।

পিক্রিক এসিড ।

(Picric Acid)

যদিচ এই ঔষধটির ব্যবহার, অত্যন্ত ঔষধ অপেক্ষা আধুনিক, তথাচ এই অল্প দিবস মধ্যেই, ইহা কতকগুলি মূল্যবান লক্ষণ জগৎকে প্রদান করিয়াছে । ইহার ক্রিয়া প্রথমেই একেবারে মনুষ্যের জীবনীশক্তির উপর প্রকাশ পায় । ক্লান্তিবোধ, সমস্ত শরীরে ক্লান্তিবোধ, সমস্ত শরীরে ক্লান্তিবোধের সহিত মানসিক দুর্বলতা, অর্থাৎ মনেরও অবস্থা শরীরের অনুরূপ । রোগী মনে করে পূর্বের ছায় তাহার আর মনে জোর নাই, সর্বদা শুইয়া থাকিবার চেষ্টা ; পা ছুথানি ভারি, মৃত্তিকা হইতে তুলিতে কষ্ট বোধ হয়, কোমর বাথা করে ও কামড়ায়, উহার সহিত সামান্য জ্বালাও দেখিতে পাওয়া যায় । মস্তিষ্কে দুর্বলতা, উক্ত দুর্বলতা জনিত সামান্ত মাত্র মানসিক পরিশ্রমে মাথা ধরে । এই প্রকার মাথাধরা প্রায়ই স্কুলের ছাত্র, যে সকল মনুষ্য অত্যন্ত বিষয় কর্ষ করেন এবং যাহারা শোক

সস্তাপ ভোগ করিয়া ভাসিয়া পড়িয়াছেন, তাঁহাদিগের হইয়া থাকে। পিক্রিক এসিডের শিরঃপীড়া প্রায়ই মস্তকের পশ্চাৎভাগে, গ্রীবাদেশের উপরে দোঁথতে পাওয়া যায় (নেট্রাম মুর, সাইলিসিয়া)।

একটি বৃদ্ধের মস্তিষ্কের ক্ষমতা অত্যন্ত হীন হইয়া গিয়াছিল, তিনি পূর্বে একজন শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার মস্তিষ্কের পীড়া আরম্ভ হইবার প্রায় এক বৎসর পর, তিনি ডাক্তার হ্রাসের চিকিৎসাধিনে আসিয়াছিলেন। তাঁহার মস্তকের পশ্চাতে গ্রীবাদেশের উপরিভাগে ভারি বোধ ছিল এবং কোন প্রকার মানসিক পরিশ্রম করিতে অথবা বেশী কথা কহিতে পারিতেন না, সন্ধ্যাে ক্লান্তি বোধও ছিল। ডাক্তার হ্রাস তাঁহাকে ষষ্ঠ শক্তির পিক্রিক এসিড সেবন করিতে দিয়াছিলেন, তিনি উক্ত ঔষধে অতি সত্ত্বর সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছিলেন।

জননেদ্রিয়ের উপর ইহার, ফস্ফরিক এসিড এবং ফস্ফরাসের হ্রাস লক্ষণ দৃষ্ট হয়। এই ঔষধে প্রথমে অতিরিক্ত কামেচ্ছা এবং তৎসহিত লিপ্সের অত্যন্ত উত্তেজনা হইতে থাকে, পরে সম্পূর্ণ ধ্বজভঙ্গ হইয়া যায়। উপরোল্লিখিত লক্ষণগুলি দ্বারা পরিষ্কার বুঝিতে পারা যাইতেছে, জননেদ্রিয়ের অতিরিক্ত অপব্যবহার জনিত, মস্তিষ্ক এবং মেরুমজ্জার রোগে, ইহা একটি অতি উৎকৃষ্ট মহৌষধ। যে সকল ঔষধের ক্রিয়া মস্তিষ্ক এবং মেরুমজ্জার উপর বিশেষ ভাবে প্রকাশ পায়, তাহাদিগের সহিত ইহাকে তুলনা করিয়া দেখুন। নিম্নে কয়েকটি ঔষধের নাম লিখিয়া দেওয়া হইল। জেলসিমিয়ম, ফস্ফরিক এসিড, ফস্ফরাস, আর্জেন্টাম নাইট্রিকম, সালফর, এলুমিনা, সাইলিসিয়া ইত্যাদি।

সচরাচর ৬ষ্ঠ, ৩০. ২০০ শক্তি ব্যবহার্য্য।

কার্বো এনিমেলিস ।

(Carbo Animalis)

কার্বো এনিমেলিসের রোগীর শরীরের গ্ল্যাণ্ড বিশেষতঃ বগল, কুচকী, স্তন ইত্যাদি স্থানে প্রায়ই ফুলিয়া উঠে, পাকে, পুঁজ হয়। পুরাতন বাগি হইতে দুর্গন্ধযুক্ত পুঁজ ক্ষরণ, ক্ষতের বর্ণ নীলাভ। এই প্রকার বাগিতে কার্বো এনিমেলিস সুন্দর কার্য্য করিয়া থাকে।

অত্যন্ত দুর্বলতা—উক্ত প্রকার পুনঃ পুনঃ বগল কুঁচকি ফুল, পুঁজ হওয়ার সহিত সর্কাগ্নিন দুর্বলতা দৃষ্ট হইলে, ইতস্ততঃ না করিয়া সর্কাগ্রে কার্বো এনিমেলিস দেওয়া কর্তব্য। দুর্বল কণ্ঠা স্ত্রীর অরায়ুতে টিউমার অথবা কোন প্রকার পুরাতন ক্ষীতির সহিত ঋতু সম্বন্ধীয় গোলযোগ।

আর একটি কার্বো এনিমেলিসের অতিশয় প্রিয় লক্ষণ এই, ঋতু-স্রাব হইলে অত্যন্ত দুর্বলতা বোধ; রোগী এত দুর্বলতা বোধ করে, এমন কি কথা পর্য্যন্ত কহিতে তাহার কষ্ট হয়।

স্তনে শক্ত এবং ফুলা।

গাত্র চর্ম্মে তাত্র বর্ণের চর্ম্মোদ্বেদ।

বালকদিগের হাঁটুতে অত্যন্ত দুর্বলতা।

সচরাচর ৫০ ও ২০০ শক্তি ব্যবহৃত হয়।

জেলসিমিরম নিটিডাম ।

(Gelsemium Nitidum)

কম্পান—এই ঔষধটির ক্রিয়া স্নায়ুমাণ্ডলির উপর প্রকাশ পাইয়া থাকে। ইহা চালনকারী স্নায়ু স্নত্রেণের উপর পক্ষাঘাত উৎপন্ন করে, সেই কারণ শরীরস্থ সমস্ত মাংসপেশি গুলি অসাড় মত হইয়া যায়।

রোগী ইচ্ছামত হস্ত পদাদি সঞ্চালিত করিতে পারে না, ইহার বিশেষ কারণ এই, বোধ শক্তি বহনকারী স্নায়ু স্নেহগুলি পূর্বের তায়, কার্যক্ষম থাকে না; এ প্রকার অবস্থা ধীরে ধীরে প্রকাশ পাইয়া থাকে। সর্বপ্রথমে রোগী সর্বাঙ্গিক দুর্বলতা এবং ক্লান্তি বোধ করে, রোগী সর্বদা চুপ করিয়া শুইয়া থাকিতে চেষ্টা করে, অত্যন্ত দুর্বলতা বোধ করে এবং তন্দ্রাচ্ছন্নবৎ চক্ষু মুদিত করিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে। নাড়ী অতিশয় দুর্বল এবং ধীরে ধীরে চলে কিন্তু রোগী নড়া চড়া করিলেই নাড়ী দ্রুতগামী হয়। রোগী চলিতে চেষ্টা করিলে পা কাঁপে, হস্ত তুলিবার চেষ্টা করিলে হস্ত কাঁপিতে থাকে, জিহ্বা বহির্গত করিবার চেষ্টা করিলে উহা কাঁপিতে থাকে, এই সমস্ত লক্ষণগুলি দুর্বলতা পরিচায়ক। জেলসিমিয়মে কম্পন এত অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এক কথায় ইহাকে কম্পন রোগের ঔষধ বলিলেও অত্যাুক্তি হয় না। এক একটী রোগীতে কম্পন এত অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মনে হয় যেন রোগী শীতে থর থর করিয়া কাঁপিতেছে কিন্তু বাস্তবিক রোগীর শরীরে কিঞ্চিৎ মাত্রাও শীত বোধ নাই। এই প্রকার দুর্বলতা ক্রমশঃ পক্ষাঘাতে পরিণত হয়। উপরকার চক্ষের পাতাটী ক্রমে বুলিয়া পড়িয়া একেবারে চক্ষু বন্ধ হইয়া যায়। নিজের অঙ্গুলিগুলির উপর প্রভূতা নাই, পিয়ানো কিম্বা হারমোনিয়ম বাজাইবার সময় যথা স্থানে টিপ পড়ে না। চলিবার সময় ইচ্ছানুসারে চরণ পতিত হয় না। রোগীর জ্ঞান পরিষ্কার থাকে, সে বুঝিতে পারে তাহার কি করা কর্তব্য কিন্তু তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করিতে পারে না।

জেলসিমিয়মে স্নায়বীয় বেদনাও দেখিতে পাওয়া যায়। সর্কাসে যুত্‌ যুত্‌ বেদনা অথবা হঠাৎ একরূপ ভাবে বেদনা আইসে যে, রোগীকে চমকাইয়া দেয়। কনভালসন এবং আফেপের সহিত ইহার চরিত্রগত দুর্বলতা ও কম্পন দৃষ্ট হইলে, জেলসিমিয়ম দ্বারা উপকার হইয়া থাকে।

এক্ষণে জেলসিমিয়মের কতকগুলি মানসিক লক্ষণ নিম্নে প্রদত্ত হইল । জেলসিমিয়মের রোগী ঘুমাইতে বড়ই ভালবাসে, সৰ্বদাই চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে নড়াচড়া করিতে চাহে না, হাত দিয়া নাড়িলে বড়ই বিরক্ত হয় ।

কলিকাতা নিলমণি নিত্রেয় ষ্ট্রিটস্থ একটা বাটাতে একটা বালিকার জ্বর হইয়াছিল, স্থানীয় একজন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার কয়েক দিন তাহার চিকিৎসা করিয়া কিছুই করিতে পারেন নাই । আমি যাইয়া দেখিলাম রোগিনীর শরীর অত্যন্ত উত্তপ্ত এবং চুপ করিয়া পড়িয়া আছে । আমি কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রোগিনীর অবস্থা নিরীক্ষণ করিলাম, দেখিলাম সে এক ভাবেই পড়িয়া রহিল । আমি রোগিনীকে ধীরে ধীরে হস্ত দ্বারা নাড়াইয়া ডাকিলাম, সে তৎক্ষণাৎ বিরক্তের সহিত কাঁদিয়া উঠিল । নাড়ী শরীরের তাপানুযায়ী দ্রুতগামী নহে । দুর্বলতা জনিত জিহ্বা বহির্গত করিবার সময় কাঁপতে লাগিল । উপরোল্লিখিত লক্ষণগুলি জেলসিমিয়মের প্রিয় বিধায় ৩য় শক্তির উক্ত ঔষধ প্রাতি তিন ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিলাম, সেই রাতেই রোগিনীর জ্বরত্যাগ হইল, আর জ্বর আইসে নাই ।

কোন বিষয় মনোনিবেশ করিয়া চিন্তা করিতে পারে না । সৰ্বদাই চুপ করিয়া থাকিতে বাসনা । একক থাকিতে ইচ্ছা, কাহাকেও নিকটে থাকিতে দেয় না, এমন কি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে তাহার অসহ্য হয় । এই প্রকার মানসিক লক্ষণ প্রায়ই উপবোল্লিখিত স্নায়বীয় দুর্বলতার সহিত দেখিতে পাওয়া যায় । কখন কখন ঠিক ইহার বিপরীত লক্ষণ অর্থাৎ উত্তেজিতাবস্থা দৃষ্ট হয় । ইহা প্রতিক্রিয়া হইতে হইয়া থাকে । ইহা জেলসিমিয়মের নিজের লক্ষণ নহে ।

মস্তিষ্ক এবং জ্ঞানোৎপাদক স্নায়ু মণ্ডলির উপর ইহার মুখ্য কার্য্য । দৃষ্টি শক্তি হীন, চক্ষের তারকা পসারিত, দ্বিতীয় দর্শন এবং রোগী মনে করে যেন সে নেশা করিয়াছে । আর একটা চরিত্রগতলক্ষণ জেলসিমিয়মে

দেখিতে পাওয়া যায়। শিশু বিনা কারণে, পড়িয়া যাইবার ভয়ে মাতাকে জড়াইয়া ধরে। বোর্যাক্স নামক ঔষধেও উক্ত প্রকারের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু উহার বিশেষত্ব এই যে, বোর্যাক্সে শিশুকে নিচের দিকে নামাইবার সময় সে পড়িয়া যাইবার ভয়ে মাতাকে জড়াইয়া ধরে।

শিরঃপীড়া—জেলসিমিয়মের মাথা ব্যাথার একটু বিশেষত্ব আছে। রোগী মনে করে যেন তাহার মস্তিষ্কের মধ্যস্থলে ক্রান্তিবোধের সহিত মন্দ মন্দ বেদনা হইতেছে। রোগী সর্বদা একটা উচ্চ বালিসের উপর মাথা রাখিয়া চুপ করিয়া শুইয়া থাকিতে ইচ্ছা করে। সূর্য্যোত্তাপে, মস্তক নিচু করিয়া শয়ন করিলে, তাম্রকুট সেবন করিলে এবং মানসিক পরিশ্রমে শিরঃপীড়ার অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া থাকে (গ্লোমোইন, ল্যাকেসিস, লাইসিন, নেট্রামকার্ব)। চাপনে এবং উত্তেজক পদার্থ সেবনে কিছু উপশম বোধ হয়। কখন কখন মস্তকে রক্তাধিক্য বশতঃ মস্তকের পশ্চাতে গ্রিবাদেশের উপরে শিরঃপীড়া আরম্ভ হইয়া, সমস্ত মস্তকে ছড়াইয়া পড়ে। এ প্রকার শিরঃপীড়া বৃদ্ধিও উপরোল্লিখিত স্নায়বীয় শিরঃপীড়ার স্তায় হইয়া থাকে। এই ঔষধের আর একটা অতীব প্রিয় লক্ষণ এই, প্রভূত পরিমাণ প্রস্রাব হইলে, শিরঃপীড়ার উপশম হইয়া থাকে। (ল্যাক্‌ডিফ্লোরেটাম নামক ঔষধেও প্রভূত পরিমাণ প্রস্রাবে শিরঃপীড়ার উপশম হয় বটে, কিন্তু জেলসিমিয়মের স্তায় একেবারে নহে)। জেলসিমিয়মে আর এক প্রকারের শিরঃপীড়া দেখিতে পাওয়া যায়, শিরঃপীড়া আরম্ভ হইবার পূর্বে রোগী চক্ষে দেখিতে পায় না এবং শিরঃপীড়া আরম্ভ হইলে, রোগী তাহার দৃষ্টি পুনঃ প্রাপ্ত হয়। সাল্‌ফুইনেরিয়া, ল্যাক্‌ডিফ্লোরেটম, আইরিস ভাস্কোলারের স্তায় শিরঃপীড়ার সহিত বিবমিষা ও বমন দেখিতে পাওয়া যায় না। জেলসিমিয়মে, শিরঃপীড়ার সহিত ইহার চরিত্রগত দুর্বলতা ও কম্পন দৃষ্ট হইয়া থাকে।

জেলসিমিয়ম জ্বরেরও একটা অতি উৎকৃষ্ট মহৌষধ । বালকদিগের স্বল্পবিরাম জ্বরে ইহা অতীব উপকারী । জেলসিমিয়মের জ্বর একোনাইট, বেলেডোনার ন্যায় উগ্র নহে । বালক চূপ করিয়া পড়িয়া থাকে, কিঞ্চিৎ নাত্রও নড়াচড়া করিতে চাহে না । নড়াচড়া না করিবার কারণ দুর্বলতা । কেহ বলেন জেলসিমিয়ম, একোনাইট ও ভিরেট্রমের মধ্যবর্তী স্থান অধিকার করে । ডাক্তার ন্যাস বলিতেছেন, জেলসিমিয়ম, ব্যাপ্টিসিয়া ও বেলেডোনার মধ্যবর্তী অবস্থায় ব্যবহৃত হয় । ব্যাপ্টিসিয়ার ন্যায় জেলসিমিয়মেও অবসন্নতা দৃষ্ট হইতেছে কিন্তু ব্যাপ্টিসিয়ার চরিত্রগত টাইফয়েড জিহ্বা ও অন্যান্য লক্ষণ ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায় না । ব্যাপ্টিসিয়ার ক্ষমতা বোধশক্তির উপর বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকে, সেই কারণ রোগীকে কথা জিজ্ঞাসা করিলে, কথা কহিতে কহিতে ঘুমাইয়া পড়ে কিন্তু জেলসিমিয়মে উক্ত প্রকারে হয় না এবং জেলসিমিয়মে ব্যাপ্টিসিয়ার চরিত্রগত মল, মূত্র ও ঘন্থে দুর্গন্ধ দেখিতে পাওয়া যায় না । জেলসিমিয়মে মস্তকে রক্তাধিক্য দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু বেলেডোনার ন্যায় অধিক নহে এবং উগ্র বিকারও দেখিতে পাওয়া যায় না । যদিও জেলসিমিয়ম সবিরাম জ্বরের একটা ঔষধ নহে, তথাচ ইহা স্নায়বীয় শৈত্যের একটা উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

জেলসিমিয়মের চরিত্রগত শীতবোধ, গ্রীবাদেশ হইতে পাছার নিম্নের অস্থি পর্য্যন্ত সমস্ত মেরুদণ্ডে পুনঃ পুনঃ শীত তরঙ্গে তরঙ্গে উপরদিকে উঠে ও নিম্নে নামিয়া আইসে । জেলসিমিয়মের শীত পৃষ্ঠের উভয় পাশে দুইখানি অস্থি, যাহার সহিত বাহু দুইটা সংলগ্ন, উহাদিগের মধ্যস্থলে আরম্ভ হয় । (ক্যাপ্সিকম, সিপিয়া) । কোমরের নিকট শীত আরম্ভ হইলে, ইউপেটোরিয়ম পারপিউরিয়ম ও নেট্রাম মূর ব্যবহার হয় । পৃষ্ঠের মধ্যস্থলে শীত আরম্ভ হইলে, ইউপেটোরিয়ম পারক্, ল্যাকেসিস্ ব্যবহার্য্য । যে স্থলে রোগী থর থর করিয়া কাঁপিতে থাকে কিন্তু শীতবোধ

একেবারেই থাকে না এবং রোগী তাকে চাপিয়া ধরিতে অনুরোধ করে, একপ স্থলে জেলসিমিয়ম উদ্ভব । এই প্রকার কম্পন প্রায়ই হিষ্টিরিয়া গ্রন্থা স্ত্রীলোক অথবা হৃৎপিণ্ডের যান্ত্রিক পীড়ার সহিত দেখিতে পাওয়া যায় । জেলসিমিয়মের রোগীর নাড়ী ধীরে ধীরে চলে কিন্তু কিঞ্চিৎ মাত্র নড়া চড়া করিলে দ্রুতগামী হয় বৃদ্ধ-দিগের দুর্বল এবং দীর্ঘ গতি বিশিষ্ট নাড়ীতে জেলসিমিয়ম বিশেষ উপকারী । টাইফয়েড জ্বরের পূর্বে জেলসিমিয়মের চরিত্রগত মায়বীয় দুর্বলতায় ইহা অতীব উপকারী ।

উদরাময়—হঠাৎ কোন প্রকার ছঃসংবাদ, ছঃখ বা ভয় প্রাপ্ত হইয়া উদরাময় হইলে জেলসিমিয়ম উৎকৃষ্ট ঔষধ । মনে মনে কোন স্থানে অথবা কোন কার্যে যাইবার চিন্তা করিলেই, পাইখানায় যাইতে হয় । কাপড় চোপড় পরিয়া কোন স্থানে যাইবার জন্য বাহির হইলেই বা উপক্রম করিলেই বাধে পাওয়া, জেলসিমিয়মের উৎকৃষ্ট লক্ষণ । স্নায়ুবিধানের উপর ইহার যে লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়, উহারাও কখন কখন উদরাময়ের সহিত হইয়া থাকে, উহাদিগের পুনরুৎপন্ন নিম্প্রয়োজন ।

জেলসিমিয়মের ক্রিয়া অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না, সম্পূর্ণ আরোগ্য করিবার জন্য প্রায়ই ইহার পর এটিমোরিক ঔষধ প্রয়োজন হয় ।

সচরাচর ৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০, ১০০ শক্তি ব্যবহার হইয়া থাকে ।

ব্যাপ্টিসিয়া টিংটোরিয়া

(Baptisia Tinctoria)

প্রণোপাত্তিক চিকিৎসকেরা বলেন, রোগের ভোগকাল পূর্ণ না হইলে ব্যাধি আরোগ্য হয় না। আমরা বলি কোন রোগে নিয়মিত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা হইলে, রোগের ভোগকাল খণ্ডন হইয়া, রোগ আরোগ্য হয়। মাননীয় ডাক্তার জাস বলিতেছেন, তিনি সাত বৎসর মধ্যে যতগুলি টাইফয়েড রোগীর চিকিৎসা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একটী রোগীতে রোগ পূর্ণ ভাবে ভোগ হইয়াছিল। এই রোগিটার শরীরে রোগ পূর্ণ ভাবে প্রকাশ পাইবার পর, ডাক্তার ন্যাসের চিকিৎসাধীনে আসিয়াছিল।

টাইফয়েড জ্বরে জেলসিনিয়মের অবস্থা অতীত হইবার পর, ব্যাপ্টিসিয়া ব্যবহৃত হয়।

নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি ব্যাপ্টিসিয়ার রোগের প্রথম অবস্থা বলিতে পারা যায়। শীতবোধ, সমস্ত শরীর বিশেষতঃ মস্তক, কটিদেশ এবং শাখার কামড়ান মত বেদনা, রোগী মনে করে যেন তাহার সমস্ত শরীর আবাত প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাই প্রথম অবস্থা, ইহার পরই রোগী ক্রমশঃ অবসন্ন হইয়া পড়ে এবং সন্দেহাই যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া থাকে। রোগীর মুখের ভাব যেন হতাশ, রোগীর চৈতন্য শক্তি এত কমিয়া যায়, যে তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তাহার উত্তর দিবার পূর্বে অথবা দিতে দিতে ঘুমাইয়া পড়ে। জিহ্বার শেষভাগে সাদা সাদা ময়লা পড়ে, ক্রমে উহা পাটকিলা রং বিশিষ্ট হয়। ব্যাধি আরও গভীরভাবে আক্রমণ করিলে, রোগীর কথা এড়াইয়া পড়িতে থাকে, এষ্ট সময় রোগী বিছানার চতুর্দিকে পার্শ্বপরিবর্তন করিতে থাকে, এবং এ প্রকার ভাব ভঙ্গি করে, যেন সে কি কুড়াইয়া জড় করিতেছে, জিজ্ঞাসা করিলে বলে, তাহার শরীর বিছানার সর্বত্র ছড়াইয়া

রহিয়াছে, সেইজন্য সে উহাদিগকে একত্রিত করিতেছে। এই সময় উদর মধ্যে “গৌ গৌ, গড় গড়” শব্দ হইতে থাকে এবং কুঁচকির উপরিভাগে তলপেটের পার্শ্বে বেদনা অনুভব হয় ও টিপিলে ভিতরে “বজ্ বজ্” করে। ইহার পরই উদরাময় আসিয়া দেখা দেয়। মল, মূত্র অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত হয়। ইহাই ব্যাপ্টিসিয়ার টাইফয়েড রোগের অবিকল চিত্র, এই প্রকার লক্ষণযুক্ত টাইফয়েড রোগ, প্রথম হইতে ব্যাপ্টিসিয়া দ্বারা চিকিৎসিত হইলে, নিশ্চয়ই রোগের ভোগকাল খণ্ডিত হইয়া রোগী আরোগ্য লাভ করে।

সচরাচর ৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০ শক্তি ব্যবহার্য্য।

ফেরাম ফস্ফরিকম।

(Ferrum Phosphoricum,)

ফেরাম ফস্, ডাক্তার সুশনার কৃত একটা ঔষধ। ইহা কতকগুলি প্রদাহযুক্ত ব্যাধির একটা উৎকৃষ্ট ঔষধ। ফেরাম শব্দে লৌহ, ইহাতে স্থানীয় রক্তাধিক্য দেখিতে পাওয়া যায় এবং ফস্ফরাসের ক্রিয়া ফুস্ফুস্ এবং পাকস্থলীতে প্রকাশ পাইয়া থাকে কিন্তু উভয়ে মিলিত হইলে, ইহা রক্তস্রাবের একটা উৎকৃষ্ট ঔষধে পরিণত হয়। শরীরের সকল দ্বার হইতে রক্তস্রাবে ফেরাম ফস্ ব্যবহৃত হয়। একো-লাইটের ন্যায় শরীরে অধিক পরিমাণ সূক্ত রক্ত সঞ্চিত হওয়া জনিত রক্তস্রাবে ফেরাম ফস্ উপকারী নহে। ফেরাম ফস্ রোগীর শরীর মলিন, রক্তহীন এবং দুর্বল, হঠাৎ নিউমোনিয়ার ন্যায় স্থানীয় প্রদাহ এবং রক্তাধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়। শরীরের কোন স্থানে যথা মন্তক, অঙ্গ ইত্যাদিতে হঠাৎ রক্তাধিক্য। বাতের ন্যায় প্রদাহযুক্ত

ব্যাধি। উপরোল্লিখিত ব্যাধির প্রথম অবস্থায় ফেরাম ফস্ বিশেষ উপকারী। উক্ত প্রকার দুর্বলতা এবং রক্তক্ষীণতার সহিত টক্ উদ্গার। এ প্রকার অবস্থা পাকস্থলীর গোলযোগ জনিত হইয়া থাকে, রক্তমাণয় রোগে মলত্যাগ কালে অধিক পরিমাণ রক্ত নির্গত হইলে, ফেরাম ফস্ অতীব উৎকৃষ্ট ঔষধ।

দুর্বল এবং রক্তহীন ব্যক্তির নিশাঘর্ষ। এই ঔষধটী মহাত্মা হানিমানের মতামতানুযায়ী উত্তমরূপে পরীক্ষিত হইলে, মানবের বিশেষ উপকার সাধন করিবে।

সচরাচর ৬ষ্ঠ, ৩০ শক্তি ব্যবহৃত হয়।

ভিরেট্রাম এলুম

(Veratrum Album)

ললাটে শীতল ঘর্ষ—এই লক্ষণটী ভিরেট্রামের অতীব প্রিয় লক্ষণ। যে কোন ব্যাধিই হউক না কেন, যথা কলেরা, শিশু কলেরা, নিউমোনিয়া, হাঁপানি, টাইফয়েড জ্বর, কোষ্ঠবদ্ধ ইত্যাদির সহিত যত্বপি কপালে শীতল ঘর্ষ এবং তৎসহিত কোল্যাপ্স, অবসন্ন অথবা ফেণ্ট হইবার ন্যায় হয়, তাহা হইলে ভিরেট্রাম একটা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

কলিকাতা আমস্ হাউসের কর্তৃপক্ষেরা একটা অতি বৃদ্ধ ইউরেনিয়ে-নকে আতুরাশ্রমে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তাহার প্রস্রাবের পীড়া ছিল। এক দিবস আমি কোন কার্য বশতঃ বাহিরে গিয়াছিলাম, সন্ধ্যার পর ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, বৃদ্ধটী অজ্ঞানাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে এবং অন্যান্য সকলে নিতান্ত ব্যস্ত হইয়াছে। আমি বিশেষ ভাবে পর্যবেক্ষণ করিয়া বুঝিলাম, বৃদ্ধের প্রস্রাবের পীড়াই তাহার অজ্ঞানাবস্থার

কারণ, আরও দেখিলাম রক্তের কপালে শীতল বর্ষ্ম হইতেছে, তখন আর ইতস্ততঃ না করিয়া এক মাত্রা ৩০ শক্তির ভিরেট্রম প্রয়োগ করিলাম। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে রোগীর চৈতন্য সঞ্চার হইল এবং কিছু খাদ্যদ্রব্য চাহিল। কিঞ্চিৎ দুগ্ধ সেবন করিবার পর আরও স্নহ হইয়া কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল।

মহাত্মা হানিমান যে তিনটা ঔষধকে কলেরার উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ভিরেট্রম এষম একটা ও অপর দুইটা ক্যাফর এবং কুপ্রম মেটালিকম। তিনি বহুকাল পূর্বে যাহা বলিয়াছেন আজও তাহাই পূর্ণ সত্যরূপে জগতে বিরাজিত, কারণ তিনি কর্তৃত্ব বা রচিত গল্প বলেন নাই, তিনি বাহা দেখাইয়াছেন উহা স্বাভাবিক সত্য, ইহা পূর্বে যাহা ছিল, আজও তাহাই রহিয়াছে এবং পরে তাহাই থাকিবে।

ভিরেট্রম এষমে কতকগুলি মানসিক লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, যথা উন্মাদরোগ। রোগী অনবরত কাপড় ছিড়ে এবং জিনিষ পত্র ভাঙ্গিয়া ফেলে ও কাটারি কিসা ছুরি দিয়া কাটে, নানা প্রকার অশ্লীল, কিসা ধর্ম্ম বিষয় অথবা প্রেম পূর্ণ কথা কয়। এই স্থলে ট্র্যামোনিয়ম নামক ঔষধের সচিহ্ন তুলনা করা যাউক, কারণ উভয় ঔষধেই রোগী অত্যন্ত বকে এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে কথা কয়। উভয় ঔষধের রোগীই এক এক সময় অত্যন্ত উগ্র মূর্ত্তি ধারণ করে, ইহাদিগের বিশেষত্ব এই, ট্র্যামোনিয়ামের রোগীর মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ এবং বিস্ফারিত কিন্তু ভিরেট্রমের রোগীর মুখমণ্ডল মলিন এবং দীন ভাবাপন্ন। ভিরেট্রমের রোগীর শরীর ট্র্যামোনিয়ম অপেক্ষা দৃকল। কখন কখন রোগী উগ্র পাগলামির পর চুপ করিয়া থাকে কিন্তু উত্তেজিত করিলে, অত্যন্ত রাগিয়া উঠে এবং গালি দেয়, বকে ও অনবরত অন্যের দোষ দেখায়। এই প্রচার মানসিক অবস্থা প্রায়ই ঋতু বদ্ধ হইয়া

অথবা প্রসবের পর হইয়া থাকে । এবম্প্রকার পুরাতন কিম্বা তরুণ অবস্থা উভয়ই ভিরেট্রিম উদ্ভব ।

অবসন্ন—কোলাপ্স অবস্থা, শরীরের শক্তি দ্রুত গতীতে হ্রাস প্রাপ্ত হইতে থাকে । সম্পূর্ণ অবসন্নাবস্থা, ঘর্ম্ম ও নিশ্বাস বায়ু শীতল, হস্ত পদ এবং শরীরের চর্ম্ম নীলবর্ণ, শীতল এবং কুঞ্চিত, হস্ত অথবা শরীরের কোন স্থানে চিম্টি কাটিলে চর্ম্ম কিছুক্ষণ সঙ্কুচিত হইয়া থাকে, মুখ মণ্ডল মৃত মনুষ্যের ন্যায়, নাসিকাটা যেন উচু হইয়া উঠিয়াছে; সমস্ত শরীর শীতল, হস্ত, পদ, মুখমণ্ডল শীতল; হস্ত এবং পদের নাস-পেশিতে খিল ধরা হত্যাাদি । উপরোল্লিখিত লক্ষণগুলির দ্বারা পরিষ্কার বৃত্তিতে পারা যাইতেছে, ইহা অত্যন্ত অবসন্নাবস্থার অর্থাৎ কোলাপ্স অবস্থার একটা মণোষধ বিশেষ । যে সকল ব্যাধি দ্রুত অবসন্নতার চরম সামান্য উপনীত হয়,—যথা কলেরা, ব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া, সর্বিরাম জ্বর ইত্যাদিতে উপরোল্লিখিত ভিরেট্রিমের চরিত্রগত লক্ষণ গুলি দৃষ্ট হইলে, ইহা অত্যন্ত উৎকৃষ্ট ঔষধ । যে কোন ব্যাধি হউক না কেন, উপরোল্লিখিত অবসন্নাবস্থার সাহিত্য ভিরেট্রিমের চরিত্রগত ললাটে শীতল ঘর্ম্ম দৃষ্ট হইলে, ইহাকে প্রয়োগ করিতে অনুমাত্রণ বিলম্ব করা কর্তব্য নহে । কলেরা রোগে ক্যাম্ফরের লক্ষণ গুলি প্রায় ভিরেট্রিমের অনুরূপ কিন্তু উচ্চাঙ্গের বিশেষত্ব এই, ভিরেট্রিমে বহু পরিমাণ চাউল ধোয়া জলের ন্যায় মল দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ক্যাম্ফরের মল অতি অল্প পরিমাণ অথবা একেবারেই থাকে না । ভিরেট্রিমের ব্যথা অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক, এত যন্ত্রণাদায়ক, যে রোগীকে বিকারগ্রস্ত কারয়া তুলে ।

সচরাচর ৬ষ্ঠ, ১০, ২০০ শত শক্তি ব্যবহার্য্য ।

হেলিবোরাস নাইজার

(Helleborus Niger,)

মেনিঞ্জাইটিসের ন্যায় কঠিন মস্তিষ্কের পীড়ায়, মস্তকে জল সঞ্চয় হইবার উপক্রম বা জলসঞ্চয় হইলে, হেলিবোরাস অতি উত্তম। বালক-বালিকাদিগের অরু অথবা উদরাময়ের চরমাবস্থায় ক্রমে মস্তিষ্কের লক্ষণ সুমুচ উদয় হইয়া, মস্তকে জল সঞ্চয় হয়, এরূপ অবস্থায় নিম্নলিখিত লক্ষণ গুলি দৃষ্ট হইলে, হেলিবোরাস উৎকৃষ্ট কার্য্যকারী।

বালক মাঝে মাঝে চিৎকার করিয়া উঠে এবং মস্তকটী বালিসের উপর এপাস ওপাস করিয়া নাড়ায়। রোগী অজ্ঞানাবস্থায় পড়িয়া থাকে, অত্যন্ত পিপাসা, এত পিপাসা যে, বালকের মুখের নিকট কিছুকি আনয়ন করিলে, সে হাঁ করিয়া উঠাকে মুখের মধ্যে লইবার চেষ্টা করে। সর্বদা সম্মুখ কপালের চন্দ্ৰ কুঞ্চিত এবং ললাটে শীতল বস্ম। মুখের এক প্রকার ভঙ্গি করে, যেন কিছু চর্চন করিতেছে। চক্ষের তারকা প্রসারিত। রোগী কিছুই দেখিতে অথবা শুনিতে পায় না। রোগী তাহার একটী হস্ত এবং একটী পদ অনবরত নাড়িতে থাকে কিন্তু অপর দুইটী স্থিরভাবে পড়িয়া থাকে। মূত্র অতি অল্প পরিমাণে হইয়া থাকে বা একে-বারেই মূত্র বন্ধ এবং কখন কখন মূত্রে কফি চূর্ণবৎ তলানি দেখিতে পাওয়া যায় এই অবস্থা অতীব সঙ্কটাপন্ন, ইহার পরই রোগী ক্রমশঃ অজ্ঞান হইয়া পড়ে অথবা ফিট হইতে হইতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

হেলিবোরাস দ্বারা এই প্রকার বহু রোগীর জীবন রক্ষা হইয়াছে। হেলিবোরাস প্রয়োগ করিবার পর, প্রথমে রোগীর বহুল পরিমাণ প্রস্রাব হইয়া, রোগী আরোগ্য হইতে থাকে।

শোথ রোগের সহিত মূত্রে কফিচূর্ণবৎ তলানি দৃষ্ট হইলে, হেলিবোরাস প্রয়োগ করা কর্তব্য।

ডাক্তার গ্রাস বলিতেছেন, তিনি ১০০০ সহস্র এবং ৩৩ এম, শক্তি ব্যবহার করিয়া অতি সুন্দর ফল পাইয়া থাকেন । আমি সচরাচর ৩০ শক্তি ব্যবহার করি ।

কুপ্রাম মেটালিকাম

• (Cuprum Metallicum)

আক্ষেপ—খিল ধরা বা আক্ষেপ কুপ্রামের চরিত্রগত লক্ষণ । মস্তিষ্কে জল সঞ্চয় অথবা মস্তিষ্কের যে কোন পীড়ায় আক্ষেপ দৃষ্ট হইলে, কুপ্রাম ব্যবহার করা যায় ।

মহাত্মা ডানহাম বলিতেছেন, কলেরায় যে স্থলে কোল্যাপ্স অবস্থা অত্যন্ত অধিক সে স্থলে ক্যান্সার, যে স্থলে মল এবং বমন অত্যন্ত অধিক সে স্থলে ভিরেট্রম এবং আক্ষেপ অধিক হইলে কুপ্রাম কার্য্যকারী ।

ঘুংড়ি কাসিতে বালক কাসিতে কাসিতে শক্ত হইয়া যায় এবং নিশ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইয়া, আক্ষেপ হইতে থাকে । কিছুক্ষণ পরে জ্ঞান হয় এবং বমন হইলে ক্রমে উপশম বোধ করে । সকল প্রকার আক্ষেপে কুপ্রাম ব্যবহৃত হইতে পারে

প্রসবের পর স্ত্রীলোকদিগের বাধক রোগের সহিত আক্ষেপ । ইহা ব্যতিরেকে মৃগি তাণ্ডব (chorea) ইত্যাদি সর্বাঙ্গিক এবং স্নায়বীয় আক্ষেপে কুপ্রাম অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ । কুপ্রামের একটা বিশেষত্ব এই, খিল ধরা, হস্ত এবং পদের অঙ্গুলি হহতে আরম্ভ হইয়া, সর্বোচ্চ প্রসারিত হয় ।

'মহাত্মা ফেরিংটন বলিতেছেন, অত্যন্ত অধিক মানসিক পরিশ্রম অথবা অনিদ্রাজানিত মানসিক এবং শারিরিক ক্লান্তি কুপ্রামের

একটা লক্ষণ, কাকউলাস এবং নক্সভার্মিকায় এই লক্ষণটা দেখিতে পাওয়া যায়, অতএব অন্ত্রান্ত্র লক্ষণ দ্বারা ঔষধ নির্বাচন করিতে হইবে।

সচরাচর ৫০ হইতে উক্ত শক্তি ব্যবহার্য।

সিকিউটা ভাইরোসা

(*Cicuta Virosa*)

অত্যন্ত অধিক ফিট—রোগী নিজেকে নানা ভাবে নিষ্কিপ্ত করিতে থাকে। সিকিউটার বিশেষ চরিত্রগত লক্ষণ এই, রোগী পশ্চাৎ দিকে ধলুকের স্থায় বক্র হইয়া যায়। মস্তিষ্কে জল সঞ্চয় হইয়া, এই প্রকার ফিট হইতে থাকিলে, সিকিউটা উত্তম। নিউ ইয়র্কের দুই জন ডাক্তার উক্ত রোগের এপিডেমিকে এই ঔষধটির দ্বারা ৬০ জন রোগীর চিকিৎসা করিয়াছিলেন তন্মধ্যে একটাও মৃত্যুস্থে পতিত হয় নাই।

দাঁত উঠিবার সময় বালকদিগের উক্ত প্রকারের ফিট হইতে থাকিলে, সিকিউটা উত্তম। কুমিদোষ জনিত ফিটে সিনা দ্বারা উপকার না হইলে, সিকিউটা ব্যবহার করা যাইতে পারে। মস্তিষ্ক পৃষ্ঠের শির-দাঁড়া ইত্যাদি স্থানে আঘাতাদি জনিত ফিট হইতে থাকিলে এবং আনিকা দ্বারা উপকার না হইলে, সিকিউটা ব্যবহার করা যায়।

যে কোন প্রকারের ফিটই হউক না কেন, যত্বাপি উহা অত্যন্ত অধিক পরিমাণে হইতে থাকে এবং রোগী নানা ভাবে নিজ দেহকে বিক্ষিপ্ত করে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সিকিউটাকে স্মরণ করা কত্তব্য।

এক প্রকার চন্দ্ররোগে সিকিউটা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মুখে কিস্থা শরীরের কোন স্থানে, চন্দ্রোদ্বেদগুলি একত্রিত হইয়া, উহার উপর হলুদবর্ণের একখানি মোটা চটা পড়িয়া যায়। ডাক্তার স্থাস

বলিতেছেন, একটা স্ত্রীলোকের এই প্রকার চর্মরোগ হইয়া, সমস্ত মস্তকে একখানি মোটা চটা পড়িয়া গিয়াছিল, দেখিলে মনে হইত রোগিনী একটা টুপি পরিয়াছেন, তাঁহাকে ২০০ শত শক্তির সিকিউটা দেওয়াতে তিনি সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছিলেন। পূর্বে তিনি অনেক প্রকার ঔষধ ব্যবহার করিয়াছিলেন, কিছুতেই কোন ফল হয় নাই।

সচরাচর ৩০ ও ২০০ শক্তি ব্যবহৃত হয়।

অরম মেটালিকম।

(Aurum Metallicum.)

আত্মহত্যা করিবার নিতান্ত ইচ্ছা, সর্বদা প্রত্যেক পদার্থের মন্দ ভাগটাই দেখিতে পায়। ক্রন্দন করে, প্রার্থনা করে, মনে করে যেন সে এ পৃথিবীর উপযুক্ত নহে। সর্বদাই বিমর্ষ সাগরে নিমগ্ন হইয়া থাকে। জীবন ভারবোধ, আত্মহত্যার ইচ্ছা যেন হৃদয়ে বাসা করিয়া রুহিয়াছে। এ প্রকার মানসিক অবস্থাগ্রস্থ রোগীতে, পুরুষ হইলে যকৃতের দোষ এবং স্ত্রীলোক হইলে জরায়ুর দোষ দেখিতে পাওয়া যায়। যকৃত অথবা জরায়ু বড় এবং ফুল। জরায়ু বাহির হইয়া পড়া, ইত্যাদির সহিত উপরোল্লিখিত মানসিক লক্ষণ সমূহ দৃষ্ট হইলে, তৎক্ষণাৎ অরম প্রয়োগ করা কর্তব্য। যকৃত ইত্যাদিতে পুনঃ পুনঃ রক্তাধিক্য বশতঃ ক্লিয়া থাকে। এ প্রকার রক্তাধিক্য শরীরের যে কোন স্থানেই হউক না কেন, যত্বেপি অরমের চরিত্রগত মানসিক লক্ষণসমূহ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে, ইহা অতীব ফলপ্রদ। ত্রাজা, নক্সভজিকা ইত্যাদি ঔষধেও আত্মহত্যার ইচ্ছা দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু ইহা অরমের বিশেষ চরিত্রগত বলিয়া জানিবেন।

গর্শ্ব ইত্যাদি ব্যাধিতে পারদাদির অপব্যবহারের পর নাসিকা অথবা মুখ মধ্যস্থ তালুতে ক্ষত হইলে এবং তৎসহিত অরমের চরিত্র-গত মানসিক লক্ষণ বর্তমান থাকিলে, ইহা অতীব উপকারী। নাসিকা অথবা মুখ মধ্যস্থ তালুতে ক্ষত হইয়া, ক্রমে উক্ত স্থানের অস্থি ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া ছিদ্র হইয়া যায়। নাসিকা মধ্যে ক্ষত, নাসিকার মধ্যে নামড়ি পড়িয়া নাসিকাটা বন্ধ হইয়া যায়, কিম্বা নাসিকা হঠাতে তুর্গন্ধ-বৃদ্ধ শ্রাব হইতে থাকে এবং রোগী আত্মহত্যার চেষ্টা করে।

অর্দ্ধদৃষ্টি, ইহা এক প্রকার চক্ষুরোগ, রোগী প্রত্যেক পদার্থের অর্দ্ধেক দেখিতে পায়, অপরাধি মোটেই দেখিতে পায় না অথবা আদ্ভা আব্ভা দেখে। লাইকো এবং লিথিয়ন কার্ব নামক ঔষধ অর্দ্ধ দৃষ্টিতে বাবজ্বত হয় কিন্তু উহাদিগের বিশেষত্ব এই, উপরোল্লিখিত ঔষধ দুইটাতে প্রত্যেক পদার্থের বার্মা দেখিতে পায়, দক্ষিণাৰ্দ্ধ দেখিতে পায় না, যে স্থলে অরমে নিম্নাৰ্দ্ধ দেখে, উপরাৰ্দ্ধ দেখিতে পায় না।

জ্বীলোকদিগের জ্বাষ্মুর ক্ষীতি অথবা পুরুষদিগের অণ্ডকোষের ক্ষীতির সহিত যথাপি অরমের চরিত্রগত মানসিক লক্ষণ অথবা সিফিলিস রোগে পারদাদির অপব্যবহারের ইতিহাস পাওয়া যায়, তাহা হইলে অরম উৎকৃষ্ট ঔষধ।

বৃদ্ধদিগের হৃৎপিণ্ডের পীড়ার সহিত মানসিক উৎকর্ষা, বক্ষ-রক্তাধিক্য, উভয় রগের শিরা দুইটি “দপ্ দপ্” করিয়া নৃত্য করে এবং হৃৎপিণ্ডের “ধড়ধড়ানি” (Palpitation) দৃষ্ট হইলে, প্রথমে বেলেডোনা প্রয়োগে তরুণ বয়স্কার অনেকটা উপশম হয়। কিন্তু অরম গভীর ভাবে কার্য্য করিয়া রোগীকে সম্পূর্ণ রোগমুক্ত করে।

পারদাদির অপব্যবহার জনিত শরীরস্থ অস্থির যন্ত্রণাতেও অরম উপকারী। এস্থলে ক্যালি অইয়ড ইত্যাদি ঔষধও স্মরণ রাখিবেন।

সচরাচর ৩০ ও ২০০ শত শক্তি ব্যবহার্য্য।

আর্জেন্টাম নাইট্রিকম ।

(Argetum Nitricum.)

রোগী রাস্তা চলিতে চলিতে উচ্চ অটালিকার দিকে দৃষ্টি করিলে টলিয়া পড়িয়া যাইবার জ্বায় হয় । সে মনে করে রাস্তার উভয় পার্শ্বের বাটীগুলি পরস্পরের দিকে অগ্রসর হইতেছে, এখনি তাহাকে পিসিয়া ফেলিবে । রাস্তার মোড় ফিরিবার সময় সে মনে করে, মোড়ের বাড়ি খানির কোন্টী বাহির হইয়া রহিয়াছে, এখনি তাহাকে ধাক্কা লাগিবে । এই প্রকার মানসিক অবস্থা আর্জেন্টামের চরিত্রগত লক্ষণ । এই লক্ষণগুলি পুনঃ পুনঃ পরীক্ষিত । রোগী অত্যন্ত তাড়াতাড়ি চলে সর্বদাই ব্যস্ত (লিলিয়ম টাইগ্রিন) । গির্জা গথবা অপেরায় যাইবার সময় অর্থাৎ কোন স্থানে যাইবার জন্ত উৎসুক হইলে, মলত্যাগ করিবার ইচ্ছা হয় ।

আদ্যকপালে মথাধরা, মাথাধরায় আর্জেন্টামের একটা আশ্চর্য লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় । রোগী মনে করে যেন, তাহার মস্তকটা ক্রমশ বড় হইতেছে কিন্তু আঁটিয়া বাঁধিয়া রাখিলে নিতান্ত উপশম বোধ করে । এই প্রকার বোধ কেবল মস্তকে আবদ্ধ নহে । সমস্ত শরীর অথবা শরীরের কোন একটা স্থান এই প্রকার হইতে পারে । অল্প ঔষধেও এই লক্ষণটা দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু ইহা আর্জেন্টামের অতীব প্রিয় লক্ষণ । আর্জেন্টামে মাথা ঘোরাও দেখিতে পাওয়া যায়, মাথাঘোরার সহিত কর্ণ মধ্যে ভোঁ ভোঁ কিম্বা গুন গুন করা, সর্বাঙ্গিক দুর্বলতা এবং কম্পন হইয়া থাকা । রোগী চক্ষু মুদিত করিয়া চলিতে পারে না । রোগী উচ্চ অটালিকার দিকে নিরীক্ষণ করিলে, তাহার মাথা ঘুরিয়া যায় । জেলসিমিয়ম এবং আর্জেন্টাম উভয় ঔষধেই মাথা ঘোরা, সর্বাঙ্গিক দুর্বলতার সহিত কম্পন ইত্যাদি দৃষ্ট হয় এবং উভয় ঔষধই

লোকোমোটর এট্যাক্সিয়া নামক বাধিতে বাবদ্ধ হইয়া থাকে । অত্যাতি
আনুসঙ্গিক লক্ষণ দ্বারা ইহাদিগের পার্থক্য নির্ণয় করিতে হইবে ।

আর্জেন্টাম নাট্টি কম চক্ষুরোগের একটা উৎকৃষ্ট ঔষধ । এলোপ্যাথিক
চিকিৎসকেরাও ইহাকে চক্ষুরোগে অত্যন্ত ব্যবহার করিয়া থাকেন । কিন্তু
দ্রুতের বিষয় এই, উহাদিগের হস্তে ইহার নিতান্ত অপব্যবহার হইয়া থাকে ।
আমরা পারদ, কেউটিয়া সপের বিষ ইত্যাদি প্রাণনাশক পদার্থ সমূহ
সর্বদা ব্যবহার করিয়া থাকি কিন্তু এই সকল বীর্ষাশালী পদার্থ সমূহ
আমাদিগের দ্বারা ব্যবহৃত হইয়া, কখন অনিষ্ট সাধন করিতে পারে না, কারণ
উহাদিগের দোষভাগ কি প্রকারে পরিত্যাগ করিতে হয়, মধ্যস্থ হানিমান
তাহা শিখাইয়া দিয়াছেন । পুষ্পযুক্ত চক্ষু প্রদাহে আর্জেন্টাম অতীব
উৎকৃষ্ট ঔষধ । চক্ষু প্রদাহে চক্ষু হইতে পুঁজ পড়িতে থাকে এবং চক্ষের
কাল ভাগটা সাদা হইতে আরম্ভ হয় এবং স্ফটিকবৎস না হইলে উহারও
মধ্যে পুঁজ সঞ্চয় হইয়া চক্ষুটী একেবারে নষ্ট হইয়া যায় । চক্ষের পাতাগুলি
ফুলা আর্জেন্টামের চরিত্রগত লক্ষণ । শিশুদিগের এবম্প্রকার চক্ষু রোগে
যদ্যপি চক্ষু হইতে প্রভূত পরিমাণ পুঁজ নির্গত হয়, তাহা হইলে ২০০ শত
শক্তির মার্কুরিয়স সেবনে অতি সত্ত্বর রোগ আরোগ্য হয় । উপরোল্লিখিত
পুঁজযুক্ত চক্ষু প্রদাহেও ২০০ শত শক্তির আর্জেন্টাম সেবনীয় ।

পাকস্থলী মধ্যেও ইহার কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় ।
উদগার আর্জেন্টামের একটা চরিত্রগত লক্ষণ, উদগারের সহিত উদরের
যন্ত্রণার বৃদ্ধি । প্রত্যেকবার আহারের পর উদগার, রোগী মনে করে,
তাহার উদরে এত বায়ু জন্মিয়াছে যে, এখনি ফাটিয়া যাইবে, উদগার তুল-
বার জন্য পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করে কিন্তু অতীব কষ্ট হয়, অবশেষে শব্দের
সহিত বায়ু নির্গত হইয়া যায় । অজীর্ণ, পাকাশয়ের প্রদাহ এমনকি
পাকস্থলিতে ক্ষত হইলেও উপরোল্লিখিত লক্ষণ অবগমনে আর্জেন্টাম
ব্যবহৃত হইলে, রোগী আরোগ্য লাভ করে । ইহার আর একটা চরিত্রগত

লক্ষণ এই, মিষ্ট পদার্থ ভোজন করিবার জন্য রোগীর নিতান্ত স্পৃহা দেখিতে পাওয়া যায় ।

গলমধ্যেও আর্জেন্টামের কতকগুলি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় । গাঢ় এবং আটা আটা স্লেয়া গলার মধ্যে লাগিয়া থাকে, সেই জন্য রোগী উহাকে উঠাইয়া ফেলিবার জন্য সর্বদা কাসে । গলমধ্যে ক্ষতবৎ বেদনা অনুভব হয় । রোগী মনে করে যেন, তাহার গলার মধ্যে কি খোঁচা মত রহিয়াছে । গলার মধ্যে আঁচিলের ন্যায় ক্ষীতি । রোগী কোন পদার্থ গলাধঃকরণ করিবার সময় বেশ বুঝিতে পারে, আঁচিলের এক পার্শ্ব গলনলিতে সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে । এই প্রকার গলরোগ ক্রমে স্বরযন্ত্র পর্য্যন্ত আক্রমণ করে, বিশেষতঃ যে সকল মনুষ্যকে বহুক্ষণ যাবৎ চাঁৎকার করিয়া কথা কহিতে হয় (গায়ক, বক্তৃতাকারী ইত্যাদি) তাহাদিগের পক্ষে ইহা উত্তম ।

আর্জেন্টামে কটিবেদনাও দেখিতে পাওয়া যায় । দণ্ডায়মান হইলে অথবা চলিয়া বেড়াইলে কটিবেদনার উপশম হয় । কিন্তু উপবেশনাবস্থা হইতে উঠিবার সময় যন্ত্রণা অত্যন্ত অধিক হইয়া থাকে । সালফর এবং কষ্টিকম প্রয়োগেও এ প্রকার বেদনার উপশম হয় কিন্তু আর্জেন্টামও ইহার একটা ঔষধ বিশেষ । কটিবেদনার সহিত বিশেষতঃ হস্তের অগ্রভাগ, চরণ এবং হাত পায়ের গুলো গুলিতে বেদনা, কম্পন ও দুর্বলতা দৃষ্ট হইলে, আর্জেন্টাম অপেক্ষাকৃত উপকারী । মৃগী কিম্বা মুচ্ছার ব্যাধিতেও আর্জেন্টাম ব্যবহৃত হয় । ইহার আনুসঙ্গিক লক্ষণ এই, উক্ত ব্যাধি হইবার কয়েক ঘণ্টা এমন কি কয়েক দিবস পূর্ব হইতে চক্ষের তারকা প্রসারিত হইয়া থাকে এবং কিছুক্ষণ পূর্বে রোগী নিতান্ত অস্থির হয় ।

উদরাময়—আর্জেন্টাম উদরাময়েরও একটা মনোষধ । নানাপ্রকারের উদরাময় এবং অত্যন্ত কঠিন উদরাময়ও ইহা দ্বারা আরোগ্য লাভ করে । সবুজাভায়ুক্ত মল আর্জেন্টামের চরিত্রগত লক্ষণ, মল বহুক্ষণ

পড়িয়া থাকিলে গাঢ় সবুজ বর্ণ ধারণ করে। মলত্যাগ করিবার সময় “পট্ পট্” করিয়া শব্দ হয়। অধিক পরিমাণে চিনি কিম্বা কোন প্রকার মিষ্ট দ্রব্য ভোজন করিয়া উদরাময়। মলত্যাগ করিবার সময় শব্দের সহিত বায়ু নিঃসরণ হয়। ক্যালকেরিয়া ফস্ফরিকা নামক ঔষধেও মলত্যাগ কালে শব্দের সহিত বায়ু নিঃসরণ এবং “পট্ পট্” করিয়া শব্দ হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। বালকদিগের উদরাময়ের সহিত মস্তকে জ্বল সঞ্চয় হইলে, উভয় ঔষধই ব্যবহৃত হয়। উহাদিগের বিশেষত্ব এই যে, যদিপি বালকের শরীরস্থ অস্থিগুলির পোষণ ক্রিয়ার অভাব দেখিতে পাওয়া যায় ও মস্তকে ঘর্ষ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইলে ক্যালকেরিয়া ফস্ উত্তম। ক্যালকেরিয়ার রোগী মাংস খাইতে চাহে, আর্জেন্টামের রোগী মিষ্ট খাইবার জন্য লালায়িত হয়।

যে সকল বালক মিষ্ট খাইতে অধিক ভালবাসে, চিনি কিম্বা উক্ত প্রকারের মিষ্ট অধিক পরিমাণে আহার করিয়া হঠাৎ উহাদিগের কলেরার মত হইলে, আর্জেন্টাম অতীব উপকারী। পুরাতন রক্তামাশয় রোগে উদর মধ্যে ক্ষত হইলেও ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সচরাচর ৩০ ও ২০০ শক্তি ব্যবহৃত হয়।

ফেরাম মেটালিকম।

(Ferrum Metallicum)

মুখমণ্ডল মলিন, পাঁশুটে অথবা সবুজাভাষুক্ত। অতি সামান্য মানসিক উত্তেজনায় মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইয়া উঠে। মস্তকে রক্তাধিক্য, ও তজ্জনিত মাথার শিরাগুলি ফুলিয়া উঠে এবং মস্তকে “দপ দপানি মাথা

ব্যথা” হইতে থাকে (বেল, চায়না, নেট্রাম-মিউর, গ্লোনোইন)। মুখের ভিতরের বর্ণ মলিন, পূর্বের ন্যায় রক্তাভ নহে। চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইলে রোগ ক্রিষ্ণ উপশম হয় বটে, কিন্তু রোগী দুর্বলতা বশতঃ শুইয়া থাকিতে বাধ্য হয়। জ্বীলোকদিগের স্নাতু শীঘ্র শীঘ্র হইয়া থাকে এবং বহু পরিমাণে রক্ত নির্গত হয় ও বহুদিবস স্থায়ী হয়। শ্রাবিত রক্ত মলিন এবং জলবৎ। উক্ত প্রকার শ্রাবের সহিত মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ, কর্ণে ভেঁ। ভেঁ। শব্দ ইত্যাদি লক্ষণও দেখিতে পাওয়া যায়।

উপরোল্লিখিত লক্ষণগুলি ফেরামের চরিত্রগত লক্ষণ। ফেরাম রক্তক্ষীণতার একটি মহৌষধ বিশেষ। রক্তক্ষীণতার সহিত ফেরামের চরিত্রগত লক্ষণগুলি বর্তমান থাকিলে, ফেরাম অতীব উৎকৃষ্ট ঔষধ। রক্তক্ষীণতার সহিত মস্তকে, মুখমণ্ডলে, বক্ষে রক্তাধিক্য হইলে, ফেরাম আশান্তীত ফলপ্রদ। এই প্রকার রোগীকে এলোপ্যাথিক ডাক্তারেরা ফেরাম বহুমাত্রায় পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করিয়া, তাহাকে আরও বিপন্ন করিয়া তুলেন, এরূপ অবস্থায় শক্তিকৃত ফেরাম অমৃততুল্য।

রক্তশ্রাব—শরীরের স্থানে স্থানে রক্তাধিক্য হওয়া, ফেরামের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। রক্তাধিক্য জনিত নাসিকা, ফুসফুস, জরায়ু, মূত্রাশয় ইত্যাদি হইতে রক্তশ্রাব হয়, সেই কারণ রক্তহীনতা এবং দুর্বলতার সহিত শরীরের নানাস্থান হইতে রক্তশ্রাব হইলে, ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

কেবলমাত্র রক্তের উপর ফেরামের ক্রিয়া সীমাবদ্ধ নহে। পাকস্থলি এবং অন্ত্রের উপর ইহার কতকগুলি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। রাঙ্কুসে ক্ষুধা, রোগী কেবল “খাই খাই” করে, আবার হয়ত একেবারেই ক্ষুধা নাই। ভোজনের পর উদগারের সহিত ভক্ষিত দ্রব্য মুখে উঠিয়া আইসে। কুটী এবং মাখন খাইবার জন্য অত্যন্ত স্পৃহা; মাংস, চা, বিয়ার নামক মত্ত ইত্যাদিতে অরুচি। রোগী দিবাভাগে যে দ্রব্য ভোজন করে, উহা সমস্ত দিবস উদরে থাকিয়া রাত্রে বমন হইয়া যায়। উদর মধ্যে ক্ষতবৎ বোধ,

রোগী মনে করে যেন তাহার নাড়ী ভুঁড়িগুলি কে খেঁচালাইয়া দিয়াছে । কোন দ্রব্য ভোজন এবং পান করিবার সময় মলত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয় । উপরোল্লিখিত লক্ষণগুলি দ্বারা পরিষ্কার বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, ফেরাম অজীর্ণ রোগেও বিশেষ উপকারী । চায়না নামক ঔষধেও ফেরামের গ্রাস লক্ষণ সমূহ দৃষ্ট হয়, সেট কারণ অনেক সময় চায়নার সহিত ইহার পার্থক্য নির্ণয় করা নিতান্ত কঠিন হইয়া পড়ে । উভয় ঔষধেই রাত্রিকালীন বেদনামূত্র উদরাময় দেখিতে পাওয়া যায় । উহাদিগের পার্থক্য এই, ফেরাম অপেক্ষা চায়নার উদরে অধিক পরিমাণে বায়ু জন্মায় । চায়না এবং ফেরাম পরস্পরে নিতান্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, চায়নার পর ফেরাম এবং ফেরামের পর চায়না অতীব উপকারী ।

মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হওয়া—অর্থাৎ মুখমণ্ডলে রক্তাধিক্য ফেরামের চরিত্রগত লক্ষণ, আর একটা ফেরামের অতীব প্রিয় লক্ষণ এই, রোগী ধীরে ধীরে চলিয়া বেড়াইলে রোগের উপশম বোধ করে । পলসেটিলা নামক ঔষধেও এই লক্ষণটা দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু উহা ফেরামের গ্রাস নহে । রোগী অত্যন্ত দুর্বল (ইহাও ফেরামের একটা প্রিয় লক্ষণ) তথাচ ধীরে ধীরে চলিয়া না বেড়াইয়া থাকিতে পারে না । দুর্বলতা জনিত চলিতে পারিতেছে না, তথাচ চলিয়া বেড়াইতে হয় । রোগী একবার বসিল আবার চলিয়া বেড়াইতে আরম্ভ করিল, আবার বসিল, আবার চলিতে লাগিল, ফেরামের রোগী অনবরত এইরূপ করিতে থাকে ।

মাননীয় ডাক্তার গ্রাস বলিতেছেন, একটা স্ত্রীলোক তাহার হাতের বেদনার জ্ঞাত ডাক্তার গ্রাসের চিকিৎসাধীনে আসিয়াছিলেন । রোগিনীর মুখমণ্ডল ফেঁকাসে অর্থাৎ রক্তহীন, প্রায় এক সপ্তাহ তাঁহাকে নানাপ্রকার ঔষধ দিয়া কোন ফল হইল না । অবশেষে একদিবস রোগিনী হঠাৎ বলিল, প্রতিদিন রাত্রে তাঁহার যন্ত্রণার অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া থাকে ।

একমাত্র বিছানা হইতে উঠিয়া গৃহের মধ্যে ধীরে ধীরে বেড়াইলে উপশম হয়। এই লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া ডাক্তার ত্রাস তাঁহাকে সহস্র শক্তির ফেরাম দিলেন, রোগিণী অতি সস্তর রোগ মুক্ত হইলেন, আর তাঁহার উক্ত রোগ হয় নাই। হৃৎপিণ্ডের “ধড়ধড়ানি”, রক্তবমন, হাঁপানি ইত্যাদি রোগেও যত্বপি ধীরে ধীরে চলিয়া বেড়াইলে উপশম হয়, তাহা হইলে ফেরাম উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ম্যালেরিয়া জ্বর, সবিরাম জ্বর, ইত্যাদিতেও ফেরাম সুন্দর কার্য্য করে। ম্যালেরিয়ায় অধিক কুইনাইনাদি সেবন করিয়া, রোগ জটিল হইলেও ফেরাম ব্যবহৃত হয়, এ প্রকার রোগীতে প্রায়ই প্লীহার বৃদ্ধি এবং উহাতে ক্ষতবৎ বেদনা দৃষ্ট হয়। সবিরাম জ্বরে ফেরামের একটা চরিত্রগত লক্ষণ এই, শীতাবস্থায় রোগীর মুখ রক্তবর্ণ হইয়া থাকে।

সচরাচর ৩০, ২০০ এবং উচ্চ শক্তি ব্যবহৃত হয়।

অনেকে বলেন, ধাতু উচ্চতম শক্তিকৃত অবস্থায় কোনই ফল দান করে না। বাস্তবিক তাহা নহে, শক্তিকৃত অবস্থায় সকল ঔষধই সুন্দর কার্য্য করে।

প্লাস্‌ম মেটালিকম ।

(Plumbum Metallicum,)

তলপেটটী এত ভিতর দিকে ঢুকিয়া যায়, মনে হয় যেন উহা মেরুদণ্ডের অস্থির সহিত সংলগ্ন হইয়া গিয়াছে। এই লক্ষণ প্রত্যক্ষ অথবা অনুবোধ্য উভয় প্রকারেরই হইতে পারে। উদরে অত্যন্ত যন্ত্রণা, উদরের যন্ত্রণা শরীরের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। এই প্রকার

বন্ত্রণা প্রায়ই উদরশূল (Colic) রোগে দেখিতে পাওয়া যায় । কখন কখন কোষ্ঠবদ্ধ অথবা জন্মাস্থির রোগের সহিতও ইহাকে দেখিতে পাওয়া যায় । নেবাতেও (Jaundice) ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে । রোগীর মল, মূত্র, চক্ষের সাদা ভাগ, গাত্র চর্ম ইত্যাদি গাত্র হরিদ্রা বর্ণ, এ প্রকার রোগীতেও প্লাস্‌ম অতি সুন্দর কার্য্য করে ।

পক্ষাঘাত রোগেও প্লাস্‌ম ব্যবহৃত হয় । ডাক্তার ন্যাস বলিতেছেন একটা রক্তের নিয়ন্ত্রণাথায় পক্ষাঘাত হইয়াছিল, পক্ষাঘাতের সহিত গাত্র চন্দ্বে অভ্যস্ত স্পর্শসহিষ্ণুতা ছিল । তিনি বলিতেছেন রোগীর শরীরে এত স্পর্শসহিষ্ণুতা ছিল যে, কেহ অতি সন্তর্পণে তাহাকে স্পর্শ করিলেও রোগী মনে করিত, কে যেন তাহাকে আঘাত করিল । ডাক্তার ন্যাস স্বীকার করিয়াছেন, তিনি এ প্রকার রোগী আর কখনও দেখেন নাই এবং বহু অনুসন্ধানের পর ডাক্তার এলেনের এনসাইক্লোপিডিয়া নামক পুস্তকের মধ্যে প্লাস্‌মে উক্ত লক্ষণ দৃষ্টে ফিক্সের ৪০ এম শক্তির এক মাত্রা প্লাস্‌ম তাঁহাকে দিয়াছিলেন ; ইহাতে রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিয়াছিলেন ।

শীঘ্র শীঘ্র শরীর শুকাইয়া যাওয়া, সর্বাঙ্গিক অথবা শরীরের কোন একটা স্থানের পক্ষাঘাত, দাঁতের মাড়ির উপর দিয়া পরিষ্কার নীল বর্ণের দাগ পড়া, প্লাস্‌মের প্রিয় লক্ষণ মধ্যে গণনা করা বাইতে পারে । . . .

৩০ হইতে উচ্চ শক্তি ব্যবহার্য্য ।

চেলিডোনিয়ম মেজাস ।

(Chelidonium Majus.)

পৃষ্ঠের দক্ষিণ পার্শ্বের অস্থি যাহার সহিত দক্ষিণ হস্তটি সংলগ্ন উহার মধ্যে স্থায়ীভাবে তীব্র ও মৃদু মৃদু বেদনা চেলিডোনিয়মের চরিত্রগত লক্ষণ । এই প্রকার বেদনা যকৃতের পীড়ায় দেখিতে পাওয়া যায় । যকৃতের পীড়ায় চেলিডোনিয়ম একটা উৎকৃষ্ট ঔষধ । নেবা, কাসি, নিউমোনিয়া খতু সম্বন্ধীয় গোলযোগ ইত্যাদি যে কোন পীড়ার সহিত উপরোল্লিখিত চরিত্রগত লক্ষণটা দৃষ্ট হইলে, চেলিডোনিয়ম প্রয়োগে সুন্দর ফল পাওয়া যায় ।

লাইকোপোডিয়মের ন্যায় চেলিডোনিয়ম মনুষ্য শরীরের দক্ষিণদিকে ইহার কার্য প্রকাশ করিয়া থাকে । দক্ষিণ চক্ষে স্নায়বীয় বেদনা, বক্ষের দক্ষিণদিকে নিউমোনিয়া, দক্ষিণদিকের স্বন্ধে বেদনা, দক্ষিণদিকের উরু হইতে তীব্রবদ্ধবৎ বেদনা তলপেট পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়, দক্ষিণপদ বরফের ন্যায় শীতল, বামপদ স্বাভাবিক ইত্যাদি, অর্থাৎ দক্ষিণ দিকে কোন পীড়া হইলে একবার চেলিডোনিয়মের অন্যান্য লক্ষণের সহিত মিলাইয়া দেখা কর্তব্য । কেবলমাত্র দক্ষিণদিকের পীড়াতে চেলিডোনিয়ম লাইকোর সমকক্ষ তাহা নহে, চেলিডোনিয়মে, লাইকোর ন্যায় অন্যান্য লক্ষণ দৃষ্ট হয়, সেই কারণে চেলিডোর পর লাইকো এবং লাইকোর পর চেলিডো বিশেষ উপকারী ।

যদিচ পৃষ্ঠের দক্ষিণ পার্শ্বের অস্থি, যাহার সহিত দক্ষিণ হস্তটি সংলগ্ন উহার মধ্যে বেদনা চেলিডোর অতীব প্রিয় লক্ষণ, তথাচ ফুসফুস অথবা যকৃতের পীড়ার সহিত কখন কখন উক্ত লক্ষণটা দৃষ্ট না হইলেও

নিম্নলিখিত লক্ষণগুলির দ্বারা চেলিডোনিয়মকে চিনিয়া লওয়া যায়। যকৃতের বৃদ্ধি, যকৃত স্থানে চাপনবৎ বেদনা; মুখের আশ্বাদ তিক্ত; জিহ্বা গাঢ় হলুদবর্ণের ময়লার দ্বারা আৱৃত, স্থানে স্থানে রক্তবর্ণতা, এবং জিহ্বার পার্শ্ব দন্তের ছাপ যুক্ত, চক্ষের সাদা ভাগ, মুখ মণ্ডল, গাত্র চর্ম হরিদ্রা বর্ণ; মল ধূসর বর্ণ, কৰ্দমের ত্রায় অথবা স্বর্ণের ত্রায় হরিদ্রাবর্ণ বিশিষ্ট; মূত্রও গাঢ় হরিদ্রাবর্ণ বিশিষ্ট, মূত্র, পাত্র হইতে চালিয়া ফেলিয়া দিলেও পাত্রে হরিদ্রাবর্ণের দাগ লাগিয়া থাকে। ক্ষুধাহীনতা, বিবমিষা, পিত্তযুক্ত পদার্থ বমন। ইহা ব্যতিরেকে আরও, যদিও রোগী গরম পানীয় ব্যতিরেকে অল্প কিছুই উদরে রাখিতে না পারে, তাহা হইলে চেলিডোনিয়ম প্রয়োগ করিতে অনুমাত্রও বিলম্ব করা কর্তব্য নহে। এই প্রকার লক্ষণ সমূহ পুরাতন এবং তরুণ উভয়বিধ ব্যাধিতে দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাতন রোগে রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য করিবার জন্য কখন কখন লাইকোর ন্যায় একটা এন্টি-সোরিক ঔষধ লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ করিতে হয়।

চেলিডোনিয়ম নিউমোনিয়ার একটা উৎকৃষ্ট ঔষধ। বিশেষতঃ যে সকল নিউমোনিয়া রোগের সহিত যকৃতের লক্ষণ দৃষ্ট হয়, উহাদিগের পক্ষে চেলিডো অতীব উৎকৃষ্ট ঔষধ। অনেক কাসি রোগে কাসির সহিত বক্ষের দক্ষিণ পার্শ্বে বেদনা, স্বল্প পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়, এরূপ স্থলে চেলিডোনিয়ম প্রয়োগ করিলে, রোগীর কাসি, এবং বেদনা আরোগ্য হইয়া, রোগীকে ভবিষ্যৎ ক্ষয়কাস হইতে রক্ষা করে।

উদরাময়—উদরাময় সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিবার পূর্বেই উহাদিগের উল্লেখ করা হইয়াছে। মাননীয় ডাক্তার বেল বলিতেছেন, গরম পানীয় পান করিবার জন্য রোগীর অতীব ইচ্ছা থাকিলে, চেলিডো কার্য্যকারী।

সচরাচর ৩০ ও ২০০ শত শক্তি ব্যবহার্য্য।

বার্বেরিস ভাল্লেরিস ।

(Berberis Vulgaris)

কটিদেশে যেন আঘাত লাগিয়াছে, কটিদেশে আড়ষ্টতা। উপ-বেশনাবস্থা হইতে উঠিবার সময় বড়ই কষ্ট হয়। রোগী যখন বসিয়া কৃষ্ণা শয়ন করিয়া থাকে, সেই সময় কটিবেদনার অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া থাকে। বিশেষতঃ প্রাতঃকালে বিছানায় শয়নাবস্থায় কটিবেদনার বৃদ্ধি। রোগী মনে করে যেন তাহার কটিদেশ আড়ষ্ট, অসাড়, এবং উহাতে চাপনবৎ বেদনা। এই প্রকার বেদনা কখন কখন উরু পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়। এই সকল লক্ষণদৃষ্টে অনেকে হ্রাসটাক্স প্রয়োগ করিয়া থাকেন, এস্থলে এ প্রকার ভুল হইবার নিতান্ত সম্ভাবনা। বার্বেরিস এবং হ্রাসটাক্স পার্থক্য এই, বার্বেরিসের কটিবেদনার সহিত প্রায়ই মূত্র যন্ত্রের পীড়া দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু রসটাক্সে উহা প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। বার্বেরিসের আরও বিশেষত্ব এই যে, উহার কটিবেদনা মূত্রযন্ত্র পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়, বার্বেরিসের মূত্রে নানা প্রকারের তলানি পড়ে, কিন্তু অনবরত কটিবেদনা দ্বারা বার্বেরিসকে চিনিয়া লইতে হইবে। কোন প্রকার বাত ব্যাধির সহিত অনবরত কটিবেদনা এবং মূত্র সম্বন্ধীয় লক্ষণ বর্তমান থাকিলে, বার্বেরিস অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। কোন স্থান হইতে লাফাইয়া পড়িলে, অথবা অন্য কোন উপায়ে শরীরে ঝাঁকি লাগিলে মূত্র-যন্ত্র স্থানে ক্ষতবৎ বেদনা ; আর একটা বার্বেরিসের চরিত্রগত লক্ষণ এই, রোগী তাহার মূত্রযন্ত্র (কিডনি) স্থানে “বুজ্ বুজ্” করা মত বোধ করে।

কটিবেদনা বার্বেরিসের অতীব চরিত্রগত লক্ষণ। অনবরত কটিবেদনার সহিত কটিদেশে দুর্বলতা, মুখমণ্ডল মলিন, চক্ষু, মুখ

বসা, চক্ষের চারিদিকে কালিমা পড়া, ইত্যাদি লক্ষণও বার্বেরিসে দেখিতে পাওয়া যায়। যে স্থলে অনবতর কটিবেদনা দৃষ্ট হইবে, সে স্থলে বার্বেরিসকে স্মরণ করা নিতান্ত কর্তব্য।

সচরাচর ১ম, ৩য়, ৩০ ও উচ্চ শক্তি।

টেরিবিহিনা ।

(Terebinthina.)

বার্বেরিসের ত্রায় টেরিবিহিনাতেও মূত্র যন্ত্রের ব্যাধির সহিত কটি-দেশে বেদনা দেখিতে পাওয়া যায়। বার্বেরিস অপেক্ষা টেরিবিহিনায় মূত্রযন্ত্রের লক্ষণগুলি অধিক উগ্র ভাবাপন্ন হইয়া থাকে এবং মূত্রের সহিত অধিক পরিমাণে রক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। মূত্র পাটকিলা রং বিশিষ্ট কিম্বা কাল অথবা ধূস্রবর্ণ ও উহার সহিত অল্পাধিক পরিমাণ রক্ত মিশ্রিত থাকে। মূত্রত্যাগ করিবার সময় জ্বালা যন্ত্রণায় ইহা ক্যান্থারিস এবং ক্যানাবিস স্যাটিভার প্রায় সমকক্ষ কিন্তু বার্বেরিসে এ প্রকার জ্বালা যন্ত্রণা দেখিতে পাওয়া যায় না। উপরোল্লিখিত চারিটা ঔষধই প্রস্রাবের পীড়ায় (Albuminuria) ব্যবহৃত হইয়া থাকে, উহাদিগের মধ্যে টেরিবিহিনা উক্ত রোগে প্রথম স্থান অধিকার করে।

টেরিবিহিনা সেবনে অতি সঙ্কটাপন্ন টাইফয়েড রোগীও আরোগ্য লাভ করে। পরিষ্কার রক্তবর্ণ জিহ্বা এবং উদরটি ফাঁপা টেরিবিহিনার চরিত্রগত লক্ষণ; এই লক্ষণ দুইটা টাইফয়েডাদি পীড়ায় দৃষ্ট হইলে, টেরিবিহিনা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

শোণ রোগে ধূস্রবর্ণের মূত্র দৃষ্ট হইলে, ল্যাকেসিস, এপিস, হেলি-বোরাস, কলচিকমের ত্রায় টেরিবিহিনাও একটা ঔষধ বিশেষ।

কলেরার পর ক্যান্সারিস প্রয়োগে প্রস্রাব না হইয়া, রোগী ক্রমশঃ টাইফয়েড অবস্থাপন্ন হইতে আরম্ভ হইলে, অনেক সময় টেরিবিহিনা দ্বারা বিশেষ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় ।

সচরাচর ৬ষ্ঠ ও ৩০ শক্তি ব্যবহার্য্য ।

ক্যানাবিস স্যাটিভা

-(Cannabis Sativa.)

মূত্র নলির উপর ইহার সুন্দর ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায় । গণোরিয়ার প্রথম অবস্থায় ইহা বিশেষ উপযোগী । লিঙ্গে অত্যন্ত বেদনা, লিঙ্গটী স্পর্শ করিলে অথবা চাপ দিলে অত্যন্ত বেদনা অনুভব হয় । রোগী পা দুইটী ফাঁক করিয়া চলে, পা সমান করিয়া চলিলে, লিঙ্গে আঘাত লাগে, একপ অবস্থায় রোগীকে বাধ্য হইয়া পা ফাঁক করিয়া চলিতে হয়, যদ্যপি উক্ত রোগ ক্রমে মূত্রনলি হইতে মূত্রস্থলি পর্য্যন্ত প্রসারিত হয় তাহা হইলে, মধ্যে মধ্যে তীব্র কটবেদনা দেখিতে পাওয়া যায় এবং মূত্রের সহিত রক্ত নির্গত হইতে থাকে ।

একটী আশ্চর্য্য লক্ষণ ক্যানাবিসে দেখিতে পাওয়া যায়, রোগী মনে করে যেন তাহার হৃৎপিণ্ডের চতুর্দিকে অথবা যে স্থলে হৃৎপিণ্ডটী স্থাপিত উহার মধ্যে ফোঁটা ফোঁটা করিয়া কি পড়িতেছে । মাননীয় ডাক্তার হ্যাস বলিতেছেন, আমি এই লক্ষণাক্রান্ত বহু রোগী এক অথবা দুই মাত্রা ক্যানাবিস প্রয়োগে আরোগ্য করিয়াছি ।

৬ষ্ঠ ৩০ ও উচ্চ শক্তি ।

বেঞ্জইক এসিড।

(Benzoic Acid.)

কাল্‌চে পাটকিলা রং বিশিষ্ট ও অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত মূত্র, বেঞ্জয়িক এসিডের চরিত্রগত লক্ষণ। একমাত্র এই লক্ষণ অবলম্বনে নানা প্রকার রোগ, যথা—বাত, শোথ, উদরাময়, শিরঃপীড়া ইত্যাদি আরোগ্য হইয়া থাকে।

নাইট্রিক এসিড, বার্বেরিস, ক্যালকেরিয়া অক্সীয়ম ইত্যাদি ঔষধেও মূত্রে দুর্গন্ধ দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু উহাদিগের মধ্যে প্রায় সকল ঔষধেই মূত্রে নানা প্রকারের তলানি পড়ে, কিন্তু বেঞ্জয়িক এসিডে একেবারেই মূত্রে তলানি পড়ে না এবং অসহনীয় দুর্গন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। বৃদ্ধ দিগের প্রস্রাবের পীড়ায় মূত্র ফোঁটা ফোঁটা পরিমাণ পড়িতে থাকে, মূত্র পরিষ্কার হয় না, এরূপ অবস্থায় বেঞ্জয়িক এসিড উৎকৃষ্ট কার্য্যকারী।

স্ত্রীলোকদিগের ঋতু সঞ্চরীয় গোলযোগের সহিত ইহার চরিত্রগত মূত্রের লক্ষণগুলি দৃষ্ট হইলে, বেঞ্জয়িক এসিড দ্বারা সুন্দর কার্য্য হইয়া থাকে। জরার স্থানচ্যুতি ইত্যাদিও উক্ত লক্ষণ অবলম্বনে আরোগ্য হইয়া থাকে। এক কথায় বেঞ্জয়িক এসিডের মূত্রের লক্ষণ অতীব চরিত্রগত বলিয়া জানিবেন, যে কোন পীড়ায় উক্ত লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, তৎক্ষণাৎ বেঞ্জয়িক এসিডকে স্মৃতিপথে আনিতে ভুলিবেন না।

সকলদা ৬ষ্ঠ, ৩০ ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়।

পডোফাইলম ।

(Podophyllum Peltatum)

ইহা উদরাময়ের একটা অতীব উৎকৃষ্ট ঔষধ । ইহা নানা প্রকার উদরাময়ে ব্যবহৃত হয় । বহুপরিমাণ তরল মল, মলে অতিশয় দুর্গন্ধ, প্রাতঃকালীন অথবা গ্রীষ্মকালীন কিম্বা বালকদিগের দস্তোদগম কালীন উদরাময়, এই কয়টা লক্ষণ পডোফাইলমের চরিত্রগত বলিয়া জানিবেন । সর্বদা এই কয়টা লক্ষণের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া অন্যান্য আনুষঙ্গিক লক্ষণের সহিত মিলাইয়া ইহাকে প্রয়োগ করিলে, অতি কঠিন উদরাময়-গ্রস্ত রোগীও সত্ত্বর আরোগ্য লাভ করিবে ।

উপরোল্লিখিত প্রকারের মলের সহিত প্রায়ই নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি দেখিতে পাওয়া যায় । গুহ্য পথটী বাহির হইয়া পড়ে । -রোগী অর্ধ-নিমীলিত নেত্রে ঘুমাইতে থাকে এবং সর্বদা মথাটী এপাস ওপাস করিয়া চালনা করে ; পুনঃ পুনঃ শূন্য উদগার তুলে । এই প্রকার লক্ষণ-সমূহ প্রায়ই শিশুদিগের দস্তোদগমকালীন উদরাময়ে, মস্তকে জল সঞ্চয় হইবার পূর্বে এবং শিশু কলেরায় দেখিতে পাওয়া যায় ; এরূপ সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পডোফাইলম উত্তমরূপে বিবেচিত হইয়া ব্যবহৃত হইলে, এত সুন্দর ফল দান করে যে চিকিৎসক, মহাত্মা মহেন্দ্রলাল সরকারের জ্ঞায় প্রাতঃস্বরণীয়ও হইতে পারেন ।

পূর্বেই বলা হইয়াছে বালকদিগের উদরাময় অথবা কলেরায় পডোফাইলম একটা অতীব উৎকৃষ্ট ঔষধ । দস্তোদগমের সময় শিশু মাড়ি হইতে অনবরত চাপিয়া ধরে । এই লক্ষণটী ফাইটোলক্কা নামক ঔষধেও

দেখিতে পাওয়া যায়। ইপিকাকের তায় বমন পডোফাইলমে দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু সিকেলির ন্যায় ইহাতে অনবরত “উকি তোলা” দৃষ্ট হইয়া থাকে। উদর মধ্যে “গড় গড়, গোঁ গোঁ” শব্দ হয়। গুহ্যপথটী বাহির হইয়া পড়া, পড়োর একটী চরিত্রগত লক্ষণ বলিয়া জানিবেন।

স্ত্রীজননেদ্রিয়ার উপরও ইহার বিশেষ ক্ষমতা লক্ষিত হয়। দক্ষিণ ডিম্বাধারে বেদনা, দক্ষিণ ডিম্বাধারে বেদনা আরম্ভ হইয়া, দক্ষিণদিকের উক্স পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়; কখন কখন উক্ত প্রকার বেদনার সহিত “ঝিঁ ঝিঁ” ধরাও দেখিতে পাওয়া যায়। এই লক্ষণটী পডোফাইলমের এত প্রিয় যে, একমাত্র এই লক্ষণ অবলম্বনে এমন কি ডিম্বাধারের টিউমার পর্য্যন্তও সারিয়া গিয়াছে।

সচরাচর ৩০ এবং উচ্চ শক্তি ব্যবহার্য্য।

এলো সকোট্রিনা ।

(Aloe Socotrina)

ইহাও উদরাময়ের একটী অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। হরিদ্রা বর্ণের “ভস্মা ভস্মা” অথবা চক চকে আময়ুক্ত জলের ন্যায় মল, এলোর চরিত্রগত লক্ষণ। রোগীর গুহ্যদ্বার অসাড়, কখন কখন উক্ত প্রকারের খানিকটা মল যতক্ষণ পর্য্যন্ত না একেবারে বাহিরে আসিয়া পড়ে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত রোগী কিছুই জানিতে পারে না। রোগী প্রস্রাব করিবার সময় অথবা বায়ুত্যাগকালে মলত্যাগ করিয়া ফেলে। রোগী মনে করে, তাহার গুহ্যপথটী তরল ভারি পদার্থে পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে এবং এখনি উহা বাহির হইয়া পড়িবে ও বাস্তবিক তাহাই ঘটিয়া থাকে! এলোর একটী অতীব

চরিত্রগত লক্ষণ এই, মলত্যাগ করিবার পূর্বে তলপেটে “গড় গড়, কল কল” করিয়া অত্যন্ত শব্দ হয়। রোগী তাহার সমস্ত তলপেটী অত্যন্ত ভারি বোধ করে। রোগীর গুহ্যপথটি আঙ্গুরের থোলোর দ্বারা বাহির হইয়া পড়ে কিন্তু শীতল জল প্রয়োগে উপশম হয়। এই লক্ষণটি প্রায়ই অর্শ রোগের সাইত দেখিতে পাওয়া যায়। মিউরিয়েটিক এসিড নামক ঔষধে গরম প্রয়োগে অর্শের যন্ত্রণার উপশম হয়। উভয় ঔষধেই অর্শের বলির রং নীলবর্ণ, কিন্তু উহাদিগের বিশেষত্ব এই, মিউরিয়েটিক এসিডের অর্শের বলিগুলিতে স্পর্শসহিষ্ণুতা এবং ক্ষতবৎ বোধ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু এলোর অত্যন্ত চুলকায়। এলোর উদরাময়, প্রাতঃকালে, গ্রীষ্মকালে, চলাফেরায় এবং আহার অথবা পানের পর বৃদ্ধি হইয়া থাকে। রক্তামাশয় রোগে বাহ্যে করিবার সময় রোগী অত্যন্ত কোঁথ দিতে থাকে, গুহ্যপথটি গরম বোধ করে, যন্ত্রণায় রোগী ফেণ্ট হইবার দ্বারা হয় ও সর্বদা আঠা আঠা ঘন হইতে থাকে। কোষ্ঠবদ্ধও গুহ্যদ্বারের অসাড় অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। শক্ত মলও নির্গত হইবার সময় রোগী কিছুই বুঝিতে পারে না।

মাননীয় ডাক্তার ন্যাস বলিতেছেন, তিনি একটা বালকের কোষ্ঠবদ্ধের চিকিৎসা করিতে আহুত হইয়াছিলেন। বালকটি জন্মাবধি কোষ্ঠবদ্ধ রোগে ভুগিতেছিল, তাহাকে মলত্যাগ করাইবার জন্য উপবেশন করাইলে, অত্যন্ত কান্নাকাটি জুড়িয়া দিত এবং অত্যন্ত চেষ্টা করিয়া এনন কি পিচকারী দিয়াও সামান্য মাত্র মল নির্গত হইত না। তিনি নানা প্রকার ঔষধ প্রয়োগ করিলেন কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, অবশেষে একদিবস তিনি বালকের গুহ্যদ্বারটি পরীক্ষা করিবার জন্য তাহাকে পার্শ্ব পরিবর্তন করাইবা মাত্র, দেখিতে পাইলেন তাহার বিছানায় একটা বড় মল পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার মাতাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, প্রায়ই এই প্রকার হইয়া থাকে, বালক কখন মল ত্যাগ করে, সে উহা

বুঝিতে পারে না, কাজে কাজেই আমরাও জানিতে পারি না । তিনি তাহাকে দুই শত শক্তির এলো প্রদান করিলেন, ইহাতেই রোগী অতি সম্বর সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিল ।

পডোফাইলমের ন্যায় এলোতেও অরায়ুর স্থানচ্যুতি দেখিতে পাওয়া যায়, নিম্নোদর এবং গুহ্যপথ ইত্যাদিতে গরম, ভারি এবং পূর্ণবোধ দ্বারায় এলোকে চিনিয়া লইতে হইবে ।

সচরাচর ৩০ ও ২০০ শত শক্তি ব্যবহার্য্য ।

নেট্রাম মিউরিয়েটিকম ।

(Natrum Muriaticum)

রক্তক্ষীণতা—নেট্রাম, অর ও রক্তক্ষীণতার একটা মহৌষধ বিশেষ । ঋতু সম্বন্ধীয় গোলযোগ, অতিরিক্ত গুক্রক্ষয়, মানসিক শোক সন্তাপ ইত্যাদি যে কোন কারণে রক্তক্ষীণতা হউক না কেন, নেট্রাম মুর ব্যবহৃত হইতে পারে । নেট্রামের রক্তক্ষীণতার রোগীর সমস্ত শরীর ফেঁকাসে হইয়া যায় এবং রোগী রীতিমত আহার করে, তথাচ তাহার শরীর শুখাইয়া যায় । অত্যন্ত “দপ্দ্পানি” মাথা ব্যাথা, সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিবার সময় অথবা অল্প কোন প্রকার শারিরীক পরিশ্রম করিবার সময় নিতান্ত হাঁকাইয়া পড়ে । স্ত্রীলোকদিগের ঋতুর অল্পতা এবং কোষ্ঠ বদ্ধ । উপরোল্লিখিত লক্ষণগুলির সহিত কখন কখন আরও একটা মানসিক লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, রোগী পলসেটিলার ন্যায় ক্রন্দনশীল হয় । পলসেটীলা এবং নেট্রামে পার্থক্য এই, পলসেটিলার রোগীকে সান্ত্বনা করিলে সে শান্ত হয়, যে স্থলে নেট্রামের রোগীকে যতই শান্তনা করা যায়, তাহার ক্রন্দন ইত্যাদি অত্যন্ত

বদ্ধিত হইতে থাকে। এবশ্চকার রক্তক্ষীণতার সহিত কখন কখন হৃৎপিণ্ডের “ধড় ধড়ানি” (Palpitation) দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রকার রোগীর পক্ষে উচ্চ শক্তির নেট্রাম দ্বারায় অতি সন্তোষজনক ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

নেট্রাম মূর পুরাতন শিরঃপীড়ার একটা মহৌষধ। “শিরঃপীড়া, এ প্রকার “দপ্পদপানি” যুক্ত যে, মস্তকের যন্ত্রণার ভাব রোগীর মুখ হইতে ব্যস্ত হইবামাত্র বেলেডোনা স্থিতিপথে আসিয়া উদয় হয়, কিন্তু উহাদিগের বিশেষত্ব এই, নেট্রামের রোগী রক্তক্ষীণ এবং মস্তকে অত্যন্ত বেদনার সহিত মৃথমণ্ডল ফেঁকাসে অথবা জ্বং রক্তাভ কিন্তু বেলেডোনায় রোগীর মৃথমণ্ডল, চক্ষু ইত্যাদি রক্তবর্ণ, উজ্জ্বল এবং বড়। স্ত্রীলোকদিগের ক্ষতুর পর উক্ত প্রকারের শিরঃপীড়া। এ প্রকার শিরঃপীড়া রক্তক্ষয়-জনিত হইয়া থাকে। চায়না নামক ঔষধেও উক্ত প্রকারের শিরঃপীড়া দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু নেট্রামে ঋতু অল্প কিম্বা অধিক, যে পরিমাণেই হউক না কেন, ঋতুর পর শিরঃপীড়া হইয়া থাকে। স্কুলের বালিকাদিগের শিরঃপীড়াতেও নেট্রাম একটা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ক্যালকেরিয়া ফস্ নামক ঔষধও স্কুলের বালিকাদিগের শিরঃপীড়ায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এবশ্চকার শিরঃপীড়ায় এই ঔষধ দুইটীতে পার্থক্য নির্ণয় করা নিতান্ত কঠিন, কারণ ক্যালকেরিয়া ফসেও রক্তক্ষীণতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। বহুক্ষণ খাবৎ এক দৃষ্টে তাকাইয়া পাঠ অথবা শিলাইয়ের কার্য করিয়া এই প্রকার শিরঃপীড়া হয়।

নেট্রাম, মুখ হইতে গুহদ্বার পর্য্যন্ত সমস্ত অন্ননলিতেও স্নন্দর কার্য্য করিয়া থাকে। নাইট্রিক এসিডের গ্রায় ইহাতেও ওঠ এবং মুখের কোণ শুষ্ক ক্ষতযুক্ত এবং ফাটা ফাটা দেখিতে পাওয়া যায় ; গুহদ্বারও ফাটা ফাটা, ক্ষতযুক্ত এবং কখন কখন রক্তপাত হয়। নেট্রামের আর একটা আশ্চর্য্য লক্ষণ মুখ মধ্যে প্রকাশ পায়, রোগীর মুখ সিক্ত তথ্যচ

সে তাহার মুখ অত্যন্ত শুষ্ক করিয়া বোধ করে। নেট্রামের রোগীর মুখের আশ্বাদ পালসেটিলার ত্রায় তিক্ত এবং সাইলিসিয়ার ত্রায় ক্ষিপ্রায় চুল পড়ার ত্রায় বোধ করে, অর্থাৎ রোগী মনে করে যেন তাহার জিহ্বার উপর একগাছি চুল রহিয়াছে। নিম্ন ওষ্ঠের মধ্যস্থলটি ফাটা, ইহা নেট্রামের একটা চরিত্রগত লক্ষণ। সবিরাম জ্বরে ওষ্ঠে “জর ঠুঁটার” ত্রায় হইলে তৎক্ষণাৎ নেট্রামকে স্মরণ করিবেন, কারণ ইহা নেট্রামের অতীব চরিত্রগত লক্ষণ। জিহ্বা, ওষ্ঠ এবং নাসিকাতে ঝিঁ ঝিঁ ধরা নেট্রামের চরিত্রগত লক্ষণ; কেবল মাত্র এই লক্ষণটি অবলম্বনে আমি একটা বহু দিবসের পুরাতন উদরাময় আরোগ্য করিয়াছি। জিহ্বার আর একটা লক্ষণ নেট্রামে দেখিতে পাওয়া যায়, জিহ্বা ফাটা ফাটা, জিহ্বার উপর মানচিত্রের ত্রায় হিজিবিজি কাটা; অনেকগুলি ঔষধে এই লক্ষণটি দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু নেট্রান মুর উহাদিগের মধ্যে সর্বপ্রধান বলিয়া জানিবেন।

নেট্রামের রোগী অনবরত “খাই খাই” করে অর্থাৎ ভয়ানক ক্ষুধা, ক্ষুধার নিবৃত্তি কিছুতেই হয় না। আর একটা আশ্চর্য ব্যাপার এই, বোগী অনবরত উদর পূর্ণ করিয়া খাইতেছে কিন্তু শরীরের কোনও উন্নতি দর্শাইতেছে না। আইওডিয়াম নামক ঔষধেও রোগীর অত্যন্ত ক্ষুধার সহিত শরীরের উন্নতি দেখিতে পাওয়া যায় না কিন্তু উহার বিশেষত্ব এই, নেট্রামের রোগী আহারের পর ক্লান্তি বোধ করে এবং ঘুমাইবার চেষ্টা করে কিন্তু আইওডিয়ামের রোগী আহারের পর সুস্থ হয়। নেট্রামের রোগীর উদর মধ্যে খাদ্য দ্রব্য প্রবেশ করিবারাত্র্য পাকস্থলি এবং যকৃত ইত্যাদি স্থানে কেমন এক প্রকার অসুস্থতা এবং ভারি বোধ করে কিন্তু আইওডিয়ামের রোগীর উদরপূর্ণ থাকিলেই নিতান্ত সুস্থ হয়। রোগী অত্যন্ত লবণ ভালবাসে, যে কোন পদার্থ আহার করুক না কেন, লবণ প্রয়োগ করিয়া আহার করে, ইহাও নেট্রামের চরিত্রগত লক্ষণ বলিয়া জানিবেন। ডায়েবিটিস রোগে এবস্ত্যকার লবণ খাইবার ইচ্ছা প্রকাশ পাইলে, তৎক্ষণাৎ নেট্রামকে স্মরণ করিবেন।

নেট্রাম মিউর কোষ্ঠবদ্ধের একটা মহৌষধ বিশেষ। কোষ্ঠবদ্ধে নানা প্রকারের মল দেখিতে পাওয়া যায়। এমন মূর এবং ম্যাগনেসিয়া মূরের ত্রায় মল কঠিন; এলুমিনা, ভিরেটম এবম, সাইলিসিয়ার ত্রায়, গুহপথের কার্যহীনতার জন্য কোষ্ঠবদ্ধ। নাইট্রিক এসিডের ত্রায় গুহদ্বার ফাটা ফাটা, গুহদ্বার হইতে রক্ত পড়ে। ব্রাইওনিয়া ওপিয়মের ত্রায় মুখ হইতে গুহদ্বার পর্যন্ত সমস্ত অন্ননলি শুষ্ক। ইহাতে উদরাময়ও আরোগ্য হইয়া থাকে।

শিশু কলেরায় গ্রীবাদেশের শুষ্কতা, অত্যন্ত ক্ষুধা এবং পিপাসা বর্তমান থাকিলে নেট্রাম প্রয়োগ করা যায়। পালসেটলা, জিঙ্কাম, কষ্টিকমের ত্রায় অসাড়ে প্রস্রাব; প্রস্রাবের পর মূত্রনলিতে যন্ত্রণা এবং কর্তনবৎ বেদনা। এই প্রকার মূত্রনলিতে যন্ত্রণা প্রায়ই পুরাতন গণোরিয়া রোগে মিটু হইলে অর্থাৎ মূত্রনলিটা সঙ্কুচিত হইয়া বাইলে দোঁখিতে পাওয়া যায়। উক্ত প্রকার রোগগ্রস্ত মূত্রনলি হইতে নেট্রামের চরিত্রগত জলবৎ তরল স্রাব নির্গত হয়।

সিপিয়ার ত্রায় নেট্রাম মিউরে স্ত্রীলোকদিগের তলপেটের পদার্থগুলি বাহিরদিকে ঠেলিয়া বাহির হওয়ার ত্রায় যন্ত্রণা দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদিগের বিশেষত্ব এই, নেট্রামের রোগীতে উক্ত প্রকার বেদনার সহিত নেট্রামের চরিত্রগত কোষ্ঠবদ্ধ ও গুহপথ সম্বন্ধীয় লক্ষণ সমূহ এবং নেট্রামের চরিত্রগত মানসিক লক্ষণ দেখিতে পাইলে, সিপিয়ার অপেক্ষা নেট্রামে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। এই প্রকার উদরের লক্ষণের সহিত প্রায়ই কটা বেদনা দেখিতে পাওয়া যায় এবং উক্ত কটা বেদনা হাসটক্সের ন্যায় চিৎ হইয়া শয়ন করিয়া থাকিলে উপশম হইয়া থাকে।

নেট্রামে কতকগুলি হৃৎপিণ্ডের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। রোগী তাহার হৃৎপিণ্ডটিকে নিতান্ত দুর্বল বোধ করে, শয়নে উক্ত প্রকার দুর্বলতার অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া থাকে। হৃৎপিণ্ডের আঘাত অসমান এবং

মধ্যে মধ্যে এক একবার থামিয়া যায়। এ প্রকার অবস্থা বামপার্শ্বে শয়নে অত্যন্ত বদ্ধিত হইয়া থাকে। হৃৎপিণ্ড এত জোরে আঘাত করে যে, সর্ব শরীর কম্পিত হয় (স্পাইজিলিয়া)। রক্তক্ষীণ ব্যক্তি, যাহাদিগের শরীর অত্যধিক পরিমাণ শুক্রক্ষয়, রক্ত ক্ষয়, মানসিক শোক সন্তাপ ইত্যাদি কারণে দুর্বল হইয়া গিয়াছে, তাহাদিগের এই প্রকার হৃৎপিণ্ডের অবস্থা হইলে নেট্রাম অতি সুন্দর কার্য্য করিয়া থাকে।

নেট্রাম মিউরিয়েটিকন সবিরাম জ্বরের একটা মহৌষধ বিশেষ। যে সকল সবিরাম জ্বর কুইনাইন সেবন দ্বারা চাপা থাকিয়া, পুরাতনে পরিণত হয়, উহাদিগের পক্ষে নেট্রাম একটা অতীব উৎকৃষ্ট ঔষধ। প্রাতঃ ১০ ঘটিকা হইতে ১১ ঘটিকার মধ্যে শীত আরম্ভ হইয়া জ্বর হওয়া নেট্রামের অতীব চরিত্রগত লক্ষণ বলিয়া জানিবেন। আমি এই লক্ষণটি অবলম্বনে বহু ম্যালেরিয়া জ্বর রোগী আরোগ্য করিয়াছি। জ্বরের সময়ের উপর বিশেষ লক্ষ রাখিয়া চিকিৎসা করিলে, অতি সন্তোষ জনক ফল পাওয়া যায়। নিম্নে আরও কয়েকটি ঔষধের জ্বরের সময় উল্লেখ করা হইল, উহার উক্ত ঔষধগুলির চরিত্রগত লক্ষণ বলিয়া জানিবেন।

নেট্রাম—প্রাতঃ ১০ ঘটিকা হইতে ১১ ঘটিকার মধ্যে।

ইউপেটোরিয়ন পাক—প্রাতঃ ৭ ঘটিকার সময়।

এপিস মেল—অপরাহ্ন ৩ ঘটিকার সময়।

লাইকোপাডিয়ম—অপরাহ্ন ৪ ঘটিকার সময়।

আর্সেনিকম এলম—মধ্যাহ্ন অথবা রাত্রি ১ ঘটিকা হইতে ২ই ঘটিকার মধ্যে।

নেট্রামের আর একটা চরিত্রগত লক্ষণ এই, জ্বরের সকল উপসর্গই প্রভূত পরিমাণে ঘন হইলে উপশম হইয়া থাকে।

হস্ত এবং পদে নেট্রামের কতকগুলি চরিত্রগত লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। রোগী তাহার হস্ত এবং পদের অঙ্গুলিগুলিতে “চিন্ চিন্” করা

অথবা 'কিঁ কিঁ' ধরার ন্যায় বোধ করে। পায়ের গাঁইটগুলিতে দুর্বলতা এবং হস্ত ও পদের বঁকা স্থানগুলিতে টানিয়া ধরা মত বেদনা। পৃষ্ঠের মেরুদণ্ডে অত্যন্ত স্পর্শসহিষ্ণুতার সহিত শাখা সমূহে দুর্বলতা, হৃৎপিণ্ডের "ধড়্ ধড়ানি"। মেরুদণ্ডের উক্ত প্রকারের বেদনা চাপনে উপশম হইয়া থাকে।

এক প্রকার চর্ম রোগেও নেট্রাম অতি সুন্দর কার্য্য করিয়া থাকে। নেট্রামের চর্মরোগ, একজিমা, চুলের গোড়ায় এবং সন্ধিস্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। উহারা কাটা কাটা হইয়া যায়, চটা উঠে এবং একপ্রকার ভাঙ্গনশীল রস নির্গত হইতে থাকে।

সচরাচর ২০০ শত শক্তি ব্যবহার্য্য।

নেট্রাম কার্বনিকম।

(Natrum Carbonicum)

মানসিক পরিশ্রমে রোগের বৃদ্ধি—নেট্রাম কার্বের অতীব চরিত্রগত লক্ষণ। রোগী কোন প্রকার চিন্তা করিতে পারে না, কোন প্রকার মানসিক পরিশ্রম কার্য্যকরই, মাথা ধরে, মাথা ঘোরে অথবা একেবারেই যেন বোকার মত হইয়া যায়। উপরোক্ত লক্ষণগুলি নেট্রাম কার্বের অতীব চরিত্রগত লক্ষণ বলিয়া জানিবেন। এ প্রকার শিরঃপীড়ায় ইহা দ্রুত কার্য্যকারী। এই প্রকার শিরঃপীড়া হৃৎযন্ত্রের উত্তাপ অথবা গ্যাসের আলোকে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হৃৎযন্ত্রের উত্তাপে পীড়া জন্মাইলে নেট্রাম কার্ব, সোডোইন, ল্যাকেসিস এবং লাইসিন, ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

অন্যান্য নেট্রামের ন্যায় নেট্রাম কার্বও অত্যন্ত মানসিক দুর্বলতা

দেখিতে পাওয়া যায়। রোগী সর্বদা নানা প্রকার দুঃখপূর্ণ চিন্তায় চিন্তিত।

নিম্নোদরস্থ পদার্থগুলি বাহির হইয়া যাওয়ার স্থায় বেদনাও নেট্রাম কার্কে দেখিতে পাওয়া যায়। এই লক্ষণটির সহিত যদ্যপি নেট্রাম কার্কের চরিত্রগত মানসিক লক্ষণ সমূহ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে নেট্রাম কার্ক প্রযোজ্য।

পদের গাঁইটগুলিতে দুর্বলতা, রোগী সমান হইয়া চলিতে পারে না। বালকদিগের শিশুকাল হইতে চরণের গাঁইটগুলিতে দুর্বলতাবশতঃ বহু দিবস পর্য্যন্ত চলিতে পারে না।

সচরাচর ৩০ ও ২০০ শত শক্তি ব্যবহার্য।

নেট্রাম সালফিউরিকম।

(Natrium Sulphuricum)

নেট্রাম সালফ পুরাতন এবং তরুণ উভয় প্রকার উদরাময়ে ব্যবহৃত হয়। সালফর ইত্যাদির স্থায় নেট্রাম সালফের উদরাময় প্রাতঃকালে বৃদ্ধি হইয়া থাকে। সালফরের রোগীর বাহ্যের বেগ অতি প্রত্যাষে, তাহাকে বিছানা হইতে তাড়াইয়া পাইখানায় লইয়া যায়, কিন্তু নেট্রাম সালফে ব্রাইওনিয়ার স্থায় রোগী নিদ্রা হইতে উঠিয়া নড়া চড়া করিলে বাহ্যের বেগ আরম্ভ হয়। এলোর স্থায় নেট্রাম সাল্ফে, বাহ্যে করিবার সময় রোগীর উদর মধ্যে “গড়্ গড়্ কল্ কল্” শব্দ হয় কিন্তু ইহার বিশেষত্ব এই, নেট্রাম সাল্ফে কেবলমাত্র রোগীর নিম্নোদরের দক্ষিণ পার্শ্বে উক্ত প্রকার শব্দ আবদ্ধ থাকে। চায়না, এগারিকস, আর্জেন্টাম, ক্যাল-কেরিয়া ফস্ ইত্যাদি ঔষধের স্থায় নেট্রাম সাল্ফে মলত্যাগের সহিত প্রকৃত পরিমাণে বাহ্যে নিঃসৃত হইয়া থাকে।

পুরাতন উদরাময়ে প্রায়ই যকৃতের দেশে দেখিতে পাওয়া যায় । রোগীর উদরে দক্ষিণ পার্শ্বে ক্ষতবৎ বোধ, স্পর্শসহিষ্ণুতা, গমনাগমন করিবার সময় অথবা সামান্য বাঁকি লাগিলে বেদনা করে । নেট্রাম সাল্ফের একটা অতীব চরিত্রগত লক্ষণ এই, বর্ষাকালে উদরাময় ইত্যাদির বৃদ্ধি হইয়া থাকে ।

• হাঁপানি—বর্ষাকালে হাঁপানির বৃদ্ধি নেট্রাম সাল্ফের একটা চরিত্রগত লক্ষণ । যে সকল বৃদ্ধাদিগের বর্ষাকালে হাঁপানির বৃদ্ধি হয়, তাহাদিগের পক্ষে নেট্রাম সাল্ফ অতীব উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

অত্যন্ত কঠিন গনোরিয়ার শেষাবস্থায় যখন গাঢ় এবং সবুজাভাযুক্ত স্রাব নির্গত হইতেছে এবং অল্প অল্প বেদনা আছে, এরূপ অবস্থায় ইহাকে প্রয়োগ করিলে সুন্দর ফল পাওয়া যায় ।

কাসি রোগেও নেট্রাম সাল্ফ সুন্দর কার্য্য করিয়া থাকে । তরল কাসির সহিত বক্ষে ক্ষতবৎ বোধ এবং বেদনা । এই স্থলে ব্রাইওনিয়ার সহিত গোলযোগ হইতে পারে । কারণ ব্রাইওনিয়াতেও কাসির সহিত বক্ষে ক্ষতবৎ বোধ এবং বেদনা দেখিতে পাওয়া যায় । উভাদিগের বিশেষত্ব এই, ব্রাইওনিয়ার কাসি শুষ্ক, যে স্থলে নেট্রাম সাল্ফের কাসি তরল । কাসিবার সময় বক্ষে অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়, এত যন্ত্রণা হয় যে, রোগী কাসিতে কাসিতে তাড়াতাড়ি বক্ষ হস্ত দ্বারা চাপিয়া বিছানায় উঠিয়া বসে । এই প্রকার অবস্থা প্রায়ই ফুসফুসের পুরাতন রোগ, যথা, হাঁপানি, বস্মা ইত্যাদিতে দেখিতে পাওয়া যায় । নিউমোনিয়া রোগে যখন এই লক্ষণটী দেখিতে পাওয়া যায়, তখন ইহাকে প্রয়োগ করিলে অত্রি সুন্দর ফল পাওয়া যায় ।

বক্ষের দক্ষিণ দিকে এই প্রকার বেদনা হইলে, ক্যালি কার্ক এবং বামদিকে নেট্রাম সাল্ফ উপকারী ।

সচরাচর ৩০ ও উচ্চশক্তি ব্যবহার্য্য ।

ম্যাগ্নেসিয়া কার্বনিকা ।

(Magnasia Carbonica)

মল সবুজবর্ণ বিশিষ্ট, ফেনা ফেনা এবং ডিম্ ডিম্—

ম্যাগ্নেসিয়া উদরাময়ের একটি অতীব উৎকৃষ্ট ঔষধ। উপরোল্লিখিত মলের লক্ষণটি ইহার চরিত্রগত লক্ষণ। ম্যাগ্নেসিয়া উদর মধ্যে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক শূল বেদনা উৎপন্ন করিয়া থাকে, ফলতঃ ইহা অসহনীয় ‘পেটকামড়ানীর’ উৎকৃষ্ট ঔষধ। মলত্যাগ করিবার পূর্বে রোগী কলোসিস্টের ন্যায় উদরে খোঁচাবিদ্ধবৎ অথবা কামড়ান মত ব্যথা অনুভব করে। ম্যাগ্নেসিয়ার মলে এবং রোগীর গাত্রে টক গন্ধ পাওয়া যায়, এ স্থলে রিউম নামক ঔষধের সহিত তুলনা করিয়া দেখা কর্তব্য, কারণ উভয় ঔষধেই মলত্যাগ করিবার পূর্বে উদরে বেদনা এবং মলে টক গন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদিগের বিশেষত্ব এই, রিউমের মলের বর্ণ কালচে পাটকিলা রং বিশিষ্ট কিন্তু ম্যাগ্নেসিয়ার মলের রং সবুজাভাযুক্ত। রিউমেব মল পাতলা জলবৎ, কিন্তু ম্যাগ্নেসিয়ার মল কাদা কাদা। মার্কুরিয়সেও কাদা কাদা এবং সবুজাভাযুক্ত মল দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু উহাদিগের বিশেষত্ব এই, মার্কুরিয়সে মলত্যাগ কালে অনবরত কোঁথানি দৃষ্ট হয়, এবং ম্যাগ্নেসিয়ায় উহা দেখিতে পাওয়া যায় না। মার্কুরিয়সের আর একটি বিশেষত্ব এই, রোগীর গাত্রে প্রভূত পরিমাণ সর্পসন্ধেও রোগের কিছুই উপশম হয় না।

ম্যাগ্নেসিয়া কার্বের দস্ত বেদনা রাত্রে অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া থাকে, এই স্থলে পুনরায় মার্কুরিয়স স্মৃতিপথে আসিয়া উদয় হয়, কারণ ইহারও দস্ত বেদনার বৃদ্ধি রাত্রে হইয়া থাকে ; মার্কুরিয়সের দস্ত বেদনা বিছানার পরমে বৃদ্ধি হইয়া থাকে কিন্তু ম্যাগ্নেসিয়ার বেদনা স্থির ভাবে অবস্থান

করিলে অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং চলিয়া বেড়াইলে উপশম হয় । এই প্রকারের দস্ত বেদনা প্রায়ে গর্ভবতী স্ত্রীলোকদিগের হইয়া থাকে, এবং ম্যাগ্নেসিয়া প্রয়োগে অতি সুন্দরভাবে সম্বর আরোগ্য হইয়া যায় ।

উদরাময় রোগে ম্যাগ্নেসিয়া নিম্নশক্তি উত্তম । গর্ভবতী স্ত্রীলোকদিগের উক্ত প্রকার দস্ত বেদনায় ২০০ শত শক্তির ম্যাগ্নেসিয়া সুন্দর কার্য্য করে ।

ম্যাগ্নেসিয়া মিউরিয়েটিকা ।

(Magnasia Muriatica)

ম্যাগ্নেসিয়া কার্বনিকা উদরাময়ের একটা অতীব উৎকৃষ্ট ঔষধ এবং ম্যাগ্নেসিয়া মিউরিয়েটিকা কোষ্ঠবৃদ্ধির একটা মহৌষধ বিশেষ জানিবেন । ম্যাগ্নেসিয়া মিউরের মল কঠিন, ভেড়ার নাদির ন্যায় অতিকষ্টে নির্গত হয়, অথবা গুহদ্বারে আসিয়া আটকাইয়া থাকে । কখন কখন জোরে কোঁথ দিতে দিতে অতি কষ্টে নির্গত হইয়া থাকে । নেট্রাম মুর এবং এমোন মুরের কোষ্ঠবৃদ্ধির সহিত ইহার অনেকটা সাদৃশ্য আছে, “রাত্রি অধিক পরিমাণে ঋতুশ্রাব হইয়া থাকে ।” ম্যাগ্নেসিয়া মিউরিয়েটিকার ঋতুশ্রাবে উদরে যন্ত্রণা এবং অত্যন্ত আক্ষেপ দেখিতে পাওয়া যায় এবং উক্ত আক্ষেপ হিষ্টিরিয়ার ফিটের স্থায় পরিণত হয় । এই প্রকার অবস্থার সহিত প্রায়ই ইহার চরিত্রগত কোষ্ঠবৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায় ।

শিরঃপীড়াতেও ম্যাগ্নেসিয়া মিউর ব্যবহৃত হইয়া থাকে । সজোরে মস্তকটা চাপিয়া ধরিলে অথবা মাথাটা গরম কাপড় দিয়া উত্তমরূপে জড়াইয়া রাখিয়া রাখিলে উপশম হইয়া থাকে ।

যকৃতের পীড়াতে ম্যাগ্নেসিয়া সুন্দর কার্য্য করে। যকৃতের পীড়ার সহিত রোগীর জিহ্বা দস্তের দাগ বিশিষ্ট এবং রোগী দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিতে পারে না, কারণ দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নে রোগের অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া থাকে। মার্কুরিয়াস নামক ঔষধে এই লক্ষণগুলি দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু ইহাতে ম্যাগ্নেসিয়ার চরিত্রগত মলের লক্ষণ দৃষ্ট হয় না। আর একটা বিশেষ কথা এই, যকৃতের তরুণ ব্যাধিতে মার্কুরিয়াস উপকারী, যে স্থলে ম্যাগ্নেসিয়া মিউর পুরাতন ব্যাধিতে অপেক্ষাকৃত সুন্দর কার্য্য করে। টিলিয়া নামক ঔষধে বাম পার্শ্বে শয়নে যকৃতের পীড়ার বৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়।

রোগী স্থির ভাবে অবস্থান কালে হৃৎপিণ্ডের “ধড়্ধড়ানো” অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া থাকে কিন্তু চলিয়া বেড়াইলে উপশম হয়, ম্যাগ্নেসিয়া মিউরের ইচ্ছাই চরিত্রগত লক্ষণ।

সচরাচর ৩০ ও ২০০ শত শক্তি ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ম্যাগ্নেসিয়া ফসফরিকা।

(Magnasia Phosphorica)

যত প্রকার ম্যাগ্নেসিয়া আছে তন্মধ্যে ম্যাগ্নেসিয়া ফস্ সর্বোৎকৃষ্ট। নানাপ্রকার স্নায়বীয় বেদনায় ম্যাগ্নেসিয়া একটা অতীব উৎকৃষ্ট ঔষধ। ছুরিকা দ্বারা কৰ্ত্তনবৎ বেদনা, সূচিবদ্ধবৎ, তীরবদ্ধবৎ, বিভাৎবৎ ইত্যাদি নানা প্রকার বেদনা ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। বেদনা বিছাড়ের ন্যায় চড়া কুরিয়া আসিয়া চলিয়া যায়। বেদনা অসহনীয়, রোগী তজ্জনিত অত্যন্ত অস্থির হয়। বেদনা এক স্থান হইতে স্থানান্তরিত গতিতে অন্যস্থানে সরিয়া যায় এবং উক্ত স্থানে স্নাক্ষেপ

হইতে থাকে, এই শোষোক্ত লক্ষণটি ম্যাগনেসিয়া অতীব চরিত্রগত লক্ষণ, এ প্রকার বেদনা প্রায়ই তলপেটে তথা উদরে দেখিতে পাওয়া যায়। বালকদিগের উদরশূলে ইহা ক্যামোমিলা, ক্যালোসিহের ন্যায় কার্য্য করে। দ্বীলোকদিগের ঋতুর গোলযোগের সহিত ম্যাগনেসিয়া ফসের চারিত্রগত উদরে আক্ষেপবৎ বেদনা দৃষ্ট হইলে, ইহা অতি সুন্দর কার্য্য করিয়া থাকে।

গরম প্রয়োগে যন্ত্রণার উপশম—ম্যাগনেসিয়া ফসের অতীব প্রিয় লক্ষণ। আর্সেনিক ব্যতিরেকে এই লক্ষণটি আর কোন ঔষধের চরিত্রগত নহে, কিন্তু আর্সেনিকের চরিত্রগত জ্বালা ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায় না। যে স্থলে জ্বালা যুক্ত বেদনা গরম প্রয়োগে উপশম হয়, সেই স্থলে আর্সেনিক উৎকৃষ্ট ঔষধ এবং জ্বালা না থাকিলে, ম্যাগনেসিয়া ফস উত্তম। ঋতুর সময় তলপেটে যন্ত্রণা হইলে, ম্যাগনেসিয়া ফস সুন্দর এবং স্বরিত কার্য্য করে। এ সম্বন্ধে ইহার একটা চরিত্রগত লক্ষণ এই, রোগীর ঋতুস্রাব হইতে আরম্ভ হইলে যন্ত্রণা কমিয়া যায়।

মুখ মণ্ডলের স্নায়বীয় যন্ত্রণাতেও ইহা সুন্দর কার্য্য করিয়া থাকে, এক কথায় বলিতে হইলে শরীরস্থ যে কোন স্থানের স্নায়বীয় বেদনায়, ইহার লক্ষণ সাদৃশ্য হইলে, ইহা ব্যবহার করিয়া সুন্দর ফল পাওয়া যায়।

আক্ষেপবৎ বেদনা—ইহা ম্যাগনেসিয়া ফসের অতীব চরিত্রগত লক্ষণ।

ওপিয়াম ।

(Opium)

অজ্ঞানতার সহিত “ঘড় ঘড়ে” নিশ্বাস, প্রশ্বাস—আফিমের চরিত্রগত লক্ষণ। এই লক্ষণটির সহিত মুখমণ্ডল রক্তাভ এবং ফুলা

ফুলা, চক্ষু দুইটা রক্তবর্ণ এবং অর্ধনিম্নীলিত, ও সর্বাঙ্গে গুরুম ঘন্য। নানাপ্রকার পীড়ার সহিত এই প্রকার অবস্থা হইতে পারে। টাইফয়েড পীড়ায় রোগী একেবারে অজ্ঞান হইয়া যায়। আলোক, স্পর্শ ইত্যাদি কিছুকি অনুভব করিতে পারে না। নিউমোনিয়া নামক পীড়াতেও যখন উপরোল্লিখিত লক্ষণগুলি বর্তমান থাকে, তখন ওপিয়ম মৃত-সঞ্জীবনীর ন্যায় ধীরে ধীরে রোগীর জ্ঞান সঞ্চার করাইয়া তাহাকে যোগ মুক্ত করে। এক কথায় উপরোল্লিখিত লক্ষণগুলি যে কোন পীড়ায় দৃষ্ট হইলে, ওপিয়ম প্রয়োগে আরোগ্য হইয়া থাকে, অথবা লক্ষণাদি পরিবর্তিত হইয়া অন্য ঔষধ নির্দেশিত হয়। টাইফয়েড, নিউমোনিয়া ইত্যাদি রোগে ল্যাকেসিস, হাইওলায়েমাস ইত্যাদি ঔষধও ব্যবহৃত হইয়া থাকে, বিশেষ বিবেচনার সহিত উভাদিগের পার্থক্য নির্ণয় করা কর্তব্য।

সমগ্র অনন্নলিতে অসাড় অবস্থা—আফিমের আর একটা চরিত্রগত লক্ষণ। গুহ্য পথের অসাড় অবস্থা, মল ত্যাগের ইচ্ছা একেবারেই নাই, গুহ্যপথে বহু পরিমাণে মল জমিয়া রহিয়াছে কিন্তু মলত্যাগ কাঁববার ইচ্ছা আদৌ নাই। গুহ্য পথে কালবর্ণের কঠিন মলের ন্যায় মল আবদ্ধ হইয়া থাকে, পিচকারী করা ইত্যাদি অস্বাভাবিক পস্থা অবলম্বন না করিলে, মল কিছুতেই নির্গত হয় না। প্রস্রাবের অবস্থাও তদ্রূপ, মূত্র স্থলির অসাড় অবস্থা জনিত কিছুতেই মূত্র নির্গত হয় না। গুহ্যদ্বার এবং মূত্রনলির অসাড় অবস্থা জনিত কখন কখন অসাড় মল ও প্রস্রাব নির্গত হইতে থাকে। এক কথায় শরীর মধ্যে অসাড় অবস্থা উৎপাদন করিতে ওপিয়মের সমকক্ষ কেহই নহে।

পুনরায় কখন ওপিয়মে উপরোল্লিখিত লক্ষণগুলির বিপরীত লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা প্রতিক্রিয়া হইতে হইয়া থাকে। রোগী বিশ্রান্ত, চক্ষু দুইটা বিস্তারিত এবং চারিদিকে “ফেল্ ফেল্” করিয়া তাকাইতে থাকে, মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ ও ফুলা ফুলা, রোগী মনে মনে নানা প্রকার

ভয়াবহ চিন্তা করিতে থাকে, সামান্যতেই রোগী ভয়ে অস্থির হইয়া উঠে, হস্ত, পুঙ্গু, মস্তক ইত্যাদি নাচিতেছে, নড়িতেছে, কাঁপিতেছে এমন কি কখন কখন ফিট (Convulsion) পতও হইয়া থাকে । অনিদ্রা, রোগী কিছুতেই ঘুমাইতে পারে না এবং শ্রবণ শক্তি এত তাক্ক হয় যে, অতি দূরে পশু পক্ষির ডাক অথবা ঘড়ির আওয়াজের জন্য রোগী নিদ্রা বাইতে পারে না ।

আতুরাশ্রমের ঘোড়ার সহিসের ভ্রাতার অত্যন্ত জ্বর বিকার হইয়াছিল, প্রথমে অত্যন্ত উগ্র বিকার হইয়া ক্রমশঃ অজ্ঞান হইয়া পড়িতে লাগিল, আমি নানা প্রকার ঔষধ প্রয়োগ করিয়া, কিছুতেই কিছু করিতে পারিলাম না, অবশেষে দেখিলাম রোগী সম্পূর্ণ অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে, চক্ষু দুইটি অন্ধনির্মীলিত ও রক্তবর্ণ, মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ, গাত্রে মূহ মূহ ঘাম হইতেছে এবং রোগী মাঝে মাঝে চমকাইয়া উঠিতেছে, কয়েক দিবস যাবৎ একে-বারেই মলত্যাগ করে নাই । সন্ধ্যাকালে এই অবস্থা দেখিয়া তাহাকে ওয় শক্তির ওপিয়ম প্রতি তিন ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিয়া গৃহে গমন করিলাম, পর দিবস প্রাতে উৎকণ্ঠিত ভাবে আসিয়া প্রথমেই তাহাকে দেখিতে যাইলাম । দূর হইতে রোগীর ভ্রাতার মুখ দেখিয়া আমি বুঝিতে পারিলাম রোগী কিছু সুস্থ আছে । রোগী চক্ষু খুলিয়াছে কিন্তু তখনও সম্পূর্ণ জ্ঞান হয় নাই, তাহার ভ্রাতা তাহার কণের নিকট মুখ লইয়া জোরে চীৎকার করিয়া আমার কথা তাহাকে জ্ঞাপন করিল, সে আমার দিকে তাকাইয়া কথা কহিবার চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না, আমি তাহাকে অধিক বিরক্ত করিতে নিষেধ করিয়া, উক্ত ঔষধ প্রতি চারি ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিলাম এবং দুগ্ধ পথ্য করিতে উপদেশ দিয়া চলিয়া আসিলাম । আরও তিন চারি দিবস উক্ত চিকিৎসা চলাতে রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিল ।

সচরাচর ওয়, ডব্লিউ, ৩০ এবং উচ্চ শক্তি ব্যবহার্য ।

নক্স মস্কাটা ।

(Nux Moschata)

ইহা মন এবং জ্ঞানোৎপাদনকারী স্নায়ুগুলির উপর বিশেষভাবে ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে । রোগী তন্দ্রাচ্ছন্ন, জ্ঞানশূন্য, যেন অর্গাধে ঘুমাইতেছে, কিছুতেই উঠান যায় না । কথা কহিবার, লিখিবার অথবা পাঠ করিবার সময়, মনের ভাব নষ্ট হইয়া যায় । স্মৃতিশক্তির দুর্বলতা অথবা অভাব । রোগী একবার হয় ত গভীর দ্রুত অতিভূত আবার পরক্ষণেই আহ্লাদে আমোদে উন্নত । কোন বিষয় চিন্তা করিতে পারে না, সামান্য কোন কথার উত্তর দিবার পূর্বে অত্যন্ত চিন্তা করিতে হয়, নতুবা উত্তর দিতে পারে না ।

জিহ্বা এবং মুখের অভ্যন্তর অত্যন্ত শুষ্ক কিন্তু পিপাসা নাই—এই লক্ষণটি নক্স মস্কাটার অসীম প্রিয় লক্ষণ । পালসেটীলা, এসিস এবং ল্যাকেসিস নামক ঔষধেও এই লক্ষণটি দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু উহাদিগের নথো নাক্স মস্কাটা সর্বপ্রধান । যে কোন পীড়ার সহিত এই লক্ষণটি দৃষ্ট হইলে, তৎক্ষণাৎ নক্স মস্কাটাকে স্মরণ করা কর্তব্য । টাইফয়েডাদি সাংঘাতিক পীড়ার সহিত উক্ত প্রকারের মুখাভ্যন্তরের লক্ষণটি দৃষ্ট হইলে, তৎক্ষণাৎ নক্স মস্কাটাকে স্মরণ করিবেন ।

উদর মধ্যেও ইহার কতকগুলি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় । উদর মধ্যে বায়ু জন্মায় । প্রধানতঃ আহারের পর তলপেটটীতে অত্যন্ত বায়ু হইয়া থাকে ।

এত বায়ু জন্মায় যে, রোগী মনে করে যেন তাহার পেটটী ফাটিয়া যাইবে । আহার করিবারাত্র উদরে যন্ত্রণা, এই লক্ষণটি ক্যালি বাই-

ক্রমিকম এবং নক্স মস্কাটা এই উভয় ঔষধে দৈখিতে পাওয়া যায়। নাক্স-ভমিকা এবং এনাকার্ডিয়ম নামক ঔষধে আহারের কিছুক্ষণ পরে উদরে বেদনা আরম্ভ হয়। নাক্স মস্কাটার রোগী বাহা ভোজন করে, তাহাই বায়ুতে পরিণত হয় (ক্যালি কার্ব, আইওডিন) এবং বায়ু দ্বারা উদরটা এত পূর্ণ হইয়া উঠে যে, রোগী মনে করে যেন তাহার বক্ষ মধ্যস্থ পদার্থ-গুলিতেও চাপ পড়িতেছে।

উদরান্নয় রোগেও ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শিশু কলেরায় ইহার চরিত্রগত জ্ঞানোৎপাদক স্নায়ুগুলীর লক্ষণগুলি বর্তমান থাকিলে, ইহা দ্বারা সুন্দর কার্য্য পাওয়া যায়।

মাননীয় ডাক্তার নাস বলিতেছেন তিনি একটা টাইফয়েড রোগীতে অস্বাস্থ্যতা, হৃদয় বর্ণের জলবৎ মল, অত্যন্ত পেট কাঁপা, এবং উদর মধ্যে গল গল শব্দ দৃষ্টে, তাহাকে ফস্ফরিক এসিড দিয়াছিলেন কিন্তু কোন ফল হয় নাই। অবশেষে রোগীর মুখভাস্তরে অত্যন্ত শুষ্কতা দৃষ্টে ২০০ শত শক্তির নক্স মস্কাটা প্রয়োগ করাতে রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিল।

সচরাচর ৩০, ১০০ এবং উচ্চ শক্তি ব্যবহার্য্য।

ব্যারাইটা কার্বনিকা।

(Baryta Carbonica.)

বালক শীঘ্র বর্দ্ধিত হয় না, সর্বদা তাহার শরীরে নানা স্থানে গ্লাণ্ডের বিবৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়, মানসিক এবং শারিরীক উভয় প্রকার অবস্থায় স্বাভাবিক উন্নতি নাই বলিলেই হয়, মানসিক দুর্বলতা বশতঃ রোগী যেন চিরদিনের জন্য “নেলা খেপা” হইয়া রহিল, এই প্রকার

ধাতুগ্রস্থ বালকের পক্ষে বৈরাইটা কার্যকর অমৃত তুল্য। বৃদ্ধদিগের এই প্রকার মানসিক দুর্বলতায় ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বৃদ্ধ দুই ৭. চলিতে চেষ্টা করিলে মাতালের ন্যায় টলিতে থাকে, সর্ব কাৰ্য্যেই বালকের ন্যায় ভাব। বালক অথবা বৃদ্ধ কোন কারণ নাই অথচ শুখাইয়া নাইতেছে। এই প্রকার অবস্থায় সাইলিসিয়া, এন্ট্রোটেনম, নেট্রাম মিউর সালফর, ক্যালকেরিয়া এবং আইওডিন ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই ঔষধ গুলিতে প্রায়ই রোগীর শরীরের নিয়মিত শক্তি শুখাইয়া যায় এবং উদরটা বড় থাকে। আরও উপরোল্লিখিত প্রত্যেক ঔষধেই রোগী অত্যন্ত “খাই খাই” করে এবং প্রভূত পরিমাণ আহার সত্ত্বেও শুখাইয়া যায়। ব্যারাইটা এবং সাইলিসিয়ায় কতকগুলি লক্ষণের সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়, নিম্নে উহাদিগের পার্থক্য নির্ণয় করা হইল। সাইলিসিয়া এবং ব্যারাইটা উভয় ঔষধেই চরণে দুর্গন্ধযুক্ত ঘ্রাণ, শরীর অপেক্ষা মস্তক বৃহৎ, বর্ষাকালে ঋতু পরিবর্তনের সময় রোগের বৃদ্ধি এবং রোগী মস্তকে শীতল সহ্য করিতে পারে না। সাইলিসিয়া এবং ব্যারাইটার পার্থক্য এই, ক্যালকেরিয়ার ন্যায় সাইলিসিয়ার রোগীর মস্তকে বহুল পরিমাণে ঘ্রাণ দেখিতে পাওয়া যায়, যে স্থলে ব্যারাইটায় উহা নাই এবং সাইলিসিয়ায় ব্যারাইটার ন্যায় মানসিক লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না।

গলনলির উপরও ব্যারাইটার সুন্দর কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। টন্সিলাইটিস হইবার প্রবণতা, সামান্য মাত্র ঠাণ্ডা লাগিলেই রোগীর টন্সিল ফুলিয়া উঠে, পাকে, পুঁজ হয়। এই প্রকার রোগীকে মধ্যে মধ্যে উচ্চ শক্তির ব্যারাইটা প্রয়োগ করিলে, সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে।

সচরাচর ৩০ এবং উচ্চ শক্তি ব্যবহার্য্য।

আইয়োডিয়াম ।

(Iodine,)

রাকসে ক্ষুধা, রোগী অনবরত “খাই খাই” করে এবং ভোজন করিতে পাইলে, আর কিছুই চাহে না কারণ, ভোজন কালে রোগী নিতান্ত স্নেহ বোধ করে—এই লক্ষণটি আইয়োডিয়মের অত্যন্ত চরিত্রগত লক্ষণ, সর্বদা এই লক্ষণটির উপর দৃষ্টি রাখিয়া চিকিৎসা করিবেন। উক্ত লক্ষণটির আরও একটু বিশেষত্ব এই, রোগী অনবরত প্রভূত পরিমাণ ভোজন করে তথাচ ক্ষুধা হইয়া যায়।

রোগী নিজেকে অত্যন্ত দুর্বল মনে করে এবং সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিবার সময়, যেন তাহার দম বন্ধ হইয়া যায়, আহারের পর অথবা আহার করিবার সময় নিতান্ত স্নেহ বোধ করে।

স্ত্রীলোকদিগের স্তন উপযুক্ত ভাবে বর্দ্ধিত হয় না এবং উহাতে ক্ষতবৎ বেদনা। জরায়ুর ক্যান্সার রোগ এবং জরায়ু হইতে বৃহৎ পরিমাণ রক্তস্রাব। পুরাতন প্রদর রোগ, পর্যাপ্ত পরিমাণ প্রদর স্রাব হইতে থাকে, উক্ত স্রাব এ প্রকার হাজনশীল যে, এমন কি, যে বস্ত্র খণ্ড রোগিনী ব্যবহার করেন, উহা হাজিয়া ছিদ্র হইয়া যায়। গলা অথবা ঘাড়ের নিকটে গ্ল্যাণ্ড ফুলা।

বালকদিগের ঘুড়ি কাসিতেও ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শুষ্ক এবং “সাঁই স্নাঁই” শব্দকারী নিশ্বাস প্রশ্বাস, কাসির শব্দ কুকুরের আওয়াজের স্থায়। বালক কাসিবার সময় তাহার গলাটি চাপিয়া ধরে।

পুনরায় বলি আইয়োডিয়মের ক্ষুধা এবং আহারের লক্ষণ দ্বারা ইহাকে চিনিয়া লইবেন।

সচরাচর ৩০ ও ২০০ শত শক্তি ব্যবহার্য।

সিনা ।

(Cina)

সিনা, কুমি রোগের একটা মহৌষধ বিশেষ । এই ঔষধ সুস্থ শরীরে সেবন করিলে উদর মধ্যে কুমি জন্মাইতে দেখা যায় না কিন্তু কুমি জনিত অত্যন্ত শারীরিক লক্ষণসমূহ ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়, সেই জন্ত ইহার দ্বারা কুমিরোগে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে । কুমিরোগ গ্রস্ত বালকের রাজ্যে ভাল নিদ্রা হয় না, ঘুমাইতে ঘুমাইতে মাঝে মাঝে এপ্রকার চীৎকার করিয়া উঠে যে, এপিস প্রয়োগ করিতে ইচ্ছা হয় । ক্যামোমিলার জ্বায় রোগী অত্যন্ত ক্রন্দনশীল এবং অবাধ্য, রোগী ধাত্রিকে অনবরত মারে ও কামড়ায় এবং সর্বদাই কোলে করিয়া বেড়াইতে বলে । কেহ তাহার দিকে দৃষ্টি করিলে অথবা তাহাকে স্পর্শ করিলে, বালক বিরক্ত হয় । উপরোল্লিখিত লক্ষণগুলি সিনা এবং ক্যামোমিলা উভয় ঔষধেই দেখিতে পাওয়া যায় । অতিশয় মনোযোগের সহিত পরীক্ষা করিলে, কুমি রোগীর শরীরে আরও কয়েকটা ইহার লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় । মুখমণ্ডল একবার রক্তবর্ণ ধারণ করে, আবার পরক্ষণেই ফেঁকাসে হইয়া যায়, চক্ষুর চতুর্দিকে কালসিটা পড়া, মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ কিন্তু নাসিকাটী এবং মুখের চতুর্দিক ফেঁকাসে ; এই লক্ষণগুলি ক্যামোমিলায় দেখিতে পাওয়া যায় না । উপরোল্লিখিত লক্ষণগুলি ব্যতিরেকে আরও, রোগী অনবরত নাসিকা খুঁটে, দাঁত কড়মড় করে এবং পুনঃ পুনঃ “টোঁক গিলে” । উপরোল্লিখিত সমগ্র লক্ষণগুলি একাধারে সিনা ব্যতিরেকে অথবা কোন ঔষধে দেখিতে পাওয়া যায় না । ক্যামোমিলা এবং সিনা উভয় ঔষধেই ফেঁকাসে রংয়ের মূত্র দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু সিনায় উক্ত মূত্র কিছুক্ষণ স্থায়ী হইলে তৎপরে ন্যায় সাদা হইয়া যায় । সিনাতে পর্যায়ক্রমে অত্যন্ত ক্ষুধা এবং ক্ষুধাহীনতা দেখিতে পাওয়া যায় ।

বুন্ডি কাসি, ফিট (Convulsion) :ইত্যাদি যে কোন ব্যাধির সহিত ইহার চরিত্রগত ক্রিমির লক্ষণসমূহ দৃষ্ট হইলে, তৎক্ষণাৎ সিনাকে প্রয়োগ করিবেন।

মাননীয় ডাক্তার ন্যাস বলিতেছেন, একটা বালকের টাইফয়েড জ্বর হইয়াছিল। টাইফয়েড জ্বরের যথাযথ লক্ষণসমূহ যথা, শরীরের তাপের নিয়মিত হ্রাস বৃদ্ধি, উদরটা ফাঁপা, মল তরল ইত্যাদি দৃষ্ট হইয়াছিল এবং উক্ত লক্ষণগুলির সহিত সিনার চরিত্রগত ক্রিমির লক্ষণগুলিও দৃষ্ট হইয়াছিল কিন্তু পুস্তকে টাইফয়েড জ্বরের ঔষধ সমূহ মধ্যে সিনাকে দেখিতে পাওয়া যায় না, সেই নিমিত্ত তিনি ক্রমান্বয়ে একটীর পর একটা অনেকগুলি ঔষধ প্রয়োগ করিয়া অকৃতকার্য হইয়া অবশেষে সিনা প্রয়োগ করিলেন এবং সিনাতেই রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিল। একমাত্র লক্ষণই হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রয়োগ করিবার নিদর্শন যন্ত্রস্বরূপ অতএব সর্বদা লক্ষণের উপর দৃষ্টি রাখিয়া চিকিৎসা করা বুদ্ধিমান চিকিৎসকের কার্য।

সচরাচর ৩০ ও ২০০ শত শক্তি ব্যবহার্য।

ডালকামারা।

(Dulcamara,)

স্নাতু পরিবর্তনকালে হঠাৎ গরম হইতে ঠাণ্ডা লাগিয়া কোন রোগ হইলে, ডালকামারা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই কারণ বশতঃ সকল প্রকার প্রদাহ হইতে বাত ব্যাধি পর্য্যন্ত হইতে পারে। ঠাণ্ডা লাগার পর পৃষ্ঠদেশ আড়ষ্ট হইয়া যাওয়া, কোমর, শাখা সমূহ আড়ষ্ট কিম্বা গল-মধ্যে ক্ষত, জিহ্বা এবং মাড়ি আড়ষ্ট, কখন কখন জিহ্বায় পক্ষাঘাতের স্থায়ও হইয়া থাকে। এই স্থলে ব্যারাইটা কার্ক নামক ঔষধের সহিত কিঞ্চিৎ

সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায় এবং ব্যারাইটা কার্কের পর ডালকামারা এবং ডালকামারার পর ব্যারাইটা কার্ক সুন্দর কার্য্য করিয়া থাকে । যদ্যপি গল-
ক্ষতের সহিত উপরোল্লিখিত আড়ষ্টতা এবং ব্যথা দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে
ব্যারাইটার পরিবর্তে ডালকামারা প্রযোজ্য । ঠাণ্ডা লাগিয়া গলমধ্যে এব-
শ্রকার অবস্থা হইয়া, উহা ক্রমশঃ ফুস্ ফুস্ পর্য্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে
এবং তজ্জনিত কাস ও কাসির সহিত কখন কখন রক্ত উঠাও দেখিতে
পাওয়া যায় । এ প্রকার অবস্থা প্রায়ই বৃদ্ধ অথবা বালকদিগের শরীরে
দেখিতে পাওয়া যায় । এক প্রকার হাঁপানি এবং তরল কাসিতেও উহা
ব্যবহৃত হইয়া থাকে । এই স্থলে নেট্রাম সাল্ফের সহিত বিশেষ বিবেচনা
করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিবেন, কারণ “সেঁত সেঁতে” ঠাণ্ডা লাগিয়া কোন
পীড়া হইলে নেট্রাম সাল্ফ ব্যবহৃত হইয়া থাকে । গ্রীষ্মকালে যখন দিবা-
ভাগে অত্যন্ত গরম হয় এবং রাত্রে ঠাণ্ডা হইয়া থাকে অথবা হঠাৎ গ্রীষ্ম
হইতে ঠাণ্ডা হইলে, যদ্যপি আশ্রয়, উদরাময়, অথবা উদরশূল হয়, তাহা
হইলে ডালকামারা সুন্দর কার্য্য করে । এক কথায় ভিজা ঠাণ্ডা জনিত
কোন পীড়া হইলে তৎক্ষণাৎ ডালকামারাকে স্মরণ করিবেন ।

সচরাচর ৩০ শক্তি ব্যবহার্য্য ।

হুডডেণ্ড্রন ।

(Rhododendron)

ঝড় বৃষ্টির পূর্বে রোগের বৃদ্ধি—ইহা হুডডেন্ড্রনের অতীব প্রিয়
লক্ষণ । ঝড় বৃষ্টির পূর্বে রোগের বৃদ্ধি হয় কিন্তু ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হইলে
রোগী ক্রমে উপশম বোধ করে । হুডডেন্ড্রনের রোগীর রোগের
হ্রাস বৃদ্ধি ঠাণ্ডার উপর নির্ভর করে না, আকাশে প্রভূত পরিমাণ তাড়িৎ
সঞ্চয় নিবন্ধন এই প্রকার হইয়া থাকে । হ্রাসটম্বের নাম হুডডেন্ড্রনের

রোগের যন্ত্রণা সঞ্চালনে উপশম হইয়া থাকে, চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে বৃদ্ধি হয়।

অণুকোষের পীড়াতেও হুডেন্‌ড্রন ব্যবহৃত হয়। অণুকোষের ফুলা, টানিয়া ধরা অথবা ছেঁচিয়া যাওয়ার মত বেদনা, উক্ত বেদনা কখন কখন তলপেট এবং উরু পর্যন্ত প্রসারিত হয়। অরম মেটালিকম, ক্রিমেন্টিস ইরেক্টা, পালসেটিলা, আর্জেন্টাম মেটালিকম এবং স্পঞ্জিয়া নামক ঔষধও উক্ত রোগে ব্যবহৃত হয়। স্ফিলিসের পর বিশেষতঃ পারদাদির অপ-
ব্যবহার হইয়া উক্ত প্রকার হইলে, অরম মেটালিকম উত্তম। ধাতুর পীড়া (gonorrhoea) বসিয়া গিয়া উক্ত প্রকার হইলে, ক্রিমেন্টিস অথবা পালসেটিলা উত্তম। বাতব্যাধি হইতে উক্ত প্রকার হইলে হুডেন্‌ড্রন ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

১৮রাচর ৩০ ও ২০০ শত এবং উচ্চশক্তি ব্যবহৃত হয়।

রুটা।

(Ruta)

কোন প্রকার আঘাতাদি লাগিয়া অথবা আঘাতাদি জনিত অস্থিতে বেদনা। আর্গিকার ন্যায় ইহাতে আঘাতাদি লাগার ন্যায় কনকনানি ব্যথা দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি শরীরের সকল স্থানেই বেদনা, রোগী যে পার্শ্বে শয়ন করে, সেই দিকেই বেদনা বোধ করে। হ্রাস্টক্সের নামক ইহাতেও সঞ্চালনে উপশম দেখিতে পাওয়া যায়, কারণ রোগী অনবরত নড়াচড়া করিতে ভালবাসে, হস্তের কজিতে বাতের ন্যায় বেদনা, রুটার চরিত্রগত লক্ষণ। এ প্রকার বেদনাও হ্রাস্টক্সের ন্যায় ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি এবং সঞ্চালনে উপশম হইয়া থাকে। অত্যন্ত পুস্তক পাঠ এবং শিলায়ের কার্যা

করিয়া চক্ষের যন্ত্রণা হইলে, রুটা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ । চক্ষু ক্লান্ত এবং চক্ষু ব্যথা করে ও আগুনের ন্যায় জ্বালা করে । এবম্প্রকার চক্ষের পীড়ায় নেট্রাম মিউর এবং সেনেগা নামক ঔষধও ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

গুহ পথটী বাহির হইয়া পড়া—এই লক্ষণটীও রুটার একটি অতীব চরিত্রগত লক্ষণ । ইয়েসিয়ার ন্যায় ইহাতে রোগী নিচু হইলে এবং কোন ভারি পদার্থ উত্তোলন করিলে, গুহ পথটী বাহির হইয়া পড়ে । মিউরিয়োটিক এসিড এবং পডোফাইলম নামক ঔষধেও এই লক্ষণটী দেখিতে পাওয়া যায় । উহাদিগের বিশেষত্ব এই, মিউরিয়োটিক এসিডে বর্হিগত গুহ পথটীতে ক্ষতবৎ বোধ এবং অত্যন্ত স্পর্শসহিষ্ণুতা দৃষ্ট হয় এবং এমন কি প্রস্রাব কালেও গুহ পথটী বাহির হইয়া পড়ে । পডোফাইলমের সহিত ইহার চরিত্রগত উদরাময় দেখিতে পাওয়া যায় ।

৩০ ও উচ্চ শক্তি ।

লিডাম পালাস্টার ।

(*Ledum Palustre*,)

ইহা বাত রোগের একটি মহৌষধ বিশেষ । লিডামের বাত রোগের একটি বিশেষত্ব এই, ব্যাতব্যাধি চরণ হইতে আরম্ভ হইয়া, উপর দিকে প্রসারিত হইতে থাকে । এই ঔষধটী পুরাতন এবং তরুণ উভয় প্রকার ব্যাতরোগে ব্যবহৃত হয় । তরুণ ব্যাতরোগে রোগীর শরীরস্থ গাঁইটগুলি ফুলা এবং গরম কিন্তু উহাতে রক্তবর্ণতা দৃষ্ট হয় না । ফুলাগুলির রং ফেঁকাসে মত । লিডামের রোগীর যন্ত্রণা রাত্রে এবং বিছানার গরমে অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া থাকে । রোগী সর্বদা তাহার বেদনায়ুক্ত স্থান খুলিয়া রাখে, আবৃত করিতে চাহে না । এই লক্ষণটী মাকুরিসেস

দোখতে, পাওয়া যায় কিন্তু লিডামে মার্কুরিয়সের ত্রায় বহুল ঘর্ম সবেও উপশম না হওয়া এবং উহার চরিত্রগত জিহ্বাদির লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। এ প্রকার রোগীতে লিডাম দ্বারায় অতি সন্তোষজনক ফল পাওয়া যায়।

পুরাতন বাতরোগেও ইহা একটা অতীব উৎকৃষ্ট ঔষধ। এ স্থলেও উপরোল্লিখিত লক্ষণের ত্রায় গাঁইটগুলি ফুলা এবং বিছানার গরমে রোগের বৃদ্ধি ইত্যাদি দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমে চরণের গাঁইটগুলি হইতে বেদনা এবং ফুলা আরম্ভ হইয়া, উপরদিকে প্রসারিত হইতে থাকে। পায়ের তলার ব্যথায় রোগী চলিতে পারে না। চরণের তলার এই লক্ষণটি এক্টিমনিয়ম ক্রুডম, লাইকোপডিয়ম এবং সাইলিসিয়াম দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু অন্যান্য লক্ষণ দ্বারায় ঔষধ নির্বাচন করিতে হইবে। লিডামের বাতব্যধির সহিত রোগীর শরীরের স্বাভাবিক উত্তাপ কমিয়া যায়, সেই কারণে রোগীর শরীরে হস্ত প্রয়োগ করিলে শীতল বোধ হয়। শীতলবোধে সাইলিসিয়াম নামক ঔষধও দেখিতে পাওয়া যায়। সাইলিসিয়াম পুরাতন বাতরোগী লিডামের ন্যায়। চরণ ও সন্ধি সকলের লক্ষণেও লিডামের সহিত ইহার সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়। সাইলিসিয়াম রোগীর যন্ত্রণা রাজে বৃদ্ধি হইয়া থাকে কিন্তু বিছানার গরমে রোগের বৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায় না ও ইহার রোগী বেদনায়ুক্ত স্থানটা উত্তমরূপে আবৃত করিয়া রাখে কিন্তু লিডামে ইহার বিপরীত লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। লিডামে আর একটা লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, রোগী শীতল জলে তাহার চরণ সিক্ত করিয়া রাখিলে বেদনার উপশম বোধ করে।

আঘাতজনিত বেদনায় ইহা আণিকার ন্যায় উপকারী। আঘাতাদি লাগিয়া কালসিটা পড়িলে, ইহা অতীব উৎকৃষ্ট ঔষধ। আঘাতাদিতে আণিকা প্রয়োগে সম্পূর্ণ আরোগ্য না হইলে, লিডাম দ্বারায় সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া থাকে। রক্ত এবং দুর্বল মনুষ্যের শরীরে আঘাতাদি

লাগিয়া কালসিটা পড়িলে, লিডাম অপেক্ষা সালফিউরিক এসিড উত্তম।

কোন প্রকার খোঁচা লাগায় কিম্বা পেরেক অথবা স্ক্রিট বিদ্ধ হওয়ায় লিডাম উত্তম। কোন প্রকার পোকা যথা—মশক, বোলতা ইত্যাদির দংশনে লিডাম ব্যবহৃত হয়। শরীরস্থ স্নায়ুতে আঘাত লাগিলে হাইপারিকম, উপস্থিতে আঘাত লাগিলে কুটা, অস্থিতে আঘাত লাগিলে, ক্যাল-কেরিয়া ফস্ অথবা সিম্ফাইটম ব্যবহৃত হয়।

সচরাচর ৩০ ও ২০০ শত শক্তি।

বিসমথ্।

(Bismuth)

শিশু কলেরা—আসল শিশু কলেরা রোগে ইহা ব্যবহৃত হয়। যে স্থলে রোগ হঠাৎ আরম্ভ হইয়া, অতি শীঘ্র কলেরার সকল লক্ষণগুলি উৎপাদিত করে, উহাতে বিসমথ অতীব উৎকৃষ্ট ঔষধ। এ প্রকার রোগী এক রাত্রি অথবা এমন কি কয়েক ঘণ্টা মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বিসমথের মল জলবৎ তরল এবং বহু পরিমাণ, মলে অতীব চর্গন্ধ, ও উদরে কোন প্রকার যন্ত্রণা নাই। উক্ত প্রকার মলের সহিত পর্যাপ্ত পরিমাণ জলবৎ বমনও দেখিতে পাওয়া যায়। অত্যন্ত পিপাসা এবং জল পান করিবামাত্র বমন হইয়া যায়। আর্সেনিক নামক ঔষধেও উক্ত প্রকারের বমন দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু উহাদিগের পার্থক্য এই, বিসমথে কেবল জল বমন হয়, কিন্তু আর্সেনিকে খাদ্য এবং জল অর্থাৎ যাহা খায় তাহাই বমন হইয়া যায়। আর্সেনিক এবং ভিরেট্রমের ন্যায় রোগী সত্ত্বর অবসন্ন হইয়া পড়ে কিন্তু বিসমথে রোগীর

শরীরে, গরম ঘর্ম দেখিতে পাওয়া যায় এবং অবসন্ন হওয়া সত্ত্বেও শরীরে উত্তাপ বর্তমান থাকে। মুখমণ্ডল মূতের তায় ফেঁকাসে এবং চক্ষের চারি দিকে নীলবর্ণের দাগ পড়া। উপরোল্লিখিত লক্ষণগুলি বিসমথের অবিকল চিত্র।

উদরশূলেও বিসমথ ব্যবহৃত হয়। উদরে চাপনবৎ বেদনা, উদর মধ্যে জ্বলা। কখন কখন উভয় স্বক্কের মধ্যবর্তী স্থানে উক্ত চাপনবৎ বেদনা। পাকস্থলির ক্যান্সার রোগেও বিসমথ ব্যবহৃত হয়, ইহার একটী বিশেষ লক্ষণ এই, রোগী মাঝে মাঝে এক এক দিবস অত্যন্ত অধিক পরিমাণে বমন করে এবং উক্ত বমনের মধ্যে এমন কি তিন চারি দিবস পূর্বের ভুক্ত খাদ্য, অজীর্ণ অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। আর্সেনিকের ন্যায় অস্থিরতাও দেখিতে পাওয়া যায়, রোগী স্থির ভাবে এক স্থানে অবস্থান করিতে পারে না।

৬ষ্ঠ, ৩০ ইত্যাদি।

ক্রিওসোটাম।

(Kreosotum)

শরীরমধ্যস্থ মিউকাস ঝিল্লির উপর ইহার কার্য প্রধান। মিউকাস ঝিল্লিতে ক্ষত, তুর্গন্ধযুক্ত শ্রাব এবং জীবনীশক্তির হীনতা ইহার বিশেষ লক্ষণ। স্ত্রীলোকদিগের জননেন্দ্রিয়ে উক্ত প্রকার অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। প্রদরশ্রাব, বস্ত্রে হলুদ বর্ণের দাগ লাগে, প্রদরের শ্রাব তুর্গন্ধযুক্ত হাজনশীল। উক্ত শ্রাব রোগীর গাত্রে লাগিয়া চুলকায় এবং জালা করে, চুলকাইলে উপশম হয় না, অধিকন্তু স্থানটী প্রদাহান্বিত হইয়া উঠে। এই ঔষধে রক্তশ্রাব হইবার প্রবণতাও দেখিতে পাওয়া যায়। প্রদরের সহিত রক্তশ্রাব.

রক্তস্রাব এক বার হয় আবার থামিয়া যায়, পুনরায় হইতে থাকে। প্রসবের পর লোকিয়া স্রাবের সহিত উক্ত প্রকারের রক্তস্রাব হইতে দেখিলে ইহাকে প্রয়োগ করা যায়। এই স্থলে সালফর এবং ট্রাসটাক্স নামক ঔষধে তুলনা করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিবেন, কারণ উক্ত উভয় ঔষধই উপরোল্লিখিত অবস্থায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কোন কোন রোগীতে তলপেটের মধ্যে অত্যন্ত জ্বালায় সহিত অতিশয় দুর্গন্ধযুক্ত চাপ চাপ রক্তস্রাব দেখিতে পাওয়া যায়। যোনিপথে ক্ষত এবং হাজনশীল প্রদরে ক্রিওসোট অতীব উৎকৃষ্ট ঔষধ।

দন্তের মাড়ির উপর ইহার সুন্দর কার্য দেখিতে পাওয়া যায়। দন্তের মাড়িতে অত্যন্ত বেদনা, ফুলা, মাড়ির রং কালচে লাল অথবা নীলবর্ণ এবং দাঁতগুলি উঠিবামাত্র ক্ষয় হইয়া যাইতে থাকে। শিশু কলেরায় ক্রিওসোটের চরিত্রগত দন্তের লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, ক্রিওসোট দ্বারায় উপকার হইয়া থাকে, ক্রিওসোটের কলেরা রোগী অনবরত বমন করিতে থাকে এবং উহার মূলে অত্যন্ত দুর্গন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়।

গর্ভাবস্থায় বমনে ইহা সুন্দর কার্য করে।

ক্রিওসোটে মূত্রের কতকগুলি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, দুর্গন্ধযুক্ত কেঁকাসে মূত্র। হঠাৎ মূত্রের বেগ আইসে, এত জোরে মূত্রের বেগ আইসে যে, রোগী তাড়াতাড়ি প্রস্রাব করিবার স্থানে যাইবার পূর্বেই হয় ত প্রস্রাব করিয়া ফেলে। বালক প্রথম ঘুমেই বিছানায় প্রস্রাব করে। শুইয়া শুইয়া প্রস্রাব ভাল হয়।

সচরাচর ৩০, ২০০ শত শক্তি ব্যবহার্য।

ল্যাক ক্যানিনম

(Lac Caninum)

বেদনার স্থান পরিবর্তন—এই লক্ষণটি ল্যাক ক্যানিনমের অতীব প্রিয় লক্ষণ। পালসেটিলা নামক ঔষধেও এই লক্ষণটি দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু উহাদিগের পার্থক্য এই, ল্যাক ক্যানিনমের বেদনা প্রায়ই আড়াআড়ি ভাবে স্থান পরিবর্তন করে অর্থাৎ একবার দক্ষিণ ও এক বার বাম পার্শ্বে, ইত্যাদি।

আতুরাশ্রমে একটা বাত রোগীতে বেদনার পুনঃ পুনঃ পরিবর্তন হইতে দেখিয়া তাহাকে প্রথমে পালসেটিলা দিয়া অকৃতকার্য হইবার পর, রোগীকে বিশেষ রূপে পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলাম, বেদনা একবার দক্ষিণ হস্তে এবং একবার বাম হস্তে পর্যায়ক্রমে স্থান পরিবর্তন করে, উহাকে উচ্চ শক্তির ল্যাক ক্যানিনম দেওয়াতে সে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিল।

মাননীয় ডাক্তার ন্যাস বলিতেছেন, একদা একটা বাড়িতে দুইটা পরিবারের মধ্যে দুই জনের টনসিলাইটিস হইয়াছিল, একটু রোগীকে চিকিৎসা করিবার জন্য একজন বিচক্ষণ এলোপ্যাথিক ডাক্তার নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং অপরটাকে ডাক্তার ন্যাস দেখিতেছিলেন। এক বাড়িতে দুইটা এক প্রকারের রোগীর মধ্যে একজনকে হোমিওপ্যাথিক ও অপরকে এলোপ্যাথিক চিকিৎসা করান হইতেছিল, স্মরণ্য সকলেই উৎকণ্ঠিত হইয়া চিকিৎসার ফল জানিবার জন্য অপেক্ষায় ছিলেন। ডাক্তার ন্যাস যে রোগীকে দেখিতেছিলেন, প্রথম দিন তাহার যে স্থলে ফুলা দেখিয়া-ছিলেন, দ্বিতীয় দিবস ঠিক তাহার বিপরীত দিকে অধিক প্রদাহ এবং অধিক ফুলা দেখিলেন, কিন্তু পূর্বের স্থানটা অপেক্ষাকৃত ভাল। তখন

ডাক্তার ন্যাস মনে স্থির করিলেন, কল্যা ইহাও অপরটীর ন্যায় কমিয়া যাইবে কিন্তু ফলতঃ তাহার বিপরীত হইল, পর দিবস প্রথম স্থান 'অধিকতর ফুলিয়া উঠিল এবং অত্যন্ত যন্ত্রণা হইতে লাগিল, রোগী কথা কহিতে অথবা কোন পদার্থ গলাধঃকরণ করিতে পারিলেন না। পুনঃ পুনঃ আড়া-আড়ি ভাবে বেদনার স্থান পরিবর্তন দৃষ্টে ডাক্তার ন্যাস আর ইতঃস্ততঃ না করিয়া সি, এম্, শক্তির ল্যাক ক্যানিনম প্রয়োগ করিলেন এবং সন্ধ্যাকালে যাইয়া দেখিলেন রোগী বেশ ভাল আছেন এবং সুস্থ থাইতেছেন। উক্ত ঔষধেই রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিলেন। অপর দিকে অন্য রোগীটীর টনসিল পাকিয়া পুঁজ হইয়া প্রায় এক সপ্তাহ ভুগিয়া আরোগ্য লাভ করিলেন।

সচরাচর ৩০ ও উচ্চ শক্তি ব্যবহার্য্য।

এনাকার্ডিয়ম ওরিয়েণ্টেল।

(Anacardium Orientale)

অম্বলের পীড়ায় (Dyspepsia) ইহা একটা অতীব উৎকৃষ্ট ঔষধ। নক্স ভমিকায় এবং এনাকার্ডিয়ম উভয় ঔষধই উক্ত রোগে পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। নিম্নে উহাদিগের পার্থক্য নির্ণয় করা হইল।

এনাকার্ডিয়মের উদরের যন্ত্রণা, উদর খালি হইলে অত্যন্ত বদ্ধিত হয় এবং উদরে খাচ্ছদ্রব্য প্রবেশ করিবামাত্র যন্ত্রণার উপশম হইয়া থাকে। ঐরূপ স্থলে নক্স ভমিকায় উদরের যন্ত্রণা খাচ্ছদ্রব্য পরিপাক হইয়া সাইলেই উপশম হইয়া থাকে। নক্স ভমিকায় উদরের বেদনা আহারের দুই তিন ঘণ্টা পর হইতে আরম্ভ হইয়া, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক হয়, যন্ত্রণা হইতে থাকে কিন্তু এনাকার্ডিয়মে পাকস্থলি শূন্য হইলে, অত্যন্ত যন্ত্রণা হইতে থাকে।

কোষ্ঠবদ্ধ—উভয় ঔষধেই প্রায় একই প্রকারের কোষ্ঠবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়, রোগী পুনঃ পুনঃ মলতাগ করিবার চেষ্টা করে কিন্তু কার্যতঃ কিছুই হয় না। নক্স ভমিকা এবং এনাকার্ডিয়ম উভয় ঔষধেই মলতাগ করিবার ইচ্ছা দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু উচ্চাদিগের পার্থক্য এই, এনাকার্ডিয়মের গুহ পথটী পক্ষাঘাতের ন্যায় হওয়ায় রোগী মলতাগ করিতে পারে ন্য। যে স্থলে নক্স ভমিকায় অন্ত্রের স্বাভাবিক ক্রিয়ার অভাব জ্ঞানিত উক্ত প্রকার হইয়া থাকে।

স্মৃতিশক্তির হীনতা—স্মৃতিশক্তির দুর্বলতায় এনাকার্ডিয়ম একটা অতীব উৎকৃষ্ট ঔষধ। বৃদ্ধ অথবা অন্ধ কাহারও কোন কারণে স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া এই প্রকার হইলে, এনাকার্ডিয়ম ব্যবহৃত হয়। এবম্প্রকার স্মৃতিশক্তির দুর্বলতার সহিত ইহার চরিত্রগত কোষ্ঠবদ্ধ দৃষ্ট হইলে, অথবা উদরের যন্ত্রণা দৃষ্ট হইলে, এনাকার্ডিয়ম দ্বারা নিশ্চিত ফল পাওয়া যায়। দুইটা আশ্চর্য্য মানসিক লক্ষণ এনাকার্ডিয়মে দেখিতে পাওয়া যায়। “গাল মন্দ” করিবার জন্য রোগীর নিতান্ত ইচ্ছা। রোগী মনে করে যেন তাহার দুইটা উচ্ছা আছে, একটা কোন কাৰ্য্য করিবার জন্য উৎসাহিত করে ও অপরটা বাধা দেয়। আরও দুইটা লক্ষণ এনাকার্ডিয়মে দেখিতে পাওয়া যায়, শরীরে বাহিরের যে কোন স্থানে কে যেন বেড়ি দিয়া চাপিয়া ধরিয়া আছে। দ্বিতীয় লক্ষণ এই, রোগী মনে করে যেন শরীরের মধ্যে কোন কোন স্থানে খোঁচা পোরা রহিয়াছে। এই প্রকার অবস্থা শরীরের কোন স্থানে দৃষ্ট হইলে, তৎক্ষণাৎ ইহাকে স্মরণ করিয়া অন্যান্য লক্ষণের সহিত তুলনা করিয়া দেখিবেন। মেরুদণ্ডে কোন পীড়ার সহিত “বেড়ি দিয়া চাপিয়া ধরা মত” বেদনা দেখিতে পাইলে, তৎক্ষণাৎ ইহাকে স্মরণ করিবেন। হ্রাসটাক্স দ্বারা বিযাক্ত হইলে, এনাকার্ডিয়ম প্রয়োগ করা যায়।

সচরাচর ৩০ ও ২০০ শত শক্তি প্রযোজ্য।

এলুমিনা

(Alumina,)

গৃহপথের কার্যহীনতা, রোগী অত্যন্ত নরম মলও অতি-শয় চেন্টার সহিত বাহির করে—কোষ্ঠবদ্ধের এই লক্ষণটী দ্বারা এলুমিনাকে চিনিতে পারা যায়। ব্রাইওনিয়া নামক ঔষধের ন্যায় ইহার কোষ্ঠবদ্ধে মিউকাস মেম্ব্রেনের শুষ্কতা জনিত রোগীর একেবারেই মল-ত্যাগের ইচ্ছা হয় না। বালকদিগের কোষ্ঠবদ্ধে উভয় ঔষধই নিতান্ত ফলপ্রদ। এনাকার্ডিয়ম, সিপিয়া, সাইলিসিয়া এবং ভিরেটম এন্ডম ইত্যাদি ঔষধেও কোষ্ঠবদ্ধ আরোগ্য হইয়া থাকে, অতএব ঔষধ প্রয়োগ করিবার পূর্বে উক্তমরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

এলুমিনা রক্তক্ষীণতারও একটি মহৌষধ বিশেষ। রোগী ফেঁকাসে, হৃদয় ও সর্বদাই যেন ক্লান্ত এবং উপবেশন করিয়া থাকিতে চাহে। স্ত্রীরোগিণীর ঋতুস্রাব অল্প এবং রক্তের রং মলিন, ঐরূপ ঋতুস্রাবের রোগী নিতান্ত ক্লান্তি বোধ করে। প্রদরস্রাব, বস্ত্রখণ্ড ব্যবহার না করিলে প্রদরস্রাব রোগিণীর গোড়ালি পর্যন্ত গড়াইয়া পড়ে। ঐ প্রকার রোগিণীর, নিতান্ত অখাণ্ড সমূহ যথা—কয়লা, যুটিয়ার ছাই, হেঁড়া নেকড়া ইত্যাদি খাইবার ইচ্ছা হয় এবং খাইয়াও থাকে। নেট্রাম মিউরের রক্তক্ষীণ রোগী রুটী খাইতে পারে না। এলুমিনায় রোগী আলু খাইতে পারে না এবং পালসেটিলার রোগী চর্কিবৃক্ষ খাও খায় না।

পুরাতন সর্দিরোগে পালসেটিলার সহিত এলুমিনার সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়, উভয় ঔষধের রোগীই ক্রন্দনশীল হয় কিন্তু শরীরগত, বিশেষ ধর্ম্মে উভয় ঔষধেই পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়, এলুমিনার রোগী শুষ্ক এবং রুগ্ন, কিন্তু পালসেটিলার রোগী অপেক্ষাকৃত স্থূলকায়।

পুরাতন গলক্ষত রোগেও ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে । গলাভাঙ্গা গলমধ্যে ক্ষতবৎ বোধ এবং বহুক্ষণ কাসির পর সামান্যমাত্র গাঢ় গয়ের উঠে । এই প্রকার গলার অবস্থাকে কোন প্রকার গরম খাদ্য অথবা পানীয় ব্যবহার করিলে, কিছুকালের জন্য উপশম হয় । ইহাতে গল-স্বক্ষীয় রোগে আর্জেন্টামের ন্যায়, লক্ষণ সমূহ দৃষ্ট হয় । আর্জেন্টামের বিশেষত্ব এই যে, উহাতে গলমধ্যে আঁচিলের মত বোধ দেখিতে পাওয়া যায় । এলুমিনার রোগী তাহার গলমধ্যে সঙ্কুচিত হওয়াবৎ বেদনা বোধ করে । এবং গলাধঃকরণকালে ব্যথা বোধ করে ।

লোকোমোটর এট্যাক্সিয়া নামক পীড়ায় ইহা ব্যবহৃত হয় । রোগী তাহার পা দুইখানিকে অত্যন্ত ভারি বোধ করে এবং চলিবার সময় মাতালের মত টলিয়া পড়ে ও বসিয়া পড়িতে বাধ্য হয়, পা দুই খানিকে টানিয়া চলিতে হয় । রোগী রাত্রে চলিতে পারে না, চক্ষু মুদিত করিয়া চলিতে পারে না ; চলিবার সময় গোড়ালিতে ঝাঁঝ ধরে, ভয়ানক ক্লান্ত এবং ফেণ্ট হওয়ার ন্যায় হয় ; কটিদেশে বেদনা, রোগী বোধ করে যেন, তাহার মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়া একটা শোহার সিক ঢালাইয়া দেওয়া হইতেছে ।

সচরাচর ২০০ শত ও উচ্চ শক্তি ব্যবহৃত হয় ।

স্টিক্টা পালমোনেরিয়া ।

(*Sticta Palmonaria*.)

নাসিকার গোড়ায় এবং সম্মুখ কপালে ভারি এবং চাপন-বৎ বেদনা—এই লক্ষণটি ঠাণ্ডা লাগিয়া সর্দি হইবার পূর্বে প্রকাশ পাইয়া থাকে । ইহার পরই পর্যাপ্ত পরিমাণে সর্দি নির্গত হইয়া যাইলে বেদনার অনেকটা হ্রাস হইয়া থাকে । উক্ত সর্দি শুষ্ক হইয়া বাইবার

পরও ইহার চরিত্রগত মস্তক এবং নাসিকার মূলদেশে বেদনা থাকিলে, ইহা অতীব উপকারী ; এ প্রকার রোগীর নাসিকার সর্দি একেবারেই শুকাইয়া যায় কিন্তু নাসিকার উত্তেজনা বর্তমান থাকে, কাষেকাষেই রোগী পুনঃ পুনঃ নাসিকা ঝাড়ে ও হাঁচে কিন্তু কিঞ্চিৎশ্রান্ত ও সর্দি নির্গত হয় না । সর্দি শুকাইয়া কঠিন হইয়া নাসিকার মধ্যে “পিঁচুটি” মত হইয়া জাময়া থাকে । এ প্রকার বহু দিবসের পুরাতন সর্দিও ইহা দ্বারা আরোগ্য লাভ করে । এই স্থলে ক্যালিবাইক্রমের সহিত ইহার সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায় । ক্যালিবাইক্রমেও সম্মুখ কপালে শিরঃপীড়া এবং নাসিকার গোড়ায় ব্যাথা দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাতেও সর্দি বসিয়া গিয়া উক্ত প্রকার হইয়া থাকে, অতএব ঔষধ প্রয়োগ করিবার সময় উভয় ঔষধের অত্যন্ত লক্ষণের সহিত উত্তমরূপে মিলাইয়া ঔষধ প্রয়োগ করিবেন । তরুণ সর্দিরোগে একোনাইট, এমোন কার্ব, ক্যাম্ফার, নক্সভমিকা এবং স্ট্রামুকাস, ষ্টিক্তার সমকক্ষ এবং পুরাতন সর্দিতে এমোন কার্ব এবং লাইকোপোডিয়ম তজপ ।

ইউফ্রেসিয়া, মার্কুরিয়স, আর্সেনিক এবং ক্যালি হাইডের তায় ষ্টিক্তায় পর্যাপ্ত পরিমাণ জলবন্তরল সর্দি দেখিতে পাওয়া যায় না এবং পালসেটিল সিপিয়া এবং ক্যালি সালফিউরিকমের ন্যায় গাঢ় সর্দিও ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায় না কিন্তু ষ্টিক্তা সর্দির একটা মহৌষধ বিশেষ । ষ্টিক্তার কাসি রাত্রি শয়নের পর বৃদ্ধি হইয়া থাকে, রোগী রাত্রি নিদ্রা যাইতে পারে না, কেবল মাত্র কাসির জন্ত যে, রোগী নিদ্রা যাইতে পারে না তাহা নহে, রোগীর নিদ্রা না হইবার প্রধান কারণ শারিরীক অস্বচ্ছন্দতা ।

হাম রোগের সহিত কাসি এবং অনিদ্রায় ইহা বিশেষ উপযোগী একরূপ স্থলে ষ্টিক্তার কাসি প্রথমে নিতান্ত শুষ্ক ভাবাপন্ন হইয়া, পরে তরল হইয়া যায় ।

হাঁটু প্রদাহাবিত বাতরোগে প্রথমেই ইহাকে প্রয়োগ করিতে পারিলে, অতি সত্ত্বর আরোগ্য হইয়া যায়। ষ্টিষ্টায় বাতের বেদনা হঠাৎ আরম্ভ হইয়া অত্যন্ত যন্ত্রণা দায়ক হইয়া উঠে।

সচরাচর ৬ষ্ঠ, ৩০, ও উচ্চ শক্তি ব্যবহার্য্য।

এরুম ট্রিফাইলম ।

(*Arum triphyllum*)

ওষ্ঠ, এবং মুখের অভ্যন্তর, বাচ্ছা কাকের ন্যায় রক্তবর্ণ, নাসিকার ধারগুলি এবং নাসিকার ভিতরও তদ্রূপ; রোগী অনবরত ওষ্ঠ এবং নাসিকা, অঙ্গুলির ডগা দিয়া খোঁটে, খুঁটিতে খুঁটিতে উক্ত স্থানে ক্ষত হইয়া যায়, রক্ত পড়ে, রোগী মধ্যে মধ্যে চীংকার করিয়া উঠে, তথাচ খুঁটিতে ছাড়ে না। উপরোল্লিখিত লক্ষণটি ইহার অতীব প্রিয় লক্ষণ। আমি একমাত্র উক্ত লক্ষণটি অবলম্বনে বহু অর বিকার রোগী আরোগ্য করিয়াছি। যে স্থলে উপরোল্লিখিত নাসিকা এবং মুখের লক্ষণটি দৃষ্ট হইবে এবং রোগী পুনঃ পুনঃ তাহার অঙ্গুলি নাসিকার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিবে এবং অনবরত খুঁটিতে থাকিবে, সে স্থলে ইহাকে প্রয়োগ করিলে, অতি সুন্দর ফল পাওয়া যায়।

গলক্ষত এবং গলাভাঙ্গা রোগেও ইহা ব্যবহার হইয়া থাকে। উচ্চ তানে সুর তুলিতে কিম্বা কথা কহিতে যাইলেই, সুর ঠিক রাখিতে পারে না, ও গলা ভাঙ্গিয়া যায়। পেশাদার গায়ক অর্থাৎ বাহাদিগকে অনবরত গান করিতে হয়, উহাদিগের এবং বক্তৃতাকারীদিগের গলক্ষতের্তে ইহা বিশেষ উপযোগী।

সচরাচর ৩০ ও ২০০ শত শক্তি ব্যবহার্য্য।

অর্ণিকা মণ্টানা

(Arnica Montana)

আঘাত জনিত বেদনার ন্যায় বেদনা, আণিকার চরিত্রগত লক্ষণ, সেই কারণ শরীরের কোন স্থানে আঘাতাদি লাগিয়া বেদনা হইলে, আর্ণিকা উৎকৃষ্ট ঔষধ। সমস্ত শরীরে আঘাত লাগার ন্যায় বেদনা এবং রোগী যে পার্শ্বে শয়ন করে সেই পার্শ্বের বিছানা অত্যন্ত শক্ত বোধ হয়, এই কারণ রোগী অনবরত পার্শ্ব পরিবর্তন করিতে থাকে। উপরোল্লিখিত লক্ষণগুলি ইহার অতীব প্রিয় লক্ষণ, যে কোন রোগে উক্ত প্রকার বেদনা দৃষ্ট হইলে, ইহার অন্যান্য লক্ষণের সহিত মিলাইয়া ঔষধ প্রয়োগে কাল বিলম্ব করিবেন না।

ব্যাণ্টিসিয়া নামক ঔষধে রোগী তাহার বিছানাটা কাঠের ন্যায় শক্ত বোধ করে এবং তজ্জনিত শরীরে ব্যথা পায়। ফাইটোলক্কা নামক ঔষধে রোগীর মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত সমস্ত শরীরে ক্ষতবৎ বেদনা বোধ হয় ও উক্ত স্থানগুলি আড়ষ্ট হইয়া থাকে এবং রোগী নিতান্ত কষ্টের সহিত গোঙাইতে গোঙাইতে পার্শ্ব পরিবর্তন করে। হ্রাসটক্সের রোগীর শরীরস্থ মাংসপেশিতে বেদনা দোঁখিতে পাওয়া যায় কিন্তু রোগী অনবরত নড়া চড়া করিলে সুস্থ বোধ করে এবং প্রথম নড়া চড়া করিবার সময় কষ্ট বোধ হয়। রুটায়, রোগী শরীরের যে পার্শ্বের উপর ভর করিয়া শয়ন করিয়া থাকে সেই পার্শ্বে বেদনা হয়।

কোন প্রকার আঘাতাদি জনিত পীড়ায় আর্ণিকা অতীব উৎকৃষ্ট ঔষধ। এমন কি বহুদিবস পূর্বে আঘাত লাগিয়াছে এবং আঘাত লাগার পর হইতেই কোন ব্যাধি হইয়া, রোগী কিছুতেই আরোগ্য হইতেছে না এরূপ স্থলে উচ্চ শক্তির আর্ণিকা অতীব ফলপ্রদ।

রোগী অজ্ঞান এবং অসাড়ে মলমূত্র পরিত্যাগ করে, নিকটে কোন লোক আসিতেছে দেখিতে পাইলেই ভয় পায়, পাছে তাহার শরীরে আঘাত লাগে অথবা তাহাকে স্পর্শ করে। মুখ হইতে দুর্গন্ধ নির্গত হয়। অধোবায়ু এবং উদগারে পচা ডিমের ন্যায় দুর্গন্ধ। জ্বরায়ুতে আঘাত লাগার ন্যায় বেদনা, রোগিনী সোজা হইয়া চলিতে পারে না। প্রসবের পর যোনি ইত্যাদি স্থানে বেদনা। প্রসবের পর কয়েক মাত্রা আণিকা ব্যবহার করিলে রোগিনীর শরীরের বেদনা আরোগ্য হইয়া যায়, আরও ভবিষ্যৎ বিপদ হইবার আশঙ্কা থাকে না। কাসি, কাসিবার প্রারম্ভ হইতেই বালক অত্যন্ত ক্রন্দন করিতে থাকে। কোন কথার উত্তর দিতে দিতে রোগী নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়ে। মস্তক এবং মুখমণ্ডল গরম এবং অবশিষ্টাংশ শীতল। সর্ব শরীরে ত্রণ অথবা ফোড়া পুনঃ পুনঃ উদয় হইতে থাকে।

টাইফয়েডাডির ন্যায় সাংঘাতিক পীড়াতে ব্যাপটিসিয়ার সহিত ইহার অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। সেই কারণ নূতন শিক্ষার্থীর পক্ষে ইহাদিগের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা নিতান্ত কঠিন। উভয় ঔষদেই সরু শরীরে ক্ষতবৎ বোধ, বিছানা শক্ত বোধ, অজ্ঞানতা এবং কথা কহিতে কহিতে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়া, জিহ্বাতে কাল কাল লম্বা দাগ পড়া মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ ইত্যাদি লক্ষণ দৃষ্ট হয়। উহাদিগের পার্থক্য এই, ব্যাপটিসিয়ার রোগী অনবরত পার্শ্ব পণ্ডিত্ব করে, একবার বিছানার এখানে একবার বিছানার ওখানে পতিত হইতে থাকে এবং জিজ্ঞাসা করিলে বলে সে তাহার ছিন্ন ভিন্ন দেহটাকে কুড়াইয়া জড় করিতেছে এবং ব্যাপটিসিয়ার রোগীর মল মুত্রে অত্যন্ত দুর্গন্ধ, কিন্তু আণিকার রোগী অজ্ঞানাবস্থায় অসাড়ে মলত্যাগ করে ও রোগীর গাত্র-চর্মে স্থানে স্থানে কালসিঁটা পড়া মত দাগ দেখিতে পাওয়া যায়।

সেরাচুর ৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০ ও ২০০ শত শক্তি ব্যবহার্য।

হ্যামামেলিস ভারজিনিকা ।

(Hamamelis Vergenica,)

আর্গিকার ন্যায় এই ঔষধটীতেও আঘাত লাগার ন্যায় বেদনা দৈর্ঘ্যে পাওয়া যায়। এই প্রকার বেদনা প্রায় বাতব্যাধির সহিত প্রকাশিত হইয়া থাকে। বাতব্যাধিভে উক্ত প্রকার বেদনায় আর্গিকা দ্বারা ফল না হইলে, হ্যামামেলিস প্রয়োগে আরোগ্য হইয়া থাকে।

ইহা রক্তস্রাবের একটা মহৌষধ। ইহাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে কাল কাল এবং চাপ চাপ রক্তস্রাব হয়। এই প্রকার রক্তস্রাব শরীরের যে কোন স্থান যথা— নাসিকা, জরায়ু, কুসুদুস, ইত্যাদি হইতে হইলে, হ্যামামেলিস দ্বারা উপকার হইয়া থাকে। গুল্মদ্বার হইতে অথবা অর্শরোগে উক্ত প্রকারের রক্তস্রাব দেখিলে, ইহা দ্বারা সম্যক ফল পাওয়া যায়।

সচরাচর নিম্ন শক্তি ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কলোসিহিস ।

(Colocynthis.)

ইহা উদরের শূল বেদনার একটা অতীব উৎকৃষ্ট মহৌষধ। ইহাকে লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ করিলে, সমস্ত ও আশ্চর্য্যভাবে অতি যন্ত্রণাদায়ক শূল বেদনা (colic) আরোগ্য হইয়া থাকে। উদরে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক শূল বেদনা, রোগী পা দুইটা ওটাইয়া অথবা উদরটা কোন একটা কঠিন বস্তুর উপর চাপিয়া শয়ন করিয়া থাকিলে কিঞ্চিৎ উপশম বোধ করে। এই লক্ষণটা কলোসিহের অতীব চরিত্রগত

লক্ষণ, যে স্থলে উদর বেদনায় এই লক্ষণটি দেখিতে পাইবেন, সেই স্থলে কলোসিহ প্রয়োগ করিতে অনুমাত্রণ বিলম্ব করিবেন না। এই প্রকার উদর বেদনার সহিত প্রায়ই বর্মণ ও উদরাময় দেখিতে পাওয়া যায়। রক্তমাশয় রোগেও ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

বিশেষতঃ বালকদিগের উদরশূলে ইহা ম্যাগনেসিয়া কসের সমকক্ষ। উভয় ঔষধেই উদরে আক্ষেপবৎ বেদনা দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু উহা দিগের বিশেষত্ব এই ম্যাগনেসিয়া কসের রোগীর উদরের বহুলা আর্সে-নিকের ন্যায় গরম প্রয়োগে উপশম হয়।

কলোসিহ এবং ম্যাগনেসিয়া উভয় ঔষধেই শরীরের নানা স্থানে মায়বীয় বেদনা দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদিগের হ্রাস বৃদ্ধির চরিত্রগত লক্ষণ দ্বাৰায় ঔষধের পার্থক্য নির্ণয় করিতে হইবে। ক্যামোমিলা এবং কলোসিহ উভয় ঔষধেই রাগান্বিত হইবার পর উদরশূলে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ক্যামোমিলায় বালকদিগের উদরশূলে উদরে বায়ু জন্মায় এবং বহুলা জনিত রোগী অনবরত চাঁৎকার করে, কাঁদে এবং ছটফট করে কিন্তু কলোসিহের ন্যায় পা গুটাইয়া “কুকুড়ি” হইয়া থাকে না। বালকদিগের উদরশূলে ষ্ট্যাকসিগ্রিয়া, ম্যাগনেসিয়া কস, কলোসিহ এবং ক্যামোমিলা সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যথাস্থানে উহাদিগের পার্থক্য নির্ণয় করুন। ভিরেট্রম এলমও কখন কখন ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ভিরেট্রম এলমের রোগীর উক্ত প্রকারের বেদনার সহিত উহার চরিত্রগত লক্ষণ ললাটে শীতল ঘর্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। বোভিষ্টা নামক ঔষধের উদর-শূলও পা গুটাইয়া “কুকুড়ি” হইয়া থাকিলে উপশম হইয়া থাকে কিন্তু বোভিষ্টার উদরশূল আহারের পর বৃদ্ধি হয়।

ডায়কোরিয়া নামক ঔষধেও উদরশূল দেখিতে পাওয়া যায়। ডায়কোরিয়ার উদরশূল নাভিস্থ হইতে আরম্ভ হইয়া শনস্ত উদরে ছড়াইয়া পড়ে, এমনকি, উক্ত বেদনা হস্ত পদ পর্যন্ত প্রসারিত হইয়া থাকে।

কলোসিসের সহিত ইহার পার্থক্য এই, কলোসিসের রোগীর উদরের যন্ত্রণা পাণ্ডটাইয়া “কুঁকুড়ি” হইয়া থাকিলে উপশম হয়, কিন্তু ডায়স্টোরিয়ার রোগী সমান ভাবে অবহান কালে কিঞ্চিৎ উপশম বোধ করে। ষ্ট্যানম নামক ঔষধ বালকদিগের উদরশূলে ব্যবহৃত হয়, ইহার পার্থক্য এই, রোগীর উদরটা মাতার স্বক্কদেশে চাপিয়া লইয়া বেড়াইলে উপশম হয়।

উদরশূল ব্যতিরেকে মুখমণ্ডলের স্নায়বীর বেদনায় অথবা সায়োটিকা নামক পীড়ায় ইহার দ্বাৰা উপকার হইয়া থাকে। উদর মধ্যে আক্ষেপবৎ বেদনা, এ স্থলে ম্যাগনেসিয়া এবং কলোসিসে সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। ম্যাগনেসিয়া ফস এবং কলোসিসে উভয় ঔষধেই আক্ষেপবৎ বেদনা দৃষ্ট হয়, উভয় ঔষধেই গরম প্রয়োগে যন্ত্রণার উপশম দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু ইহা ম্যাগনেসিয়ার চরিত্রগত লক্ষণ বলিয়া জানিবে।

সায়োটিকা নামক পীড়ায় কলোসিসের বেদনা কোমরের নিম্ন হইতে উরুর পশ্চাৎভাগ দিয়া নিম্ন দিকে দাবিত হয়, ফাইটোলক্সা নামক ঔষধে উরুর বহির্দেশে প্রসারিত হয়। উক্ত পীড়ায় গ্রাফাইলম, কলোসিস এবং ফাইটোলক্সা সচরাচর ব্যবহৃত হয়, কিন্তু সবদা লক্ষণের উপর দৃষ্টি রাখিয়া চিকিৎসা করা বুদ্ধিমান চিকিৎসকের কার্য।

ডাক্তার গ্রাস বাংলাতেছেন, একটা জ্বীলোকের সায়োটিকা হইয়াছিল, তাঁহার রোগের যন্ত্রণা প্রতিদিন রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে বৃদ্ধি হইত এবং উক্ত যাতনার সহিত জ্বালাও ছিল। বেদনার সময় রোগিনী তাঁহার বেদনাবৃত্ত স্থানে “নুনের পুঁটুলির সেক” প্রয়োগ করিলে কিঞ্চিৎ উপশম বোধ করিতেন। এই রোগীকে উচ্চ শক্তির আর্সোনিক দেওয়াতে, রোগিনী অতি সত্ত্বর আরোগ্য লাভ করিলেন। উক্ত রোগিনীর ভ্রাতার সায়োটিকা হওয়ায় তিনি এলোপ্যাথিক চিকিৎসা করাইয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহার পা বাকিয়া গিয়াছে।

পিট্রোলিয়ম ।

(Petroleum.)

ইহা আমাদিগের একটা এন্টিসোরিক ঔষধ, ইহাতে ঠিক গ্রাফাইটিসের
গ্রায় চর্মরোগ দেখিতে পাওয়া যায় । এই প্রকার চর্মরোগ শরীরে বননা
স্থানে, যথা—মস্তক, কণের পার্শ্ব, অঙ্ককোষ, যোনি, হস্ত, পদ ইত্যাদিতে,
হইতে পারে । ইহা একটা অতীব চরিত্রগত লক্ষণ এই, শীতকালে
চর্মরোগ নানা প্রকার উপসর্গের সহিত বৃদ্ধি হইয়া থাকে
কিন্তু গ্রীষ্মারম্ভ হইলেই, ক্রমে উহারা আরোগ্য হইয়া
বায় । এই লক্ষণটা অত্র কোন ঔষধের চরিত্রগত নহে । ডাক্তার হাস
বলিতেছেন তিনি একটা ২০ বৎসরের পুরাতন চর্মরোগে উপরোল্লিখিত
লক্ষণটা দৃষ্টে ২০০ শত শক্তির পিট্রোলিয়ম প্রয়োগ করিয়া রোগীকে সম্পূর্ণ
আরোগ্য করিয়াছেন । তিনি আরও বলিতেছেন একটা পুরাতন উদরাময়
রোগে উক্ত প্রকারের চর্মরোগের ইতিহাস পাইয়া, পিট্রোলিয়ম দ্বারায়
তাঁহাকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়াছিলেন ।

শীত কালের “গা ফাটা” যে সকল “গা ফাটা” হইতে রস নির্গত হয়
এবং চুলকায় তাহার পক্ষে পিট্রোলিয়ম উৎকৃষ্ট ঔষধ । হিপার সালফরের
গ্রায় ইহাতেও শরীরের সামান্য ক্ষতে পূঁজ হয়, হিপার সালফরের রোগও
শীতল বাতাসে বৃদ্ধি হইয়া থাকে ।

কষ্টিকমের গ্রায় ইহাতে উষ্ণিতে বসিতে গাঁইটগুলিতে “কড়াক
কড়াক” করিয়া শব্দ হয়, উপরোল্লিখিত উভয় ঔষধই পুরাতন বাতরোগে
ব্যবহৃত হয় । চেলিডোনিয়ম এবং এনাকার্ডিয়মের গ্রায় ইহাতে আহারের
পর উদরের যন্ত্রণার উপশম দেখিতে পাওয়া যায় । যে সকল উদরাময়

অথবা আমাশয় রোগ দিবাভাগে বৃদ্ধি হইয়া থাকে, উহাদিগের পক্ষে পিট্রোলিয়ম উৎকৃষ্ট ঔষধ। সালফর, গ্রাফাইটিস, কণ্টিকম, লাইকো-পোডিয়মের ন্যায় পিট্রোলিয়ম একটা এন্টিসোরিক ঔষধ।

৩০ ও উচ্চ শক্তি ব্যবহার্য।

ক্যাম্ফর।

(Camphor)

হঠাৎ জীবনীশক্তির অবসন্নতার সহিত সর্বদাস্ত শীতল।

ভিরেট্রম ও ক্যাম্ফরে অনেকটা সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় ; উহাদিগের বিশেষত্ব এই, ক্যাম্ফরের রোগীর হঠাৎ কোল্যাম্প অবস্থার সহিত কখন কখন সামান্য মাত্র মল অথবা একবারেই মল কিম্বা বমন কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু ভিরেট্রমে প্রভূত পরিমাণ মল এবং বমনজনিত রোগী অবসন্ন হইয়া পড়ে। উভয় ঔষধের রোগীর শরীরই অত্যন্ত শীতল কিন্তু ভিরেট্রমের রোগীর মুখমণ্ডল এবং ললাটে অনবরত শীতল ঘস্ম দেখিতে পাওয়া যায়। যে স্থলে অত্যন্ত অধিক আক্ষেপ দেখিতে পাওয়া যায়, সেই স্থলে কুপ্রাম বিশেষ উপকারী বলিয়া জানিবেন। ক্যাম্ফরের একটা বিশেষত্ব এই, রোগীর শরীর যতই শীতল হউক না কেন তথাচ রোগী তাহার গাত্রে কোন প্রকার আবরণ রাখিতে চাহে না। এই স্থলে সিকেল নামক ঔষধের সহিত সাদৃশ্য দেখা যাইতেছে।

কোন প্রকার রোগে ইহার চরিত্রগত কোল্যাম্প অবস্থা দৃষ্ট হইলে তৎক্ষণাৎ ইহাকে স্মরণ করিবেন।

সচরাচর ৬, ৩০ এবং উচ্চ শক্তি।

থুজা অক্সিডেন্টালিস

(Thuja Occidentalis)

• মহাত্মা হানিমান সোরার জন্য সালফর, সিসফিলিসে মাকুরিয়স এবং সাইকোসিসে থুজা, নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। সোরা, সিসফিলিস এবং সাইকোসিস মনুষ্য শরীরগত বিশেষ ধর্ম বলিয়া বুঝিতে হইবে। সোরার চিহ্ন গাত্রে চুলকানি, খোস, পাঁচড়া, একজিমা হইবার প্রবণতা; সিসফিলিসের চিহ্ন ইতার চরিত্রগত চর্ম্মোদ্বেদ এবং গর্শ্ম ইত্যাদির ইতিহাস এবং সাইকোসিসের চিহ্ন গাত্রে আঁচল ইত্যাদির ন্যায় চর্ম্মোদ্বেদ ও গনোরিয়া নামক পীড়ার ইতিহাস। উক্ত তিন প্রকার অবস্থার কোন একটা অবস্থা মনুষ্য শরীরে বর্তমান থাকিলে, অনেক সময় নানা প্রকার ঔষধ প্রয়োগ করিয়াও রোগ আরোগ্য হয় না। বিজ্ঞ চিকিৎসক হইলে এই স্থানে বিচলিত না হইয়া আরও দীর্ঘ ভাবে চিন্তা ও পরীক্ষা করেন এবং উপরোল্লিখিত শরীরের বিশেষ ধর্মগুলির মধ্যে কোন একটীর অনুসন্ধান পাইলে তৎক্ষণাৎ উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিয়া রোগীর শরীরগত বিশেষ ধর্ম সংশোধন করিয়া তাহাকে রোগ মুক্ত করেন।

থুজা নামক ঔষধে কতকগুলি মানসিক লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, রোগী “একগুয়ে” মত, রোগী মনে করে যেন তাহার পার্শ্বে কে একজন অচেনা লোক রহিয়াছে; যেন তাহার আত্মা এবং শরীর ভিন্ন হইয়া গিয়াছে; সে মনে করে তাহার অঙ্গ বিশেষতঃ হাত পা গুলি কাঁচদ্বারা নিৰ্ম্মিত এবং এখনি ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে; তাহার উদরের মধ্যে যেন কতকগুলি জীবন্ত পদার্থ ছিল; সন্দেহই বলে, সে কোন একটা অপাঠ্যব শক্তির দ্বারা চালিত। উন্মাদগ্রস্তা স্ত্রীলোক কাহাকেও তাহার নিকটে যাইতে দেয় না।

উপরোল্লিখিত মানসিক লক্ষণগুলি বাতিরেকে, নিম্নে ইহার সাধারণ লক্ষণগুলি প্রদত্ত হইল। সাইকোসিস নামক শরীরগত বিশেষ ধর্ম হইতে শিরঃপীড়া, উক্ত প্রকার শিরঃপীড়ার সহিত মস্তকে সাদা সাদা খুস্কি, মাথার চুল উঠিয়া বাওয়া, চুলগুলি অতি দীর্ঘে দীর্ঘে বৃদ্ধি হইয়া থাকে এবং উহার ফাটিয়া যায়। চক্ষের পাতায় আঁচিলের মত ছোট ছোট চর্ম্মোদ্ভেদ। পুনঃ পুনঃ কর্ণ প্রদাহ হওয়া স্বভাব এবং কর্ণের মধ্যেও উক্ত প্রকারের চর্ম্মোদ্ভেদ। পালসেটিলার ন্যায় নাসিকা হইতে গাঢ় সবুজাভ-বৃত্ত সর্দি কিম্বা নাসিকার মধ্যে মামড়ি পড়া, নাসিকার বাতিরে আঁচিল। মুখমণ্ডল যেন সর্বদাই তৈলাক্ত। দাঁত উঠিবামাত্র উহাদিগের গোড়াগুলি ক্ষয় হইয়া যায় কিন্তু উহাদিগের ডগাগুলি নির্দোষ থাকে। উদর মধ্যে এক প্রকার শব্দ হয় যেন কোন একটা জীব শব্দ করিতেছে, উদরটা কখন এখানে কখন ওখানে নানা স্থানে ফুলিয়া উঠে। বহু দিবসের পুরাতন কোষ্ঠ বদ্ধ, মল কতকটা বহির্গত হইয়া আসিয়া পুনরায় উপর দিকে উঠিয়া যায়। উদরাময়, জলবৎ তরল এবং হাজনশীল, মল পিচকারী বেগে নির্গত হয়; টিকা দিবার পর বালকদিগের উদরাময়ে ইহা বিশেষ উপযোগী। গুহাদ্বারটা ফাটা ফাটা এবং উহার চারিদিকে আঁচিলের ন্যায় চর্ম্মোদ্ভেদ।

উপরোল্লিখিত লক্ষণগুলি খুজার চরিত্রগত লক্ষণ। উহাদিগের উপর সর্বদা দৃষ্টি রাখিয়া চিকিৎসা করা নিতান্ত কর্তব্য।

ইহা গনোরিয়ার একটা মহৌষধ। গনোরিয়া বসিয়া গিয়া কোন পীড়া হইলে, অথবা গনোরিয়া পুরাতন হইয়াছে এবং কিছুতেই আরোগ্য হইতেছে না এরূপ স্থলে ইহা একটা মহৌষধ।

আমি সচরাচর ২০০ শত ও উচ্চ শক্তি ব্যবহার করি।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া ।

(Staphisagria)

ইহাতে কতকগুলি আশ্চর্য্য মানসিক লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় । অপবে কিম্বা নিজে যে কোন কার্য্যই করুক না কেন, ঘৃণার চক্ষে দেখে ও তজ্জনিত অমৃত্যুতাপ করে । যে কোন দ্রব্য সম্মুখে পায় তাহাই ঘৃণার সহিত ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেয় অথবা দূবে সরাইয়া দেয় । বালক প্রাতঃকালে অত্যন্ত কান্নাকাটি করে, কোন জিনিষের জন্য বায়না ধরে কিন্তু উক্ত জিনিস পাইবামাত্র দূরে নিক্ষেপ করে ও পুনরায় কাঁদিতে থাকে । সামান্য কথাতেই মনে নিতান্ত বাধা পায় । অন্যায় ভাবে অপমানিত হইয়া, অতিরিক্ত হস্তমৈথুন কিম্বা অতিরিক্ত দ্ব্য সহবাস করিয়া মানসিক পীড়া, স্বভাব শক্তির হীনতা, সর্বদা মনে দুঃখ অথবা ঘৃণা পোষণ করিয়া রাখিয়া মানসিক পীড়া, নিদ্রাহীনতা ইত্যাদি হইলে, ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

অনেক সময় ভুলক্রমে বালকদিগের মানসিক পীড়ায় ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া খুলে ক্যামোমিলা এবং পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তিদিগের মানসিক রোগে নক্স ভমিকা ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ফস্ফরিক এসিডের সহিতও ইহার কখন কখন ভ্রম হইয়া থাকে ।

ক্রোধ হইতে কোন পীড়ার উৎপত্তিতেও ইহা ব্যবহৃত হয়, এস্থলে ক্যামোমিলা, নক্স-ভমিকা, সিনা এবং কলোসিহ ইত্যাদি ঔষধে সাদৃশ্য লক্ষিত হয় । ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়ার উক্ত মানসিক লক্ষণটির সহিত ফস্ফরিক এসিড, নেট্রাম মিউর, এনাকার্ডিয়ম এবং অরমের সহিত সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় ।

রোগী মনে করে যেন তাহার পাকস্থলিটা আল্লা হইয়া

ঝুলিয়া পড়িয়াছে। এই লক্ষণটি ইপিকাক্ এবং ট্যাবাকর্ম নামক ঔষধেও দেখিতে পাওয়া যায়। তলপেটেও কখন কখন এই লক্ষণটি দেখিতে পাওয়া যায়, রোগী মনে করে যেন তাহার পেটটি খসিয়া পড়িবে, সেই জন্ত সে উহাকে হস্ত দ্বারা চাপিয়া ধরে। রুগ্ন “থ্যাথ্ থেতে” বালকের পুরাতন উদরশূল এবং তৎসহিত তাহার দাঁতগুলি কাল কাল পোকা-পড়ামত হইয়া যায় এবং দস্তুর নাড়ি হইতে সহজে রক্ত পড়ে। উক্ত প্রকার অবস্থার সহিত রক্তামাসয় রোগেও ইহা বিশেষ উপযোগী। ইহার আর একটা চরিত্রগত লক্ষণ এই, কিঞ্চিন্মাত্র আহার কিম্বা পানের পর রোগের বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

মূত্রনলিতে ইহার একটা আশ্চর্য লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, মূত্র নলিতে জ্বালা কিন্তু মূত্রতাগ কালে উপশম হইয়া থাকে। মূত্রতাগ করিবার পূর্বে, পরে এবং সময়ে জ্বালা অনেক ঔষধে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়ার ন্যায় কেবলমাত্র মূত্রতাগ কালে জ্বালার উপশম এবং অন্য সময়ে জ্বালা অন্য কোনও ঔষধে দেখিতে পাওয়া যায় না।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া নামক ঔষধে এক প্রকারের কট বেদনা দেখিতে পাওয়া যায়, রোগী কেবলমাত্র রাত্রে বিছানায় এবং প্রাতে গাত্রোথান করিবার পূর্বে উক্ত বেদনা অত্যন্ত অনুভব করে।

ইহাতে গুল এবং রসসংযুক্ত উভয় প্রকারের চর্মরোগ দেখিতে পাওয়া যায়। ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়ার চর্ম্মোদ্বেদ হইতে এক প্রকারের হাজনশীল রস নির্গত হয় এবং উক্ত রস শরীরের যে স্থানে লাগে, সেই স্থানেই আবার নূতন চর্ম্মোদ্বেদ দেখা দেয়। এ প্রকার চর্ম্মরোগে অত্যন্ত চুলকানি দৃষ্ট হয়। ইহার চুলকানির একটা বিশেষত্ব এই, রোগী এক স্থান চুলকাইয়া পরিত্যাগ করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ অপর স্থান চুলকাইতে আরম্ভ করে। মন্তকে, কর্ণের পার্শ্বে ইহার চর্ম্মোদ্বেদ দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু চক্ষের পাতায় উক্ত প্রকার চর্ম্মরোগে ইহা বিশেষ উপকারী।

শরীরের কোন স্থানে ফুলকপির ন্যায় আর্দ্র হইলে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এ প্রকার রোগে উচ্চ শক্তির এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে ক্রমে ক্রমে রোগ আরোগ্য হইয়া যায়।

তীক্ষ্ণ ধারাল অস্ত্র দ্বারা কাটিয়া ক্ষত হইলে ইহা দ্বারা উপকার হইয়া থাকে।

সচরাচর ৩০ ও ২০০ শক্তি ব্যবহার্য্য।

কল্‌চিকম অটম্‌নেল।

(Colchicum Autumnel)

রান্নার গন্ধ পাইলেই গা বমি বমি করে, এই লক্ষণটা কল্‌চিকমের একটা অতীব প্রিয় লক্ষণ, উদরাময়, রক্তামাশয় ইত্যাদি পীড়ার সহিত বদাপি উক্ত লক্ষণটা দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে কল্‌চিকম প্রয়োগ করা কর্তব্য। ইহা ব্যতিরেকে কল্‌চিকমে আরও কতকগুলি উদ্‌রের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। পাকস্থলির মধ্যে জ্বালার সহিত বরফের ন্যায় শীতলতা বোধ, এ প্রকার অবস্থা তলপেটেও হইয়া থাকে। রক্তামাশয় রোগে মল সাদা অথবা রক্তমিশ্রিত দেখিলে মনে হয় যেন, মিউকাস ক্লিষ্ট গুলি চাঁচিয়া বাহির করা হইয়াছে, এই প্রকার মলের সহিত অত্যন্ত কৌথানি। ক্যাস্টারিস নামক ঔষধেও উক্ত প্রকারের মল দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু উদ্‌গদিগের বিশেষত্ব এই, ক্যাস্টারিসের রোগীর শরীরে উক্ত প্রকার মলের সহিত ইহার চরিত্রগত মূত্রের লক্ষণও দৃষ্ট হইয়া থাকে। কলোসিস্থ নামক ঔষধেও উক্ত প্রকারের মল দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু ইহাতে উদরশূল বর্তমান থাকে এবং পা গুটাইয়া কঁকড়ি হইয়া থাকিলে উহার উপশম হয়, কল্‌চিকমের রোগীর উদরে অত্যন্ত বায়ু

জন্মাইয়া থাকে । অজীর্ণ রোগে উদরে অত্যন্ত জ্বালায় সহিত বরফের
গ্রায় ঠাণ্ডা বোধ এবং অত্যন্ত “পেটফাঁপা” দেখিতে পাইলে, তৎক্ষণাৎ
কলচিকমকে স্রবণ করিবেন, এই স্থলে চায়না, লাইকো এবং কার্কো
ভেজিটেবলিসের সহিত তুলনা করিয়া দেখা কর্তব্য ।

কলচিকন বাতরোগেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে, রান্নার গন্ধে গা বমি বমি
করা ইহার পথ-প্রদর্শক বলিয়া জানিবেন ।

সচরাচর ৩০, ২০০ শত শক্তি ব্যবহার্য্য ।

বোরাক্স ভেনিটা ।

(Borax Vaneta)

ইহাতে কতকগুলি আশ্চর্য্য মানসিক লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় ।
রোগীর শ্রবণশক্তি অতীব তীক্ষ্ণ । কোন প্রকার সামান্য শব্দ যথা,—থপরের
কাগজের থস্ থস্ শব্দ, হাঁচির শব্দ, কার্না ইত্যাদিতে নিতান্ত বিরক্ত বোধ
করে এবং চম্কাইয়া উঠে, নিম্ন দিকে নামিবার অথবা নামাইবার
সময় রোগী পড়িয়া যাঠিবার ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠে,
বালককে ক্রোড় হইতে নামাইবার সময় পড়িয়া যাইবার ভয়ে চীৎকার
করিয়া কাঁদিয়া উঠে এবং মাতাকে জড়াইয়া ধরে । বালককে কোলে
করিয়া সিঁড়ি দিয়া নিচে নামিবার সময়ও তরুণ হইয়া থাকে । পূর্ণবয়স্ক
ব্যক্তিদিগেরও ঐরূপ হয় । রোগী রকিং চেয়ারে বসিতে কিস্বা
বোড়ায় চড়িতে চাহে না জেলসিমিয়ম নামক ঔষধেও এই লক্ষণটী
দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু কেবলমাত্র উহার জ্বররোগীতে উক্ত লক্ষণটী
দৃষ্ট হইয়া থাকে । বালক ঘুমাইতেছে, ঘুমাইতে ঘুমাইতে হঠাৎ চীৎকার
করিয়া উঠিয়া বিছানার ধারগুলি অথবা নিকটে যাহা পায় জোর করিয়া

ধরিয়া ফেলে । এই স্থলে এপিস মেলিফিকা, বেলোডোনা, সিনা ইত্যাদি ঔষধের সহিত ভ্রম হইতে পারে কিন্তু উহার বিশেষত্ব এই বোরাক্সের রোগীর মুখ মধ্যে প্রায়ই ক্ষত দেখিতে পাওয়া যায় ।

মুখ ক্ষত ইহার প্রধান লক্ষণ, তৎসহ ইহার চরিত্র গত স্নায়বীয় লক্ষণ-গুলি বর্তমান থাকিলে বোরাক্স গ্রব কার্য্যকারী । বোরাক্সের ক্রিয়া কেবলমাত্র মিউকাস মেমব্রেনের উপর আবদ্ধ নহে । চক্ষের পাতাগুলি চট্‌চটে আটাবুক্ত এবং সহজে জুড়িয়া যায় । পুরাতন কর্ণ প্রদাহ, কর্ণ হইতে পুঁজ নির্গত হওয়া ইত্যাদি । নাসিকার মধ্যে পিঁচুটি পড়া, উহাকে উঠাইয়া ফেলিলেও পুনরায় জন্মে ।

উদরাময়, মুখ ক্ষতের সহিত সবুজবর্ণের তরল মল । বালক প্রস্রাব করিবার পূর্বে অথবা পরে ক্রন্দন করে । উক্ত প্রকার প্রস্রাবের সহিত বালুকা কণার ন্যায় মূত্রে তলানি পড়িলে, লাইকো এবং সার্সা প্যারিলা ব্যবহার্য্য ।

স্ত্রীলোকদিগের প্রদর রোগেও ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে । প্রদরপ্রাব সাদা “হড্‌হড্‌” মত । ক্যামোমিলা, তিপার সালফার, সাইলিসিয়াম ন্যায় রোগীর শরীরে সামান্য ক্ষতে পুঁজ হওয়া দৃষ্ট হইয়া থাকে ।

সচরাচর ৩০ ও উচ্চ শক্তি ।

ইউপেটোরিয়ম পারফোলিয়েটাম ।

(Eupatorium Perfoliatum.)

শরীরে এত বেদনা করে এবং কামড়ায় যে রোগী মনে করে যেন তাহার সমস্ত শরীর ভগ্ন হইয়া গিয়াছে । রোগী মনে করে তাহার শরীরের অভ্যন্তরে অস্থিগুলির মধ্যে বেদনা করিতেছে শরীরের অস্থি এবং মাংসপেশি গুলিতে ক্ষতবৎ বোধ । হস্ত পদ ইত্যাদি স্থানে এবং উদাগিগের সন্ধিস্থলে ভাঙ্গিয়া যাওয়ার ন্যায় বেদনা, রোগী মনে করে যেন তাহার হাত পায়ে 'গুলোগুলি কে যেন থেঁতলাইয়া দিয়াছে । এই লক্ষণগুলি ইউপেটোরিয়মের চরিত্রগত লক্ষণ, ইহার ইনফ্লুয়েঞ্জা, সবিরাম অর ইত্যাদি যে কোন ব্যধির সাহচর্য দৃষ্ট হইলে, তৎক্ষণাৎ ইহাকে স্বরণ করিবেন ।

ডেঙ্গু জ্বর, যাহাকে “চাড় ভাঙ্গা জ্বর” বলে, উক্ত প্রকার জ্বরের সহিত সর্বাপেক্ষে অত্যন্ত বেদনা দেখিতে পাওয়া যায় । সেই কারণ ইউপেটোরিয়ম উহার একটা মহোষধ বিশেষ । এক প্রকার সবিরাম জ্বরে ইহার দ্বারা অতি সন্তোষজনক ফল পাওয়া যায়, এ স্থলে ইহার তিনটা চরিত্রগত লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া ইহাকে প্রয়োগ করা যায় ।

প্রাতঃ ৭ ঘটিকা হইতে ৯ ঘটিকার মধ্যে শীত আরম্ভ । শীতের পূর্বে অঙ্গ প্রত্যঙ্গে, এমন কি শরীরস্থ অস্থি গুলিতেও কামড়ান মত বেদনা । শীত এবং গরমের মধ্যবর্তী সময় পিস্ত বমন । যদিচ অন্যান্য অনেক লক্ষণ ইউপেটোরিয়মের জ্বর রোগীতে দেখিতে পাওয়া যায়, তথাচ উপরোক্ত লক্ষণগুলির উপর নির্ভর করিয়া চিকিৎসা করিলে, ভুল হইবার সম্ভাবনা নাই বলিলেই হয় ।

স্বাদযন্ত্রের উপরও ইহার সুন্দর কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায় । প্রাতিঃ-
কালে কষ্টিকমের ঝাম, রোগীর গলা ভাঙ্গিয়া যায় । কষ্টিকমে বক্ষে
জ্বালা এবং ক্ষতবৎ বেদনা উভয়ই দৃষ্ট হয়, কিন্তু ইহাতে কেবলমাত্র ক্ষতবৎ
বেদনা দেখিতে পাওয়া যায় ।

পুনরায় বলিয়া রাখি ইউপেটোরিয়মের চরিত্রগত শরীরের বেদনার
উপর সর্বদা দৃষ্টি রাখিয়া চিকিৎসা করিবেন, তাহা হইলে ভুল হইবার
সম্ভাবনা নিন্তান্ত্র অল্প । ইহা সবিরাম ম্যালেরিয়া জ্বরের একটা অতি
উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

সচরাচর ৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০ উচ্চ শক্তি ইত্যাদি ।

ইউপেটোরিয়াম পারপিউরিয়াম ।

(*Eupatorium Parpureum.*)

শীত কটিদেশ হইতে আরম্ভ হইয়া, উপর এবং নিম্নদিকে
প্রসারিত হয়—এই লক্ষণটাই ইহার বিশেষ চরিত্রগত লক্ষণ । ম্যালেরিয়া
সবিরাম জ্বরে এই লক্ষণটাই বর্তমান থাকিলে, ইহাকে প্রয়োগ করিতে
কিঞ্চিৎ নাত্রও বিলম্ব করা কর্তব্য নহে ।

মাননীয় ডাক্তার গ্রাস বলিতেছেন একটা মহিলা ভিজা সাঁয়াংসেতে
যায়গায় বাস করিতেন, সে স্থলে তাঁহার কোন প্রকার জ্বর জ্বালা হয় নাই
কিন্তু তথা হইতে প্রত্যাগমন করিবার পর, তাঁহার জ্বর হয় পুনঃ পুনঃ
কুইনাইন সেবন করিয়া কিছুতেই আরোগ্য হয় নাই, অবশেষে উপরো-
ল্লিখিত লক্ষণটাই দৃষ্টে ২০০ শক্তির এই ঔষধটাই প্রয়োগে তিনি সম্পূর্ণ
আরোগ্য লাভ করিয়াছিলেন ।

ক্যাম্পিকম নামক ঔষধে ইহার কিছু সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় ।

উভয় ঔষধের শীতই পৃষ্ঠদেশে হইতে আরম্ভ হইয়া, সমস্ত শরীরে ছড়াইয়া পড়ে কিন্তু উহার বিশেষত্ব এই, ক্যাপ্সিকমের রোগীর শীত পৃষ্ঠদেশের উভয় স্কন্ধের মধ্যবর্তী স্থান হইতে আরম্ভ হইয়া, সমস্ত শরীরে ছড়াইয়া পড়ে ।

ক্যাপ্সিকমে শীতের সহিত সমস্ত শরীরে শীতলতা দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু ইউপেটোরিয়ম পারপিউরিয়মে অত্যন্ত কাঁপুনির সহিত সামান্যমাত্র শীতলতা দৃষ্ট হয় । ইউপেটোরিয়ম পারফোলিয়েটম, ক্যাপ্সিকম এবং ইউপেটোরিয়ম, পারপিউরিয়ম, এই তিনটী ঔষধেই শীতের পূর্বে অত্যন্ত অস্থি বেদনা আছে কিন্তু এতন্মধ্যে ইউপেটোরিয়ম পারফ সর্বপ্রধান ।

সচরাচর ৬, ৩০ এবং উচ্চ শক্তি ।

ক্যাপ্সিকম

(Capsicum.)

কোন স্থানে লঙ্কাবাটা লাগিলে যেপ্রকার জ্বালা করে, সেই প্রকারের জ্বালা ক্যাপ্সিকমের চরিত্রগত লক্ষণ । রক্তমাশয়, গণোরিয়ার শেযাবস্থা, কোন প্রকার গলমধ্যস্থ রোগ ইত্যাদিতে ক্যাপ্সিকমের চরিত্রগত জ্বালা বর্তমান থাকিলে, ইহা দ্বারা সম্যক উপকার হইয়া থাকে । লঙ্কাবাটা লাগিলে যে প্রকার জ্বালা হয় সেই প্রকারের জ্বালা ইহার চরিত্রগত লক্ষণ, ইহার আরও বিশেষত্ব এই, ক্যাপ্সিকমের জ্বালা আর্সেনিকের ন্যায় গরম প্রয়োগে উপশম হয় না ।

শিরঃপীড়াতে ক্যাপ্সিকম ব্যবহৃত হইয়া থাকে । কাশিবার সময় রোগী মনে করে যেন, এখনি তাহার মাথাটা ফাটিয়া যাইবে । রোগী যন্ত্রণায় অস্থির হয় এবং উভয় হস্তে মাথাটা চাপিয়া ধরে । বসিয়া থাকিলে

এ প্রকার শিরঃপীড়ার অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া থাকে । ব্রাইওনিয়া নেট্রাম মুর, ইস্কুলা, সাইলিসিয়া, ইত্যাদি ঔষধেও উক্ত লক্ষণটী দেখিতে পাওয়া যায় । কাসিবার সময় শরীরে দূর্বর্ত্তী স্থানেও উক্ত প্রকারের বেদনা হইলে, ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

প্রত্যেকবার জলপান করিবার পর শীতবোধ ; উভয় স্কন্ধের মধ্যবর্ত্তী স্থানে শীত আরম্ভ হইয়া, সমস্ত শরীরে ছড়াইয়া পড়ে । উপরোল্লিখিত লক্ষণ কয়টীও ইহার চরিত্রগত লক্ষণ । উহার প্রায়ই সবিরাম জ্বর ইত্যাদির সহিত দৃষ্ট হইয়া থাকে ।

সচরাচর ৬ষ্ঠ, ৩০ ও উচ্চশক্তি ব্যবহার্য্য ।

স্পঞ্জিয়া টোস্টা ।

(Spongia Tosta,)

শ্বাসযন্ত্রের উপর ইহার কার্য্য মুখ্য । প্রথমে গলা হইতে ইহার ক্রিয়া আরম্ভ হইয়া, শ্বাসযন্ত্রের অতি নিভৃত স্থল পর্য্যন্ত আক্রমণ করে । বালকদিগের ঘুংড়ি কাসির ইহা একটী মহৌষধ বিশেষ । শীতকালের ঠাণ্ডা বাতাস লাগিয়া, এই প্রকারের পীড়া । একোনাইট নামক ঔষধ, শুষ্ক ঠাণ্ডা লাগিয়া কাসি হইলে, ব্যবহৃত হইয়া থাকে । “খড় কাটা বাঁটিতে জোরে জোরে খড় কাটিলে” যে প্রকার শব্দ হয়, সেই প্রকারের শব্দযুক্ত কাসি স্পঞ্জিয়ার চরিত্রগত । ঘুংড়ি কাসিতে এই প্রকার অবস্থা প্রায়ই সন্ধ্যা রাতে বৃদ্ধি হইয়া থাকে । উপরোল্লিখিত লক্ষণযুক্ত রোগে প্রথমে একোনাইট প্রযোজ্য । দুই অথবা চারি মাত্রা একোনাইটে যদ্যপি উক্ত প্রকার অবস্থার উপশম না হইয়া, রোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে এবং পুনঃ পুনঃ অধিকতর যন্ত্রণাদায়ক কাসি হইতে থাকে, তাহা হইলে ইতস্ততঃ না করিয়া তৎক্ষণাৎ স্পঞ্জিয়া প্রয়োগ

করা কর্তব্য। একরূপ স্থলে আমি প্রায়ই ২০০ শত শক্তির দুই অথবা এক মাত্রা স্পঞ্জিয়া দ্বারা সুন্দর ফল পাইয়াছি। উক্ত চিকিৎসায় কাসি তরল হইয়া, মধ্য রাত্রে পর উহার বৃদ্ধি হইলে, হিপার সালফর উত্তম। কাসি পুনরাক্রমণ করিয়া সন্ধ্যা রাত্রে বৃদ্ধি হইলে, দুই অথবা একমাত্রা ৩০ শক্তির ফস্ফরাস রোগীকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দেয়।

পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিদিগের গলমধ্যস্থ প্রদাহে ইহা অতি সুন্দর কার্য্য করিয়া থাকে। স্বরবদ্ধ, অত্যন্ত গলাভঙ্গা, গলমধ্যে ক্ষতবোধ এবং জ্বালা। কথা কহিবার সময়, গান করিবার সময়, এবং গলাধকরণ কালে কাসির বৃদ্ধি। শ্বাস যন্ত্রের পুরাতন পীড়ায়, কালে যক্ষ্মা হইবার সম্ভাবনা থাকিলে, ফস্ফরাস, স্যাজুইনেরিয়া, সালফারের, ন্যায় ইহা রোগীকে ভবিষ্যৎ বিপদ হইতে রক্ষা করে। ক্ষতবোধ, ভারিবোধ এবং জ্বালা। নড়াচড়া করিলে, ঠাণ্ডা বাতাস লাগিলে, কথা কহিলে, গান করিলে এবং সন্ধ্যা রাত্রে কাসির বৃদ্ধি হইয়া থাকে। গরম পানীয় পান করিলে রোগী উপশম বোধ করে।

হৃৎপিণ্ডের উপরও ইহার ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। হৃৎপিণ্ডের ভাষের পীড়ায় নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি দৃষ্ট হইলে, স্পঞ্জিয়া অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। রোগী ঘুমাইতে ঘুমাইতে হঠাৎ মনে করে যেন তাহার দমবদ্ধ হইল, তজ্জনিত নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায়, রোগী ভয়ে এবং উৎকণ্ঠায় অত্যন্ত অস্থির হয় এবং জোরে জোরে কাসিতে থাকে। হৃৎপিণ্ডের ভাষের পীড়ায় প্রায়ই এই প্রকার হইয়া থাকে। উপরোল্লিখিত লক্ষণগুলি কোন পীড়ায় দৃষ্ট হইলে, স্পঞ্জিয়া দ্বারা আশু যন্ত্রণার উপশম হইয়া থাকে এবং কিছুদিন ইহাকে ব্যবহার করিলে, রোগ একেবারে নিশ্চল হইয়া যায়।

সচরাচর ৩০ ও ২০০ শত শক্তি ব্যবহার্য্য।

মেডোরিনম ।

(Medorrhinum,)

পুরাতন বাতরোগে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ, বিশেষতঃ যে সকল বাত-
রোগে দিবা ভাগে রোগের সন্ত্রণার বৃদ্ধি হইয়া থাকে, উহাদিগের পক্ষে
ইহা একটা অতীব উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

সচরাচর ২০০ শত শক্তি ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

পাইরোজেন ।

(Pyrogen,)

প্রসব অথবা অস্ত্র চিকিৎসার পর, অথবা কোন প্রকার পচা দুর্গন্ধ
আত্মাণ করিয়া সমস্ত শরীরের রক্ত দূষিত হইলে, ইহা অতীব উৎকৃষ্ট
ঔষধ । বিছানা অত্যন্ত শুষ্ক বোধ হয়, রোগী যে পার্শ্বে শয়ন
করিয়া থাকে, সেই পার্শ্বে সমস্ত শরীরে ক্ষতবৎ বোধ এবং বেদনা ।
অত্যন্ত অস্থিরতা এবং রোগী অনবরত পার্শ্ব পরিবর্তন করিতে থাকে ।
জিহ্বা মোটা, বড়, পরিষ্কার, “চক্ চকে,” রক্তবর্ণ, শুষ্ক, ফাটা ফাটা
এবং কথা কহিতে নিতান্ত কষ্ট বোধ হয় ।

উদরাময়ে কাল কিম্বা পাটকিলা রংয়ের মল এবং মলে অতীব দুর্গন্ধ,
বেদনাশূন্য, অসাড়ে মলতাগ, বায়ুত্যাগের সহিত অসাড়ে মলতাগ ।

টাইফয়েডাদি সাংঘাতিক পীড়ার সহিত উপরোল্লিখিত লক্ষণগুলি দৃষ্ট
হইলে, ইহা দ্বারা অতি সুন্দর ফল পাওয়া যায় । পচা দুর্গন্ধ আত্মাণ
করিয়া কোন পীড়া হইলে, ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

সচরাচর ২০০ শত এবং উচ্চ শক্তি ব্যবহার্য্য ।

এমোনিয়ম কার্বনিকম ।

(Ammonium Carbonicum,)

পুরাতন অথবা তরুণ উভয় প্রকার সর্দিতে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ইহার একটা বিশেষ লক্ষণ এই, রাত্রে রোগীর নাসিকা বন্ধ হইয়া যায়, তজ্জনিত রোগীকে মুখ দ্বারা নিশ্বাস প্রশ্বাস কার্য সম্পাদন করিতে হয় । এই স্থলে স্যান্থকাস, লাইকোপোডিয়ম, নক্স ভমিকা এবং ষ্টিপ্টা পালমোনেরিয়া নামক ঔষধের সহিত বিচার করিয়া দেখা কর্তব্য ।

আর একটা ইহার আশ্চর্য্য লক্ষণ এই, মুখ প্রক্ষালন করিবার সময় রোগীর নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হয় । কেন যে এই প্রকার হইয়া থাকে ইহা বলা নিতান্ত কঠিন, কিন্তু উক্ত প্রকার অবস্থা এই ঔষধ দ্বারা অতি সত্ত্বর আরোগ্য হইয়া থাকে ।

সচরাচর ৩০ ও উচ্চশক্তি ব্যবহার্য্য ।

এমোনিয়ম মিউরিয়েটিকম ।

(Ammonium Muriaticum,)

উভয় স্কন্ধের মধ্যবর্ত্তী স্থানে ঠাণ্ডা বোধ, এই লক্ষণটি প্রায়ই বক্ষ সঙ্কল্পিত পীড়ার সহিত দেখিতে পাওয়া যায় । যথা—কাস, বক্ষে বেদনা ইত্যাদি । উভয় স্কন্ধের মধ্যবর্ত্তী স্থানে জ্বালা ফস্ফরাস এবং লাইকোর চরিত্রগত লক্ষণ, যে স্থলে এমোন মিউরে ঠাণ্ডা বোধ ।

কোষ্ঠবদ্ধ রোগেও ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে । মল শুষ্ক, কঠিন এবং গুটি গুটি, অতি কষ্টে নির্গত হয় । কষ্টিকমের ন্যায় মলের

গাত্রে সাদা চর্কির ন্যায় পদার্থ লাগিয়া থাকে। কষ্টিকমের ন্যায় মাংস-পেশিতে টানিয়া ধরার ন্যায় বেদনা ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু উহাদিগের বিশেষত্ব এই, এমোন মিউরে কেবল মাত্র উক্ত প্রকার বেদনা হইয়া থাকে, যে স্থলে কষ্টিকমে প্রকৃতই মাংসপেশি টানিয়া হস্ত কিস্বা পদ সঙ্কুচিত হইয়া যায়।

জুরায়ু হইতে রাত্রে রক্তস্রাব, এই লক্ষণটী শোভিষ্টা নামক ঔষধেও দেখিতে পাওয়া যায়, অন্যান্য লক্ষণ দ্বারা ঔষধ নির্বাচন করিতে হইবে। ক্রিয়োজোট নামক ঔষধে রোগিনী যখন শয়ন করিয়া থাকে, সেই সময় রক্তস্রাব হয় কিন্তু উঠিয়া বসিলে অথবা চলিয়া বেড়াইলে স্রাব বন্ধ হইয়া যায়। লিলিয়ম নামক ঔষধে রোগী যখন চলিয়া বেড়ায় সেই সময় রক্তস্রাব বন্ধ হইয়া যায়। ম্যাগ্নেসিয়া কার্ব নামক ঔষধে কেবল রাত্রে শয়নাবস্থায় ঋতুস্রাব দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু চলা ফেরা করিলে স্রাববন্ধ হইয়া থাকে।

সচরাচর ৩০ এবং উচ্চ শক্তি ব্যবহার্য।

ইথিউজা সাইনেপিয়ম।

(Æthusa Cynapium)

বালকদিগের বমন রোগে ইহা একটা অতীব উৎকৃষ্ট ঔষধ। দুগ্ধ গলাধঃকরণ করিবারাত্র জোরে বহির্গত হইয়া আইসে। বমনের পর শিশু “নেতা” হইয়া ঘুমাইয়া পড়ে। কখন কখন দুগ্ধ পান করিবার পর কিছুক্ষণ উদরে থাকিয়া চাপ চাপ মত বমন হইয়া থাকে। উক্ত চাপ সময় সময় এত বড় হয় যে, দেখিলে বিশ্বাস হয় না যে উহা শিশুর উদর হইতে নির্গত হইয়াছে। এই সময় রোগীকে স্লচিকিংসা

দ্বারা আরোগ্য করিতে না পারিলে, উহা ক্রমে শিশু কলেরায় পরিণত হয় এবং তৎসহিত উদরে, সবুজবর্ণের জলবৎ পিচ্ছিল মল, এমন কি ফিট (convulsion) পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ইথিউজার ফিটের একটু বিশেষত্ব আছে, ফিটের সময় রোগীর চক্ষের তারকা উপর দিকে অথবা পার্শ্বে না যাইয়া নিম্নদিকে নামিয়া পড়ে। এই লক্ষণটির উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিলে সহজে ইহাকে চিনিয়া লওয়া যায়। এই অবস্থা হইতে রোগী আরোগ্যলাভ না করিলে, ক্রমে মুখ চোখ বসিয়া যায়, এই সময় ইথিউজার আর একটা লক্ষণ দৃষ্ট হয়, রোগীর উপরকার ওষ্ঠটা মুক্তার ন্যায় সাদা হইয়া যায় এবং উহার উপর ধনুকের ন্যায় একটা দাগ পড়ে। এই লক্ষণটা অন্য কোন ঔষধ অপেক্ষা ইথিউজার চরিত্রগত লক্ষণ বলিয়া জানিবেন। অবসন্নতা এবং উৎকর্ষা উভয়ই সমান ভাবে দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু আর্সেনিকের ন্যায় পিপাসা ইহাতে নাই।

ক্যালকেরিয়া কার্ব নামক ঔষধেও চাপ চাপ হৃৎক বমন দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু উহার বিশেষত্ব এই, ক্যালকেরিয়ার রোগীর মলে অত্যন্ত টকগন্ধ এবং মস্তকে বহুল ঘর্ম হইয়া থাকে।

রোগিণী মনে করে, যেন গৃহের মধ্য দিয়া মুষিক দৌড়িয়া যাইতেছে, যে সকল স্ত্রীলোকেরা অত্যন্ত পরিশ্রম করে, তাহাদিগের মানসিক দুর্বলতার সহিত এ প্রকার অবস্থা দৃষ্ট হইলে, ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

সচরাচর ৩০ ও ২০০ শত ও উচ্চ শক্তি ব্যবহার্য।

রিউম

(Rheum)

টকগন্ধযুক্ত মল, রিউমের চরিত্রগত লক্ষণ। মল পাটকিলা রং বিশিষ্ট এবং আম মিশ্রিত ও অত্যন্ত টকগন্ধ যুক্ত। মলত্যাগ করিবার পূর্বেই উদরে বেদনা এবং মলত্যাগের পর অত্যন্ত কৌথানি। কেবলমাত্র মলে টকগন্ধ নহে, রোগীর সমস্ত শরীরে টকগন্ধ এমন কি রোগীকে উত্তমরূপে ধোত করিলেও টকগন্ধ যায় না। বালকদিগের দন্তোদগম কালিন উদরাময় এবং উদরশূলে ম্যাগ্নেসিয়া কার্বের সহিত ইহার তুলনা করিয়া দেখা কর্তব্য।

আচরাচর ৩০ এবং উচ্চ শক্তি ব্যবহার্য।

কোলিন্‌জোনিয়া ক্যানাডেনসিস।

(Collinsonia Canadensis)

গুহ্যপথে বেন কতকগুলি খোঁচা পোরা রহিয়াছে, অর্শ কিম্বা গুহ্যপথ সম্বন্ধীয় কোন রোগে এই লক্ষণটি দৃষ্ট হইলে, কোলিন্‌জোনিয়া দ্বারা উপকার হইয়া থাকে। ইঙ্কিউলাস নামক ঔষধেও এই লক্ষণটি দেখিতে পাওয়া যায়, কাষেকাষেই উভয় ঔষধে ভ্রম হইবার নিতান্ত সম্ভাবনা, নিয়ে উহাদিগের পার্থক্য নির্ণয় করা হইল। ইঙ্কিউলাস নামক ঔষধে গুহ্যপথে ভারি বোধ দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু কোলিন্‌জোনিয়ায় ইহা নাই। ইঙ্কিউলাসের অর্শ হইতে রক্ত নির্গত হয় না, যে স্থলে কোলিন্‌জোনিয়ায় অনবরত রক্তস্রাব হয়। ইঙ্কিউলাসে অত্যন্ত

কটিবেদনা দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু কোলিনজোনিয়া নামক ঔষধে ইহা দেখিতে পাওয়া যায় না । ইক্টিউলাসে কখন কখন কোষ্টবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু কোলিনজোনিয়ার্য সর্বদাই অত্যন্ত কোষ্টবদ্ধ বর্তমান থাকে । উপরোল্লিখিত লক্ষণগুলি দ্বারা বিশেষরূপে তুলনা করিয়া ঔষধ নির্বাচন করিলে ভ্রম হইবার সম্ভাবনা নিতান্ত অল্প ।

সচরাচর ৩০ এবং উচ্চ শক্তি ব্যবহার্য্য ।

ক্লিমেটিস ইরেক্টা ।

(Clematis Erecta)

পুরাতন গনোরিয়ার মূত্র নলিতে ঝীকচার হইবার উপক্রমে মূত্র ভাগ কালে মূত্র অতি ধীরে ধীরে এবং থামিয়া থামিয়া নির্গত হইতে থাকিলে, ক্লিমেটিস দ্বারায় উপকার হইয়া থাকে ।

গণোরিগা বসিয়া গিয়া অণ্ডকোষের প্রদাহেও ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার হইয়া থাকে । অণ্ডকোষটা ফুলিয়া যায়, শীঘ্র উপশম না হইলে উহা ক্রমে অত্যন্ত শক্ত হইয়া যায় । ক্লিমেটিস দ্বারা এ প্রকার বহু রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে । পলসেটিলা নামক ঔষধও এ প্রকার ব্যাধিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে কিন্তু অণ্ডকোষের যন্ত্রণা এবং গনোরিয়ার স্রাব আরোগ্য হইবার পর, ফুলাঃবর্তমান থাকিলে, পালসেটিলা দ্বারা আর কোন উপকার হয় না, এ স্থলে ক্লিমেটিস উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

সচরাচর উচ্চ শক্তি ব্যবহৃত হয় ।

কোপেইভা ।

(Copaiva)

ফুসফুসের ‘পুরাতন’ সর্দিতে ইহা ব্যবহৃত হয় । সবুজাভাযুক্ত অথবা ধূসর বর্ণের পুঁজের ন্যায় গয়ের ইহার চরিত্রগত লক্ষণ ।

ইচ্চা গনোরিয়া রোগের একটি মহৌষধ বিশেষ । মুত্রস্থলির গলদেশে এবং মুত্রনলিতে উত্তেজিতাবস্থা । গনোরিয়ার প্রথমাবস্থায় যখন ছফের ন্যায় পুঁজ নির্গত হয়, অথবা যখন গনোরিয়ার বিষ মুত্রস্থলি পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে এবং মুত্রের সহিত বহু পরিমাণ “চক্চকে” শ্লেষ্মা কিম্বা রক্তনির্গত হইতেছে এক্রপ স্থলে ইহা উত্তম ।

৬ষ্ঠ, ৩০ ও উচ্চ শক্তি ।

কিউবেবা ।

(Cubeba)

গনোরিয়ার তরুণ লক্ষণগুলি অপসারিত হইয়াছে কিন্তু প্রস্রাবের পর জ্বালা এখনও বর্তমান আছে এবং গাঢ় হলুদাভাযুক্ত পুঁজ নির্গত হইতেছে । উক্ত প্রকারের পুঁজ পালসেটিলা এবং মার্কুরিয়স নামক ঔষধেও দেখিতে পাওয়া যায় । অত্যাশ্র লক্ষণ দ্বারায় ঔষধ নির্বাচন করিবেন ।

৩০ ও উচ্চ শক্তি ।

এলিয়ম সিপা ।

(Allium Cepa).

এলিয়ম সিপা পিয়াজ, পিয়াজের ঝাঁজ চোখে মুখে লাগিলে তরুণ সন্দির লক্ষণ সমূহ উদয় হয়, উক্ত প্রকার লক্ষণযুক্ত সন্দিতে এলিয়ম সিপা প্রয়োগ করিলে অতি সত্ত্বর সুন্দর ফল পাওয়া যায় । জলবৎ তরল সন্দি, চক্ষুে জ্বালা, পুনঃ পুনঃ হাঁচি ও নাসিকা হইতে হাজন-শীল জলবৎ তরল সন্দি নির্গত হয় । সন্ধ্যাকালে এবং গৃহের মধ্যে রোগের বৃদ্ধি, খোলা বাতাসে উপশম । এ প্রকার অবস্থার সহিত কখন কখন শিরঃপীড়া দেখিতে পাওয়া যায়, যদ্যপি মাথার যন্ত্রণা সন্ধ্যা রাত্রে, গৃহ মধ্যে বৃদ্ধি হয় এবং খোলা বাতাসে উপশম হয়, তাহা হইলে এলিয়ম সিপা দ্বারা উপকার হইয়া থাকে ।

সচরাচর ৬ষ্ঠ, ৩০, ২০০ শক্তি ।

ইউফ্রেসিয়া ।

(Euphrasia),

ইহা দ্বারাও প্রভূত পরিমাণ জলবৎ তরল সন্দির উপশম হইয়া থাকে । হাম-রোগের সহিত নাসিকা, মুখ, চক্ষু হইতে জলবৎ তরল সন্দি নির্গত হইতে থাকিলে, ইহা দ্বারা যথেষ্ট উপকার হয় ।

চক্ষুর কাল অংশটির উপর আঠা আঠা পিঁচুটি জমা ইহার চরিত্রগত লক্ষণ, চক্ষুরোগে চক্ষু হইতে অত্যন্ত জল পড়িলে,

এবং চক্ষু আলোক সহ্য না হইলে, তৎক্ষণাৎ ইউফ্রেসিয়াকে স্মরণ করিবেন । ইউফ্রেসিয়ার চক্ষু রোগের সহিত চক্ষুর পাতাও আক্রান্ত হইয়া থাকে । দিবাভাগে কাসির বৃদ্ধি, ইহার আর একটা চরিত্রগত লক্ষণ ।

সচরাচর ৬ষ্ঠ ও ৩০ শক্তি ব্যবহার্য্য ।

ফাইটলক্স ডিকেণ্ড্রা

(Phytolacca Decandra).

ইহা গলক্ষতের একটা মহৌষধ বিশেষ । প্রথমে গলমধ্যে প্রদাহ হইয়া উভয় পার্শ্বের টনসিল ফুলিয়া উঠে এবং রক্তবর্ণ ধারণ করে, পরে, উহাতে সাদা সাদা বিন্দু বিন্দু দাগ পড়ে এবং ক্রমে উহারা একের সহিত অপরে মিলিত হইয়া বড় একটা ক্ষততে পরিণত হয় । এক প্রকার তীব্র বস্ত্রণা কর্ণ পর্য্যন্ত প্রসারিত হইতে থাকে ।

অত্যন্ত শিরঃপীড়া এবং কটিদেশে বেদনা । সমস্ত শরীরে আঘাত লাগার ন্যায় বেদনা, উক্ত বেদনা সমূহ এত কষ্টদায়ক যে, রোগী তজ্জনিত গোঙাইতে থাকে । হ্রাসটক্সের ন্যায় রোগী অনবরত পার্শ্ব পরিবর্তন করিতে চাহে কিন্তু নড়া চড়া করিতে, যন্ত্রণার অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়, সেই জন্য সে নড়া চড়া করিতে পারে না । উক্তপ্রকার লক্ষণ গুলির সহিত অত্যন্ত জ্বর । নাড়ী বেগবতী কিন্তু উত্তাপ কেবল মাত্র মুখমণ্ডল এবং মস্তকে অত্যন্ত অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায় । অঙ্গ, প্রত্যঙ্গে অপেক্ষাকৃত শীতলতা দৃষ্ট হয় ।

যে কোন রোগে উপরোল্লিখিত লক্ষণ গুলি দৃষ্ট হইবে, সেই স্থলেই ফাইটলক্স অতি সত্ত্বর কার্য্য করিতে সক্ষম ।

জ্বীলোকদিগের স্তন প্রদাহেও ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। স্তনটী অত্যন্ত কঠিন, ফুলা, গরম এবং যন্ত্রণাদায়ক। স্তনপান করিবার সময় স্তনের বেদনা প্রসারিত হইয়া, সমস্ত অঙ্গে বিস্তৃত হইতে থাকে। উক্ত প্রকার স্তন প্রদাহের সহিত জ্বর, মস্তক এবং কটি দেশে অত্যন্ত বেদনা দৃষ্ট হইয়া থাকে।

ব্রাইওনিয়া এবং ফাইটলকা এই উভয় ঔষধে অনেকটা সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়, সেই কারণ ব্রাইওনিয়ার পর ফাইটলকা এবং ফাইটলকার পর ব্রাইওনিয়া বিশেষ উপকারী। প্রসবের পরই প্রথম স্তনে দুগ্ধ সঞ্চার হইয়া, স্তনে প্রদাহ হইলে, এই উভয় ঔষধ দ্বারায় নিত্যন্ত উপকার হইয়া থাকে। নিম্নে কয়েকটা ঔষধের সহিত ইহার সামঞ্জস্য দেখান হইল। ক্রোটোন টিগ্ নামক ঔষধে, শিশু স্তন পান করিবার সময় বেদনা পশ্চাৎ দিক দিয়া ধাবিত হয়। ল্যাক্ ক্যানিনিম নামক ঔষধে স্তনটী দুগ্ধে পূর্ণ হইয়া থাকে ও তজ্জনিত উহাতে এ প্রকার ক্ষতবৎ বেদনা দৃষ্ট হয় যে, রোগিণী অনবরত তাহার স্তনটী হস্ত দ্বারা ধারণ করিয়া রাখে, কারণ রুলিয়া পড়িলে অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়।

স্তনের টিডমার রোগেও ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বহু দিবসের পুরাতন স্তনের টিডমার, ইহা দ্বারা আরোগ্য হইয়া থাকে। মাননীয় ডাক্তার গ্রাস বলিতেছেন, তিনি সি, এম্, শক্তির ফাইটলকা প্রতি মাসে পূর্ণিমার পর এক মাত্রা করিয়া প্রয়োগ করিয়া, বহু দিবসের পুরাতন টিডমার আরোগ্য করিয়াছেন।

স্যায়েটিকা, বাত-ব্যাধি ইত্যাদিতেও ফাইটলকা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যন্ত্রণা, শাখাসমূহের বহির্দর্শন দিয়া ধাবিত হওয়া, ইহার চরিত্রগত লক্ষণ। যে সকল বাত-ব্যাধিতে বর্ষাকালে বাতের যন্ত্রণার বৃদ্ধি হয়, উহাতে ফাইটলকা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

মহাঙ্গা এলেন বলেন ফাইটলকা, ব্রাইওনিয়া এবং ফ্লাসটক্সের মধ্যবর্তী

স্থান অধিকার করে । যখন হ্রাসটক্স অথবা ব্রাইওনিয়া নির্দেশিত হইয়াও কোন ফলদান করে না, তখন ফাইটলক্স প্রয়োগ করা যায় ।

সচরাচর ৩০ ও উচ্চ শক্তি ব্যবহার্য্য ।

গ্লোনোইন ।

(Glonoin),

ইহা শিরঃপীড়ার একটা মর্শোধক । শিরঃপীড়া গ্রীষ্মদেশ হইতে আরম্ভ হইয়া, ক্রমে সমুখ কপালে এবং রঙ্গে প্রসারিত হয় এবং ভয়ানক “দপ্-দপানি” মাথা ব্যথা হইয়া থাকে । ইহার শিরঃপীড়া অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক এত যন্ত্রণাদায়ক যে, রোগী ইহার যন্ত্রণায় নিতান্ত অস্থির হয় । বেলেডোনা এবং মেলিলোটাস উভয় ঔষধেই অত্যন্ত শিরঃপীড়া দেখিতে পাওয়া যায় । বেলেডোনা এবং গ্লোনোইন উভয় ঔষধেই মস্তকে পূর্ণতা বোধ এবং দপ্-দপানি মাথা ব্যথা হইয়া থাকে । উহাদিগের বিশেষত্ব এই, গ্লোনোইনের মাথা ব্যথা :বেলেডোনা অপেক্ষা অত্যন্ত উগ্র এবং চর্চাৎ আরম্ভ হইয়া থাকে, অতি শীঘ্র উপশমও হয় । বেলেডোনার মস্তক পশ্চাদিকে বক্র করিলে বেদনার উপশম হয়, কিন্তু গ্লোনোইনে বৃদ্ধি হইয়া থাকে । বেলেডোনার রোগীর চুল কাটিলে অথবা মস্তকের আবরণ উন্মোচন করিলে, বেদনার বৃদ্ধি হইয়া থাকে এবং গ্লোনোইনের রোগী চুল কাটিতে ইচ্ছা করে ও মাথার টুপি রাখিতে পারে না । বেলেডোনার রোগী শয়ন করিতে পারে না, শয়নাবস্থায় মাথার যন্ত্রণার অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া থাকে যেহেতু গ্লোনোইনে রোগী শয়ন করিবার সময় একটু ভাল বোধ করে, কিন্তু পরে বৃদ্ধি হয় । গ্লোনোইনের একটা বিশেষ চরিত্রগুণ লক্ষণ এই, রোগী তাহার মস্তক অতিশয় সাবধানতার সহিত রক্ষা করে,

কারণ সামান্য মাত্র ঝাঁকি লাগিলে বেদনার অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া থাকে। দপ্‌দপানি বেদনার সহিত আর একটা অনুবোধ্য লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, রোগী মনে করে যেন তাহার নাড়ীর গতির সহিত তাহার মস্তকের ভিতর তালে তালে ঢেউ দিতেছে। গ্লোনোইনের সহিত হৃৎপিণ্ডের গোলযোগ দেখিতে পাওয়া যায়, রোগী মনে করে তাহার বক্ষের মধ্যে বহুল পরিমাণ রক্ত প্রবিষ্ট হইতেছে।

মেলিলোটাস নামক ঔষধেও মস্তকে পর্যাপ্ত পরিমাণ রক্তাদিক্য এবং মস্তকে পূর্ণতাবোধ দেখিতে পাওয়া যায়। মুখমণ্ডল চক্‌চকে রক্তবর্ণ; ইহার আর একটা চরিত্রগত লক্ষণ এই, রোগীর নাসিকা হইতে বহুল পরিমাণ রক্তস্রাব হইলে, শিরঃপীড়া কমিয়া যায়।

“সদ্বিগম্মি” হইলে অথবা হইবার পর কোন পীড়া হইলে, ইহা অতীব উৎকৃষ্ট ঔষধ। বহুক্ষণ অগ্নির উত্তাপ লাগিয়া কোন পীড়া হইলেও ইহা দ্বারা উপকার হইয়া থাকে।

উভয় স্বক্ষের মধ্যবর্তী স্থানে জালা, এই লক্ষণটীও গ্লোনোইন নামক ঔষধে দেখিতে পাওয়া যায়। এমিল নাইট্রেট নামক ঔষধে গ্লোনোইনের ন্যায় মস্তকে রক্তাদিক্য দেখিতে পাওয়া যায়।

সচরাচর ৩০ ও ২০০ শত শক্তি ব্যবহার্য্য।

মেলিলোটাস এল্‌বা।

(Melilotus Alba).

বেলেডোনা এবং গ্লোনোইনের ন্যায়, মুখমণ্ডল উজ্জ্বল রক্তবর্ণ এবং উভয় রঙের শিরা দুইটির উল্লক্ষণ কিন্তু নাসিকা হইতে প্রভূত পরিমাণ রক্তস্রাব হইলে উক্ত যন্ত্রণার উপশম হইয়া থাকে। মাননীয় ডাক্তার হ্যাস বলিতেছেন এই লক্ষণটী মেলিলোটাসের

অতীব চরিত্রগত লক্ষণ, এই লক্ষণ অবলম্বনে তিনি উন্মাদ রোগ পর্য্যন্তও আরোগ্য করিয়াছেন। আমিও উক্ত লক্ষণ অবলম্বনে কয়েকটা কঠিন ও পুরাতন শিরঃপীড়া আরোগ্য করিয়াছি।

সচরাচর ৩০ ও উচ্চ শক্তি ব্যবহার্য্য।

এণ্টিমোনিয়ম ক্রুডম।

(Antimonium Crudum)

জিহ্বার উপর সাদা দুগ্ধের ন্যায় নয়লা পড়া—অন্যান্য, অনেক ঔষধে সাদা জিহ্বা দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু উক্ত লক্ষণটী এণ্টিমোনিয়ম ক্রুডমের বিশেষ চরিত্রগত লক্ষণ। অন্যায় ও অতিরিক্ত ভোজন করিয়া পাকস্থলির পীড়া হইলে ইহা উৎকৃষ্ট কার্য্য করে। বিবাহিতা ইত্যাদির সহিত যদ্যপি ইহার চরিত্রগত জিহ্বার লক্ষণটী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে সর্ব্বাঙ্গে এণ্টিমোনিয়ম ক্রুডমকে স্মরণ করিবেন। বিশেষতঃ যদ্যপি রোগী আহারের পর নিতান্ত অসুস্থ বোধ করে এবং পুনঃ পুনঃ উদগার তুলিতে থাকে ও উদগারের সহিত ভক্ষিত দ্রব্যের গন্ধ এবং আশ্বাদ পায় এবং সে মনে করে খাদ্যদ্রব্যগুলি বমন হইয়া না যাইলে কিছুতেই উপশম হইবে না, একরূপ স্থলে এক মাত্রা এণ্টিমোনিয়ম ক্রুডম অতি সুন্দর কার্য্য করে। গ্রীষ্মকালে আহারের ব্যতিক্রমের সহিত প্রায়ই এ প্রকার উদরাময় দেখিতে পাওয়া যায়, উহার মূল কতক কঠিন এবং কতক তরল হইয়া থাকে, ভক্ষিত দ্রব্য উদ্ভূতরূপে পরিপাক না হওয়া ইহার প্রধান কারণ। গ্রীষ্মকালের রোগে, ব্রাইওনিয়া ও এণ্টিম ক্রুডম উভয় ঔষধই ব্যবহৃত হয়। বৃদ্ধদিগের পর্য্যায়ক্রমে কোষ্ঠবদ্ধ এবং উদরাময়ে ইহা একটা অতীব উৎকৃষ্ট ঔষধ। অশ্বরোগেও এণ্টিমোনিয়ম ক্রুডম ব্যবহৃত হয়, অশ্বের বলি হইতে অনবরত রস পড়ে এবং তজ্জনিত রোগী নিতান্ত বিরক্ত হয়।

ইহাতে কতকগুলি মানসিক লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। সবিরাম জরের সহিত মানসিক বিষন্নতা। শিশুর দিকে তাকাইলে অথবা তাহাকে স্পর্শ করিলে সে নিতান্ত বিরক্ত হয়। এই লক্ষণটী এটিম ক্রুডমের অতীব চরিত্রগত লক্ষণ। এই প্রকারের মানসিক লক্ষণ ক্যামোমিলা নামক ঔষধেও দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু উহার বিশেষত্ব এই, এটিমোনিয়মের শিশুরোগী ক্যামোমিলার ন্যায় কোলে করিয়া বেড়াইলে শান্ত হয় না। পাকস্থলি সম্বন্ধীয় গোলযোগে অথবা সবিরাম জরের সহিত উক্ত প্রকারের মানসিক লক্ষণ এবং ইহার চরিত্রগত জিহ্বা দৃষ্ট হইলে, এটিমোনিয়মের দ্বারা অতি সুন্দর ফল পাওয়া যায়। অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার জ্বর রাএ বৃদ্ধি হইয়া থাকে এবং তৎসহিত অত্যন্ত পিপাসা হইয়া থাকে। কিন্তু ইহার চরিত্রগত দুগ্ধের ন্যায় গ্বেত বর্ণের জিহ্বা বর্তমান থাকিলে, ইহাকে প্রয়োগ করিতে ইতস্ততঃ করা কর্তব্য নহে। উক্ত প্রকার জরাক্রান্ত বালকের নাসিকার ছিদ্র এবং মুখের কোণগুলিতে ক্ষত এবং ফাটা ফাটা ভাব দেখিতে পাওয়া যায়।

শাখা সমূহে ইহার কতকগুলি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, উহার রোগীর শরীরগত বিশেষ ধর্ম, নখগুলি ফাটা ফাটা হইয়া নির্গত হইতে থাকে এবং উহাতে সাদা সাদা বিন্দু বিন্দু দাগ দেখিতে পাওয়া যায়। যদিপি দৈব দুর্ঘটনায় কোন নখ ফাটিয়া যায় এবং উহা স্বভাবতঃ পুনরায় স্বাভাবিক ভাব ধারণ না করে, তাহা হইলে এটিম ক্রুডম ব্যবহৃত হইয়া থাকে। চরণ তলে “কড়া”, চরণতলে একটী হইতে অনেক গুলি কড়া জন্মাইয়া থাকে এবং উহার। এত স্পর্শসহিষ্ণু হয় যে রোগী উহাদিগের উপর ভর করিয়া চলিতে পারে না। যে সকল বাতরোগীতে চরণতলে অত্যন্ত স্পর্শসহিষ্ণুতা দেখিতে পাওয়া যায় তাহাদিগের পক্ষে ইহা অতীব উৎকৃষ্ট ঔষধ। এই লক্ষণটী অবলম্বনে বহু বাতরোগী এটিমোনিয়ম ক্রুডম দ্বারা আরোগ্যলাভ করিয়াছে।

এটিমোনিয়ম ক্রুডমের রোগ বিশেষতঃ সূর্য্যের উত্তাপে অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া থাকে (ব্রাইওনিয়া, গ্লোনোইন, জেলসিমিয়ম, নেট্রাম কার্ব)। গ্রীষ্মকালে রোগী নিতান্ত ক্লান্তি বোধ করে। গ্রীষ্মকালীন উদরাময়ের ইহা একটা উৎকৃষ্ট ঔষধ। ঠাণ্ডা জলে স্নান করিলেও রোগের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। বালককে স্নান করাইলে সে ক্রন্দন করিতে থাকে। বহুক্ষণ যাবৎ জলে থাকিয়া অর্থাৎ স্নান অথবা সন্তরণ করিয়া কোন পীড়া হইলে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সচরাচর ৩০ ও ২০০ শত এবং উচ্চ শক্তি ব্যবহৃত হয়।

মার্কুরিয়স্

(Mercurius)

যেমন এটিমোনিয়ম ক্রুডম নামক ঔষধের মুখমধ্যস্থ লক্ষণগুলি প্রধান, তদ্রূপ মার্কুরিয়স নামক ঔষধের মুখমধ্যস্থ লক্ষণগুলি অতীব চরিত্রগত। পারদ সেবন করিয়া “মুখ আনাইলে” যে প্রকারের লক্ষণ সমূহের উদয় হয় উক্ত প্রকারের লক্ষণসমূহ মার্কুরিয়সের অতীব চরিত্রগত লক্ষণ। দাঁতের মাড়িগুলি ফুলা, পান্বে এবং উহা হইতে রক্ত পড়ে, জিহ্বা ফুলা এবং দন্ত ছাপ যুক্ত এবং মুখ হইতে অত্যন্ত লাল নিঃসরণ হয়। মুখ সিক্ত কিন্তু অত্যন্ত পিপাসা, সমগ্র মুখ হইতে অনবরত লাল নির্গত হইতে থাকে এবং অত্যন্ত হর্গন্ধ, এমন কি যে গৃহে রোগী শয়ন করিয়া থাকে, সেই গৃহের ভিতর প্রবেশ করিবামাত্র রোগীর মুখের হর্গন্ধ পাওয়া যায়। এই প্রকার রোগীতে উচ্চ শক্তির হই অথবা এক মাত্রা মার্কুরিয়স প্রয়োগ করিলে যে, কি

সুন্দর ফল পাওয়া যায়, তাহা একবার প্রত্যক্ষ না করিলে বিশ্বাস করা নিতান্ত কঠিন। ইহাতে টনসিল ফুলা এবং উহাতে পুঁজ হইবার প্রবণতাও দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ স্থলে একমাত্রা উচ্চশক্তির মার্কুরিয়স প্রয়োগ করিয়া, ধৈর্য্যের সহিত অপেক্ষা করিলে, রোগী অতি সত্ত্বর সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করে, অপর পক্ষে পুনঃ পুনঃ নিম্নশক্তির ঔষধ প্রয়োগ করিলে রোগ বৃদ্ধি হইয়া, টনসিল পাকিয়া পুঁজ হইয়া রোগীকে নিতান্ত কষ্ট দেয়।

অত্যন্ত ঘর্ম্ম হইতেছে কিন্তু রোগের উপশম নাই, এই লক্ষণটিও মার্কুরিয়সের অতীব চরিত্রগত লক্ষণ। জ্বর ইত্যাদি কোন পীড়ার সহিত এই লক্ষণটি দৃষ্ট হইলে, ইহাকে প্রয়োগ করিতে কাল বিলম্ব করা উচিত নহে। ইহা ব্যতিবেকে মার্কুরিয়সের আর একটি চরিত্রগত লক্ষণ শীতবোধ, রোগী মনে করে যেন শীত তাহার শরীরের উপর দিয়া হামাগুড়ি দিয়া চলিয়াছে, নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস, গলক্ষত, সন্দি ইত্যাদি রোগ হইবার পূর্বে উক্ত প্রকারের শীতবোধ দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত প্রকারের শীত প্রায়ই সন্ধ্যা হইতে আরম্ভ হইয়া রাত্রে বৃদ্ধি হইতে থাকে। পর্যায়ক্রমে শীত এবং গরম। স্ফোটক কিম্বা উক্ত প্রকারের প্রদাহ স্থানে ইহার চরিত্রগত শীত বোধ দৃষ্ট হইলে, মার্কুরিয়স দ্বারা সুন্দর উপকার পাওয়া যায়। যদ্যপি স্ফোটক মধ্যে পুঁজ সঞ্চয় হইবার পর, মার্কুরিয়স প্রয়োগ করা হয়, তাহা হইলে স্তব্ধ গতিতে স্ফোটক মধ্যে পুঁজ সঞ্চয় হইয়া উহাকে ফাটাইয়া দেয় এবং পুঁজ সঞ্চয় হইবার পূর্বে দুই অথবা এক মাত্রা উচ্চ শক্তির মার্কুরিস প্রয়োগ করিলে, প্রভূত পরিমাণ ঘর্ম্ম হইয়া, প্রদাহ এবং ফুলা কমিয়া যায় এবং রোগী সুস্থ বোধ করে।

রাত্রে রোগের বৃদ্ধি এবং বিছানার गरমে রোগের বৃদ্ধি উহার আর একটি চরিত্রগত লক্ষণ। অনেক ঔষধে রাত্রে

রোগের বৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু বিছানার গরমে এবং রাত্রে রোগের বৃদ্ধি অতি অল্প ঔষধে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

শরীর মধ্যস্থ মিউকাস ঝিল্লি গুলির উপরও ইহার সুন্দর কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমে মিউকাস ঝিল্লি হইতে হাজনশীল এবং পাংলা শ্রাব নির্গত হইতে থাকে। পরে উক্ত শ্রাব ক্রমশঃ গাঢ় হইয়া যায়। উক্ত প্রকারের শ্রাব নাসিকা, গুহ্যপথ, যোনি ইত্যাদি হইতে নির্গত হইতে পারে।

সিফিলিস রোগে ইহা একটা অতীব উৎকৃষ্ট ঔষধ। গনোরিয়া, সিফিলিস ইত্যাদি রোগে পুঁজের শ্রাবশ্রাব, দুর্গন্ধ, রাত্রে রোগের বৃদ্ধি, প্রভূত পরিমাণ ঘর্ম্ম ইত্যাদি মার্কু'রিয়সের চরিত্রগত লক্ষণসমূহ দৃষ্ট হইলে, উচ্চ শক্তির মার্কু'রিয়স দ্বারা অতীব সন্তোষজনক ফল পাওয়া যায়।

রক্তামাশয় রোগে মলের সহিত ছিটা ছিটা রক্ত এবং অভ্যন্ত কৌথানি দৃষ্ট হইলে, ইহা দ্বারা অতি সত্ত্বর রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

সচরাচর ৩০, ২০০ শত শক্তি ব্যবহার্য্য।

মার্কু'রিয়স করোসিভস।

(Mercurious Corrosivus)

রক্তামাশয় রোগে মার্কু'রিয়স করোসিভাস একটা অতীব উৎকৃষ্ট ঔষধ। অনবরত কৌথানি উহার চরিত্রগত লক্ষণ। এই লক্ষণটা দ্বারায় ইহাকে নক্স ভমিকা হইতে পৃথক করা যায়। মূত্র স্থলিতেও উক্ত প্রকারের কৌথানি দৃষ্ট হয়। রক্তামাশয়ের সহিত ফোঁটা ফোঁটা মূত্র, মূত্র নলিতে আলা ও অনবরত কৌথানি দৃষ্ট হইলে, ইহা দ্বারা সুন্দর কার্য্য হইয়া থাকে।

গনোরিয়া রোগে সবুজাভাযুক্ত শ্রাব হইতে আরম্ভ হইলে এবং মূত্র নলিতে জালা এবং কোঁথানি দৃষ্ট হইলে ইহা উত্তম কার্য্য করে।

সচরাচর ৩০ ও ২০০ শক্তি ব্যবহার্য্য।

চায়না।

(China)

অতিরিক্ত রক্তশ্রাব অথবা শরীরস্থ তরল পদার্থের ক্ষয়-জনিত দুর্ব্বলতা। উপরোল্লিখিত লক্ষণটি চায়নার অতীব চরিত্রগত লক্ষণ। ইচ্ছাং শরীরের কোন স্থান অর্থাৎ অরায়ু, ফুসফুস, অন্ত্র, নাসিকা ইত্যাদি হইতে বহুল পরিমাণ রক্তশ্রাব হইয়া, যদ্যপি রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, চক্ষে কিছু দেখিতে না পায়, কর্ণ মধ্যে “ভোঁ ভোঁ” করে তাহা হইলে পুনঃ পুনঃ চায়না প্রয়োগ করিলে, অতি সত্ত্বর রোগীর শরীরে বল সঞ্চার হইতে থাকে। বহুদিবস যাবৎ উদরাময় ইত্যাদি হইয়া মুখ-মণ্ডল ফাঁকাসে, চক্ষু বসিয়া যাওয়া এবং চতুর্দিকে কাল-সিটা পড়া, মস্তকে দপ্‌দপানি “মাথা ব্যথা”, নিশাঘন্টা, সামান্য মাত্রে নড়াচড়া করিলেই ঘন্টা ইত্যাদি দৃষ্ট হইলে, চায়নার দ্বারায় অতি সন্তোষজনক ফল পাওয়া যায়।

উদরাগ্রান—অর্থাৎ “পেট ফাঁপা” ইহার একটী বিশেষ চরিত্রগত লক্ষণ। কার্বোভেজিটেবিলস এবং লাইকোপডিয়ম নামক ঔষধেও উদরাগ্রান দেখিতে পাওয়া যায়। পেটটী অত্যন্ত ফাঁপিয়া উঠে, তঁজ্জন্য রোগী নিতান্ত অস্বস্থতা বোধ করে, রোগী সর্ব্বদা উদগার তুলিবার চেষ্টা করে ও মনে করে তাহার উদর

পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে এবং উদগার তুলিলে কিঞ্চিৎমাত্রও উপশম হয় না। এ প্রকার রোগীর উদরে খাদ্যদ্রব্য উত্তমরূপে পরিপাক হয় না, সে বাহ্যে খায় তাহাই বায়ুতে পরিণত হয়। উদরটী বায়ুদ্বারা এত পূর্ণ হয় যে, রোগী তজ্জন্য নিশ্বাস গ্রন্থাস ত্যাগ করিতে কষ্টবোধ করে।

উদরাময়—ফলাদি ভোজন করিয়া উদরাময়। মল পাতলা, জলবৎ, ইন্দু অথবা পাঠিকিলা রংযুক্ত। চায়নার উদরাময়ের আর একটী বিশেষ লক্ষণ এই, উদরাময়ের সহিত উদরে কোন প্রকার যন্ত্রণা দেখিতে পাওয়া যায় না। মলের সহিত প্রভূত পরিমাণ বায়ু নিঃসরণ হয়। এই প্রকার উদরাময় প্রায় বালকদিগের হইয়া থাকে, পুরাতন যক্ষ্মের পীড়িতেও ইহা ব্যবহৃত হয়। রোগীর দক্ষিণ দিকে পাঁজরের নিম্নে হস্ত দ্বারা চাপনে যক্ষ্মটী ফুলা এবং শক্ত বোধ হয় এবং রোগী উক্ত স্থানে বেদনা অনুভব করে। রোগীর গাত্র চন্দ্র হরিদ্রাবর্ণ বিশিষ্ট, প্রস্রাবের রং গাঢ় এবং মল ফেঁকাসে। উপরোল্লিখিত লক্ষণগুলি ব্যতিরেকে যদিপি ইহার চরিত্রগত উদরের লক্ষণগুলি বর্তমান থাকে, তাহা হইলে চায়না শ্রেণ্য কার্য্যকারী। প্লীহা রোগেও ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

স্পর্শসহিষ্ণুতা চায়নার একটী চরিত্রগত লক্ষণ। সমস্ত শরীরে স্পর্শসহিষ্ণুতা এমন কি মাথার চুল গুলিতেও স্পর্শসহিষ্ণুতা। চুলের গোড়া গুলিতে ক্ষতবৎ বোধ, বাতাসে চুল গুলি নড়িলেও রোগী তজ্জনিত ব্যথা পায়। বেদনায়ুক্ত স্থল সামান্য মাত্র স্পর্শ করিলে বেদনার অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া থাকে কিন্তু জোরে চাপিলে উপশম বোধ হয়, এক্রপ স্থলে চায়না উত্তম। চায়নার স্পর্শসহিষ্ণুতা এত প্রবল যে, শরীরে বায়ু বহিরা যাইলে রোগী নিতান্ত কষ্ট বোধ করে, অর্থাৎ বেদনার বৃদ্ধি হয়। প্লাস্‌মাম নামক ঔষধেও এই প্রকারের স্পর্শসহিষ্ণুতা দেখিতে পাওয়া যায়।

কলেরার পর রোগীর দুর্বলতা কিছুতেই না কমিলে এবং উক্ত

দুর্বলতানিবন্ধন সম্পূর্ণ আরোগ্যে বিঘ্ন ঘটিলে, চায়না দ্বারা রোগীর শরীরে বল সঞ্চার হইয়া, তাহাকে সম্পূর্ণ রোগ মুক্ত করে ।

সচরাচর ৩০ ও ২০০ শক্তি ব্যবহার্য্য ।

কার্বো ভেজিটেবিলিস ।

(Carbo Vegetabilis)

ইহাকে মৃতসঞ্জিবনী আখ্যা প্রদান করিলেও অতুষ্কি হয় না । যে কোন পীড়ার শেযাবস্থায় নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি দৃষ্ট হইলে, ইহা দ্বারা অতি আশ্চর্যজনক ভাবে রোগের উপশম হইয়া থাকে । জীবনীশক্তির প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, নিশ্বাস প্রশ্বাস শীতল, নাড়ী সূতার ন্যায় ক্ষীণভাবে এবং মধ্য মধ্য থামিয়া থামিয়া চলিতেছে, শাখা সমূহে ঘর্ম্ম । শরীরের স্থানে স্থানে রক্ত জমিয়া নীল বর্ণ ধারণ করে, রোগী এত দুর্বল যে, দুর্বলতাজনিত নিশ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করিতে পারে না এবং অনবরত বাতাস করিবার জন্ত পুনঃ পুনঃ “বাতাস কর বাতাস কর” বলিয়া চীৎকার করে । এ প্রকার বহু রোগী কার্বো ভেজিটেবিলিস দ্বারা আরোগ্য হইয়াছে । উপরোল্লিখিত লক্ষণগুলি কলেরা, টাইফয়েড জ্বর ইত্যাদি সাংঘাতিক পীড়ার শেযাবস্থায় দেখা দিলে, কার্বোভিলিস না করিয়া উচ্চ শক্তির কার্বো ভেজিটেবিলিস প্রয়োগ করিলে অতি সন্তোষজনক ফল পাওয়া যায় ।

দন্তের মাড়ি পানসে অতি সহজে রক্ত পড়ে, এমন কি স্পর্শ করিলে অথবা ‘চুষিলে’ রক্ত পড়ে; দন্তের মাড়িতে ক্ষতবৎ বোধ-এবং বেদনা । কোন বস্তু চর্কন করিলে অথবা “দাঁতে দাঁতে চাপ দিলে” অত্যন্ত বেদনা অনুভব হয় । অজীর্ণ, সামান্য কোন খাদ্য বিশেষতঃ

চর্কিবৃদ্ধ খাদ্য ভোজন করিলেই অস্থল হয়, উক্ত প্রকার রোগে পাপসেটলা দ্বারা উপকার না হইলে, কার্কো ভেজ ব্যবহার করা যায়।

উদরাশ্মান—অর্থাৎ পেট ফাঁপা, এই লক্ষণটি কার্কো ভেজিটেবলিস নামক ঔষধের অতীব প্রিয় লক্ষণ। পাকস্থলি মধ্যে অত্যন্ত বায়ু সঞ্চার, রোগী মনে করে তাহার পাকস্থলিটি বায়ু দ্বারা ঠাসিয়া পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে, পাকস্থলি মধ্যে বায়ু জমা হওয়ায় উহাতে অত্যন্ত বেদনা, শয়নাবস্থায় যন্ত্রণার অত্যন্ত বৃদ্ধি, উপরোল্লিখিত লক্ষণ গুলি অবলম্বনে, ইহা দ্বারা সামান্য অজীর্ণ হইতে পাকস্থলির ক্যান্সার রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে। ক্যান্সার রোগের সহিত পাকস্থলিতে অত্যন্ত জ্বালা দেখিতে পাওয়া যায়।

আগুন লাগার ন্যায় জ্বালা, এই লক্ষণটি কার্কো ভেজের বিশেষ চরিত্রগত লক্ষণ। বক্ষ মধ্যে উক্ত প্রকারের জ্বালা এবং তৎসহিত বক্ষের দুর্বলতা; এই স্থলে ক্ষুধারিক এসিড, ষ্ট্যানাম এবং সালফরের সহিত ইহার পার্থক্য নির্ণয় করা কর্তব্য। অতিশয় শঙ্কটাপন্ন নিউমোনিয়া রোগে যখন বক্ষমধ্য তরল প্লেগ্মায় পূর্ণ হইয়া যায় কিন্তু দুর্বলতা বশতঃ রোগী উহা উঠাইয়া ফেলিতে পারে না, এ প্রকার অবস্থায় এন্টিমোনিয়ম টার্টারিকম দ্বারায় কোন ফল না হইয়া, শরীরের স্থানে স্থানে নীল বর্ণ ধারণ, গয়েরে অত্যন্ত পচা দুর্গন্ধ, ও রোগী অনবরত “বাতাস কর, বাতাস কর” বলিয়া চীৎকার করিতে থাকিলে, ইহা দ্বারা অতি সন্তোষজনক ফল পাওয়া যায়।

অতিরিক্ত দুর্বলতা অর্থাৎ জীজবনীশক্তির হ্রাসের সহিত রক্তস্রাব, শরীরের নানাস্থান যথা ফুস ফুস, নাসিকা, পাকস্থলি, অন্ত্র, মূত্রস্থলি ইত্যাদি হইতে রক্তস্রাবে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উক্ত প্রকার রক্তস্রাবের সহিত ইহার দুর্বলতার লক্ষণগুলি দৃষ্ট হইলে, কার্কোভেজিটেবলিস প্রয়োগ করিতে অনুমাত্র বিলম্ব করা কর্তব্য নহে।

সচরাচর ২০০ শত ৩০ ও উচ্চ শক্তি।

সাইলিসিয়া ।

(Silicea)

শরীর মধ্যে উপযুক্ত পোষণ ক্রিয়ার অভাবজনিত বালকের দেহ পুষ্টি হইতে পারে না । বালকের পেটটা বড় কিন্তু অন্যান্য অঙ্গ গুলি ক্ষীণ এবং রুগ্ন । হাত পাগুলি সব সরু, চক্ষু বসা, মুখমণ্ডলের চর্ম বৃদ্ধের ন্যায় কুঞ্চিত । বালক, শক্তি অথবা আকারে বর্দ্ধিত হয় না, অতি বিলম্বে চলিতে শিখে । মস্তকে অত্যন্ত ঘন, এই লক্ষণটি ক্যালকেরিয়া কার্ব নামক ঔষধের চরিত্রগত লক্ষণ কিন্তু উহাদিগের মধ্যে পার্থক্য এই, সাইলিসিয়ার রোগীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, শরীরের গঠন প্রণালি ক্যালকেরিয়ার ন্যায় নহে । এই প্রকার বালক রোগীর কখন কখন অত্যন্ত কোষ্ঠবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায় । বালক মলত্যাগ করিবার জন্ত অনবরত কোঁথ দিতে থাকে কিন্তু মল কতকটা বাহির হইয়া আসিয়া পুনরায় ভিতর দিকে ঢুকিয়া যায় । বালকদিগের দস্তোদগম কালীন উদরাময় রোগেও উহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে । মলে নানা প্রকারের রং দেখিতে পাওয়া যায় অর্থাৎ কখন সাদা কখন ফেঁকাসে ইত্যাদি । উক্ত প্রকারের উদরাময় পালসেটিলা দ্বারা আরোগ্য না হইলে, সাইলিসিয়া প্রয়োগ করা কর্তব্য । পুনরায় বলি, রোগী রীতিমত আহার করে কিন্তু তথাচ শুখাইয়া যায়, এই লক্ষণ বালক কিম্বা শিশুর শরীরে দৃষ্ট হইলে, সাইলিসিয়া দ্বারা বিশেষ উপকার হইয়া থাকে ।

সাইলিসিয়া, প্রদাহের পর পূঁজ সক্ষম হইলে ব্যবহৃত হয় । প্রদাহে পূঁজ হইয়া ক্ষত হইলে, ইহা দ্বারা অতি সুন্দর কার্য্য হইয়া থাকে । হিপার সালফর এবং ক্যালকেরিয়া সালফাইড, রোগের যে অবস্থায়

ব্যবহৃত হয় ঠিক তাহার পরই সাইলিসিয়া উৎকৃষ্ট কার্য্যকারী অর্থাৎ পুঁজ সঞ্চয় হইয়া নির্গত হইবার পর, ইহা দ্বারা অতি সত্ত্বর ক্ষত আরোগ্য হইয়া যায়। শরীরের গভীরতম স্থানে ক্ষত হইলেও সাইলিসিয়া দ্বারা বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। উক্ত প্রকার রোগীর শরীর দুর্বল, গাত্রচর্ম পাংলা, মুখমণ্ডল ফেঁকাসে এবং শরীরের মাংস পেশিগুলি শিথিল; এই লক্ষণগুলি উক্ত প্রকার রোগীর শরীরগত বিশেষ ধর্ম বলিয়া জানিবারে। উক্ত প্রকার শারীরিক লক্ষণগুলির সত্তিতে মানসিক দুর্বলতাও দেখিতে পাওয়া যায়, রোগীর সর্ব বিষয়ে তাক্ষিলাভাব, সহজেই চটিয়া যায়।

ইহার আর একটি চরিত্রগত লক্ষণ এই, রোগী ঠাণ্ডা সহ্য করিতে পারে না, সর্বদা অঙ্গ আবরিত করিয়া রাখিতে চাহে। বিশেষতঃ মস্তক এবং চরণে ঠাণ্ডা বাতাস একেবারেই সহ্য করিতে পারে না, রোগী পরিশ্রম করিতেছে তথাচ তাহার মস্তক আবরিত করিয়া রাখিতে চাহে।

অমাবস্যা পূর্ণিমায় রোগের বৃদ্ধি সাইলিসিয়ার চরিত্রগত লক্ষণ, একটি বালকের প্রতি অমাবস্যার সময় এপিলেপ্টিক ফিট হইত, মাননীয় ডাক্তার ন্যাস ২০০ শত শক্তির সাইলিসিয়া দ্বারা তাহাকে আরোগ্য করিয়াছিলেন।

চরণে ঘর্ম—চরণে দুর্গন্ধযুক্ত ঘর্ম সাইলিসিয়ার আর একটি চরিত্রগত লক্ষণ। এ প্রকার চরণ ঘর্ম সামান্য ঠাণ্ডা লাগিলেই বসিয়া যায় এবং তজ্জনিত অতি কঠিন পীড়া হইতে পারে। সাইলিসিয়া উক্ত প্রকার রোগীর শরীরগত বিশেষ ধর্ম সংশোধন করিয়া, রোগীকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করে।

সাইলিসিয়া, শরীর মধ্যে গভীর ভাবে কার্য্য করে এবং ইহার ক্রিয়া বহুদিবস পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়, সেই কারণ ইহাকে পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করা কর্তব্য নহে। নিম্নশক্তি অপেক্ষা উচ্চ শক্তির সাইলিসিয়া বিশেষ ফল-

প্রদ, উচ্চশক্তির সাইলিসিয়া এক অথবা দুই মাত্রা প্রয়োগ করিয়া, 'ধৈর্যের সহিত অপেক্ষা করিলে, অতি সন্তোষজনক ফল পাওয়া যায় । এই স্থানে আর একটা কথা বলিয়া রাখি, যে কোন হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রয়োগ করিয়া উপকার হইতে আরম্ভ হইলে, অতি সাবধানতার সহিত বিলম্বে ঔষধ প্রয়োগ করা কর্তব্য কারণ এক মাত্রা ঔষধের ক্রিয়া শেষ হইতে না হইতে পুনরায় ঔষধ প্রয়োগ করিলে, হয় আর উপকার হয় না নতুবা রোগ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে । এইস্থলে নূতন শিক্ষার্থীর বিষম গোলযোগ উপস্থিত হয়, কারণ তিনি ঔষধ ঠিক হয় নাই মনে করিয়া ঔষধ বদলাইয়া দেন এবং রোগীও বুঝা কষ্ট পাইতে থাকে ।

মস্কাস ।

(Moschus).

হিষ্টিরিয়া রোগে ইহা উৎকৃষ্ট কার্য্যকারী । বক্ষে হিষ্টিরিয়ার ক্লান্সেপ, হৃৎপিণ্ডের “ধড়্‌ধড়ানীর” সহিত দমবন্ধ মত, অবসন্নতা । রোগী অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া, এইবার মরিয়া যাইব, এইবার মরিয়া যাইব বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠে । অসম্ভব হাসি হাসিতে থাকে কিম্বা অত্যন্ত ক্রন্দন, গালাগালি ইত্যাদি করিতে করিতে মুখ নীলবর্ণ হইয়া যায়, পরে চক্ষু দুইটা বিস্ফারিত করিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়ে ।

ক্যাস্টোরিয়াম ।

(Castorium).

ক্লান্ত, বসিলে বেদনার উপশম, ঋতুজনিত শূল বেদনার সহিত ফেঁকাসে চেহারা এবং শীতল ঘর্ম্ম এই গুলি ক্যাস্টোরিয়ামের চরিত্রগত লক্ষণ ।

এসাফিটিডা

(Asafoetida).

উদর বায়ুতে পূর্ণ, উদগারের সহিত উপর দিকে চাপনবৎ বেদনা।
উপর দিকে চাপনবৎ বেদনা জনিত, ফাটিয়া বাইবার ছায় বোধ।
'লিউকোরিয়া অথবা অন্য কোন প্রকারের স্বাভাবিক স্রাব বন্ধ হইয়া
শ্লাব্বনগুলের পীড়া, শরীরস্থ সকল স্রাবই হ্রাসযুক্ত।

ভেলিরিয়ান।

(Valerian).

স্নায়বীয় উত্তেজনা, রোগী চুপ করিয়া থাকিতে পারে না, সর্বাঙ্গে
আক্ষেপ ও ছিন্ন হওয়াবৎ বেদনা। রোগী মনে করে যেন সে বায়ুতে
ভাসিয়া বেড়াইতেছে। শরীরের প্রত্যেক ইন্ড্রিয়ের অত্যন্ত
উত্তেজিতাবস্থা, রোগী মনে করে যেন তাহার গলার মধ্য দিয়া একটি স্রুতা
ঝুলান রহিয়াছে।

এম্ব্রা গ্রিসিয়া।

(Ambra Gresia).

হৃদয়ার ঋতুর মধ্যবর্তী সময় রক্তস্রাব। সামান্য পরিশ্রম এমন কি
মলত্যাগ করিবার সময় জোরে বেগ দিলে, রক্তস্রাব হইয়া থাকে।
স্নায়বীয় কাসি ও কাসির সহিত উদগার।

‘উপরোল্লিখিত পাঁচটি ঔষধই হিষ্টিরিয়া রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।
সচরাচর ৩০ ও উচ্চশক্তি ব্যবহৃত হয়।

এগারিকস ।

(Agaricus),

গাত্রচর্ম, কণ, মুখমণ্ডল, নাসিক, পদাঙ্গুলি ইত্যাদি স্থানে
রক্তবর্ণতা, চুলকানি ও জ্বালা। নানা প্রকার চর্মরোগে এই লক্ষণটি
দৃষ্ট হইলে, ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শীতকালের “গা ফাটার” সহিত
এই লক্ষণটি দেখিতে পাইলে, ইহার দ্বারা সুন্দর উপকার পাওয়া যায়।
তাণুবরোগ (chorea), মাংশপেসির সামান্য নৃত্য হইতে কোরিয়া রোগও
ইহা দ্বারা আরোগ্য হইয়া থাকে।

সচরাচর ৩০ ও ২০০ শত শক্তি।

লিথিয়াম কার্বনিকম ।

(Lithium Carbonicum),

হৃৎপিণ্ডের ব্যাধির সহিত পুরাতন বাতরোগে ইহা দ্বারা বিশেষ
উপকার পাওয়া যায়। “বাতরোগের সহিত হৃৎপিণ্ড স্থানে ক্ষতবৎ
বোধ। প্রস্রাব করিবার সময় অথবা স্ত্রীলোকদিগের
স্বতুকালে হৃৎপিণ্ডে বেদনা।” “কুজ হইলে হৃৎপিণ্ডে
বেদনা।” মানসিক উৎকর্ষার সহিত হৃৎপিণ্ড স্থানে অস্বচ্ছন্দতা।
উপরোল্লিখিত লক্ষণগুলি ইহার বিশেষ চরিত্রগত বলিয়া জানিবেন।

ইহার আর একটা চরিত্রগত লক্ষণ এই, পূঁজ অথবা শ্লেষ্মার ন্যায়
তলানি পড়ে।

স্যাম্বুকাস নায়েথ্রা ।

(Sambucus Nigra),

ইহা হাঁপানির একটা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ । ইহার ফিট রাত্রে হঠাৎ আইসে, শিশু নিশ্বাস গ্রহণ করিবার জন্ত “অঁকু পঁকু” করে ও মুখমণ্ডল নীলবর্ণ হইয়া যায়, দেখিলে মনে হয় যেন এখনি শিশু মরিয়া যাইবে । পরে আবার ঘুমাইয়া পড়ে, পুনরায় কিছুক্ষণ পরে উক্ত প্রকার নিশ্বাস গ্রহণের কষ্ট হইতে থাকে । মাননীয় ডাক্তার হ্যাস বলিয়াছেন তিনি একটা বৃদ্ধা মহিলার হাঁপানি রোগে উক্ত প্রকারের লক্ষণ সমূহ দৃষ্টে স্যাম্বুকাস দ্বারা তাঁহাকে আরোগ্য করিয়াছিলেন । অগ্রে প্রভূত পরিমাণ প্রস্রাব হইয়া বস্ত্রণার হ্রাস হইয়াছিল ।

আর একটা আশ্চর্য লক্ষণ ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়, ঘুমন্ত অবস্থায় রোগীর শরীর অত্যন্ত উত্তপ্ত কিন্তু জাগরিত হইবামাত্র ঘর্ম্ম হইতে থাকে ।

সচরাচর ৩০ ও উচ্চ শক্তি ব্যবহার্য্য ।

গ্যাম্বোজিয়া ।

(Gambogia),

ইহা উদরাময়ের একটা মহৌষধ বিশেষ । সচরাচর উদরাময়ে ইহার লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না । ইহার একটা বিশেষ লক্ষণ এই, হলুদ বর্ণের জলবৎ মল পিচ্কারী বেগে, একেবারে বহু পরিমাণ নির্গত হইয়া যায় এবং রোগী মনে করে যেন তাহার উদর মধ্য হইতে কতকগুলি

উদ্ভেজক পদার্থ বহির্গত হইয়া গেল, এবং রোগী সুস্থ বোধ করে। কখন কখন মলত্যাগ করিবার পর গুহাঘারে জ্বালা দেখিতে পাওয়া যায়।

গ্র্যাটিওলা নামক ঔষধে ঠিক ঐ প্রকারের মল দেখিতে পাওয়া যায়। অত্যন্ত গ্রীষ্মের সময় অতিরিক্ত জলপান করিয়া উক্ত প্রকারের উদরাময় হইলে, ইহা অতীব উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ওলিএণ্ডার নামক ঔষধও উদরাময়ের একটা অতীব উৎকৃষ্ট ঔষধ, ইহার একটা চরিত্রগত লক্ষণ এই, রোগী বায়ুত্যাগ করিবাব সময় বাহ্যে করিয়া ফেলে। সামান্য মাত্র বায়ুর সহিতও মল আসিয়া উপস্থিত হয়।

সচরাচর ৩০ ও উচ্চ শক্তি।

টিলিয়া ট্রিফোলিয়াটা।

(Telia Trefolia),

ইহা যকৃতের পীড়ার একটা মর্চৌষধ বিশেষ। যকৃত স্থানে ভারি এবং কামড়ান মত বেদনা, বামপার্শ্বে শয়নে উক্ত বেদনার নিতান্ত বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ব্রাইওনিয়া নামক ঔষধেও বামপার্শ্বে শয়নে বেদনার বৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু ইহার অন্যান্য লক্ষণের সহিত টিলিয়ার অনেক পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। ম্যাগনেসিয়া মিউর নামক ঔষধে যকৃতের কতকগুলি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু ইহার বিশেষত্ব এই, মাকুরিয়সের ছায় দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নে রোগের বৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায় না। মাকুরিয়সের সহিত ম্যাগনেসিয়ার পার্থক্য এই, মাকুরিয়স নামক ঔষধে উদরাময়, কিন্তু ম্যাগনেসিয়ায় কোষ্ঠবদ্ধ লক্ষিত হয়।

সচরাচর ৩০ ও উচ্চ শক্তি ব্যবহার্য।

ল্যাক্টিক এসিড ।

(Lactic Acid)

ইহা ডায়েবিটিস রোগের একটা মহৌষধ বিশেষ । যে সকল ডায়ে-
বিটিস রোগে পিপাসার সহিত অত্যন্ত “রাস্কুসে ক্ষুধা” এবং বহুল প্রস্রাবের
সহিত পর্যাপ্ত পরিমাণ স্রুগার দেখিতে পাওয়া যায় ও সন্ধি সমূহে বাত-
জনিত বেদনার ন্যায় বেদনা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদিগের পক্ষে এই
ঔষধটা ধন্বন্তরী বিশেষ ।

সচরাচর ৩০ শক্তি ব্যবহার্য্য ।

হাইপিরিকম

(Hypericum)

স্নায়ুশুলীতে আঘাতাদি জনিত কোন পীড়ায় ইহা ব্যবহৃত হইয়া
থাকে, কোন কারণবশতঃ মস্তিষ্কে কাঁকি লাগিয়া কোন পীড়া হইলে ইহা
ব্যবহার্য্য ।

সচরাচর ৬, ৩০ ও উচ্চ শক্তি ।

সূচীপত্র ।

উষধ			পত্রাঙ্ক
অরম ট্রিফাইলম	২১১
অরম মেটালিক	১৫৯
আইওডিয়ম	১৯৫
আইরিস ভাসিকোলা	১৮৩
আনিকা মণ্টানা	২১২
আর্জেন্টাঃ নাইট্রিকাম	১৬১
আর্সেনিক এসম	৩৫
ইউপেটোরিয়ম পারপিউরিয়ম	২২৭
ইউপেটোরিয়ম পারফোলিএটম	২২৬
ইউফ্রেসিয়া	২৩৮
ইথেসিয়া	৬৬
ইথিডজা সাইনোপিয়ম	২৩৩
ইপিকাকুয়ানা	১২৪
ইরিজিরোন	১১৫
ইক্সিউলাস হিপোকাস্টেনম	৭৬
একোনাইট নেপেলাস	১
এগারিকাস	২৫৬
এন্টিমোনিয়ম ক্রুডম	২৪৩
এন্টিমোনিয়ম টার্টারিকম	১৩১
এনাকার্ডিয়ম ওরুএণ্টাল	২০৬
এপিস্ মেলিফিকা	৮৮
এমোনিয়ম কার্বোনিকম	২৩২

উষধ	পত্রাক
এমোনিয়ম মিউরিএটিকম ...	২৩২
এম্ব্রা গ্রিসিয়া ...	২৫৫
এলিয়ম সিপা ...	২৩৮
এলুমিনা ...	২০৮
এলো স্কোটিনা ...	১৭৬
এসফিটিডা ...	২৫৫
ওপিয়ম ...	১৮৯
ককিউলাস ইণ্ডিকাস ...	৭০
কফিয়া ক্রুডা ...	৬৪
কলচিকম ...	২২৩
কলোফাইলম ...	১১০
কলোসিস্থিস ...	২১৪
কপ্তিকম ...	১৯
কার্বো এনিমেলিস ...	১৪৫
কার্বো ভেজিটেবলিস ...	২৫০
কিউবেবা ...	২৩৭
কুগ্রাম মেটালিকম ...	১৪৭
কোনিয়ম ম্যাকিউলেটম ...	৭৬
কোলিনজোনিয়া ক্যানাডেন্সিস ...	২৩৫
কোপেইভা ...	২৩৭
ক্যাক্টাস গ্র্যাণ্ডিফ্লোরাস ...	১২০
ক্যানাবিস স্যাটিভা ...	১৭৩
ক্যাথারিস ভেসিকেটোরিয়া ...	৯২
ক্যাম্পিকম ...	২২৮

ଉପଧ	ପତ୍ରାଙ୍କ
କ୍ୟାମୋମିଲା	୧୨
କ୍ୟାମ୍ଫର	୨୧୮
କ୍ୟାଲକେରିୟା କାର୍ବିନିକା	୮
କ୍ୟାଲମିୟା ଲ୍ୟାଟିଫୋଲିୟା	୧୨୭
କ୍ୟାଲି କାର୍ବିନିକମ	୧୫
କ୍ୟାଲି ବାଞ୍ଜିକମ	୧୬
କ୍ୟାଲି ହାଇଡ୍ରିକମ	୮୫
କ୍ୟାଥୋରିୟମ	୨୧୫
କ୍ରିମେଟିସ୍‌ ଇରେକ୍ଟା	୨୭୬
କ୍ରିଓସୋଟାମ	୨୦୭
ଗ୍ୟାସ୍‌ଓଜିୟା	୨୧୧
ଗ୍ରାଫାଇଟିସ୍	୧୫
ଗ୍ଲୋନୋଇନ	୨୫୧
ଚାୟନା	୨୫୮
ଚେଲିଡୋନିୟମ୍ ମେଜାସ	୧୬୯
ଜିଙ୍କାମ୍ ମେଟାଲିକମ୍	୧୮
ଜେଲସିମିୟମ୍ ନିଟିଡମ୍	୧୫୧
ଟିଲିୟା ଟ୍ରିଫୋଲିୟାଟା	୨୧୮
ଟ୍ରିଲିୟମ୍	୧୧୧
ଟେରିବିହିନା	୧୧୧
ଡାଲ୍‌କାମାରା	୧୧୧
ଡିଜିଟେଲିସ୍‌ ପାରପିଉରିୟା	୧୧୧
ଥୁଜା ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲିସ୍	୧୧୧
ନବ୍ନ ଭଗିକା	୧୧

ঔষধ			পত্রাঙ্ক
নক্স মস্কাটা	১৯২
নাইট্রিক এসিড	১৪০
নেট্রাম কার্বনিকম	১৮৩
নেট্রাম মিউরিএটিকম	১৭৮
নেট্রাম সালফিউরিকম	১৮৩
পটোফাইলম	১৭৫
পাইরোজেন	২৩১
পালসেটিলা	২৯
পিক্রিক এসিড	১৪৩
পিট্রোলিয়ম	২১৭
প্লাস্লাম মেটালিকম	১৬৭
প্ল্যাটিনা	৮৩
ফস্ফরাস	৯৫
ফস্ফরিক এসিড	১৩৫
ফাইটলক্স ডিকাণ্ডা	২৩৯
ফেরাম ফস্ফরিকম	১৫২
ফেরাম মেটালিকম	১৬৪
বার্কেরিস ভাল্লেরিস	১৭১
বিসমাথ	২০২
বেলেডোনা	৪১
বেঞ্জোইক এসিড	১৭৪
বোর্যাক্স ভেনিটা	২২৪
ব্যাণ্টসিয়া টিংটোরিয়া	১৫১
ব্যারাইটা কার্ব	১৯৩

ঔষধ			পত্রাঙ্ক
ব্রাইওনিয়া	৩২
ভিরেট্রম এবম	১৫৩
ভেলিরিয়ানা	২৫৫
মস্কাস	১৫৪
মাকুরিয়স	২৪৫
মাকুরিয়স ক্রোসিভস	২৮৭
মিউরিকটিক এসিড	১৩৮
মিলিফোলিয়ম	১১৬
মেডোরিনম	২৩১
মেলিলোটাস	২৪২
ম্যাগ্নেসিয়া কার্বনিকা	১৮৬
ম্যাগ্নেসিয়া মিউরিকটিকা	১৮৭
ম্যাগ্নেসিয়া ফসফরিকা	১৮৮
ম্যাগ্নেসিয়া রেসিমোসা	১১২
রসটক্সিকোডেণ্ড্রা	৩৮
রিউম	২৩৫
রুটা	১২২
লাইকোপোডিয়ম	১০
লিডাম পালাটার	২০০
লিথিয়ম কার্বনিকম	২৫৬
লিলিয়ম টিগ্রিনম	১০৫
ল্যাক ক্যানিকম	২০৫
ল্যাকটিক এসিড	২৫২
ল্যাকেসিস	৪৮

বিষয়	পত্রাঙ্ক
ষ্টিক্টা পাল্‌মোনেরিয়া ...	২০৯
ষ্ট্যানাম মেটালিকম ...	৮১
ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া ...	২২১
ষ্ট্রামোনিয়ম ...	৪৬
সাইলিসিয়া ...	২৫২
সালফুর ...	৪
সালফিউরিক এসিড ...	১৪২
সিকেল করনিউটম ...	১০৭
সিকিউটা ভাইরোসা ...	১৫৮
সিনা ...	১৯৬
সিপিয়া ...	১০১
সিমিসিফিউগা ...	১১২
সোরিনম ...	১৭
স্পঞ্জিয়া টোষ্টা ...	২২৯
স্পাইজিলিয়া এন্ড্রিমিটিকা ...	১২১
স্যাঙ্কুইনেরিয়া ক্যানাডেন্সিস ...	১৩৪
স্যাভিনা ...	১১৩
স্যাঙ্কুাস নাএগ্রা ...	২৫৭
হাইওসাএমাস নাইজার ...	৪৪
হাইপিরিকম ...	২৫৯
হিপার সালফুর ...	২২
হেলিবোরাস নাইজার ...	১৫৬
হ্যামামেলিস ...	১১৪
হুডডেগুেন ...	১৯৮

৫০ টাকা পুস্তক

২৫ টাকা

কেবলমাত্র গ্রাহকগণ ১৫ টাকা পাইবেন।

হোমিওপ্যাথিক মেটরিয়াল মেডিকার

রেপার্টরি

আমেরিকার হেরিং কলেজের প্রেসিডেন্ট ডাঃ জে. টি. কেন্ট এম্, এ, এম্, ডি'কৃত বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক মেটরিয়াল মেডিকার রেপার্টরি, বঙ্গানুবাদ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করা হইতেছে।

ডাঃ এন্, এন্, ঘোষ

কর্তৃক অনুবাদিত

ও

ডাঃ আর্. আর্. ঘোষ, এম্, বি

কর্তৃক সংশোধিত

গ্রাহকদের অনুমতি লইয়া, এই পুস্তকখানির অবিকল অনুবাদ করা হইতেছে।

গ্রাহকদিগের সুবিধার জন্য—প্রতি খণ্ডের মূল্য ৮০ আনা ডাঃ মাঃ ৮০

ধার্য্য হইল।

এই স্মরণ্য পুস্তকখানি প্রায় বিংশতি খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে। যাহারা সমস্ত গ্রাহক-শ্রেণীভুক্ত হইয়া, প্রতি খণ্ড পুস্তক প্রকাশিত হইবা মাত্র গ্রহণ করিবেন, তাঁহাদিগকে প্রতি খণ্ড ৮০ বার আনার অর্থাৎ সম্পূর্ণ পুস্তক ১৫০ পনের টাকায় দেওয়া হইবে। কিন্তু পুস্তকের এক চতুর্থাংশ প্রকাশিত হইবার পর যাহারা গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইবেন তাঁহাদিগকে উহা ২৫ টাকা হিঃ ৬০ মূল্যে গ্রহণ করিতে হইবে।

কলিকাতা হোমিওপ্যাথিক কলেজের প্রিন্সিপাল, “চিকিৎসা বিধান”

“সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণচর” ইত্যাদি পুস্তক প্রণেতা—

ডাক্তার

শ্রীচন্দ্রশেখর কালী (কাইলাই) এন্, এম্, এস্,

মহোদয়ের পত্রের সার মর্ম্ম নিম্নে উদ্ধৃত হইল

ডাক্তার নগেন্দ্র নাথ ঘোষ, ডাঃ জে, টি, কেণ্ট কৃত “রেপার্টরিয়”
বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিতেছেন। উহার প্রথম খণ্ড আমি প্রাপ্ত হইয়াছি।
অনুবাদটা অতি সুন্দর হইয়াছে। এই পুস্তকখানি সম্পূর্ণ হইলে, ইংরাজি
অনভিজ্ঞ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকদিগের যে বিশেষ উপকার হইবে
তৎসম্বন্ধে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

স্বাক্ষর—

সি, এস, কালী।

ডাক্তার

এস্, কে, নাগ, এম্, ডি, (চিকাগো)

এন্, এম্, এস, (কলিকাতা ইউনিভারসিটি)

রেপার্টরি সঙ্ঘকে কি লিখিয়াছেন দেখুন—

ডাক্তার এন্, এন্, ঘোষ, ডাক্তার জে, টি, কেণ্টকৃত বিখ্যাত
হোমিওপ্যাথিক মেট্রিয়া মেডিকার রেপার্টরি বঙ্গ ভাষায় অনুবাদ
করিয়াছেন, উহার এক খণ্ড আমি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি। ডাক্তার
কেণ্টের পুস্তক চিকিৎসাব্যবসায়ীদিগের নিকট চিরপারচিত এবং
অনুবাদক প্রত্যেক কথার ভাবগুলি ভাষান্তরে যতদূর সম্ভব বজায় রাখিতে
চেষ্টা করায়, পুস্তকখানি যে উৎকৃষ্ট হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ নাই।
এই প্রকার একখানি পুস্তক হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক মাত্রেই অতীব
প্রয়োজনীয় এবং এতদ্বারা ইংরাজিভাষানভিজ্ঞ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক
দিগের একটা বহুদিনের অভাব মোচন হইল।

সাক্ষর—

এস্, কে, নাগ।

ডাঃ এন্, এন্, ঘোষ কৃত

সরল হোমিওপ্যাথিক জ্বর-চিকিৎসা ।

ক্ষি উদ্দেশ্যে ডাঃ এন্ এন্ ঘোষ পুস্তক প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা তিনি সরল মেটরিয়াম মেডিকার উদ্দেশ্যে নামক অধ্যায়ে বিবৃত করিয়াছেন। আপনি যখন সরল মেটরিয়াম মেডিকা পাঠ করিয়াছেন তখন জ্বর-চিকিৎসা আপনার পাঠ করা কর্তব্য। কারণ জ্বর চিকিৎসা ডাঃ ঘোষ কৃত সরল নামক পুস্তক সমূহের দ্বিতীয় ভাগ। ইহা পাঠ করিলে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শাস্ত্রে অধিকতর জ্ঞানলাভ হইবে এবং জ্বর চিকিৎসায়ও বিশেষ ব্যুৎপত্তি হইবে। ইহাতে প্রথমে নিয়ম— অর্থাৎ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রয়োগ করিবার বিধি, দ্বিতীয় নিদান অর্থাৎ— রোগ বিবরণ, তৃতীয় ঔষধ—অর্থাৎ জ্বর রোগে যে সকল ঔষধ প্রয়োগ হয় তাহাদিগের লক্ষণ, চতুর্থ লক্ষণানুপাতে ঔষধাবলি অর্থাৎ—লক্ষণ অনুসারে ঔষধ ক্রমান্বয়ে লিপিবদ্ধ করিয়া পুস্তকখানি সম্পূর্ণ করা হইয়াছে। মূল্য ১/০ এক টাকা দুই আনা মাত্র।

প্রেস্ক্রিপ্সন ও ব্যবস্থা পত্র

মেহ, প্রমেহ, পারা, গর্শ্ব, বাত, অজীর্ণ ইত্যাদি রোগে
ব্যাধির সমস্ত বিবরণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিখিয়া
পাঠাইলে ভিঃ, পিতে প্রেস্ক্রিপ্সন
ও ব্যবস্থা পত্র পাঠান
হয় ।

মূল্য ২২ ছই টাকা, ডাঃ মাঃ ।• চারি আনা ।

ডাঃ এন্, এন্, ঘোষ ।

রুম্মি, গুম্মি, এবং গণোরিয়্যার অব্যর্থ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ।

উক্ত ব্যাধি হইবামাত্র ডাক্তার এন্, এন্,
ঘোষের ঔষধ ব্যবহার করুন ।

অস্ত্র ব্যবহার করিতে হইবে না
নিশ্চয় আরোগ্য লাভ করিবেন

—***—

রোগের সমস্ত বিবরণ যথা পৃথ, পৃথের রং, যন্ত্রণার হ্রাস
বৃদ্ধির সময় ইত্যাদি লিখিয়া পাঠাইতে হয় ।

এক সপ্তাহের ঔষধের মূল্য ২৬ ছই টাকা মাত্র ।

